অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব:

২ বাদশাহ্‌নামা

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : ২ বাদশাহ্‌নামা

ভূমিকার জন্য ১, ২ বাদশাহ্‌ নামার ভূমিকা দেখুন।

প্রধান আয়াত: "তবুও মাবুদ সমস্ত নবীর ও দর্শকের দ্বারা ইসরাইল ও এহুদার কাছে সাক্ষ্য দিতেন, বলতেন, তোমরা তোমাদের কুপথ থেকে ফিরে এসো এবং আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে সমস্ত ব্যবস্থা দিয়েছি ও আমার গোলাম নবীদের মাধ্যমে তোমাদের কাছে যা পাঠিয়েছি সেই অনুসারে আমার হুকুম ও সমস্ত বিধি পালন কর। কিন্তু তারা কথা শোনল না, তাদের যে পূর্বপুরুষেরা তাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের উপর বিশ্বাস করতো না, তাদের ঘাড়ের মত স্ব স্ব ঘাড় শক্ত করতো" (১৭: ১৩-১৪)।

প্রধান প্রধান লোক: নবী ইলিয়াস, আল-ইয়াসা, শূনেমীয় স্ত্রীলোক, নামান, ইষেবল, যেহূ, যোয়াশ, হিস্কিয়, সন্‌হেরীব, ইশাইয়া, মানাশা, যোশিয়, যিহোয়াকীম, সিদিকিয়, বখতে-নাসার।

২ বাদশাহ্‌ নামা কিতাবটির রূপরেখা:

১। বিভক্ত রাজ্য : ইসরাইল ও এহুদা রাজ্য
(১:১ - ১৭:৪১

ক. অহসিয়ের রাজত্ব (১:১-১৮;
খ. ইয়ারবিয়ামের রাজত্ব (২:১-৮:১৫)
১) নবীর পরিবর্তন: ইলিয়াস থেকে আল-ইয়াসা (২: ১-২৫)
২) যিহোরামের মূল্যায়ন (৩:১-৩)
৩) মোয়াবের পরাজয় (৩:৪-২৭)
৪) আল-ইয়াসার অলৌকিক কাজ (৪:১-৮:১৫)
গ. যিহোরামের রাজত্ব (৮:১৬-২৪)
ঘ. অসহিয়ের রাজত্ব ((৮:২৫-২৯)
ঙ. যেহূও রাজত্ব ((৯:১-১০:৩৬)
চ. অথলিয়ার রাজত্ব (১১:১-৭৬)
ছ. যোয়াশের রাজত্ব (১১:১৭-১২:২১)
জ. যিহোয়াহসের রাজত্ব (১৩:১-৯)
ঝ. যিহোয়াসের রাজত্ব (১৩:১০-২৫)
ঞ. অমৎসিয়ের রাজত্ব (১৪:১-২২)
ট. ২ ইয়ারবিমের রাজত্ব (১৪:২৩-২৯)
ঠ. অসরিয়ের রাজত্ব (১৫:১-৭)
ড. জাকারিয়ার রাজত্ব (১৫:৮-১২)
ঢ. শল্লুমের রাজত্ব (১৫:১৩-১৫)
ণ. মনহেমের রাজত্ব (১৫:১৬-২২)
ত. পকহিয়ের রাজত্ব ৯১৫:২৩-২৬)
থ. পেকহের রাজত্ব (১৫:২৭-৩১)
দ. যোথমের রাজত্ব (১৫:৩২-৩৮)
ধ. আহসর রাজত্ব (১৬:১-২০)
ন. হোশেসেয়ের রাজত্ব (১৭:১-৪১)

২. ইসরাইলের পতন ও এহুদা দেশ (১৮:১-২৫:২১)
ক. হিস্কিয়ের রাজত্ব (১৮:১-২০:২১)
খ. মানশার রাজত্ব (২১:১-১৮)
গ. আমনের রাজত্ব (২১:১৯-২৬)
ঘ. যোশিয়ের রাজত্ব (২১:১-২৩:৩০)
ঙ. যিহোয়হসের রাজত্ব (২৩:৩১-৩৩)
চ. যিহোয়াকীমের রাজত্ব (২৩:৩৮-২৪:৭)
ছ. যিহোয়াখীনের রাজত্ব (২৪:৮-১৬)
জ. সিদিকিয়ের রাজত্ব, জেরুশালেমের পতন ও বন্দিদশায় গমন (২৪:১৭-২৫:৩০)।

আল্লাহ্‌ অথবা মূর্তি

কেন মানুষেরা বারবার আল্লাহ্‌র দিকে ফেরার বদলে মূর্তিগুলোর দিকে ফিরে গিয়েছিল?

মূর্তিগুলো ছিল:	আল্লাহ্‌ হচ্ছেন:
♦ এমন যা ধরা-ছোঁয়া যায়	♦ এমন যা ধরা যায় না - কোন শারীরিক রূপ নেই
♦ নৈতিকভাবে একই ধরণের– মানবীয় গুণাবলি ছিল	♦ নৈতিকভাবে ভিন্ন ধরণের– ঐশ্বরিক গুণাবলি ছিল
♦ বোধগম্য	♦ বোধগম্য নয়
♦ কারসাজি করা যেত	♦ কারসাজি করা যেত না
মূর্তি পূজার মধ্যে অর্ন্তনিহিত ছিল:	**আল্লাহ্‌র এবাদতের মধ্যে অর্ন্তনিহিত ছিল:**
♦ প্রকৃতিবাদ	♦ ত্যাগ
♦ যৌন অনৈতিকতা	♦ পাক-পবিত্রতা এবং অঙ্গীকার
♦ একজন লোক যা চাইত তাই করা	♦ আল্লাহ্‌ যা চাইতেন তা করা
♦ নিজের দিকে মনোনিবেশ করা	♦ অন্যের দিকে মনোনিবেশ করা

দ্বিতীয় বাদশাহ্‌নামা কিতাবের প্রধান স্থান

হযরত ইলিয়াসের সেবা-কাজের দ্বারা ইসরাইল ও এহুদা এই উভয় রাজ্যই প্রভাবান্বিত হয়েছিল। তিনি প্রায় ৫০ বছর ধরে নবী হিসাবে সেবা-কাজ করেছেন, প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন ও লোকদেরকে সত্য আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করেছেন।

১. জেরিকো: ইলিয়াসের সেবা-কাজ প্রায় শেষের পথে। তিনি তাঁর শাল দিয়ে জর্ডান নদীর পানি স্পর্শ করলেন এবং তিনি ও আল-ইয়াসা শুকনো নদীর উপর দিয়ে পার হয়ে গেলেন। ইলিয়াসকে একটি আগুনের রথ তুলে নিলেন এবং আল-ইয়াসা একা সেই শাল নিয়ে ফিরে আসলেন।

জেরিকোতে যে সাহাবী-নবীগণ থাকতেন তারা ভাবলেন যে, ইলিয়াসের জায়গায় আল-ইয়াসা অধিষ্ঠিত হয়েছেন (১:১-২:২৫)।

২. ইদোমের মরুভূমি: মোয়াবের বাদশাহ্‌ ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাই ইসরাইল, এহুদা ও ইদোম সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তারা ইদোমের মরুভূমি থেকে মোয়াবকে আক্রমন করবেন। কিন্তু তাদের পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাদশাহ্‌গণ আল-ইয়াসার সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনি বলেছিলেন যে, আল্লাহ্‌ পানি ও বিজয় এই দুটোই তাদের জন্য পাঠাবেন (৩:১-২৭)।

৩. শূনেম: আল-ইয়াসা সাধারণ লোকদের ও তাদের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতেন। তিনি এক স্ত্রীলোককে তার ঋণ পরিশোধের জন্য অলৌকিকভাবে তেলের যোগান দেন যেন তা বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করা যায়। এছাড়া তিনি শূনেমীয় এক স্ত্রীলোকের সন্তানকেও মৃত থেকে জীবিত করে তোলেন (৪:১-৩৭)।

৪. গিল্‌গল: আল-ইয়াসা গিল্‌গলে একদল সাহাবী-নবীর পরিচর্যা করতেন। তখন তিনি রান্না করা শসার তিক্ততা দূর করে দেন এবং অল্প পরিমান খাবার দিয়ে অনেককে খাওয়ান। তিনি সেখানে একটি লোহার কুড়াল পানিতে পড়ে গেলে তা ভাসিয়ে তোলেন যেন যে তা হারিয়ে ফেলেছে তা সে ফিরে পায়। সেখানে থাকার সময়ে আরামীয় সেনাপ্রধান নামান তাঁর কাছে আসেন তার কুষ্ঠ রোগ থেকে সুস্থ হবার জন্য (৪:৩৮-৬:৭)।

৫. দোথন: যদিও তিনি একজন অরামীয় সেনাপ্রধানকে কুষ্ঠরোগ থেকে সুস্থ করেছিলেন, তবুও তিনি ইসরাইলের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। তিনি আরামীয় সৈন্যদের যুদ্ধের পরিকল্পনা জানতেন এবং তিনি তা ইসরাইলের বাদশাহ্‌কে জানিয়ে দিতেন। অরামীয় বাদশাহ্‌ আল-ইয়াসার খোঁজে দোথনে আসেন ও দোথন

ঘেরাও করেন যেন তাঁকে মেরে ফেলতে পারেন। কিন্তু আল-ইয়াসা মুনাজাত করলেন যেন তাদের সৈন্যবাহিনী অন্ধ হয়ে যায়; আর তখন তিনি সেই অন্ধ সৈন্য দলকে পরিচালনা করে ইসরাইলের রাজধানী সামেরিয়ায় নিয়ে যান (৬:৮-২৩)।

৬. সামেরিয়া: কিন্তু এই অরামীয়রা শিক্ষা গ্রহণ করে নি। পরে তারা আবার সামেরিয়া ঘেরাও করে। ইসরাইলের বাদশাহ্‌ মনে করেছিলেন যে, এটি আল-ইয়াসার ভুলের জন্যই তা হয়েছে কিন্তু আল-ইয়াসা বলেছেন যে, পরের দিনই খাবারের প্রাচুর্য দেখা দেবে। তাঁর কথাই সত্য হয়েছিল, কারণ মাবুদ সেই সৈন্যবাহিনীকে ভয় দেখিয়েছিলেন আর তারা দিক্‌বিদিক্‌শূন্য হয়ে ভয়ে সৈন্য শিবির ছেড়ে পালিয়েছিল। আর তারা যে খাবার রেখে গিয়েছিল তাতে সামেরিয়ার লোকদের খাবারের জন্য যথেষ্ট হয়েছিল (৬:২৪-৭:২০)।

৭. দামেস্ক: আল-ইয়াসার ইসরাইলের প্রতি আনুগত্য থাকলেও তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে অরামের রাজধানী দামেস্কে গিয়েছিলেন। বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদ অসুস্থ ছিলেন, তাই তিনি হসায়েলকে আল-ইয়াসার কাছে পাঠালেন তিনি সুস্থ হবেন কিনা তা জানার জন্য। আল-ইয়াসা জানতেন যে, বিন্‌হদদ মারা যাবেন এবং তা হসায়েলকেও জানালেন। কিন্তু হসায়েল বিন্‌হদদকে খুন করে নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন। পরে, ইসরাইল ও এহুদ একত্রে মিলে এই নতুন অরামীয় শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল (৮:১-২৯)।

৮. রামোৎ-গিলিয়োৎ: ইসরাইল ও এহুদা অরামের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর আর আল-ইয়াসা রামোৎ-গিলিয়োতে একজন যুবক নবীকে পাঠালেন যেহূকে ইসরাইলের পরবর্তী বাদশাহ্‌ হিসাবে অভিষেক করার জন্য। যেহূ ইসরাইল ও এহুদার দুষ্ট রাজবংশকে ধ্বংস করার জন্য এবং তিনি বাদশাহ্‌ যোরাম ও অহসিয়কে ও দুষ্ট রাণী ইষেবলকে হত্যা করেন। এরপর তিনি বাদশাহ্‌ আহাবের পরিবারকে এবং সমস্ত বাল-দেবতার উপাসকদের হত্যা করেন (৯:১-১১:১)।

৯. জেরুশালেম: অহসিয় মারা যাবার পর ক্ষমতার জন্য ক্ষুধার্ত অথলিয়া এহুদার সিংহাসন দখল করে রাণী হন। তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তার সকল নাতিকে হত্যা করেন, শুধু যোয়াস তার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁকে এবাদতখানায় লুকিয়ে রাখা হয়েছি। যোয়াস সাত বছর বয়েসে রাজ-সিংহাসন আরোহন করেন ও অথলিয়াকে সিংহাসন থেকে উৎখাত করেন। ঠিক একই সময়ে অরামীয়রা ইসরাইল রাজ্যকে নানা দিক থেকে কষ্ট দিতে থাকে। ইসরাইলের নতুন বাদশাহ্‌ আল-ইয়াসার সঙ্গে দেখা করেন এবং তিনি বলেন যে, আরও তিনবার তিনি অরামীয়দের পরাজিত করতে পারবেন (১১:২-১৩:১৯)।

আল-ইয়াসা মৃত্যুবরণ করার পর বেশ কয়েকজন দুষ্ট রাজা ইসরাইলের সিংহাসনে আরোহন করেন। তাদের মূর্তিপূজা করা ও আল্লাহ্‌র অবাধ্য হবার ফলে তাদের জীবনে পতন নেমে আসে। আসিরিয়া সাম্রাজ্য তখন সামেরিয়া দখল করে নেয় এবং বেশীরভাগ ইসরাইলদেরকে বন্দিদশায় নিয়ে যায় (১৩:২০-১৭:৪১)। এহুদা তখনও রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিল কারণ তখনও সেখানে কিছু ভাল বাদশাহ্‌ ছিলেন। তাঁরা মূর্তিপূজা ধ্বংস করেছিলেন ও আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু তখনও অনেকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অনেক দূরে ছিল। তাই পরবর্তীতে এহুদার রাজধানী জেরুশালেমেরও পতন ঘটেছিল পরবর্তী বিশ্ব শক্তি ব্যাবিলনের কাছে (১৮:১-২৫:৩০)।

বাদশাহ্ অহসিয়ের উপর মাবুদের শাস্তি

১ ১ আহাবের মৃত্যুর পরে মোয়াব ইসরাইলের
অধীনতা ত্যাগ করলো। ২ আর অহসিয়
সামেরিয়ায় অবস্থিত তাঁর বাড়ির উপরিস্থ কুঠরীর
সিঁড়ির দরজা থেকে পড়ে গিয়ে আহত হলেন;
তাতে তিনি কয়েকজন দূত পাঠালেন, তাদেরকে
বললেন, যাও, ইক্রোণের দেবতা বাল্‌সবূবকে
গিয়ে জিজ্ঞাসা কর যে, এই আহত অবস্থা থেকে
আমি সুস্থ হব কি না? ৩ কিন্তু মাবুদের ফেরেশতা
তিশ্‌বীয় ইলিয়াসকে বললেন, উঠ, সামেরিয়ার
বাদশাহ্‌র দূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, আর
তাদেরকে বল, ইসরাইলের মধ্যে কি আল্লাহ্ নেই
যে, তোমরা ইক্রোণের দেবতা বাল্-সবূবের
কাছে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছ? ৪ অতএব মাবুদ
এই কথা বলেন, তুমি যে পালঙ্কে উঠে শুয়েছ, তা
থেকে আর নামবে না, মরবেই মরবে। পরে
ইলিয়াস চলে গেলেন।
৫ আর সেই দূতেরা বাদশাহ্‌র কাছে ফিরে
গেলে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা
কেন ফিরে আসলে? ৬ তারা বললো, এক জন
ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে
আমাদের বললেন, যে বাদশাহ্ তোমাদেরকে
পাঠালেন, তোমরা তাঁর কাছে ফিরে যাও, তাকে
বল, মাবুদ এই কথা বলেন, ইসরাইলের মধ্যে
কি আল্লাহ্ নেই যে, তুমি ইক্রোণের দেবতা
বালসবূবের কাছে জিজ্ঞাসা করতে লোক
পাঠাচ্ছ? অতএব তুমি যে পালঙ্কে উঠে শুয়েছ,
তা থেকে আর নামবে না, মরবেই মরবে।
৭ বাদশাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন,
তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে যে ব্যক্তি
এসব কথা বললো, সে দেখতে কেমন? ৮ তারা
জবাবে বললো, তিনি লোমশ পুরুষ এবং তাঁর
কোমরে চামড়ার কোমরবন্ধনী। বাদশাহ্
বললেন, উনি তিশ্‌বীয় ইলিয়াস।
৯ পরে বাদশাহ্ পঞ্চাশ জন সেনার সঙ্গে এক
জন পঞ্চাশপতিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন;
তখন সে তাঁর কাছে গেল; আর, দেখ, ইলিয়াস
পর্বতের চূড়ায় বসেছিলেন। সে তাঁকে বললো,
হে আল্লাহ্‌র লোক, বাদশাহ্ বলেছেন, তুমি
নেমে এসো। ১০ ইলিয়াস সেই পঞ্চাশপতিকে

[১:১] পয়দা ১৯:৩৭; ২বাদশা ৩:৫।
[১:২] ১শামু ৬:২; ইশা ২:৬; ১৪:২৯; মার্ক ৩:২২।
[১:৩] ১শামু ২৮:৮।
[১:৪] জবুর ৪১:৮।
[১:৮] ১বাদশা ১৮:৭; মথি ৩:৪; মার্ক ১:৬।
[১:৯] হিজ ১৮:২৫; ইশা ৩:৩।
[১:১০] ১বাদশা ১৮:৩৮; প্রকা ১১:৫; ১৩:১৩।

১:১ আহাবের মৃত্যুর পরে। ১ বাদশাহ্ ২২:৩৭ দেখুন; সেই সাথে ইউসা ১:১; কাজী ১:১; ২ শামু ১:১ আয়াত এবং নোট দেখুন।

মোয়াব ইসরাইলের অধীনতা ত্যাগ করলো। মোয়াব রাজ্য দাউদের অধীনস্থ হয়েছিল (২ শামু ৮:২), কিন্তু যখন উত্তরাঞ্চলের ও জর্ডান অববাহিকার গোষ্ঠীসমূহ বিদ্রোহ করল এবং ইয়ারাবিমকে তাদের বাদশাহ্ করল, তখন মোয়াবের উপরে রাজনৈতিক কর্তৃত্বও উত্তরের রাজ্যের হাতে চলে গেল। মোয়াবের বাদশাহ্ মেশা'র একটি লিপি ফলক থেকে দেখা যায় যে, অম্রির "পুত্রের" রাজত্বের সময় (সম্ভবত তাঁর পৌত্র যোরামের কথা বলা হয়েছে, আহাবের কথা নয়) মোয়াবীয়রা ইসরাইলীয়দের নিয়ন্ত্রণ থেকে মেদিবা অঞ্চলটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

১:২ বাল্‌সবূব। কাজী ১০:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

ইক্রোণ। পাঁচটি নেতৃস্থানীয় ইসরাইলীয় নগরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত নগরটি (ইউসা ১৩:৩; ১ শামু ৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

আমি সুস্থ হব কি না? সম্ভবত অহসিয় এই ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন যে, তাঁর আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। কিন্তু তিনি পৌত্তলিকদের এই দেবতার কাছে প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন ইতিবাচক একটি উত্তর জানার জন্য, সুস্থ হবার জন্য নয়।

১:৩ মাবুদের ফেরেশতা। ১ বাদশাহ্ ১৯:৭ দেখুন। সেই সাথে পয়দা ১৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন। সাধারণত মাবুদ সরাসরি নবীদের অন্তরে কথা বলতেন (১ বাদশাহ্ ১৭:২, ৮; ১৮:১; ১৯:৯; ২১:১৭)। সম্ভবত এই প্রত্যাদেশের উদ্দেশ্য ছিল অহসিয়ের বার্তাবাহক (আয়াত ২-৩,৫) এবং মাবুদের ফেরেশতার (যার অর্থ "বার্তাবাহক") মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরা।

তিশ্‌বীয় ইলিয়াস। ১ বাদশাহ্ ১৭:১। সামেরিয়ার বাদশাহ্। ১ বাদশাহ্ ২১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১:৪ তুমি ... মরবেই মরবে। অহসিয় যে বার্তা শুনতে চেয়েছিলেন তা শুনলেন ঠিকই কিন্তু বাল্‌সবূবের কাছ থেকে নয়, বরং তিনি তা পেলেন ইলিয়াসের মাধ্যমে মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।

১:৫ তোমরা কেন ফিরে আসলে? অহসিয় বুঝতে পারলেন যে, দূতদের পক্ষে এত দ্রুত ইক্রোণে গিয়ে আবার সেখান থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়।

১:৮ তিনি লোমশ পুরুষ। এখানে ইলিয়াসের পরনের লোমশ পোশাকের কথা বোঝানো হয়েছে। সম্ভবত ইলিয়াসের পোশাক বা আলখেল্লাটি (১ বাদশাহ্ ১৯:১৯) ভেড়ার চামড়ার বা উটের লোম থেকে তৈরি করা হয়েছিল এবং তা খুব সাধারণ চামড়ার কোরবন্ধনী দিয়ে বাঁধা হয়েছিল (মথি ৩:৪)। নবী ইলিয়াসের বিপক্ষ শক্তির পরনে থাকা মিহি মসীনা কাপড়ের পোশাকের সাথে তাঁর এই পোশাকের পার্থক্য অত্যন্ত প্রকটভাবে চোখে পড়ার মত (ইয়ার ১৩:১)। এর মধ্য দিয়ে ইলিয়াস বাদশাহ্‌র বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঠুনকো আভিজাত্যের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করেছেন (মথি ১১:৭-৮; লূক ৭:২৪-২৫)।

উনি তিশ্‌বীয় ইলিয়াস। বাদশাহ্ অহসিয় ইলিয়াসের সাজ পোশাকের সাথে পরিচিত ছিলেন, কারণ নবী ইলিয়াসের সাথে তাঁর পিতা বাদশাহ্ আহাবের বহুবার সাক্ষাৎ ঘটেছিল।

১:৯ পঞ্চাশ জন সেনার ... পঞ্চাশপতিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সে সময়কার পৌত্তলিক জাতির লোকেরা মনে করত যে, কোন ব্যক্তি কাউকে বদদোয়া দিলে তাকে জোরবপূর্বক বদদোয়া তুলে নেওয়ার জন্য বাধ্য করলে কিংবা তাকে হত্যা করলে সেই বদদোয়া অকার্যকর করে দেওয়া সম্ভব। সম্ভবত অহসিয় এই চিন্তা করেই তাঁর সৈন্যদল পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি ইলিয়াসকে বন্দী করতে চেয়েছিলেন যেন তিনি তাঁর নিজের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিহত করতে পারেন।

হে আল্লাহ্‌র লোক, বাদশাহ্ বলেছেন, তুমি নেমে এসো। অহসিয় নবী ইলিয়াসকে বাদশাহী কর্তৃত্বের অধীনে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। এতে করে ইসরাইলের বাদশাহী পদের বৈশিষ্ট্য লজ্জিত হয়েছে, যে পদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে একজন

জবাবে বললেন, যদি আমি আল্লাহ্‌র লোক হই, তবে আসমান থেকে আগুন নেমে তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস করুক। তখন আসমান থেকে আগুন নেমে তাকে ও তার পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস করলো।
১১ পরে বাদশাহ্‌ পুনর্বার পঞ্চাশ জন লোকের সঙ্গে আর এক জন পঞ্চাশপতিকে তাঁর কাছে পাঠালেন। সে গিয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র লোক, বাদশাহ্‌ এই কথা বলেছেন, শীঘ্র নেমে এসো।
১২ ইলিয়াস জবাবে তাদেরকে বললেন, যদি আমি আল্লাহ্‌র লোক হই, তবে আসমান থেকে আগুন নেমে তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস করুক। তখন আসমান থেকে আল্লাহ্‌র আগুন নেমে তাকে ও তার পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস করলো।
১৩ পরে বাদশাহ্‌ তৃতীয় বার পঞ্চাশ জন লোকের সঙ্গে এক জন পঞ্চাশপতিকে পাঠালেন। তাতে সেই তৃতীয় পঞ্চাশপতি গিয়ে ইলিয়াসের সম্মুখে হাঁটু পেতে বিনয় পূর্বক বললো, হে আল্লাহ্‌র লোক, আমি আরজ করি, আমার প্রাণ এবং আপনার এই পঞ্চাশ জন গোলামের প্রাণ আপনার দৃষ্টিতে বহুমূল্য হোক।
১৪ দেখুন, আসমান থেকে আগুন নেমে আগে আগত দুই সেনাপতি ও তাদের পঞ্চাশ পঞ্চাশ জনকে গ্রাস করেছে; কিন্তু এখন আমার প্রাণ আপনার দৃষ্টিতে বহুমূল্য হোক।
১৫ তখন মাবুদের ফেরেশতা ইলিয়াসকে বললেন, এর সঙ্গে নেমে যাও, একে ভয় করো না। পরে ইলিয়াস উঠে তার সঙ্গে বাদশাহ্‌র কাছে নেমে গেলেন।
১৬ আর তিনি তাঁকে বললেন, মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি ইক্রোণের দেবতা বাল্‌সবূবের কাছে জিজ্ঞাসা করতে দূতদেরকে পাঠিয়েছিলে; এর কারণ কি এই যে, ইসরাইলের মধ্যে এমন আল্লাহ্‌ নেই, যাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে? অতএব তুমি যে পালঙ্কে শুয়েছ, তা থেকে আর নামবে না, মরবেই মরবে।

[১:১৩] জবুর ৭২:১৪।
[১:১৫] ইশা ৫১:১২; ৫৭:১১; ইয়ার ১:১৭; ইহি ২:৬।
[১:১৭] ২বাদশা ৮:১৫; ইয়ার ২০:৬; ২৮:১৭।
[২:১] পয়দা ৫:২৪।
[২:১] ১বাদশা ১৯:১১; ইশা ৫:২৮; ৬৬:১৫; ইয়ার ৪:১৩; নহূম ১:৩।
[২:২] রূত ১:১৬।
[২:৩] ১শামু ১০:৫।

বাদশাহ্‌ অহসিয়ের মৃত্যু

১৭ আর ইলিয়াসের দ্বারা কথিত মাবুদের কালাম অনুসারে তিনি মারা গেলেন; এবং তাঁর পুত্র না থাকাতে যিহোরাম তাঁর পদে, এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোশাফটের পুত্র যিহোরামের দ্বিতীয় বছরে বাদশাহ্‌ হলেন।
১৮ অহসিয়ের কৃত অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে কি লেখা নেই?

হযরত ইলিয়াসকে বেহেশতে তুলে নেওয়া

২ ১ পরে যখন মাবুদ ইলিয়াসকে ঘূর্ণি-বাতাসে বেহেশতে তুলে নিতে উদ্যত হলেন, তখন ইলিয়াস ও আল-ইয়াসা গিল্‌গল থেকে যাত্রা করলেন।
২ আর ইলিয়াস আল-ইয়াসাকে বললেন, আরজ করি, তুমি এই স্থানে থাক, কেননা মাবুদ আমাকে বেথেল পর্যন্ত পাঠালেন। আল-ইয়াসা বললেন, জীবন্ত মাবুদের কসম এবং আপনার জীবিত প্রাণের কসম, আমি আপনাকে ছাড়ব না। পরে তাঁরা বেথেলে নেমে

বাদশাহ্‌র সমস্ত কার্যক্রম আল্লাহ্‌র নবীদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তাঁর কালামের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে স্থাপিত (১ শামু ১০:২৫; ১২:২৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:১০ আসমান থেকে আগুন নেমে তাকে ও তার পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস করলো। ইলিয়াস ও মূসার পরিচর্যা কাজের মাঝে আরেকটি সাদৃশ্য (লেবীয় ১০:২; শুমারী ১৬:৩৫ আয়াত দেখুন)। এই ঘটনার মূলে ছিল এই প্রশ্ন যে, ইসরাইলের সার্বভৌম শাসক প্রকৃতপক্ষে আসলে কে? অহসিয় কি এ কথা স্বীকার করেন যে, ইসরাইলের বাদশাহ্‌ হলেন মাবুদের কর্তৃত্ব ও বাদশাহী পদের অধীনস্থ একজন প্রতিনিধি শাসক মাত্র, না কি তিনি পৌত্তলিক বাদশাহ্‌দের মত ক্ষমতার যথেচ্ছাচার করবেন (১ শামু ১২:১৪-১৫ আয়াতের নোট দেখুন)? কর্মিল পর্বতে মাবুদ নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন এবং বেহেশত থেকে আগুন পাঠিয়ে তাঁর নবীর কথার সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন (১ শামু ১৮:৩৮-৩৯)। এখন অহসিয়ের জন্য আবারও আল্লাহ্‌ তাঁর নবীর সপক্ষে যথার্থতার প্রমাণ দিলেন।

১:১১ বাদশাহ্‌ পুনর্বার ... এক জন পঞ্চাশপতিকে তাঁর কাছে পাঠালেন। মাবুদের ক্ষমতার নাটকীয় প্রত্যাদেশ ঘটার পরও বাদশাহ্‌ অহসিয় মাবুদের কালামের কাছে নতি স্বীকার করলেন না।

১:১৩ ইলিয়াসের সম্মুখে হাঁটু পেতে। তৃতীয় পঞ্চাশপতি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইলিয়াস হচ্ছে মাবুদের কালাম বহনকারী নবী, সে কারণে তিনি তার নিজের জীবন বাঁচাতে বিনম্রভাবে ইলিয়াসের কাছে অনুরোধ করেছিলেন।

১:১৫ মাবুদের ফেরেশতা ইলিয়াসকে বললেন। ৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১:১৭ মাবুদের কালাম অনুসারে তিনি মারা গেলেন। সব কিছুর শেষে বাদশাহ্‌ অহসিয় ইসরাইলের আল্লাহ্‌র দিক থেকে ফিরে এক পৌত্তলিক দেবতার সাহায্য কামনা করাতে শাস্তি ভোগ করলেন এবং আল্লাহ্‌র কালাম সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও বাদশাহ্‌র সমস্ত ক্ষমতার চেয়েও ক্ষমতাশালী ও কর্তৃত্ববান বলে প্রতিষ্ঠিত হল।

যিহোরাম। অহসিয়ের ছোট ভাই (৩:১; ১ বাদশাহ্‌ ২২:৫১ আয়াত দেখুন)। এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোশাফটের পুত্র যিহোরামের দ্বিতীয় বছরে। ৮৫৩ থেকে ৮৪৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত যিহোরামের রাজত্বকাল তাঁর পিতার রাজত্বকালের সাথে সমান্তরালভাবে চলেছিল (৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে যে সময়কালের কথা বলা হয়েছে তা এই যৌথ রাজত্বকালের দ্বিতীয় বছর। এ কারণে যিহোশাফটের রাজত্বের ১৮তম বছর (৩:১) হচ্ছে যিহোরামের রাজত্বের দ্বিতীয় বছর (৮৫২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)।

১:১৮ ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২:১ গিল্‌গল। সম্ভবত জর্ডান নদীর পশ্চিমে অবস্থিত অখ্যাত নগরটি নয়, কারণ তাঁরা বেথেল থেকে নেমে গিয়েছিলেন (আয়াত ২; সেই সাথে ৪:৩৮ আয়াতও দেখুন); বরং এই গিল্‌গল হচ্ছে বেথেল থেকে আট মাইলের মত উত্তরে অবস্থিত একটি নগর।

২:২ আমি আপনাকে ছাড়ব না। আল-ইয়াসা ভাল করেই

গেলেন। ৩ তখন বেথেলের সাহাবী-নবীরা বাইরে
আল-ইয়াসার কাছে এসে বললেন, আজ মাবুদ
আপনার কাছ থেকে আপনার প্রভুকে তুলে
নেবেন, এ কথা কি আপনি জানেন? তিনি
বললেন, হ্যাঁ, আমি তা জানি; তোমরা নীরব
হও।
৪ পরে ইলিয়াস তাঁকে বললেন, হে আল-
ইয়াসা, আরজ করি, তুমি এই স্থানে থাক;
কেননা মাবুদ আমাকে জেরিকোতে পাঠালেন।
তিনি বললেন, জীবন্ত মাবুদের কসম এবং
আপনার জীবিত প্রাণের কসম, আমি আপনাকে
ছাড়ব না। পরে তাঁরা জেরিকোতে আসলেন।
৫ তখন জেরিকোর সাহাবী-নবীরা আল-ইয়াসার
কাছে এসে বললেন, আজ মাবুদ আপনার কাছ
থেকে আপনার প্রভুকে তুলে নেবেন, এই কথা
কি আপনি জানেন? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ,
আমি তা জানি; তোমরা নীরব হও।
৬ পরে ইলিয়াস তাঁকে বললেন, আরজ করি,
তুমি এই স্থানে থাক, কেননা মাবুদ আমাকে
জর্ডানে পাঠালেন। তিনি বললেন, জীবন্ত মাবুদ
এবং আপনার জীবিত প্রাণের কসম, আমি
আপনাকে ছাড়ব না। পরে তাঁরা দু'জন চললেন।
৭ তখন সাহাবী-নবীদের মধ্যে পঞ্চাশ জন লোক
গিয়ে দূরে তাঁদের সম্মুখে দাঁড়ালেন, আর
জর্ডানের ধারে ঐ দু'জন দাঁড়ালেন। ৮ পরে
ইলিয়াস তাঁর শাল ধরে গুটিয়ে নিয়ে পানিতে
আঘাত করলেন, তাতে পানি এদিকে ওদিকে
বিভক্ত হল এবং তাঁরা দু'জন শুকনো ভূমি দিয়ে
পার হলেন।
৯ পার হওয়ার পর ইলিয়াস আল-ইয়াসাকে
বললেন, তোমার জন্য আমি কি করবো? তা
তোমার কাছ থেকে আমাকে নিয়ে যাবার আগে
যাচ্ঞা কর। ইলিশায় বললেন, আরজ করি,
আপনার রূহের দুই অংশ আমার উপর অধিষ্ঠিত
হোক। ১০ তিনি বললেন, কঠিন বর যাচ্ঞা
করলে; যদি তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাবার
সময়ে আমাকে দেখতে পাও, তবে তোমার প্রতি
তা ঘটবে; কিন্তু না দেখলে ঘটবে না।
১১ পরে এরকম ঘটলো; তাঁরা যেতে যেতে
কথা বলছেন, ইতোমধ্যে দেখ, আগুনের একটি
রথ ও আগুনের ঘোড়াগুলো এসে তাঁদেরকে
পৃথক করলো এবং ইলিয়াস ঘূর্ণি-বাতাসে
বেহেশতে উঠে গেলেন। ১২ আর আল-ইয়াসা
তা দেখলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বললেন, হে
আমার পিতা, হে আমার পিতা, হে ইসরাইলের
রথগুলো ও তার ঘোড়সওয়ারগণ! পরে তিনি

[২:৪] ইউসা ৩:১৬।
[২:৬] ইউসা ৩:১৫।
[২:৮] হিজ ১৪:২১।
[২:৯] দ্বি:বি ২১:১৭।
[২:১১] ২বাদশা ৬:১৭; জবুর ৬৮:১৭; ১০৪:৩, ৪; ইশা ৬৬:১৫; হবক ৩:৮; জাকা ৬:১।
[২:১২] পয়দা ৩৭:২৯।

জানতেন যে, ইলিয়াসের পরিচর্যা কাজের সময় শেষ হয়েছে এবং এখন তাঁর দুনিয়া থেকে প্রস্থানের সময় উপস্থিত হয়েছে (আয়াত ৫)। মাবুদ যে পর্যন্ত না ইলিয়াসকে তুলে নেন সে পর্যন্ত আল-ইয়াসা তাঁর সাথে থাকার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ইলিয়াসের প্রতি ও ইলিয়াসের পরিচর্যা কাজের প্রতি আল-ইয়াসার বিশ্বস্ততা ছিল অব্যর্থ (আয়াত ৯; ১ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ দেখুন)।

২:৩ সাহাবী-নবীরা। ১ বাদশাহ্‌ ২০:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন। ইলিয়াস ও আল-ইয়াসার সময়ে বেথেল (এই আয়াত), জেরিকো (আয়াত ৫) এবং গিল্‌গলে (৪:৩৮) সাহাবী নবীদের দল বসবাস করতেন। আমরা দেখি মাবুদের নির্দেশেই নবী ইলিয়াস গিল্‌গল (আয়াত ১), বেথেল (আয়াত ২) এবং জেরিকোতে (আয়াত ৪) যাত্রা করেছিলেন যেন তিনি এই সাহাবী নবীদের দলগুলোর সাথে শেষ বারের মত দেখা করতে পারেন।

২:৭ পঞ্চাশ জন লোক। ইসরাইলের বেহেশতী বাদশাহ্‌ পঞ্চাশ জন মানুষের পঞ্চাশটি দলকেও যে কোন মুহূর্তে এক করে ফেলতে পারেন (আয়াত ১:৯, ১১, ১৩; ২:১৬-১৭; ১ বাদশাহ্‌ ১৮:৪ দেখুন)। ৫০ জন মানুষের এই দলটিকে ইলিয়াস ও আল-ইয়াসার নদী অতিক্রম করার অলৌকিক কাজটির প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার জন্য সেখানে উপস্থিত করা হয়েছিল।

২:৮ ইলিয়াস তাঁর শাল ধরে ... পানিতে আঘাত করলেন। মূসা যেভাবে তাঁর লাঠি ব্যবহার করে ইসরাইল জাতির মহা হিজরতের সময় "লোহিত সাগর" অতিক্রম করেছিলেন, ঠিক সেভাবে এখানে ইলিয়াস তাঁর শালটিকে ব্যবহার করলেন (হিজ ১৪:১৬, ২১, ২৬ আয়াত দেখুন)।

২:৯ আপনার রূহের দুই অংশ আমার উপর অধিষ্ঠিত হোক। এখানে আল-ইয়াসা নবী ইলিয়াসের পরিচর্যা কাজের দ্বিগুণ পরিমাণে সম্পন্ন করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন নি, বরং তিনি তৎকালীন প্রচলিত একটি বাগধারা ব্যবহার করেছেন যার মধ্য দিয়ে তিনি ইলিয়াসের পরিচর্যা কাজকে অক্ষুণ্ণ রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। প্রাচীন ইসরাইলের উত্তরাধিকার আইন অনুসারে পিতার প্রথমজাত পুত্র সন্তান তার পিতার সমস্ত সম্পত্তির দ্বিগুণ অংশ লাভ করে (দ্বি.বি. ২১:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:১০ কঠিন বর। যদিও এর আগে ইলিয়াসকে বলা হয়েছিল যেন তিনি আল-ইয়াসাকে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে অভিষেক দান করেন (১ বাদশাহ্‌ ১৯:১৬, ১৯-২১), তথাপি ইলিয়াসের প্রতিক্রিয়া স্পষ্টভাবে এ কথা ব্যক্ত করে যে, একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপরে এ বিষয়টি নির্ভর করে।

যদি ... আমাকে দেখতে পাও, তবে তোমার প্রতি তা ঘটবে; কিন্তু না দেখলে ঘটবে না। আল-ইয়াসার অনুরোধের উত্তর দেবার ভার ইলিয়াস আল্লাহ্‌র হাতেই ছেড়ে দিলেন।

২:১১ আগুনের একটি রথ ও আগুনের ঘোড়া। মাবুদের বেহেশতী রূহ্‌ ইলিয়াসের পরিচর্যা কাজের সঙ্গী ছিলেন এবং তাঁকে সহায়তা দান করেছেন (যেমনটা মূসার ক্ষেত্রে করেছেন; হিজ ১৫:১-১০ আয়াত দেখুন), আর এখন ইলিয়াস তাঁর প্রস্থানের সময় এর নিদর্শন দেখতে সক্ষম হলেন (আয়াত ৬:১৭ দেখুন)। ইলিয়াস ঘূর্ণি-বাতাসে বেহেশতে উঠে গেলেন। ইলিয়াসের আগে হনোককে (পয়দা ৫:২৪ আয়াতের নোট দেখুন) মৃত্যুর আগেই বেহেশতে "উঠিয়ে নেওয়া" হয়েছিল (আয়াত ৯-১০); যেমন মূসা (দ্বি.বি. ৩৪:৪-৬) তাঁর প্রতিজ্ঞাত দেশের বাইরে থাকতেই তাঁকে আল্লাহ্‌র কাছে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

২:১২ হে ইসরাইলের রথগুলো ও তার ঘোড়সওয়ারগণ! আল-ইয়াসা নবী ইলিয়াসকে ইসরাইল জাতির প্রকৃত শক্তিতে

তাঁকে আর দেখতে পেলেন না; তখন তাঁর কাপড় ধরে ছিঁড়ে দু'ভাগ করলেন।

হযরত আল-ইয়াসা ইলিয়াস নবীর স্থানলাভ

[১৩] আর তিনি ইলিয়াসের শরীর থেকে পড়ে যাওয়া শালখানি তুলে নিলেন এবং ফিরে গিয়ে জর্ডানের ধারে দাঁড়ালেন। [১৪] পরে তিনি ইলিয়াসের শরীর থেকে পড়ে যাওয়া সেই শালখানি নিয়ে পানিতে আঘাত করে বললেন, ইলিয়াসের আল্লাহ্‌ মাবুদ কোথায়? আর তিনিও পানিতে আঘাত করলে পানি এদিকে ওদিকে বিভক্ত হল এবং আল-ইয়াসা পার হয়ে গেলেন। [১৫] তখন জেরিকোর সাহাবী-নবীরা সম্মুখে থাকায় তা দেখে বললেন, ইলিয়াসের রূহ্‌ আল-ইয়াসার উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। পরে তারা তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর সম্মুখে ভূমিতে উবুড় হয়ে সালাম করলেন। [১৬] আর তাঁকে বললেন, দেখুন, আপনার গোলামদের এখানে পঞ্চাশ জন বলবান লোক আছে; আরজ করি, তারা আপনার প্রভুর সন্ধানে যাক; কে জানে, মাবুদের রূহ্‌ তাঁকে উঠিয়ে কোন পর্বতে কিংবা কোন উপত্যকাতে ফেলে গেছেন। তিনি বললেন, পাঠিও না। [১৭] তবুও তারা তাঁকে পীড়াপীড়ি করলে তিনি লজ্জিত হয়ে বললেন, পাঠিয়ে দাও।

[২:১৪] ১বাদশা ১৯:১৯।
[২:১৫] ১শামু ১০:৫।
[২:১৬] প্রেরিত ৮:৩৯।
[২:১৭] কাজী ৩:২৫।
[২:২১] হিজ ১৫:২৫; ২বাদশা ৪:৪১; ৬:৬।
[২:২২] হিজ ১৫:২৫।
[২:২৩] হিজ ২২:২৮; ২খান্দান ৩০:১০; ৩৬:১৬; আইউ ১৯:১৮; জবুর ৩১:১৮।
[২:২৪] পয়দা ৪:১১।

অতএব তারা পঞ্চাশ জন লোক পাঠিয়ে দিল; ওরা তিন দিন পর্যন্ত তাঁর সন্ধান করলো, কিন্তু তাঁকে পেল না। [১৮] পরে ওরা আল-ইয়াসার কাছে ফিরে এল; তখনও তিনি জেরিকোতে ছিলেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নি, যেও না!

হযরত আল-ইয়াসার অলৌকিক কাজ

[১৯] পরে নগরের লোকেরা আল-ইয়াসাকে বললো, হে মালিক, আপনি তো দেখছেন যে, নগরের স্থান চমৎকার বটে, কিন্তু পানি মন্দ ও ভূমি ফলনাশক। [২০] তিনি বললেন, আমার কাছে নতুন একটি ভাঁড় এনে তাতে লবণ রাখ। পরে তাঁর কাছে তা আনা হল। [২১] তিনি বের হয়ে পানির ফোয়ারার কাছ গিয়ে তাতে লবণ ফেললেন এবং বললেন, মাবুদ এই কথা বলেন, আমি এই পানি ভাল করলাম, আজ থেকে তা আর কোন মৃত্যুর কারণ বা ফলনাশক হবে না। [২২] আল-ইয়াসার বলা সেই কথা অনুসারে সেই পানি আজ পর্যন্ত ভাল হয়ে আছে।

[২৩] পরে তিনি সেই স্থান থেকে বেথেলে চললেন; আর তিনি পথ দিয়ে উপরে যাচ্ছেন, এমন সময়ে নগর থেকে কতগুলো বালক এসে তাঁকে বিদ্রূপ করে বললো, রে টাক্‌পড়া, উঠে আয়; রে টাক্‌পড়া, উঠে আয়। [২৪] তখন তিনি

প্রতীয়মান হতে দেখেছিলেন। ধর্মত্যাগী বাদশাহ্‌ নন, বরং নবী ইলিয়াসই মাবুদের প্রতিনিধি। এই একই বর্ণনায় পরবর্তী আল-ইয়াসাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল (১৩:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

ছিঁড়ে দু'ভাগ করলেন। পয়দা ৪৪:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২:১৩ তিনি ইলিয়াসের ... শালখানি তুলে নিলেন। ৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২:১৪ তিনিও পানিতে আঘাত করলে পানি এদিকে ওদিকে বিভক্ত হল। আয়াত ৮ দেখুন। মাবুদ আল্লাহ্‌ আল-ইয়াসাকে ইলিয়াসের পরিচর্যা কাজে স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং প্রকাশ করলেন যে, ইলিয়াসের পরিচর্যা কাজের সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত বেহেশতী ক্ষমতা তাঁর পরিচর্যা কাজে সক্রিয় রয়েছে। এর আগে ইউসা যেভাবে জর্ডান নদী পার হয়েছিলেন সেভাবে এখন আল-ইয়াসা নদীটি পার হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল যে, তিনি ইলিয়াসের "ইউসা" হয়ে উঠেছেন (আল-ইয়াসা এবং ইউসা নাম দুটো অর্থের দিক থেকে খুব কাছাকাছি। আল-ইয়াসা নামের অর্থ "আল্লাহ্‌ রক্ষা করেন এবং ইউসা নামের অর্থ "মাবুদ রক্ষা করেন")।

২:১৫ তাঁর সম্মুখে ভূমিতে উবুড় হয়ে সালাম করলেন। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, আল-ইয়াসা নবী ইলিয়াসের স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। বাদশাহ্‌দের ধর্মহীনতার এই কালে আল-ইয়াসা মাবুদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হলেন।

২:১৬ কে জানে, মাবুদের রূহ্‌ তাঁকে উঠিয়ে কোন পর্বতে কিংবা কোন উপত্যকাতে ফেলে গেছেন। কয়েক বছর আগে ওবদিয় ঠিক এ ধরনের একটি কথাই বলেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১৮:১২)।

পাঠিও না। আল-ইয়াসা জানতেন তাদের এই অনুসন্ধান নিষ্ফল হবে।

২:১৭ লজ্জিত হয়ে বললেন। কাজী ৩:২৫ আয়াতে ঠিক এই হিব্রু শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে ("লজ্জিত হয়ে")। নবীরা ইলিয়াসকে খুঁজতে যাওয়ার জন্য খুব বেশি চাপ সৃষ্টি করাতে আল-ইয়াসা আর না বলতে পারলেন না।

পাঠিয়ে দাও। যখন নবীরা আল-ইয়াসার জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারল না, তখন তিনি তাদেরকে যেতে দিলেন যেন তাঁর কথার সত্যতা তাদের কাছে প্রমাণিত হয়।

২:১৯ নগর। নগরটি জেরিকো বলে প্রমাণ মেলে (আয়াত ১৮)।

পানি মন্দ ও ভূমি ফলনাশক। জেরিকো নগরের বাসিন্দারা মাবুদের নিয়মের বদদোয়ার ফল ভোগ করছিল (দ্বি.বি. ২৮:১৫-১৮ আয়াতের সাথে তুলনা করুন হিজ ২৩:২৫-২৬; লেবীয় ২৬:৯; দ্বি.বি. ২৮:১-৪ আয়াত)। ১ বাদশাহ্‌ ১৬:৩৪; ইউসা ৬:২৬ আয়াত দেখুন।

২:২০ নতুন একটি ভাঁড়। মাবুদের পরিচর্যা করার জন্য যা ব্যবহার করা হত তা অন্য কোন ধরনের কাজে ব্যবহার করে নাপাক করা যেত না (লেবীয় ১:৩, ১০; শুমারী ১৯:২; দ্বি.বি. ২১:৩; ১ শামু ৬:৭ দেখুন)।

তাতে লবণ রাখ। হয়তো লবণের সংরক্ষণ করার ক্ষমতা আছে জানার কারণে আল-ইয়াসা তা ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তা ব্যবহার করেছেন মাবুদের নিজ স্থিরকৃত নিয়মের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে (শুমারী ১৮:১৯; ২ খান্দান ১৩:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:২৩ উঠে আয়। যেহেতু বেথেল ছিল উত্তরের রাজ্যের বাদশাহ্‌দের রাজকীয় ধর্মীয় কার্যক্রমের স্থান (১ বাদশাহ্‌ ১২:২৯; আমোস ৭:১৩) এবং ইলিয়াস ও আল-ইয়াসা দুজনেই

পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাদেরকে দেখলেন
এবং মাবুদের নামে তাদেরকে বদদোয়া দিলেন;
আর বন থেকে দু'টা ভল্লুকী এসে তাদের মধ্যে
বেয়াল্লিশ জন বালককে ছিঁড়ে ফেললো। ২৫ পরে
তিনি সেই স্থান থেকে কর্মিল পর্বতে গেলেন এবং
কর্মিল থেকে সামেরিয়ায় ফিরে আসলেন।

ইসরাইলের উপরে যিহোরামের রাজত্ব

৩ ১ এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোশাফটের অষ্টাদশ
বছরে আহাবের পুত্র যিহোরাম সামেরিয়ায়
ইসরাইলে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন এবং
বারো বছর রাজত্ব করেন। ২ মাবুদের দৃষ্টিতে যা
মন্দ, তিনি তা-ই করতেন; তবুও তাঁর পিতা-
মাতার মত ছিলেন না; কেননা তিনি তাঁর পিতার
তৈরি বালের স্তম্ভ দূর করে দিলেন। ৩ কিন্তু
নবাটের পুত্র ইয়ারাবিম ইসরাইলকে যেসব গুনাহ্‌
দ্বারা গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন, তাঁর সেসব গুনাহে
তিনি আসক্ত থাকলেন, তা থেকে ফিরলেন না।

[২:২৫] ১বাদশা ১৮:২০।
[৩:১] ২বাদশা ১:১৭।
[৩:২] হিজ ২৩:২৪।
[৩:৩] ১বাদশা ১২:২৮-৩২।
[৩:৪] পয়দা ১৯:৩৭; ২বাদশা ১:১।
[৩:৫] ২বাদশা ১:১।
[৩:৭] ১বাদশা ২২:৪।

মোয়াবের সঙ্গে যুদ্ধ

৪ মোয়াবের বাদশাহ্‌ মেশা প্রচুর ভেড়ার
অধিকারী ছিলেন; তিনি ইসরাইলের বাদশাহ্‌কে কর
হিসেবে এক লক্ষ ভেড়ার বাচ্চা এবং এক লক্ষ
ভেড়ার লোম দিতেন। ৫ কিন্তু আহাব মৃত্যুবরণ
করলে পর মোয়াবের বাদশাহ্‌ ইসরাইলের
বাদশাহ্‌র অধীনতা ত্যাগ করলেন। ৬ সেই সময়
বাদশাহ্‌ যিহোরাম সামেরিয়া থেকে বাইরে গিয়ে
সমস্ত ইসরাইলকে সংগ্রহ করলেন। ৭ পরে তিনি
এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোশাফটের কাছে দূত
পাঠিয়ে বললেন, মোয়াবের বাদশাহ্‌ আমার
অধীনতা ত্যাগ করেছে, আপনি কি আমার সঙ্গে
মোয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন? তিনি
বললেন, করবো; আমি ও আপনি, আমার লোক
ও আপনার লোক, আমার ঘোড়া ও আপনার
ঘোড়া, সকলই এক। ৮ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,
আমরা কোন পথ দিয়ে যাব? ইনি বললেন,
ইদোমের মরুভূমির পথ দিয়ে।

সামেরিয়াতেই বেশি সময় ব্যয় করতেন (কারণ সামেরিয়ায় সম্ভবত তাদের প্রধান বাসস্থান ছিল; ৫:৩ আয়াতের নোট দেখুন), সে কারণে বেথেলের এই বালকেরা ভেবেছিল নিশ্চয়ই আল-ইয়াসা বাদশাহ্‌র ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে ইলিয়াসের কার্যক্রমকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই বেথেলে যাচ্ছেন।

টাক্‌পড়া। প্রাচীন কালের ইহুদীদের মধ্যে টাক্‌পড়া লোক সহসা দেখা যেত না। উপরন্তু ইহুদীদের মধ্যে লম্বা ও ঝাঁকড়া চুল শক্তিমত্তা ও শৌর্য-বীর্যের প্রতীক ছিল (২ শামু ১৪:২৬ আয়াতের নোট দেখুন)। আল-ইয়াসাকে টাক্‌পড়া বলার মধ্য দিয়ে বেথেলের এই বালকেরা মাবুদের প্রতিনিধি নবী প্রতি পুরো নগরবাসীর চরম অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছিল এবং স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, তারা নবীকে একান্তই শক্তিহীন বলে মনে করে।

২:২৪ মাবুদের নামে তাদেরকে বদদোয়া দিলেন। আল-ইয়াসা লেবীয় ২৬:২১-২২ আয়াতে বর্ণিত নিয়মের বদদোয়ার মতই কোন একটি বদদোয়া দিয়েছিলেন। এই বদদোয়ার ফলাফল মূলত সমগ্র জাতির জন্য বিচার ও শাস্তির একটি সতর্ক বার্তা (২ খান্দান ৩৬:১৬ আয়াত দেখুন)। এভাবেই আল-ইয়াসার পরিচর্যার প্রথম কাজগুলো দেখে বোঝা গিয়েছিল এর পরে কী ঘটতে চলেছে। যারা আল্লাহ্‌র নিয়ম কর্তৃক স্থিরীকৃত দোয়া ও রহমত লাভ করতে চাইবে তারা তা পাবে (আয়াত ১৯-২২), কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তাদের উপরে আল্লাহ্‌র নিয়মের বদদোয়া পতিত হবে (১ বাদশাহ্‌ ১৯:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:১ যিহোশাফটের অষ্টাদশ বছরে আহাবের পুত্র ... রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। ১:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। বারো বছর। ৮৫২-৮৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

৩:২ তাঁর পিতা-মাতার মত ছিলেন না। আহাবের মত (১ বাদশাহ্‌ ১৬:৩০-৩৪ আয়াতের নোট দেখুন) এবং ঈষেবলের মত (১ বাদশাহ্‌ ১৮:৪; ১৯:১-২; ২১:৭-১৫)। তাঁর পিতার তৈরি বালের স্তম্ভ। সম্ভবত এখানে বাল দেবতার একটি মূর্তির কথা বোঝানো হয়েছে (১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৩ আয়াতের নোট দেখুন) যা আহাব সামেরিয়াতে ঈষেবলের জন্য মন্দির নির্মাণ করার সময় স্থাপন করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১৬:৩২-৩৩)। ১০:২৭ আয়াত থেকে এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পরবর্তীতে ঈষেবলের উদ্যোগে এই স্তম্ভটি আবারও বসানো হয়েছিল এবং তারও পরে যেহূ আবারও তা ধ্বংস করেন।

৩:৩ ইয়ারাবিম ... গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:৪ মোয়াবের বাদশাহ্‌ মেশা। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন। এক লক্ষ ভেড়ার বাচ্চা এবং এক লক্ষ ভেড়ার লোম। মোয়াবীয়দেরকে ইসরাইলের অধীন রাজ্য হিসেবে প্রতি বছর এই বিপুল পরিমাণ কর দিতে হত (ইশা ১৬:১ দেখুন)।

৩:৫ মোয়াবের বাদশাহ্‌ ইসরাইলের বাদশাহ্‌র অধীনতা ত্যাগ করলেন। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:৭ আপনি কি আমার সঙ্গে মোয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন? যোরাম পেছন থেকে মোয়াবকে আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন (আয়াত ৮), কিন্তু এই কাজের জন্য তাঁর সৈন্যবাহিনীকে এহুদা রাজ্যের মধ্য দিয়ে যেতে হত।

আমি ও আপনি, ... সকলই এক। ১ বাদশাহ্‌ ২২:৪ আয়াত দেখুন। মাবুদের নবীগণ ইতোমধ্যে যিহোশাফটকে উত্তরের রাজ্যের বাদশাহ্‌ আহাবের সাথে (২ খান্দান ১৮:১; ১৯:১-২ দেখুন) এবং অহসিয়ের সাথে (২ খান্দান ২০:৩৫-৩৭) হাত মেলানোর কারণে দোষী হিসেবে অভিযুক্ত করেছিলেন। তথাপি মোয়াবের বিরুদ্ধে তারা এক হয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন। সম্ভবত বাদশাহ্‌ যিহোশাফট মোয়াবের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক শক্তিকে এহুদা রাজ্যের জন্য হুমকির কারণ বলে ভেবেছিলেন (২ খান্দান ২০ অধ্যায় দেখুন) এবং হয়তো তিনি যোরামকে তার পূর্বপুরুষদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মন্দ বলে ভেবেছিলেন (আয়াত ২ দেখুন)।

৩:৮ ইদোমের মরুভূমির পথ দিয়ে। এই পথ দিয়ে আক্রমণ করার কারণে ইসরাইল ও এহুদা রাজ্যের সৈন্য বাহিনীকে মৃত সাগরের দক্ষিণ দিক হয়ে যেতে হয়েছিল, যার ফলে তারা মোয়াবের উত্তরের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে এড়াতে পেরেছিল এবং দামেস্কের অরামীয়দের আক্রমণও তারা এড়িয়ে যেতে পেরেছিল। ইদোমীয়রা সে সময় এহুদা রাজ্যের অধীনস্থ ছিল,

হযরত ইলিয়াস এবং আল-ইয়াসার অলৌকিক কাজ

অনেক ইসরাইলীয় বাল-দেবতার পূজা করেছিল, যে দেবতা ছিল বৃষ্টি, আগুন এবং খামারের শস্যের দেবতা। সে শিশু উৎসর্গও দাবি করেছিল। ইলিয়াস এবং আল-ইয়াসার অলৌকিক কাজগুলো বারবার বাল-দেবতার দাবিকৃত রাজ্যের উপর সত্যিকারের আল্লাহ্‌র শক্তি প্রদর্শন করেছিল, এর সাথে আল্লাহ্‌র কাছে শিশুদের যে মূল্য আছে তা স্থাপন করা হয়েছিল।

অলৌকিক কাজ	রেফারেন্স	কারণ
হযরত ইলিয়াস		
১. দাঁড়কাক খাবার এনে দিয়েছিল	১ বাদশাহ্‌নামা ১৭:৫,৬	খাবার
২. বিধবার খাবার বেড়ে গিয়েছিল	১ বাদশাহ্‌নামা ১৭:১২-১৬	ময়দা এবং তেল
৩. বিধবার ছেলে মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছিল	১ বাদশাহ্‌নামা ১৭:১৭-২৪	একটি শিশুর জীবন
৪. কোরবানগাহ্ এবং উৎসর্গ ধ্বংস হয়েছিল	১ বাদশাহ্‌নামা ১৮:১৬-৪৬	আগুন এবং পানি
৫. অহসিয়ের সৈন্যরা ধ্বংস হয়েছিল	২ বাদশাহ্‌নামা ১:৯-১৪	আগুন
৬. জর্ডান নদী ভাগ হয়েছিল	২ বাদশাহ্‌নামা ২:৬-৮	পানি
৭. বেহেশতে চলে গিয়েছিলেন	২ বাদশাহ্‌নামা ২:১১,১২	আগুন এবং বাতাস
হযরত আল-ইয়াসা		
১. জর্ডান নদী ভাগ হয়েছিল	২ বাদশাহ্‌নামা ২:১৩,১৪	পানি
২. জেরিকোতে ঝর্ণা বিশুদ্ধ হয়েছিল	২ বাদশাহ্‌নামা ২:১৯-২২	পানি
৩. বিধবার তেল বেড়ে গিয়েছিল	২ বাদশাহ্‌নামা ৪:১-৭	তেল
৪. মৃত ছেলে জীবিত হয়েছিল	২ বাদশাহ্‌নামা ৪:১৮-৩৭	একটি শিশুর জীবন
৫. হাড়ির মধ্যে বিষ বিশুদ্ধ হয়েছিল	২ বাদশাহ্‌নামা ৪:৩৮-৪১	ময়দা
৬. নবীর খাবার বেড়ে গিয়েছিল	২ বাদশাহ্‌নামা ৪:৪২-৪৪	রুটি এবং শস্য
৭. নামান কুষ্ঠ থেকে সুস্থ হয়েছিলেন	২ বাদশাহ্‌নামা ৫:১-১৪	পানি
৮. গেহসী কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল	২ বাদশাহ্‌নামা ৫:১৫-২৭	শুধু কথা
৯. কুড়ালের লোহার ফলা ভেসে উঠেছিল	২ বাদশাহ্‌নামা ৬:১-৭	পানি
১০. অরামীয় সৈন্য অন্ধ হয়েছিল	২ বাদশাহ্‌নামা ৬:৮-২৩	আল-ইয়াসার মুনাজাত

যে সকল মানুষ মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছিল

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। জীবনে এমন কিছুই নেই যা তাঁর নিয়ন্ত্রনের বাইরে, এমনকি মৃত্যুও তাঁর নিয়ন্ত্রনের বাইরে নয়।

ইলিয়াস একজন ছেলেকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন	১ বাদশাহ্‌নামা ১৭:২২
আল-ইয়াসা একজন ছেলেকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন	২ বাদশাহ্‌নামা ৪:৩৪,৩৫
আল-ইয়াসার হাঁড় একজন লোককে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিল	২ বাদশাহ্‌নামা ১৩:২০,২১
ঈসা মসীহ্ একজন ছেলেকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন	লূক ৭:১৪,১৫
ঈসা মসীহ্ একজন মেয়েকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন	লূক ৮:৫২-৫৬
ঈসা মসীহ্ লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন	ইউহোন্না ১১:৩৮-৪৪
পিতর একজন মহিলাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন	প্রেরিত ৯:৪০,৪১
পৌল একজন লোককে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন	প্রেরিত ২০:৯-২০

৯ পরে ইসরাইলের বাদশাহ্‌, এহুদার বাদশাহ্‌
ও ইদোমের বাদশাহ্‌ যাত্রা করলেন; তাঁরা সাত
দিনের পথ ঘুরে গেলেন; তখন তাঁদের সৈন্য ও
তাদের সঙ্গে থাকা পশুদের জন্য পানি পাওয়া
গেল না। ১০ ইসরাইলের বাদশাহ্‌ বললেন, হায়!
হায়! মাবুদ মোয়াবের হাতে তুলে দেবার জন্য
এই তিন বাদশাহ্‌কে এক সঙ্গে ডেকে এনেছেন।
১১ কিন্তু যিহোশাফট বললেন, মাবুদের কোন নবী
কি এখানে নেই যে, তাঁর দ্বারা আমরা মাবুদের
কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারি? ইসরাইলের
বাদশাহ্‌র গোলামদের মধ্যে এক জন জবাবে
বললো, শাফটের পুত্র যে আল-ইয়াসা ইলিয়াসের
হাতে পানি ঢালতেন, তিনি এখানে আছেন।
১২ যিহোশাফট বললেন, মাবুদের কালাম তাঁর
কাছে আছে। পরে ইসরাইলের বাদশাহ্‌ ও
যিহোশাফট এবং ইদোমের বাদশাহ্‌ তাঁর কাছে
নেমে গেলেন।
১৩ তখন আল-ইয়াসা ইসরাইলের বাদশাহ্‌কে
বললেন, আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? আপনি
আপনার পিতার নবীদের ও আপনার মাতার
নবীদের কাছে যান। ইসরাইলের বাদশাহ্‌
বললেন, তা নয়, কেননা মোয়াবের হাতে তুলে
দেবার জন্য মাবুদ এই তিন বাদশাহ্‌কে একসঙ্গে
ডেকে এনেছেন। ১৪ আল-ইয়াসা বললেন, আমি
যাঁর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান, সেই বাহিনীগণের জীবন্ত
মাবুদের কসম, যদি এহুদার বাদশাহ্‌
যিহোশাফটের মুখের দিকে না চাইতাম, তবে
আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করতাম না, আপনাকে

[৩:৯] ১বাদশা ২২:৪৭।
[৩:১১] পয়দা ২৫:২২; ১বাদশা ২২:৫।
[৩:১১] পয়দা ২০:৭।
[৩:১২] শুমারী ১১:১৭।
[৩:১৫] ইয়ার ১৫:১৭; ইহি ১:৩।
[৩:১৭] জবুর ১০৭:৩৫; ইশা ১২:৩; ৩২:২; ৩৫:৬; ৪১:১৮; ৬৫:১৩।
[৩:১৮] পয়দা ১৮:১৪; ২বাদশা ২০:১০; ইশা ৪৯:৬; ইয়ার ৩২:১৭, ২৭; মার্ক ১০:২৭।
[৩:২০] হিজ ২৯:৪১।

দেখতামও না। ১৫ যা হোক, এখন আমার কাছে
এক জন বীণাবাদককে আনা হোক। পরে বাদক
বীণা বাজালে মাবুদের হাত আল-ইয়াসার উপরে
উপস্থিত হল। ১৬ আর তিনি বললেন, মাবুদ এই
কথা বলেন, তোমরা এই উপত্যকা খাতময়
কর। ১৭ কেননা মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা
বায়ু দেখবে না ও বৃষ্টি দেখবে না, তবুও এই
উপত্যকা পানিতে পরিপূর্ণ হবে; তাতে তোমরা,
তোমাদের সমস্ত পশু ও সমস্ত বাহন পান
করবে। ১৮ আর মাবুদের দৃষ্টিতে এটি অতি ক্ষুদ্র
বিষয়, তিনি মোয়াবকেও তোমাদের হাতে তুলে
দেবেন। ১৯ তখন তোমরা প্রত্যেক প্রাচীরবেষ্টিত
নগরে ও প্রত্যেক উত্তম নগরে আঘাত করবে,
আর প্রত্যেক উত্তম গাছ কেটে ফেলবে ও পানির
সমস্ত ফোয়ারা বন্ধ করে দেবে এবং উর্বর
ক্ষেতগুলো পাথর দ্বারা বিনষ্ট করবে। ২০ পরে
খুব ভোরে নৈবেদ্য কোরবানী করার সময়ে দেখ,
ইদোমের পথ দিয়ে পানি এসে দেশ পরিপূর্ণ
করলো।
২১ সমস্ত মোয়াববাসী যখন শুনতে পেল যে,
বাদশাহ্‌রা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন,
তখন যারা যুদ্ধের সাজ-পোশাক পরতে পারতো
তাদের ডাকা হলে পর, তারা সকলে এবং তার
চেয়েও বেশি বয়সের লোক একত্র হয়ে সীমাতে
দাঁড়িয়ে রইলো। ২২ পরে তাঁরা খুব ভোরে
উঠলো, তখন সূর্য পানির উপরে চিক্‌মিক্‌
করছিল, তাতে মোয়াবীয়দের কাছে সেই পানি
রক্তের মত লাল মনে হল। ২৩ তখন তারা

এ কারণে তারা তাদের ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে ইসরাইলের সৈন্য বাহিনীর চলাচল ও অবস্থানে কোন ধরনের বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি।

৩:৯ ইদোমের বাদশাহ্‌। যদিও এখানে ইদোমের বাদশাহ্‌ বলা হয়েছে, তথাপি তিনি আসলে বাদশাহ্‌ যিহোশাফটের অধীনস্থ একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন (৮:২০; ১ বাদশাহ্‌ ২২:৪৭ দেখুন)।

৩:১১ মাবুদের কোন নবী কি এখানে নেই ... ? ১ বাদশাহ্‌ ২২:৭ আয়াত দেখুন। নিজেদের সব ধরনের পরিকল্পনা ও কৌশল ব্যর্থ হওয়ার পরেই কেবল তিন বাদশাহ্‌ মাবুদের কথা শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন (আয়াত ১২)।

শাফটের পুত্র যে আল-ইয়াসা ... এখানে আছেন। যেহেতু বলা হয়েছে নবী ইলিয়াস যিহোশাফটের পুত্র যিহোরামকে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর পত্র প্রেরণ করেছিলেন (২ খান্দান ২১:২২-১৫), সে কারণে এ কথা বলা যায় যে, এই যুদ্ধ অভিযানে আল-ইয়াসা বৃদ্ধ নবী ইলিয়াসের পরিবর্তে এসেছিলেন। এখানে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে ইলিয়াসের উত্তরসূরী হিসেবে আল-ইয়াসার পরিচর্যা কাজের সূচনা এবং তাঁর পরিচর্যা কাজের বিশেষ যে দুটি ঘটনার কথা এর আগে বলা হয়েছে তার পরে। আল-ইয়াসার পরিচর্যা কাজের এই ভূমিকার পরে রয়েছে আল-ইয়াসার বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয় ভিত্তিক বিবরণ, যা অধ্যায়ের বাকি অংশ জুড়ে আমরা দেখব।

৩:১৩ আপনার পিতার নবীদের ও আপনার মাতার নবীদের কাছ যান। ১ বাদশাহ্‌ ২২:৬ আয়াত দেখুন।

৩:১৪ যদি ... যিহোশাফটের মুখের দিকে না চাইতাম ... আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করতাম না। যিহোশাফটের সাথে হাত মিলিয়েছেন বলেই কেবল যোরাম আল্লাহ্‌র দৃষ্টিগোচর হয়েছেন।

৩:১৫ আমার কাছে এক জন বীণাবাদককে আনা হোক। মাবুদের কালাম গ্রহণ করার মত উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার উদ্দেশ্যে। ইহি ১:৩ আয়াত দেখুন।

৩:১৬ এই উপত্যকা। পূর্ব দিকে মোয়াবের উঁচু ভূমি এবং পশ্চিমে এহুদার উঁচু ভূমির মাঝখানে মৃত সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত সমতল আরাবাহ্‌ উপত্যকায় বৃহত্তর ইসরাইল বাহিনী শিবির স্থাপন করেছিল।

৩:১৭ তবুও এই উপত্যকা পানিতে পরিপূর্ণ হবে। মাবুদের কালামে একই সাথে ওয়াদা ও নির্দেশনা ছিল। আল্লাহ্‌ মাবুদ অনুগ্রহে পূর্ণ হয়ে তাঁর লোকদেরকে দান করবেন, কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই তাঁর কালামের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকতে হবে (আয়াত ১৬)।

৩:১৯ দুই সামরিক বাহিনীর সম্মিলিত শক্তি বিদ্রোহী দেশটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে।

৩:২০ নৈবেদ্য কোরবানী করার সময়ে। হিজ ২৯:৩৮-৩৯; শুমারী ২৮:৩-৪ দেখুন।

ইদোমের পথ দিয়ে পানি এসে। ইদোমের দূরবর্তী পর্বতে আকস্মিক বন্যা হওয়ার কারণে পানি প্রবাহিত হয়ে এই

বললো, এই যে রক্ত; সেই বাদশাহ্‌রা অবশ্য বিনষ্ট হয়েছে, আর লোকেরা পরস্পর মারামারি করে মরেছে; অতএব হে মোয়াব, এখন লুট করতে চল।
[২৪] পরে তারা ইসরাইলের শিবিরে উপস্থিত হলে ইসরাইলরা উঠে মোয়াবীয়দেরকে আঘাত করলো, তাতে ওরা তাদের সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেল এবং তারা মোয়াবীয়দেরকে আক্রমণ করতে করতে অগ্রসর হয়ে ওদের দেশে প্রবেশ করলো।
[২৫] তারা সমস্ত নগর ভেঙ্গে ফেললো ও প্রত্যেকে সমস্ত উর্বর ক্ষেতে পাথর ফেলে তা পরিপূর্ণ করলো এবং পানির সমস্ত ফোয়ারা বন্ধ করে দিল ও উত্তম উত্তম সমস্ত গাছ কেটে ফেললো; কেবল কীর্‌-হরাসতে তথাকার পাথরগুলো অবশিষ্ট রাখল, কিন্তু ফিঙ্গাধারীরা নগরের চারদিকে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের আক্রমণ করলো।
[২৬] মোয়াবের বাদশাহ্‌ যখন দেখলেন যে, যুদ্ধ তার অসহ্য হচ্ছে, তখন তিনি ইদোমের বাদশাহ্‌র কাছে ব্যূহ ভেদ করে যাবার জন্য সাত শত তলোয়ারধারীকে তাঁর সঙ্গে নিলেন; কিন্তু তারা পারল না।
[২৭] পরে যে পুত্র তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হত, তাঁর সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে তিনি প্রাচীরের উপরে পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে কোরবানী করলেন। আর ইসরাইলের বিরুদ্ধে অতিশয় ক্রোধ উৎপন্ন হল; পরে তারা তাঁর কাছ থেকে প্রস্থান করে স্বদেশে ফিরে গেল।

হযরত আল-ইয়াসা ও বিধবার তেল

৪ [১] একবার সাহাবী-নবীদের মধ্যে এক-জনের স্ত্রী আল-ইয়াসার কাছে কেঁদে বললো, আপনার গোলাম আমার স্বামী মারা গেছেন; আপনি জানেন, আপনার গোলাম মাবুদকে ভয় করতেন; এখন ঋণদাতা আমার দু'টি সন্তানকে গোলাম বানাবার জন্য নিয়ে যেতে এসেছে।
[২] আল-ইয়াসা তাকে বললেন, আমি তোমার জন্য কি করতে পারি? বল দেখি, তোমার ঘরে কি আছে? সে বললো এক বাটি তেল ছাড়া আপনার বাঁদীর আর কিছুই নেই।
[৩] তখন তিনি বললেন, যাও, বাইরে থেকে তোমার সমস্ত প্রতিবেশীর কাছ থেকে বেশ কিছু শূন্য পাত্র চেয়ে আন, অল্প এনো না।
[৪] পরে ভিতরে গিয়ে তুমি ও তোমার পুত্রেরা ঘরে থেকে দরজা বন্ধ কর এবং সেসব পাত্রে তেল ঢাল; এক এক পাত্র পূর্ণ হলে তা একদিকে রাখ।
[৫] পরে সে স্ত্রীলোক তাঁর কাছ থেকে প্রস্থান করলো, আর সে ও তার পুত্রেরা ঘরে থেকে দরজা বন্ধ করলো; তারা পুনঃ পুনঃ তাকে পাত্র এনে দিল এবং সে তেল ঢাললো।
[৬] সমস্ত পাত্র পূর্ণ হওয়ার পর সে তার পুত্রকে বললো, আরও পাত্র আন। পুত্র বললো, আর পাত্র নেই। তখন তেলের স্রোত বন্ধ হল।
[৭] পরে সে গিয়ে আল্লাহ্‌র লোককে সংবাদ দিল। তিনি বললেন, যাও, সেই তেল বিক্রি করে তোমার ঋণ পরিশোধ কর এবং যা অবশিষ্ট থাকবে, তা দ্বারা তুমি ও তোমার পুত্রেরা দিনপাত কর।

শূনেমীয় স্ত্রীলোকটির ছেলের জীবন দান

[৮] এক দিন আল-ইয়াসা শূনেমে যান। সেখানে এক ধনবতী মহিলা ছিলেন; তিনি আগ্রহ সহকারে তাঁকে ভোজনের দাওয়াত করলেন। পরে যত বার তিনি ঐ পথ দিয়ে যেতেন, তত বার আহার করার জন্য সেই স্থানে

[৩:২৫] ইশা ১৫:১; ১৬:৭; ইয়ার ৪৮:৩১, ৩৬।
[৩:২৭] দ্বিঃবি ১২:৩১; ২বাদশা ১৬:৩; ২১:৬; ২খান্দান ২৮:৩; জবুর ১০৬:৩৮; ইয়ার ১৯:৪-৫; মীখা ৬:৭।
[৪:১] হিজ ২২:২৬; লেবীয় ২৫:৩৯-৪৩; নহি ৫:৩-৫; আইউ ২২:৬; ২৪:৯।
[৪:২] ১বাদশা ১৭:১২।
[৪:৭] ১বাদশা ১২:২২।
[৪:৮] ইউসা ১৯:১৮।

প্রসারিত শুষ্ক উপত্যকাকে পরিপূর্ণ করেছিল এবং এই আর্দ্রতা মৃত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল (১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:২৩ সেই বাদশাহ্‌রা অবশ্য বিনষ্ট ... পরস্পর মারামারি করে মরেছে। যৌথ সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিবাদ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে মোয়াবীয়দের এই ধারণা অমূলক কিছু নয়, কারণ কিছু দিন আগেও ইসরাইল ও এহুদা রাজ্য পরস্পর শত্রু ভাবাপন্ন ছিল।

৩:২৫ কীর্‌-হরাসত। মোয়াবের রাজধানী (ইশা ১৬:৭,১১; ইয়ার ৪৮:৩১,৩৬ দেখুন), যাকে বর্তমান সময়কার কীরক বলে মনে করা হয়, যা মৃত সাগর থেকে ১১ মাইল পূর্বে এবং অর্ণোন নদীর ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

৩:২৬ ইদোমের বাদশাহ্‌র কাছে ব্যূহ ভেদ করে যাবার জন্য। মোয়াবের বাদশাহ্‌ মরিয়া হয়ে ইদোমের বাদশাহ্‌কে ইসরাইল ও এহুদার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

৩:২৭ প্রাচীরের উপরে পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে কোরবানী করলেন। বাদশাহ্‌ মেশা তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে মোয়াবের দেবতা কমোশের কাছে (১ বাদশাহ্‌ ১১:৭; শুমারী ২১:২৯; ইয়ার ৪৮:৪৬) পোড়ানো কোরবানী হিসেবে কোরবানী করলেন (১৬:৩; ইয়ার ৭:৩১ দেখুন), যেন এই দেবতা তার উপরে সদয় হয়ে তাকে যুদ্ধে জয় লাভ করতে সাহায্য করে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে অতিশয় ক্রোধ উৎপন্ন হল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সম্পূর্ণ বিজয় লাভ ইসরাইলের হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছিল। কিন্তু আহাবের বংশের প্রতি আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণে ইসরাইলের বাদশাহ্‌গণ তাদের যুদ্ধ অভিযান স্থগিত করতে বাধ্য হলেন।

৪:১ সাহাবী-নবীরা। ২:৩; ১ বাদশাহ্‌ ২০:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন। আমার দু'টি সন্তানকে গোলাম বানাবার জন্য নিয়ে যেতে এসেছে। মূসার শরীয়ত অনুসারে কোন ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে গোলাম হিসেবে সেবা দানের মধ্য দিয়ে তা পরিশোধ করার বিধান ছিল (হিজ ২১:১-২; লেবীয় ২৫:৩৯-৪১; দ্বি.বি. ১৫:১-১১)। সম্ভবত এই বিধানটির ব্যাপক অপব্যবহার হত (নহিমিয়া ৫:৫,৮; আমোস ২:৬; ৮:৬ আয়াত দেখুন), যদিও এই আইনের বাধ্যবাধকতা অনুসারে এ ধরনের ব্যক্তিকে ক্রীতদাস নয়, বরং ভাড়া করে আনা মজুর হিসেবে ব্যবহার করা যেত।

৪:৪ তুমি ও তোমার পুত্রেরা ঘরে থেকে দরজা রুদ্ধ কর। এই অলৌকিক কাজের উদ্দেশ্য জন সাধারণকে উজ্জীবিত করা ছিল না, বরং এর উদ্দেশ্য বিধবা মহিলাটির প্রতি নিভৃতে আল্লাহ্‌র করুণা ও রহমত প্রকাশ করা (জবুর ৬৮:৫ দেখুন)। মাবুদের নবীর বলা কথা অনুসারে বিধবা মহিলাটি বিশ্বস্ততা ও বাধ্যতার সাথে কাজ করতে এতটুকু দ্বিধা করে নি।

৪:৮ শূনেম। ১ বাদশাহ্‌ ১:৩ দেখুন।

যেতেন। ৯ আর সেই মহিলা তার স্বামীকে
বললেন, দেখ, আমি বুঝতে পেরেছি, এই যে
ব্যক্তি আমাদের কাছ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত
করেন, ইনি আল্লাহ্‌র এক জন পবিত্র লোক।
১০ আরজ করি, এসো, আমরা ছাদের উপরে
একটি ক্ষুদ্র কুঠরী নির্মাণ করি এবং তার মধ্যে
তাঁর জন্য একখানি পালঙ্ক, একখানি টেবিল,
একখানি আসন ও একটি প্রদীপ-আসন রাখি;
তিনি আমাদের এখানে আসলে সেই স্থানে
থাকবেন।
১১ এক দিন আল-ইয়াসা সেখানে আসলেন;
আর সেই কুঠরীতে প্রবেশ করে শয়ন করলেন।
১২ পরে তিনি তাঁর ভৃত্য গেহসিকে বললেন, তুমি
ঐ শূনেমীয়াকে ডাক। তাতে সে তাঁকে ডাকলে
সেই স্ত্রীলোকটি তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালেন। ১৩ তখন
আল-ইয়াসা গেহসিকে বললেন, ওঁকে বল,
দেখুন, আমাদের জন্য আপনি এসব চিন্তা
করলেন, এখন আপনার জন্য কি করতে হবে?
বাদশাহ্‌র কিংবা সেনাপতির কাছে আপনার কি
কোন নিবেদন আছে? জবাবে তিনি বললেন,
আমি আমার লোকদের মধ্যে বাস করছি।
১৪ পরে আল-ইয়াসা বললেন, তাহলে তাঁর জন্য
কি করতে হবে? গেহসি বললো, নিশ্চয়ই তাঁর
পুত্র-সন্তান নেই, স্বামীও বৃদ্ধ। ১৫ আল-ইয়াসা
বললেন, ওঁকে ডাক; পরে তাঁকে ডাকলে তিনি
দ্বারে দাঁড়ালেন। ১৬ তখন আল-ইয়াসা বললেন,
এই ঋতুতে এই সময় পুনরায় উপস্থিত হলে
আপনি পুত্র কোলে নেবেন। কিন্তু তিনি বললেন,
না, হে মালিক, হে আল্লাহ্‌র লোক, আপনার
বাঁদীকে মিথ্যা কথা বলবেন না। ১৭ পরে আল-
ইয়াসার কথা অনুসারে সেই স্ত্রী গর্ভধারণ করে
সেই সময় পুনরায় উপস্থিত হলে পুত্র প্রসব
করলেন।
১৮ বালকটি বড় হওয়ার পর সে এক দিন
শস্য কর্তনকারীদের মাঝে তার পিতার কাছে
গেল। ১৯ পরে সে পিতাকে বললো, আমার
মাথা! আমার মাথা! তখন পিতা ভৃত্যকে
বললেন, তুমি একে তুলে এর মায়ের কাছে নিয়ে
যাও। ২০ পরে সে তাকে তুলে মায়ের কাছে
আনলে বালকটি মধ্যাহ্ন-কাল পর্যন্ত তাঁর কোলে
বসে থাকলো, পরে মারা গেল। ২১ তখন মা
উপরে গিয়ে আল্লাহ্‌র লোকের পালঙ্কে তাকে
শয়ন করালেন, পরে দরজা রুদ্ধ করে বাইরে
আসলেন, ২২ আর তাঁর স্বামীকে ডেকে বললেন,
আরজ করি, তুমি ভৃত্যদের এক জনকে ও
একটি গাধী আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি
আল্লাহ্‌র লোকের কাছে শীঘ্র গিয়ে ফিরে
আসবো। ২৩ তিনি বললেন, আজ তাঁর কাছে
কেন যাবে? আজ অমাবস্যাও নয়, বিশ্রামবারও
নয়। স্ত্রীলোকটি বললেন, মঙ্গল হবে। ২৪ আর
তিনি গাধী সাজিয়ে তাঁর ভৃত্যকে বললেন,
গাধীটিকে দ্রুত চালাও, হুকুম না পেলে আমার

[৪:১০] মথি ১০:৪১; রোমীয় ১২:১৩।
[৪:১২] ২বাদশা ৮:১।
[৪:১৬] পয়দা ১৮:১০।
[৪:১৮] রূত ২:৩।
[৪:২৩] শুমারী ১০:১০; ১খান্দান ২৩:৩১; জবুর ৮১:৩।

৪:৯ আল্লাহ্‌র এক জন পবিত্র লোক। মহিলাটি বুঝতে পেরেছিল যে, আল-ইয়াসা এক বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র পরিচর্যা কাজ করার জন্য নিজেকে পৃথক করেছেন (হিজ ৩:৫ দেখুন)। পুরাতন নিয়মের আর কোথাও একজন নবীর নামের সাথে "পবিত্র" শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি।

৪:১০ তিনি আমাদের এখানে আসলে সেই স্থানে থাকবেন। মহিলাটি আল-ইয়াসার প্রতি তার আতিথেয়তার দ্বারা আল্লাহ্‌র কালাম তবলিগের কার্যক্রমকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য অবদান রেখেছিলেন।

৪:১২ গেহসি। প্রথম বারের মত তার নাম আমরা পেলাম। আল-ইয়াসা যেভাবে ইলিয়াসের সেবা করেছিলেন, অনেকটা সেভাবেই গেহসি আল-ইয়াসার সেবা করত, যদিও এই দুই ব্যক্তি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন (৫:১৯-২৭; ৬:১৫ দেখুন)।

৪:১৩ আমি আমার লোকদের মধ্যে বাস করছি। শূনেমীয় মহিলাটি তার নিজ পরিবার ও গোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করতে পেরে সুরক্ষিত ও সন্তুষ্ট ছিলেন এবং সরকারের কাছ থেকেও তার চাওয়ার কোন কিছু ছিল না।

৪:১৪ নিশ্চয়ই তাঁর পুত্র-সন্তান নেই, স্বামীও বৃদ্ধ। অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক একটি বিষয় ছিল এটি, কারণ সন্তান না হলে বংশটির নাম এই দেশ থেকে চিরতরে মুছে যাবে এবং তাদের সম্পত্তিও অন্যদের হাতে চলে যাবে। সেই সাথে এই যুবতী স্ত্রীর ভবিষ্যতও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল, কারণ বিধবা হওয়ার পর তার ভরণ পোষণ দেওয়ার মত বা নিরাপত্তা দেওয়ার মত কেউ আর অবশিষ্ট থাকবে না। তৎকালীন ইসরাইলে সন্তানেরাই ছিল বৃদ্ধ বয়সে বিধবাদের একমাত্র নিরাপত্তার উৎস (৮:১-৬ দেখুন; ১ বাদশাহ্‌ ১৭:২২ আয়াতের নোটও দেখুন)।

৪:১৬ এই ঋতুতে এই সময় পুনরায় উপস্থিত হলে। পয়দা ১৭:২১; ১৮:১৪ দেখুন।

হে আল্লাহ্‌র লোক, আপনার বাঁদীকে মিথ্যা কথা বলবেন না। মহিলাটির প্রতিক্রিয়ায় আল-ইয়াসার কথার প্রতি অনাস্থা যত না প্রকাশ পেল, তার চেয়ে বেশি প্রকাশ পেল সন্তান লাভের জন্য তার আকাঙ্ক্ষা এবং তাতে হতাশ হওয়ার আশঙ্কা।

৪:১৭ আল-ইয়াসার কথা অনুসারে। আল-ইয়াসার কথার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণিত হল এবং এই সন্তানটির জন্মের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র মহান অনুগ্রহ প্রকাশ পেল।

৪:২০ বালকটি ... মারা গেল। যে সন্তানটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের মহান সাক্ষ্য এবং তাঁর কালামের সুনিশ্চয়তার নিদর্শন হিসেবে জন্ম নিয়েছিল, তাকে হঠাৎ মায়ের কোল থেকে কেড়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে মহিলাটির ঈমানের পরীক্ষা নেওয়া হল। তবে এর পরপরই মহিলাটি যা করেছিলেন তার মধ্য দিয়ে প্রতিকূল সময়েও তার ঈমানের দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছিল।

৪:২১ আল্লাহ্‌র লোকের পালঙ্কে তাকে শয়ন করালেন। এভাবে মহিলাটি তার সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ বাড়ির অন্যদের কাছ থেকে গোপন করলেন এবং যে নবীর মুখের কথায় এই সন্তানের জন্ম হয়েছিল তাঁর খোঁজ করার জন্য তিনি বের হয়ে গেলেন।

৪:২৩ আজ তাঁর কাছে কেন যাবে? প্রশ্নটি থেকে বোঝায় যায় নবী আল-ইয়াসার কাছে যাওয়াটা এই মহিলার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু সাধারণত এই সময়ে বা দিনে তিনি

গতি শিথিল করো না। ২৫ পরে তিনি কর্মিল
পর্বতে আল্লাহ্‌র লোকের কাছে চললেন। তখন
আল্লাহ্‌র লোক তাঁকে দূর থেকে দেখে তাঁর ভৃত্য
গেহসিকে বললেন, দেখ, ঐ সেই শূনেমীয়া;
২৬ একবার দৌড়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর,
আর জিজ্ঞাসা কর, আপনার মঙ্গল? আপনার
স্বামীর মঙ্গল? বালকটির মঙ্গল? তিনি উত্তর
করলেন, মঙ্গল। ২৭ পরে পর্বতে আল্লাহ্‌র
লোকের কাছে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁর পা
জড়িয়ে ধরলেন; তাতে গেহসি তাঁকে ঠেলে
দেবার জন্য কাছে এল, কিন্তু আল্লাহ্‌র লোক
বললেন, ওঁকে থাকতে দাও, তাঁর প্রাণ শোকাকুল
হয়েছে, আর মাবুদ আমা থেকে তা গোপন
করেছেন, আমাকে জানান নি। ২৮ তখন
স্ত্রীলোকটি বললেন, আমার মালিকের কাছে আমি
কি পুত্র চেয়েছিলাম? আমাকে প্রতারণা করবেন
না, এই কথা কি বলি নি? ২৯ তখন আল-ইয়াসা
গেহসিকে বললেন, কোমরবন্ধনী পর, আমার এই
লাঠি হাতে নিয়ে প্রস্থান কর; কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ
হলে তাকে সালাম জানাবে না এবং কেউ সালাম
জানালে তাকে উত্তর দিও না; পরে বালকটির
মুখের উপরে আমার এই লাঠি রেখো। ৩০ তখন
বালকের মা বললেন, জীবন্ত মাবুদের কসম এবং
আপনার জীবিত প্রাণের কসম, আমি আপনাকে
ছাড়ব না। তখন আল-ইয়াসা উঠে তাঁর পেছন
পেছন চললেন। ৩১ ইতোমধ্যে গেহসি তাঁদের
আগে গিয়ে বালকটির মুখে ঐ লাঠিটি রাখল,

[৪:২৫] ১বাদশা ১৮:২০।
[৪:২৭] ১শামু ১:১৫।
[৪:২৯] হিজ ৪:২।
[৪:৩৩] ১বাদশা ১৭:২০; মথি ৬:৬।
[৪:৩৪] ১বাদশা ১৭:২১; প্রেরিত ২০:১০।
[৪:৩৫] ইউসা ৬:১৫।
[৪:৩৬] ইব ১১:৩৫।
[৪:৩৮] লেবীয় ২৬:২৬; ২বাদশা ৮:১।

তবুও কোন আওয়াজ হল না, অবধানের কোন
লক্ষণও পাওয়া গেল না। অতএব গেহসি তাঁর
সঙ্গে সাক্ষাত করতে ফিরে গিয়ে তাঁকে বললো,
বালকটি জাগে নি।
৩২ পরে আল-ইয়াসা সেই বাড়িতে এসে
দেখলেন, বালকটি মৃত ও তাঁর বিছানায়
শায়িত। ৩৩ তখন তিনি প্রবেশ করলেন এবং
তাঁদের দুই জনকে বাইরে রেখে দরজা রুদ্ধ করে
মাবুদের কাছে মুনাজাত করলেন। ৩৪ আর
পালঙ্কে উঠে বালকটির উপরে শয়ন করলেন;
তিনি তার মুখের উপরে তাঁর মুখ, চোখের
উপরে চোখ ও হাতের উপরে হাত দিয়ে তার
উপরে তিনি লম্বমান হলেন; তাতে বালকটির
শরীর উত্তাপযুক্ত হতে লাগল। ৩৫ পরে তিনি
উঠে বাড়ির মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন,
আবার উঠে তার উপরে লম্বমান হলেন; তাতে
বালকটি সাত বার হাঁচি দিল ও বালকটি চোখ
মেলে তাকাল। ৩৬ তখন তিনি গেহসিকে ডেকে
বললেন, ঐ শূনেমীয়াকে ডাক। সে তাঁকে
ডাকলে স্ত্রীলোকটি তাঁর কাছে আসলেন। আল-
ইয়াসা বললেন, আপনার পুত্রকে তুলে নিন।
৩৭ তখন সেই স্ত্রীলোক কাছে গিয়ে তাঁর পদতলে
পড়ে ভূমিতে উবুড় হয়ে সালাম করলেন এবং
তাঁর পুত্রকে তুলে নিয়ে বাইরে গেলেন।

হাঁড়ির মধ্যে মৃত্যু

৩৮ আল-ইয়াসা আবার গিল্‌গলে উপস্থিত
হলেন; সেই সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল। তখন

নবীর কাছে যেতেন না।

৪:২৬ তিনি উত্তর করলেন, মঙ্গল। যে নবীর কাছ থেকে মহিলাটি তার সন্তানের জন্মের ব্যাপারে ওয়াদা লাভ করেছিলেন একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারও কাছে নিজ দুর্দশার কথা মহিলাটি বলতে চাইছিলেন না।

৪:২৮ আমাকে প্রতারণা করবেন না, এই কথা কি বলি নি? মহিলাটির মনে এই প্রশ্নটি কাঁটা হয়ে বিঁধছিল যে, যে সন্তানটিকে মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর মহান অনুগ্রহের বিশেষ নিদর্শন এবং তাঁর কালামের সুনিশ্চয়তা ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ হিসেবে দান করলেন তাকেই আবার কেন তার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হল।

৪:২৯ বালকটির মুখের উপরে আমার এই লাঠি রেখো। সম্ভবত আল-ইয়াসা আশা করছিলেন তাঁর লাঠি ছেলেটির দেহের উপরে রাখা হলে মাবুদ ছেলেটির জীবন ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আল-ইয়াসা লাঠিটির মধ্যে কোন জাদুকরী শক্তি প্রবেশ করিয়েছিলেন, বরং তিনি লাঠিটিকে তাঁর উপস্থিতির নিদর্শন এবং বেশেতী শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখেছিলেন (২:৮ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন হিজ ১৪:১৬; প্রেরিত ১৯:১২)।

৪:৩০ আমি আপনাকে ছাড়ব না। গেহসি তার কাজে সফল হবে কি না সে ব্যাপারে মহিলাটির যথেষ্ট সন্দেহ ছিল এবং এ কারণে তিনি জোর করছিলেন যেন আল-ইয়াসা নিজে তার সাথে শূনেমে আসেন।

৪:৩৩ তাঁদের দুই জনকে বাইরে রেখে দরজা রুদ্ধ করে মাবুদের কাছে মুনাজাত করলেন। কয়েক বছর আগে নবী ইলিয়াস ঠিক এ ধরনের একটি পরিস্থিতিতে এই একই কাজ করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১৭:২০-২২)। আল-ইয়াসা মৃত ছেলেটির জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য প্রথমে মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে একাগ্রতার সাথে মুনাজাত করলেন। তাঁর এই মুনাজাত পরিষ্কার ভাবে এ কথা ব্যক্ত করে যে, এর আগে তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে ছেলেটিকে সুস্থ করার কথা বলে কোন জাদু শক্তির ক্ষমতা প্রকাশ করতে চান নি।

৪:৩৪ বালকটির উপরে শয়ন করলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১৭:২১ আয়াতের নোট দেখুন। সম্ভবত এর আগে নবী ইলিয়াস যে কাজ করেছিলেন তার সাথে আল-ইয়াসা পরিচিত ছিলেন।

৪:৩৭ তাঁর পদতলে পড়ে ভূমিতে উবুড় হয়ে সালাম করলেন। আল-ইয়াসার মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌ যে মহা অনুগ্রহ মহিলাটিকে দান করেছিলেন তা তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করলেন এবং সারিফতের বিধবা মহিলাটি মুখে যে কথাগুলো বলেছিল তিনি সেগুলোকেই তার নীরবতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেন (১ বাদশাহ্‌ ১৭:২৪)।

৪:৩৮ গিল্‌গল। ২:১ আয়াতের নোট দেখুন। সেই সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল। সম্ভবত এই একই দুর্ভিক্ষের কথা ৮:১ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষ হচ্ছে শরীয়তী একটি বদদোয়া (লেবীয় ২৬:১৯-২০,২৬; দ্বি.বি. ২৮:১৮,২৩-২৪; ১ বাদশাহ্‌ ৮:৩৬-৩৭ দেখুন) এবং আল্লাহ্‌র লোকেরা যখন তাঁর সাথে তাদের নিয়ম ভঙ্গ করে অবাধ্য হয় তখন তিনি তাদের প্রতি এভাবে তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করেন।

সাহাবী-নবীরা তাঁর সম্মুখে বসেছিলেন; তিনি তাঁর
ভৃত্যকে হুকুম দিলেন, বড় হাঁড়ি চড়িয়ে এই
সাহাবী নবীদের জন্য ব্যঞ্জন রান্না কর। ৩৯ তখন
তাদের এক জন তরকারি সংগ্রহ করতে মাঠে গেল
এবং বনশসার লতা দেখতে পেয়ে তার বন্য
ফলে কোঁচড় পূর্ণ করে নিয়ে আসল, পরে তা
কুটে রান্নার হাঁড়িতে দিল; কিন্তু সেগুলো কি তা
তারা জানলো না। ৪০ পরে লোকদের ভোজন
করার জন্য তা ঢাললে তারা সেই তরকারী খেতে
গিয়ে চিৎকার করে বললো, হে আল্লাহ্‌র লোক,
হাঁড়ির মধ্যে মৃত্যু; আর তারা তা খেতে পারল
না। ৪১ তখন তিনি বললেন, তবে কিছু ময়দা
আন। পরে তিনি হাঁড়িতে তা ফেলে বললেন,
লোকদের জন্য ঢেলে দাও, তারা ভোজন করুক।
তাতে হাঁড়িতে কিছুই মন্দ থাকলো না।

একশত লোককে খাওয়ানো

৪২ আর বাল্‌-শালিশা থেকে এক ব্যক্তি এল,
সে আল্লাহ্‌র লোকের কাছে আশুপক্ক শস্যের
রুটি, যবের কুড়িখানা রুটি ও ছালায় করে
শস্যের তাজা শীষ আনলো; আর তিনি বললেন,
এগুলো লোকদেরকে দাও, তারা ভোজন করুক।
৪৩ তখন তাঁর পরিচারক বললো, আমি কি
একশত লোককে তা পরিবেশন করবো? কিন্তু
তিনি বললেন, তা-ই লোকদেরকে দাও তারা
ভোজন করুক; কেননা মাবুদ এই কথা বলেন,
তারা ভোজন করবে ও উদ্বৃত্ত রাখবে। ৪৪ অতএব
সে তাদের সম্মুখে তা খেতে দিল, আর মাবুদের
কালাম অনুসারে তারা ভোজন করলো, আর
উদ্বৃত্তও রাখল।

কুষ্ঠরোগী নামানের সুস্থতা লাভ

৫ ১ অরামের বাদশাহ্‌র সেনাপতি নামান তাঁর
মালিকের চোখে একজন মহান ও
সম্মানিত লোক ছিলেন, কেননা তাঁরই দ্বারা
মাবুদ অরামকে বিজয়ী করেছিলেন; আর তিনি
ছিলেন বলবান বীর, কিন্তু তাঁর কুষ্ঠরোগ ছিল।
২ এক সময়ে অরামীয়েরা দলে দলে ইসরাইল
দেশে হানা দিয়েছিল; তখন তারা সেই দেশ
থেকে একটি ছোট বালিকাকে বন্দী করে আনলে
সে ঐ নামানের পত্নীর পরিচারিকা হয়েছিল।
৩ সে তার বেগম সাহেবাকে বললো, আহা!
সামেরিয়ায় যে নবী আছেন, তাঁর সঙ্গে যদি
আমার মালিকের সাক্ষাৎ হত, তবে তিনি তাঁকে
কুষ্ঠরোগ থেকে উদ্ধার করতেন। ৪ পরে নামান
গিয়ে তাঁর মালিককে বললেন, ইসরাইল দেশ
থেকে আনা সেই বালিকা এই সমস্ত কথা
বলছে। ৫ অরামের বাদশাহ্‌ বললেন, তুমি
সেখানে যাও, আমি ইসরাইলের বাদশাহ্‌র কাছে
পত্র পাঠাই। তখন তিনি তাঁর সঙ্গে দশ তালন্ত

[৪:৪১] হিজ ১৫:২৫; ২বাদশা ২:২১।
[৪:৪২] ১শামু ৯:৪।
[৪:৪২] মথি ১৪:১৭; ১৫:৩৬।
[৪:৪৩] মথি ১৪:২০; ইউ ৬:১২।
[৫:১] হিজ ৪:৬; শুমারী ১২:১০; লূক ৪:২৭।
[৫:২] ২বাদশা ৬:২৩; ১৩:২০; ২৪:২।
[৫:৩] পয়দা ২০:৭।
[৫:৫] পয়দা ২৪:৫৩; কাজী ১৪:১২; ১শামু ৯:৭।

সাহাবী-নবীরা। ২:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:৪১ ময়দা। শুধুমাত্র ময়দার নিজস্ব গুণের কারণে হাঁড়ির ভেতরের খাবার খাওয়ার যোগ্য হয় নি (২:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। বস্তুত এর মধ্য দিয়ে মাবুদ তাদেরকে খাবার যুগিয়ে দিলেন যারা তাঁর নিয়মের প্রতি বিশ্বস্ত। অপরদিকে যারা তাঁর নিয়ম অগ্রাহ্য করেছিল ও অবাধ্য হয়েছিল তারা সে সময় কষ্টভোগ করছিল।

৪:৪২ আশুপক্ক শস্য। বেথেল ও দানের ভণ্ড ইমামদের কাছে (১ বাদশাহ্‌ ১২:২৮-৩১) লোকেরা তাদের প্রথমজাত শস্য উৎসর্গের জন্য নিয়ে যেত (লেবীয় ২:১৪; ২৩:১৫-১৭; দ্বি.বি. ১৮:৩-৫), কিন্তু উত্তরের রাজ্যের আল্লাহ্‌ভক্ত লোকেরা তাদের সাধ্য অনুসারে যা কিছু পেরেছিল সেগুলোই নবী আল-ইয়াসা এবং তাঁর সাহাবী-নবীদের খাবার জন্য নিয়ে আসল (২৩ আয়াতের নোট দেখুন)। এভাবেই লোকেরা তাদের নিয়মের কর্তৃত্বকারী মাবুদের প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে ধর্মত্যাগী বাদশাহ্‌ ও ইমামদের দিকে না ফিরে নবী আল-ইয়াসার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিল ও তাঁর নেতৃত্ব কামনা করেছিল।

৪:৪৩ মাবুদ এই কথা বলেন। আল-ইয়াসার মধ্য দিয়ে মাবুদের কালামের দ্বারা রুটিগুলো বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, অন্য কোন মধ্যস্থকারী বস্তুর মধ্য দিয়ে নয় (আয়াত ৪১; ২:২০; মিকাহ্‌ ৬:৩৫-৪৩ দেখুন)।

৫:১ অরামের বাদশাহ্‌। সম্ভবত দ্বিতীয় বিন্‌হদদ (৮:৭; ১৩:৩; ১ বাদশাহ্‌ ২০:১ আয়াতের নোট দেখুন)। মাবুদ অরামকে বিজয়ী করেছিলেন। সম্ভবত ৮৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কারকারে সংঘটিত যুদ্ধের পর আশেরীয়দের উপর অরামীয়দের একটি যুদ্ধ জয়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে, যা কোথাও লিপিবদ্ধ ইতিহাস আকারে পাওয়া যায় না (১ বাদশাহ্‌ ২২:১ আয়াতের নোট দেখুন)। রচয়িতার ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিজয় ইসরাইলের আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকেই আরও গৌরবান্বিত করেছে, যিনি শুধুমাত্র ইসরাইল নয়, বরং সমস্ত জাতি ও রাজ্যের কর্ণধার ও নিয়ন্ত্রণকর্তা (ইহি ৩০:২৪; আমোস ২:১-৩; ৯:৭)।

৫:২ অরামীয়েরা দলে দলে। যদিও বাদশাহ্‌ আহাবের সময়ে ইসরাইলীয়রা অরামীয়দের সাথে শান্তি চুক্তি স্থাপন করেছিল (১ বাদশাহ্‌ ২০:৩৪ আয়াত দেখুন), তথাপি রামোৎ গিলিয়দের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য যুদ্ধ হওয়ার পর এর প্রভাব হিসেবে দুই রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রায়শই বিভিন্ন সংঘর্ষ লেগে থাকত। রামোৎ গিলিয়দের ঐ যুদ্ধে বাদশাহ্‌ আহাব নিহত হন (১ বাদশাহ্‌ ২২:৪ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে ১ বাদশাহ্‌ ২২:৩৫ আয়াতও দেখুন)।

ইসরাইল দেশে ... একটি ছোট বালিকা। দামেস্কে বন্দী করে নিয়ে আসা এই ছোট মেয়েটি খুব ভাল করেই জানত যে, মাবুদের গোলাম আল-ইয়াসার মধ্য দিয়ে তাঁর উদ্ধার দানকারী উপস্থিতি সব সময় তাঁর লোকদের মাঝে উপস্থিত রয়েছে; এমনকি সামেরিয়াতে স্বয়ং ইসরাইল রাজ্যের বাদশাহ্‌ও এই কথা স্বীকার করতেন না। কিন্তু মেয়েটি নিঃশঙ্কচিত্তে মাবুদের এই দয়ার্দ্র উপস্থিতির কথা তার অরামীয় প্রভুর পরিবারের কাছে ব্যক্ত করেছিল।

৫:৩ সামেরিয়ায় যে নবী আছেন। আল-ইয়াসা, যিনি সামেরিয়ায় বসবাস করতেন (আয়াত ৯; ২:২৫; ৬:১৯)।

৫:৫ আমি ইসরাইলের বাদশাহ্‌র কাছে পত্র পাঠাই। সীমান্তে সংঘর্ষ হলেও দুই রাজ্যের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক একেবারে বিনষ্ট হয় নি, কারণ দুটি রাজ্যের মধ্যে এর আগেই শান্তি চুক্তি স্থাপিত হয়েছিল। সে সময় ইসরাইলের বাদশাহ্‌

আল-ইয়াসা

আল-ইয়াসা নামের অর্থ, *মাবুদ তাঁর মুক্তি*। আবেল-মহোলার পুত্র, হযরত ইলিয়াসের সাহাবী (১ বাদশাহ্‌ ১৯:১৬-১৯)। মাবুদ সর্বপ্রথম তাঁর নাম উল্লেখ করে হযরত ইলিয়াসকে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে অভিষেক করতে পাঠান (১ বাদশাহ্‌ ১৯:১৬)। তিনি সিনাই থেকে দামেস্কে যাওয়ার পথে হযরত আল-ইয়াসাকে ১২টি ষাঁড় দিয়ে মাঠে হাল চাষ করতে দেখেন। তিনি মাঠে গিয়ে তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বুকের কাছে টেনে তখনই নবী হিসেবে কাজ করার জন্য আহ্বান করেন (লূক ৯:৬১,৬২)। হযরত আল-ইয়াসা তৎক্ষণাৎ তাঁর কথায় রাজি হন (বাদশাহ্‌ আহাবের মৃত্যুর প্রায় চার বছর আগে), এবং সাত থেকে আট বছর হযরত ইলিয়াস তাঁকে নিবিড়ভাবে শিক্ষা দেওয়ার পর মাবুদ হযরত ইলিয়াসকে স্বশরীরে বেহেশতে তুলে নিয়ে যান। হযরত ইলিয়াস এই দুনিয়াতে থাকার সময় যে কয়েক বছর তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেই কয়েক বছর হযরত আল-ইয়াসা সম্পর্কে আমরা তেমন কিছু জানতে পারি নি। হযরত ইলিয়াস বেহেশতে চলে যাবার আগে তাঁর কাছে হযরত আল-ইয়াসা তাঁর "দ্বিগুণ রূহ্‌" চান (২ বাদশাহ্‌ ২:৯)। হযরত ইলিয়াসকে বেহেশতে তুলে নেবার পর হযরত আল-ইয়াসা নবী হিসেবে বনি-ইসরাইলে স্বীকৃতি পান। তিনি বনি-ইসরাইলের নবী হিসেবে প্রায় ৬০ বছর কাজ করেন (২ বাদশাহ্‌ ৫:৮)। হযরত ইলিয়াস বেহেশতে চলে যাবার পর তিনি জেরিকোতে এসে সেখানকার ঝর্ণার পানিতে লবণ ফেলে সেই পানি ভাল করেন (২ বাদশাহ্‌ ২:২১)। এরপর তাঁকে বেথেলে দেখা যায় (২ বাদশাহ্‌ ২:২৩)। সেখানে ছেলেরা তাঁকে ঠাট্টা করে বলে, "ও টাকপড়া, উপরে উঠে যা"। তিনি ঘুরে মাবুদের নামে তাদের বদদোয়া দেন এবং তাঁর অসম্মানের প্রতিফল হিসেবে মাবুদ তৎক্ষণাৎ তাদের শাস্তি দেন। পরবর্তীতে তাঁর কিছু আশ্চর্য কাজ দেখা যায়, যেমন: যখন যিহোরামের সৈন্যরা তৃষ্ণায় অজ্ঞান হয়ে যায় তখন তিনি তাদের জন্য বৃষ্টি নিয়ে আসেন (২ বাদশাহ্‌ ৪:৪২-৪৪); তিনি সিরিয়ার কুষ্ঠরোগী নামানকে সুস্থ করেন (২ বাদশাহ্‌ ৫:১-২৭); মিথ্যা বলা ও লোভের জন্য গেহসীকে শাস্তি দেন এবং জর্ডান নদীতে কুড়াল হারালে তা ভাসিয়ে তোলেন (২ বাদশাহ্‌ ৬:১-৭); সিরিয়ার বাদশাহ্‌ সামেরীয়দের ধরে নিয়ে গেলে দোথনে সামেরিয়া ও যিস্রিয়েলের মধ্যবর্তী স্থানে তাদেরকে আশ্চর্যভাবে উদ্ধার করেন (২ বাদশাহ্‌ ৮:৭-১৫)। বাদশাহ্‌ আহাবের পর ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যিহোশাফটের পুত্র যেহুকে বাদশাহ্‌ হিসেবে অভিষেক করতে তিনি একজন নবীকে নির্দেশ দেন। এই সাহাবী-নবীকে যে তিনটি আদেশ হযরত ইলিয়াস দিয়েছিলেন তা তিনি দ্রুত পালন করেন (২ বাদশাহ্‌ ৯:১-১০)। পরবর্তীতে নিজের বাড়িতে মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না (২ বাদশাহ্‌ ১৩:১৪-১৯)। এই সময় বাদশাহ্‌ যেহুর পুত্র যোয়াশ তাঁর জন্য শোক করে হযরত ইলিয়াসের বেহেশতে চলে যাবার আগের ঘটনা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন: "হে আমার পিতা, হে আমার পিতা, ইসরাইলের রথসমূহ ও অশ্বারোহীগণ।" তাঁর মৃত্যুর এক বছর পর একটি মৃতদেহ তাঁর কবরের মধ্যে রাখা হলে, আল-ইয়াসার হাড়গুলো স্পর্শ করা মাত্রই মৃতদেহটি জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় (২ বাদশাহ্‌ ১৩:২০-২১)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তিনি এমন একজন নবী ছিলেন যাঁর পূর্ববর্তী নবী তাঁকে তাঁর পরের নবী হিসাবে বেছে নেন।
- তিনি দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে নবী হিসাবে পরিচর্যা বা সেবার কাজ করেছেন।
- তাঁর পরিচর্যার ফলে ইসরাইল, এহুদা অরাম ও মোয়াব সাংঘাতিক ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল।
- তিনি এমন সৎ মানুষ ছিলেন যিনি অন্যের অর্থে ধনী হতে চান নি।
- যাদের প্রয়োজন ছিল, তাদের অনেকের প্রয়োজন মিটাবার জন্য অনেক অলৌকিক কাজ করেছেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্‌র চোখে তিনি মহান হন যিনি ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলকেই তাঁর পরিচর্যার আওতায় নিয়ে আসেন।
- একজন গুরু যখন একজন শিষ্যকে বেছে নেন, তখন সেই শিষ্য শুধু তার কাছ থেকে শিক্ষাই গ্রহণ করেন না কিন্তু গুরু যা কিছু গড়ে তুলেছেন তাকে আরও শক্তিশালী করেও গড়ে তোলেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** উত্তরের রাজ্যে তিনি নবী হিসাবে কাজ করতেন
- **কাজ:** একজন কৃষক ও নবী
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: শাফট
- **সমসাময়িক:** ইলিয়াস, আহাব ও ইষেবল, যেহূ

মূল আয়াত: "পার হওয়ার পর ইলিয়াস আল-ইয়াসাকে বললেন, তোমার জন্য আমি কি করবো? তা তোমার কাছ থেকে আমাকে নিয়ে যাবার আগে যাচ্ঞা কর। ইলিশায় বললেন, আরজ করি, আপনার রূহের দুই অংশ আমার উপর অধিষ্ঠিত হোক" (২ বাদশাহ্‌ ২:৯)।

১ বাদশাহ্‌ ১৬ অধ্যায় থেকে ২ বাদশাহ্‌ ১৩:২০ আয়াতে তাঁর কাহিনী বর্ণিত আছে। এছাড়া লূক ৪:২৭ আয়াতেও তাঁর কথা উল্লেখ আছে।

রূপা, ছয় হাজার সোনার মুদ্রা ও দশ জোড়া
কাপড় নিয়ে প্রস্থান করলেন।
৬ আর তিনি ইসরাইলের বাদশাহ্‌র কাছে পত্র
নিয়ে গেলেন, পত্রে এই কথা লেখা ছিল, এই পত্র
যখন আপনার কাছে পৌঁছাবে, তখন দেখুন, আমি
আমার গোলাম নামানকে আপনার কাছে প্রেরণ
করলাম, আপনি তাকে কুষ্ঠরোগ থেকে সুস্থ
করবেন। ৭ এই পত্র পাঠ করে ইসরাইলের
বাদশাহ্‌ তাঁর কাপড় ছিঁড়ে বললেন, মারবার ও
বাঁচাবার আল্লাহ্‌ কি আমি যে, এই ব্যক্তি এক
জন মানুষকে কুষ্ঠ থেকে উদ্ধার করার জন্য
আমার কাছে পাঠাচ্ছে? আরজ করি, তোমরা
বিবেচনা করে দেখ, কিন্তু সে আমার বিরুদ্ধে
ঝগড়া বাঁধাবার চেষ্টা করছে।
৮ পরে ইসরাইলের বাদশাহ্‌ তাঁর কাপড়
ছিঁড়েছেন, এই কথা শুনে আল্লাহ্‌র লোক আল-
ইয়াসা বাদশাহ্‌র কাছে এই কথা বলে পাঠালেন,
আপনি কেন কাপড় ছিঁড়লেন? সেই ব্যক্তি আমার
কাছে আসুক; তাতে জানতে পারবে যে,
ইসরাইলের মধ্যে এক জন নবী আছে।
৯ অতএব নামান তাঁর ঘোড়া ও রথগুলো নিয়ে
এসে আল-ইয়াসার গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হলেন।

[৫:৭] পয়দা ৩০:২।
[৫:৭] দ্বি:বি ৩২:৩৯।
[৫:৮] ১বাদশা ২২:৭।
[৫:১০] পয়দা ৩৩:৩; লেবীয় ১৪:৭।
[৫:১১] হিজ ৭:১৯।
[৫:১২] ইশা ৮:৬।
[৫:১৩] ২বাদশা ৬:২১; ১৩:১৪।
[৫:১৪] পয়দা ৩৩:৩; লেবীয় ১৪:৭; ইউসা ৬:১৫।

১০ তখন আল-ইয়াসা তাঁর কাছে এক জন দূত
পাঠিয়ে বললেন, আপনি গিয়ে সাতবার জর্ডানে
গোসল করুন, আপনার নতুন চামড়া হবে ও
আপনি পাক-পবিত্র হবেন। ১১ তখন নামান ক্রুদ্ধ
হয়ে চলে গেলেন, আর বললেন, দেখ, আমি
ভেবেছিলাম, তিনি অবশ্য বের হয়ে আমার
কাছে আসবেন এবং দাঁড়িয়ে তাঁর আল্লাহ্‌
মাবুদের নামে ডাকবেন, আর কুষ্ঠ-স্থানের উপর
হাত দুলিয়ে কুষ্ঠরোগীকে উদ্ধার করবেন।
১২ ইসরাইলের সমস্ত জলাশয় থেকে দামেস্কের
অবানা ও পর্পর নদী কি উত্তম নয়? আমি কি
তাতে গোসল করে পাক-পবিত্র হতে পারি না?
আর তিনি মুখ ফিরিয়ে ক্রোধের আবেগে প্রস্থান
করলেন। ১৩ কিন্তু তাঁর গোলামেরা কাছে এসে
নিবেদন করলো, পিতা, ঐ নবী যদি কোন মহৎ
কাজ করার হুকুম আপনাকে দিতেন, আপনি কি
তা করতেন না? তবে গোসল করে পাক-পবিত্র
হোন, তাঁর এই হুকুমটি কি মানবেন না?
১৪ তখন তিনি আল্লাহ্‌র লোকের হুকুম অনুসারে
নেমে গিয়ে সাতবার জর্ডানে ডুব দিলেন, তাতে
ক্ষুদ্র বালকের মত তাঁর নতুন মাংস হল ও তিনি
পাক-পবিত্র হলেন।

ছিলেন যোরাম (১:১৭; ৩:১; ৯:২৪)।
দশ তালন্ত রূপা। অম্রি সামেরিয়ার একটি পাহাড়ের জন্য কী মূল্য দিয়েছিলেন তার সাথে তুলনা করলে আমরা বুঝতে পারি এই পরিমাণ রূপার মূল্য কত খানি (১ বাদশাহ্‌ ১৬:২৪)।
৫:৬ আপনি তাকে কুষ্ঠরোগ থেকে সুস্থ করবেন। অরামের বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদ বোধ হয় ভেবেছিলেন যে, ইসরাইলীয় মেয়েটি যে নবীর কথা বলছে সে বাদশাহ্‌র নিয়ন্ত্রণাধীন কোন কর্মচারী এবং তার সেবা পেতে হলে তাকে বড় অঙ্কের উপঢৌকন দিতে হয়। মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের জন্য তাঁর উপস্থিতির অন্যতম প্রধান যে অনুগ্রহ স্বরূপ দান প্রকাশ করে থাকেন, সেটি দুনিয়া সম্পদ দিয়ে ক্রয় করা যাবে বলে অরামের বাদশাহ্‌ ধারণা করেছিলেন।
৫:৭ সে আমার বিরুদ্ধে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছে। যোরাম মনে করেছিলেন পুরো ঘটনাটি বিন্‌হদদের সাজানো এবং তিনি আসলে কোন একটা ছুতো ধরে যুদ্ধ বাঁধাবার পরিকল্পনা আঁটছেন। আল-ইয়াসার মাঝে আল্লাহ্‌র উদ্ধার দানকারী শক্তির যে উপস্থিতি বিরাজ করছিল সে সম্পর্কে বাদশাহ্‌ এতটাই অজ্ঞ ছিলেন যে, তিনি এই ঘটনায় কেবল আন্তর্জাতিক কূটনীতিকেই উপজীব্য বলে ভেবে নিয়েছিলেন।
৫:৮ আপনি কেন কাপড় ছিঁড়লেন? যোরাম ভীত হয়েছিলেন বলে (১ শামু ১৭:১১ আয়াতের নোট দেখুন) এবং মাবুদের নবীর সাথে পরামর্শ করেন নি বলে আল-ইয়াসা তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন (যোরাম ও আল-ইয়াসার মধ্যকার বিদ্যমান বিরোধ সম্পর্কে জানার জন্য ৩:১৩-১৪ আয়াত দেখুন)।
৫:৯ তাঁর ঘোড়া ও রথগুলো নিয়ে। অহঙ্কারী এই পৌত্তলিক লোকটি তার কর্তৃত্বকারী উপস্থিতির দ্বারা আল-ইয়াসাকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিল যেন তিনি তাকে দ্রুত সুস্থ করেন।
৫:১০ আপনি গিয়ে সাতবার জর্ডানে গোসল করুন। এই নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল এ কথা ব্যক্ত করা যে, মাবুদের নবীর কথা মান্য করলেই কেবল নামান ইসরাইলের আল্লাহ্‌র শক্তিতে সুস্থ হতে পারবেন। নবী নিজে কোন সুস্থতা দানকারী ছিলেন না। পূর্বদেশীয় ধর্মগুলোতে পাক সাফ করার আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে পানিতে নিজেকে ধৌত করার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং সাত সংখ্যাটি সাধারণত পূর্ণতা নির্দেশ করত। নামানকে জর্ডান নদীর কর্দমাক্ত ঘোলা পানিতে ডুব দিতে বলা হয়েছিল, যার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে এই ধৌত করণ ও সুস্থতা লাভের মধ্যে আদৌ কোন প্রকৃতিগত সংযোগ নেই। সম্ভবত এখানে প্রতীকী অর্থে এ কথাও বোঝানো হয়েছে যে, ইসরাইলের আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সুস্থতা লাভ করার জন্য ইসরাইল জাতির মত করে প্রত্যেককেই জর্ডান নদী অতিক্রম করতে হবে (ইউসা ৩:১–৪:২৪; ৩:১০ আয়াত দেখুন)।
৫:১১ কুষ্ঠ-স্থানের উপর হাত দুলিয়ে কুষ্ঠরোগীকে উদ্ধার করবেন। আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি বাধ্য হয়ে আল্লাহ্‌র আরোগ্যদায়ী স্পর্শের শক্তির মধ্য দিয়ে সুস্থ হওয়ার আশা না করে নামান চেয়েছিলেন নবী কোন জাদুকরী শক্তির দ্বারা তাকে সুস্থ করবেন।
৫:১২ অবানা ও পর্পর। গ্রীকরা অবানাকে বলত স্বর্ণময় নদী। বর্তমানে এই নদীটিকে বলা হয় বরোদা, যা লেবাননের বিপরীতমুখী পর্বত থেকে উৎপত্তি হয়ে দামেস্ক নগরীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পর্পর নদী পূর্ব দিকে হর্মোন পর্বত থেকে উৎপত্তি হয়ে দক্ষিণে দামেস্কে প্রবেশ করেছে।
৫:১৪ ক্ষুদ্র বালকের মত তাঁর নতুন মাংস হল ও তিনি পাক-পবিত্র হলেন। তিনি শারীরিকভাবে নতুন জন্ম লাভ করলেন (১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি বাধ্য হওয়ার কারণে নামান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের দান লাভ করলেন। এখানে নামান হলেন সেই অবাধ্য ইসরাইলের চিহ্ন, যে শুধুমাত্র বিশ্বস্ততাপূর্ণ বাধ্যতার পথ অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। যখন আল্লাহ্‌র নিজের

১৫ পরে তিনি তাঁর সঙ্গী জনগণের সঙ্গে
আল্লাহ্‌র লোকের কাছে ফিরে এসে তাঁর সম্মুখে
দাঁড়ালেন, আর বললেন, দেখুন, আমি এখন
জানতে পারলাম, সারা দুনিয়াতে আর কোথাও
আল্লাহ্‌ নেই, কেবল ইসরাইলের মধ্যে আছেন;
অতএব আরজ করি, আপনার এই গোলামের
কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করুন। ১৬ কিন্তু তিনি
বললেন, আমি যাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান, সেই
জীবন্ত মাবুদের কসম, আমি কিছু গ্রহণ করবো
না। নামান আগ্রহ করে তা গ্রহণ করতে বললেও
তিনি অস্বীকার করলেন। ১৭ পরে নামান বললেন,
তা যদি না হয়, তবে আরজ করি, দু'টি ঘোড়ায়
বহনযোগ্য মাটি আপনার এই গোলামকে দেওয়া
হোক; কেননা আজ থেকে আপনার এই গোলাম
মাবুদ ছাড়া অন্য দেবতার উদ্দেশে পোড়ানো-
কোরবানী কিংবা কোরবানী আর করবে না।
১৮ কেবল এই বিষয়ে মাবুদ আপনার গোলামকে
মাফ করুন; আমার মালিক সেজ্‌দা করার জন্য
যখন রিম্মোণের মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং
আমার হাতের উপর ভর দেন, তখন আমাকেও
রিম্মোণের মন্দিরে সেজ্‌দা করতে হয়, তবে
সেজ্‌দার বিষয়ে মাবুদ যেন আপনার গোলামকে
মাফ করেন। ১৯ আল-ইয়াসা তাঁকে বললেন,
সহিসালামতে গমন করুন। পরে তিনি তাঁর
সম্মুখ থেকে প্রস্থান করে কিছু দূর গমন করলেন।

গেহসির লোভ

২০ তখন আল্লাহ্‌র লোক আল-ইয়াসার ভৃত্য
গেহসি বললো, দেখ, আমার প্রভু ঐ অরামীয়
নামানকে অমনি ছেড়ে দিলেন, তাঁর হাত থেকে
তাঁর আনা দ্রব্য গ্রহণ করলেন না; জীবন্ত
মাবুদের কসম, আমি তাঁর পেছন পেছন দৌড়ে
গিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছু নেব। ২১ পরে
গেহসি নামানের পেছন পেছন দৌড়ে গেল;
তাতে নামান পেছন পেছন এক জনকে দৌড়ে
আসতে দেখে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রথ
থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করলেন, মঙ্গল তো? সে
বললো, মঙ্গল। ২২ আমার মালিক এই কথা বলে
আমাকে পাঠালেন, দেখুন, এখনই পর্বতময়
আফরাহীম প্রদেশ থেকে সাহাবী-নবীদের মধ্যে
দুই যুবক এল; আরজ করি, তাদের জন্য এক
তালন্ত রূপা ও দুই জোড়া কাপড় দান করুন।
২৩ নামান বললেন, অনুগ্রহ করে দুই তালন্ত
নাও। পরে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করে দুই থলিতে
দুই তালন্ত রূপা বেঁধে দুই জোড়া কাপড়ের সঙ্গে
তাঁর দুই ভৃত্যকে দিলে তারা ওর আগে আগে
বহন করে নিয়ে যেতে লাগল। ২৪ পরে পাহাড়ে
উপস্থিত হলে সে তাদের হাত থেকে সেসব নিয়ে
বাড়ি মধ্যে রাখল এবং সেই লোকদেরকে বিদায়
করলে তারা চলে গেল।
২৫ পরে সে ভিতরে গিয়ে তাঁর মালিকের
সম্মুখে দাঁড়ালো। তখন আল-ইয়াসা তাকে
বললেন, গেহসি, তুমি কোথা থেকে আসলে? সে
বললো, আপনার গোলাম কোন স্থানে যায় নি।
২৬ তখন তিনি তাকে বললেন, সেই ব্যক্তি যখন
তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রথ থেকে নামলেন,
তখন আমার মন কি যায় নি? রূপা নেবার এবং

[৫:১৫] ইউসা ৪:২৪; ১শামু ১৭:৪৬।
[৫:১৬] পয়দা ১৪:২৩; দানি ৫:১৭।
[৫:১৭] হিজ ২০:২৪।
[৫:১৮] ২বাদশা ৭:২।
[৫:১৯] ১শামু ১:১৭; প্রেরিত ১৫:৩৩।
[৫:২০] হিজ ২০:৭।
[৫:২২] পয়দা ৪৫:২২।
[৫:২৬] ইয়ার ৪৫:৫।

লোকেরা নিয়মের বাধ্যতা ও বিশ্বস্ততার পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তখন আল্লাহ্‌ নিয়মের আওতার বাইরের জাতির মধ্য থেকে লোকদেরকে ওঠান যেন তারা তাঁর কালাম অনুসরণ করে (১ বাদশাহ্‌ ১৭:৯-২৪ আয়াতের নোট দেখুন; মথি ৮:১০-১২; লূক ৪:২৭ আয়াতও দেখুন)।

৫:১৫ সারা দুনিয়াতে আর কোথাও আল্লাহ্‌ নেই, কেবল ইসরাইলের মধ্যে আছেন। নামানের এই উক্তি ইসরাইলীয়দেরকে লজ্জার মধ্যে ফেলেছিল, কারণ বাল দেবতার ও মাবুদ (ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌) দুজনেই আল্লাহ্‌র না কি কেবল একা ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ আল্লাহ্‌ তা নিয়েই ইসরাইলীয়রা দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছিল (১ বাদশাহ্‌ ১৮:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:১৬ আমি কিছু গ্রহণ করবো না। মাবুদের কালাম তবলিগ করার জন্য আল-ইয়াসা কোন অর্থ উপার্জন করতে চান নি (মথি ১০:৮ আয়াত দেখুন)। নামান শুধুমাত্র বেহেশতী অনুগ্রহের দ্বারা সুস্থতা লাভ করেছিলেন, আল-ইয়াসার ক্ষমতায় নয়।

৫:১৭ দু'টি ঘোড়ায় বহনযোগ্য মাটি ... দেওয়া হোক। প্রাচীন কালে এ ধরনের একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে, একজন দেবতাকে শুধুমাত্র তার নিজ উৎসগত ভূখণ্ডের মাটিতেই পূজা করা যেত (আয়াত ১৫)। এ কারণে নামান ইসরাইলের মাটি দামেস্কে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, যেন তিনি দামেস্কে গিয়ে ইসরাইলের আল্লাহ্‌র এবাদত করতে পারেন।

৫:১৮ আমার মালিক। অরামের বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদ। **রিম্মোণ।** হদদ নামেও পরিচিত (কেনান ও ফিনিশিয়াতে বাল নামে পরিচিত), অরামীয় ঝড়ের দেবতা ("রিম্মোণ" শব্দের অর্থ "বজ্রপাতকারী") এবং যুদ্ধের দেবতা। অনেক সময় এই দুটি নাম এক সাথে করে বলা হত (জাকা ১২:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:১৯ সহিসালামতে গমন করুন। আল-ইয়াসা নামানের অন্তর পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে সরাসরি কোন কথা বলেন নি (আয়াত ১৮), কিন্তু তিনি তাকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও পরিচালনায় আবারও তার পৌত্তলিক ধর্মচর্চার পরিবেশে ফিরে গিয়ে নিজ দায়িত্ব শান্তিতে পালন করার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

৫:২০ জীবন্ত মাবুদের কসম। কসম খাওয়ার একটি ধরন (১ শামু ১৪:৩৯,৪৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:২২ সাহাবী-নবী। ২:৩ আয়াতের নোট দেখুন। **আরজ করি, তাদের জন্য এক তালন্ত রূপা ও দুই জোড়া কাপড় দান করুন।** গেহসি তার নিজ বস্তুগত লোভ চরিতার্থ করার জন্য নামানকে ধোঁকা দিয়েছিল। তার এই মিথ্যার মন্দতা এতটাই গুরুতর ছিল যে, নামানের সুস্থতা দানের মধ্য দিয়ে মাবুদের কাজের অনুগ্রহশীলতার বৈশিষ্ট্য অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং মাবুদের একজন সত্যিকার নবী হিসেবে আল-ইয়াসার কাজের সাথে ভণ্ড নবীদের ও পৌত্তলিক ওঝাদের স্বার্থসর্বস্ব কাজের পার্থক্য হয়ে পড়ল অনির্ণয়যোগ্য।

৫:২৪ বাড়ি। নবী আল-ইয়াসার বাড়ি (আয়াত ৯ দেখুন)।

৫:২৬ রূপা নেবার ... এটাই কি সময়? অন্য একজন ব্যক্তির

কাপড়, জলপাই গাছের বাগান ও আঙ্গুরক্ষেত, ভেড়া, গরু ও গোলাম বাঁদী নেবার এটাই কি সময়? [২৭] অতএব নামানের কুষ্ঠরোগ তোমাতে ও তোমার বংশে চিরকাল লেগে থাকবে। তাতে গেহসি হিমের মত শ্বেত কুষ্ঠগ্রস্ত হয়ে তাঁর সম্মুখ থেকে প্রস্থান করলো।

কুড়ালের ফলা ভেসে উঠলো

৬ [১] একবার সাহাবী-নবীরা আল-ইয়াসাকে বললো, দেখুন, আমরা আপনার সাক্ষাতে যে স্থানে বাস করছি, সেটি আমাদের পক্ষে খুবই ছোট। [২] অনুমতি করুন, আমরা জর্ডানে গিয়ে প্রত্যেকে সেই স্থান থেকে এক একখানি কড়িকাঠ নিয়ে আমাদের জন্য সেখানে বাসস্থান প্রস্তুত করি। [৩] তিনি বললেন, যাও। আর এক জন বললো, আপনি অনুগ্রহ করে আপনার গোলামদের সঙ্গে চলুন। [৪] তিনি বললেন, যাব। অতএব তিনি তাদের সঙ্গে গেলেন; পরে জর্ডানের কাছে উপস্থিত হয়ে তারা কাঠ কাটতে লাগল। [৫] কিন্তু এক জন কড়িকাঠ কাটছিল, এমন সময়ে কুড়ালির ফলা পানিতে পড়ে গেল; তাতে সে কেঁদে বললো, হায় হায়! মালিক, আমি তো ওটা ধার করে এনেছিলাম। [৬] তখন আল্লাহ্‌র লোক জিজ্ঞাসা করলেন, তা কোথায় পড়েছে? সে তাঁকে সেই স্থান দেখাল। তখন আল-ইয়াসা একখানি কাঠ কেটে সেই স্থানে ফেলে লোহাটি ভাসিয়ে উঠালেন; [৭] আর তিনি বললেন, সেটি তুলে নাও। তাতে সে হাত বাড়িয়ে তা নিল।

অরামীয় সৈন্যেরা অন্ধ হল

[৮] এক সময়ে অরামের বাদশাহ্‌ ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন, আর যখন তিনি তাঁর গোলামদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে বলতেন, অমুক অমুক স্থানে আমার শিবির স্থাপন করা হবে, [৯] তখন আল্লাহ্‌র লোক ইসরাইলের বাদশাহ্‌র কাছে বলে পাঠাতেন, সাবধান, অমুক স্থান উপেক্ষা করবেন না, কেননা সেখানে অরামীয়েরা নেমে আসছে। [১০] তাতে আল্লাহ্‌র লোক যে স্থানের বিষয় বলে তাঁকে সাবধান করে দিতেন, সেই স্থানে ইসরাইলের বাদশাহ্‌ সৈন্য পাঠিয়ে নিজেকে রক্ষা করতেন; কেবল দুই এক বার নয়; [১১] এই বিষয়ের জন্য অরামের বাদশাহ্‌র মন অস্থির হয়ে উঠলো, তিনি তাঁর গোলামদেরকে ডেকে বললেন, আমাদের মধ্যে কে ইসরাইলের বাদশাহ্‌র পক্ষের তা কি তোমরা আমাকে বলবে না? [১২] তখন তাঁর গোলামদের মধ্যে এক জন বললো, হে আমার মালিক বাদশাহ্‌, কেউ নয়, কিন্তু আপনি আপনার শয়নাগারে যেসব কথা বলেন, সেসব ইসরাইলস্থ নবী আল-ইয়াসা ইসরাইলের বাদশাহ্‌কে জানিয়ে দেন। [১৩] তখন তিনি বললেন, তোমরা গিয়ে দেখ সে কোথায়, আমি লোক পাঠিয়ে তাকে আনাবো। পরে কেউ তাঁকে এই সংবাদ দিল, দেখুন তিনি দোথনে আছেন। [১৪] তাতে

[৫:২৭] কল ৩:৫।
[৫:২৭] হিজ ৪:৬।
[৬:১] ১শামু ১০:৫।
[৬:৬] হিজ ১৫:২৫; ২বাদশা ২:২১।
[৬:১০] ইয়ার ১১:১৮।
[৬:১৩] পয়দা ৩৭:১৭।
[৬:১৪] ২বাদশা ১:৯।

প্রতি মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রদত্ত অনুগ্রহ প্রকাশিত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গেহসি তার নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। এই কাজ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে ব্যবসায়িক পণ্যের সমতুল্য করে তুলেছিল (২ করি ২:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে এবং ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের অন্যান্য স্থানে "রূপা" বলতে বোঝানো হয়েছে বিভিন্ন ওজনের সোনা বা রূপা, কোন মুদ্রা নয়, যা আরও পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

কাপড় ... গোলাম বাঁদী। সম্ভবত এই দুই তালন্ত রূপা দিয়ে গেহসি এই সমস্ত জিনিস ক্রয় করতে চেয়েছিল (৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:২৭ কুষ্ঠরোগ। ১ আয়াতের নোট দেখুন।

তোমাতে ও তোমার বংশে চিরকাল লেগে থাকবে। আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্যকারীর বংশধরদের প্রতিও তাঁর শাস্তির বিস্তার ঘটত, হিজ ২০:৫ আয়াতের নোট দেখুন; ইউসা ৭:২৪ আয়াতও দেখুন।

হিমের মত শ্বেত কুষ্ঠগ্রস্ত। হিজ ৪:৬ আয়াত দেখুন।

৬:২ আমাদের জন্য সেখানে বাসস্থান প্রস্তুত করি। এখানে কোন প্রকার সম্মেলন কক্ষের কথা বলা হচ্ছে। ধারণা করা হয় যে, ৪:১-৭ আয়াতের ভবনটি পৃথক আরেকটি ভবন যা সাহাবী নবীদের বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হত (১ শামু ১৯:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:৫ ওটা ধার করে এনেছিলাম। সেই যুগে লোহার তৈরি একটি কুড়ালের ফলা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল, যা সাহাবী নবীদের কারও পক্ষে কেনা সম্ভব ছিল না। জিনিসটি হারিয়ে ফেলার কারণে ওটার মূল্য পরিশোধের জন্য যে ব্যক্তি ধার করে এনেছে তাকে গোলামী করতে হবে।

৬:৬ আল-ইয়াসা একখানি কাঠ কেটে সেই স্থানে ফেলে লোহাটি ভাসিয়ে উঠালেন। মাবুদ আল্লাহ্‌ এখানে তাঁর বিশ্বস্ত লোকদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করলেন।

৬:৮ অরামের বাদশাহ্‌। সম্ভবত দ্বিতীয় বিন্‌হদদ (৫:১ আয়াতের নোট দেখুন)। ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এখানে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের বদলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রায়শ ঘটে থাকা চলমান সংঘর্ষের কথা বোঝানো হয়েছে (আয়াত ২৩ দেখুন; ৫:২ আয়াতের নোটও দেখুন)। অরামীয়দের সৈন্যবাহিনীকে দোথনে (সামেরিয়া থেকে মাত্র ১১ মাইল উত্তরে) পাঠানোর ঘটনার মধ্য দিয়ে অরামীয়দের শক্তি ও ইসরাইলীয়দের দুর্বলতার কথা বোঝা যায়, কারণ অরামীয়দের কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় নি (আয়াত ১৩-১৪ দেখুন)।

৬:৯ আল্লাহ্‌র লোক। আল-ইয়াসা (আয়াত ১০ দেখুন)। ইসরাইলের বাদশাহ্‌। সম্ভবত বাদশাহ্‌ যোরাম (আয়াত ১:১৭; ৩:১; ৯:২৪ দেখুন)।

৬:১১ আমাদের মধ্যে কে ইসরাইলের বাদশাহ্‌র পক্ষের ... ? অরামীয় সামরিক কৌশলের চেয়ে ইসরাইলীয় বাহিনী সব সময় এক ধাপ এগিয়ে থাকার কারণে অরামের বাদশাহ্‌ সন্দেহ করেছিলেন যে, নিশ্চয়ই তার বাহিনীর সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে এমন কোন গুপ্তচর আছে যে সমস্ত কথা ইসরাইলীয় বাহিনীতে ফাঁস করে দিচ্ছে।

৬:১২ ইসরাইলের বাদশাহ্‌। যোরাম (৩:১ আয়াত দেখুন)।

৬:১৩ আমি লোক পাঠিয়ে তাকে আনাবো। অরামের বাদশাহ্‌ ভেবেছিলেন ইসরাইলের বাদশাহ্‌র সাথে যোগাযোগ করতে না

তিনি অনেক ঘোড়া, রথ ও একটি বড় সৈন্যদল
সেখানে পাঠালেন। তারা রাতে এসে সেই নগর
বেষ্টন করলো।
[১৫] আর আল্লাহ্‌র লোকের পরিচারক খুব ভোরে
উঠে যখন বাইরে গেল, তখন দেখ, অনেক
ঘোড়া ও রথসহ একটি সৈন্যদল নগর বেষ্টন
করে আছে। পরে তাঁর ভৃত্য তাঁকে বললো, হায়
হায় হে মালিক! আমরা কি করবো? [১৬] তিনি
বললেন, ভয় করো না, ওদের সঙ্গীদের চেয়ে
আমাদের সঙ্গী বেশি। [১৭] তখন আল-ইয়াসা
মুনাজাত করে বললেন, হে মাবুদ, আরজ করি,
এর চোখ খুলে দাও, যেন সে দেখতে পায়।
তখন মাবুদ সেই যুবকটির চোখ খুলে দিলেন
এবং সে দেখতে পেল, আর দেখ, আল-ইয়াসার
চারদিকে আগুনের ঘোড়া ও রথে পর্বত পরিপূর্ণ।
[১৮] পরে ঐ সৈন্যরা তাঁর কাছে আসলে আল-
ইয়াসা মাবুদের কাছে মুনাজাত করে বললেন,
আরজ করি, এই দলকে অন্ধতায় আহত কর।
তাতে তিনি আল-ইয়াসার কথা অনুসারে
তাদেরকে অন্ধতায় আহত করলেন। [১৯] পরে
আল-ইয়াসা তাদের বললেন, এ সেই পথ নয়
এবং এ সেই নগরও নয়; তোমরা আমার পেছন
পেছন এসো; যে ব্যক্তির খোঁজ করছো, তার
কাছে আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাব। তিনি
তাদেরকে সামেরিয়ায় নিয়ে গেলেন।
[২০] তারা সামেরিয়ায় প্রবেশ করা মাত্র আল-
ইয়াসা বললেন, হে মাবুদ এদের চোখ খুলে
দাও, যেন এরা দেখতে পায়। তখন মাবুদ
তাদের চোখ খুলে দিলেন এবং তারা দেখতে
পেল, আর দেখ, তারা সামেরিয়ায় উপস্থিত।
[২১] আর ইসরাইলের বাদশাহ্‌ তাদের দেখে আল-
ইয়াসাকে বললেন, হে পিতা, এদেরকে কি হত্যা
করবো? আল-ইয়াসা বললেন, না। [২২] তুমি
যাদের তলোয়ার ও ধনুক দ্বারা বন্দী কর,
তাদেরকে কি হত্যা কর? ওদের সম্মুখে রুটি ও
পানি রাখ; ওরা ভোজন পান করে ওদের
মালিকের কাছে চলে যাক। [২৩] তখন তিনি
তাদের জন্য মহাভোজ প্রস্তুত করলেন এবং তারা
ভোজন পান করলে তাদেরকে বিদায় করলেন,
তারা তাদের মালিকের কাছে গেল। পরে
অরামের সৈন্যদল ইসরাইল দেশে আর এল না।

সামেরিয়ায় দুর্ভিক্ষ

[২৪] এর পরে অরামের বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদ তাঁর
সমস্ত সৈন্য একত্র করলেন এবং গিয়ে সামেরিয়া
অবরোধ করলেন। [২৫] তাতে সামেরিয়ায়
অতিশয় দুর্ভিক্ষ হল; আর দেখ তারা অবরোধ
করে রইলে শেষে একটা গাধার মাথার মূল্য
আশি রুপার মদ্রা ও কপোতমলের এক কাবের

[৬:১৬] ২খান্দান ৩২:৭; জবুর ৫৫:১৮; রোমীয় ৮:৩১; ১ইউ ৪:৪।
[৬:১৭] ২বাদশা ২:১১, ১২।
[৬:১৮] পয়দা ১৯:১১; প্রেরিত ১৩:১১।
[৬:২১] ২বাদশা ৫:১৩।
[৬:২২] দ্বি:বি ২০:১১; ২খান্দান ২৮:৮-১৫।
[৬:২৩] ২বাদশা ৫:২।
[৬:২৪] দ্বি:বি ২৮:৫২।
[৬:২৫] লেবীয় ২৬:২৬; রূত ১:১।

দিলে আল-ইয়াসার প্রভাব হ্রাস পাবে। দোথন। যিষ্রিয়েল ও সামেরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত নগরী, যেখানে মূল রাজকীয় আবাসস্থলের অবস্থান ছিল (১:২; ৩:১; ৮:২৯; ৯:১৫; ১০:১; ১ বাদশাহ্‌ ২১:১ দেখুন)।

৬:১৬ ওদের সঙ্গীদের চেয়ে আমাদের সঙ্গী বেশি। আল-ইয়াসা জানতেন যে, দৃশ্যমান অরামীয় সৈন্যবাহিনীর চেয়ে অদৃশ্য কিন্তু বাস্তব বেহেশতের বাহিনীর শক্তি আরও অনেক বেশি (২ খান্দান ৩২:৭-৮; জবুর ৩৪:৭; ১ ইউহোন্না ৪:৪ দেখুন)।

৬:১৭ সে দেখতে পেল ... আগুনের ঘোড়া ও রথে পর্বত পরিপূর্ণ। আল-ইয়াসার মুনাজাতের উত্তরে তাঁর পরিচারক দেখতে পেল আল-ইয়াসার চারপাশে বেহেশতের বাহিনী ঘিরে রয়েছেন এবং তাঁকে সুরক্ষা দান করছেন (পয়দা ৩২:১-২; জবুর ৩৪:৭; ৯১:১১-১২; মথি ১৮:১০; ২৬:৫৩; এর সাথে ২ বাদশাহ্‌ ২:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:১৮ তাদেরকে অন্ধতায় আহত করলেন। আল-ইয়াসা তাঁর পরিচারকের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন যেন সে বেহেশতী বাহিনীকে বাস্তবে দেখতে পায়; আর এখন তিনি মুনাজাত করলেন যেন অরামীয় সৈন্যদের চোখের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায় এবং তারা যেন দুনিয়াবী কোন কিছু দেখতে না পায় (পয়দা ১৯:১১ দেখুন)।

৬:১৯ এ সেই পথ নয় এবং এ সেই নগরও নয়। আল-ইয়াসার বক্তব্যে অরামীয় সৈন্যরা বিশ্বাস করেছিল যে, তাদেরকে যে নগরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে আল-ইয়াসাকে খুঁজে পাওয়া যায়। যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করলে কথাটি অসত্য নয়, যেহেতু আল-ইয়াসা নিজে তাদের সাথে সামেরিয়া পর্যন্ত গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে সামেরিয়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন, যা ছিল উত্তরের রাজ্যের রাজধানী ও দুর্গনগরী (পুরাতন নিয়মের এ ধরনের ধোঁকা দেওয়ার অন্যান্য ঘটনা জানতে দেখুন হিজ ১:১৯-২০; ইউসা ২:৬; ১ শামু ১৬:১-২)।

৬:২০ তারা সামেরিয়ায় উপস্থিত। আল-ইয়াসার মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌র শক্তি প্রবাহিত হয়ে বন্দীকারীদেরকে বন্দীতে পরিণত করেছিল।

৬:২১ ইসরাইলের বাদশাহ্‌। যোরাম (৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:২২ তুমি যাদের ... তাদেরকে কি হত্যা কর? বাস্তবে মাবুদের শক্তিতে অরামীয় সৈন্যবাহিনী ইসরাইলীয়দের হাতে বন্দী হয়েছিল, যোরামের সামরিক বাহিনীর যোগ্যতায় নয়। মাবুদের উদ্দেশ্য ছিল ইসরাইল ও অরামের বাহিনীর ও বাদশাহ্‌দের সামনে এ বিষয়টি উপস্থাপন করা যে, ইসরাইল জাতির সুরক্ষার ভার চূড়ান্তভাবে মাবুদের হাতে ন্যস্ত, কোন সামরিক শক্তি বা কৌশল তা ভেদ করতে পারবে না।

৬:২৩ অরামের সৈন্যদল ইসরাইল দেশে আর এল না। ৬:৮; ৫:২ আয়াতের নোট দেখুন। ইসরাইলের আল্লাহ্‌র শক্তি ও ক্ষমতার বিরোধিতা করার ভয়াবহ দিকটি অরামীয়রা সাময়িকভাবে হলেও উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

৬:২৪ বিন্‌হদদ। দ্বিতীয় বিন্‌হদদ, যিনি এর আগে সামেরিয়া ঘেরাও করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ২০:১ আয়াতের নোট দেখুন)। সম্ভবত এই ঘেরাওয়ের ঘটনা ৮৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ঘটেছিল।

৬:২৫ গাধার মাথা। মূসার শরীয়ত অনুসারে গাধা ছিল নাপাক পশু এবং তা খাওয়া যেত না (লেবীয় ১১:২-৭; দ্বি.বি. ১৪:৪-৮ দেখুন)। দুর্ভিক্ষটি এতই ভয়াবহ ছিল যে, সামেরিয়ার অধিবাসীরা শুধু শরীয়তের নাপাকীতার বিধানই যে অমান্য করেছিল তা নয়, উপরন্তু গাধার শরীরের খাবার সবচেয়ে অযোগ্য প্রত্যঙ্গটিরও উচ্চ মূল্য ধার্য করা হয়েছিল।

আশি রুপার মুদ্রা। ৫:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

চতুর্থাংশের মূল্য পাঁচ রূপার মুদ্রা হল।
২৬ একদিন ইসরাইলের বাদশাহ্‌ প্রাচীরের উপরে
বেড়াচ্ছিলেন এমন সময়ে একটি স্ত্রীলোক তাঁর
কাছে কেঁদে বললো, হে আমার মালিক বাদশাহ্‌,
রক্ষা করুন। ২৭ বাদশাহ্‌ বললেন, যদি মাবুদ
তোমাকে রক্ষা না করেন, আমি কোথা থেকে
তোমাকে রক্ষা করবো? কি খামার থেকে? না
আঙ্গুরপেষণকুণ্ড থেকে? ২৮ বাদশাহ্‌ আরও
বললেন, তোমার কি হয়েছে? সে জবাবে বললো,
এই স্ত্রীলোকটি আমাকে বলেছিল, তোমার
ছেলেটিকে দাও, আজ আমরা তাকে খাই,
আগামীকাল, আমার ছেলেটিকে খাব। ২৯ তখন
আমরা আমার ছেলেটিকে রান্না করে খেলাম।
পরদিন আমি একে বললাম, তোমার ছেলেটিকে
দাও, আমরা খাই; কিন্তু সে তার ছেলেটিকে
লুকিয়ে রেখেছে। ৩০ স্ত্রীলোটির এই কথা শুনে
বাদশাহ্‌ তাঁর কাপড় ছিঁড়লেন; তখন তিনি
প্রাচীরের উপরে বেড়াচ্ছিলেন; তাতে লোকেরা
চেয়ে দেখলো, আর দেখ পোশাকের নিচে তাঁর
শরীরে চট বাঁধা। ৩১ পরে তিনি বললেন, আজ
যদি শাফটের পুত্র আল-ইয়াসার মাথা তার কাঁধে
থাকে, তবে আল্লাহ্‌ আমাকে অমুক ও তার
চেয়েও বেশি দণ্ড দিন। ৩২ তখন আল-ইয়াসা
তাঁর বাড়িতে বসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে
প্রাচীনবর্গরা বসেছিলেন; ইতোমধ্যে বাদশাহ্‌ তাঁর
সম্মুখে থেকে এক জন লোক পাঠালেন। কিন্তু
সেই দূতের আসার আগে আল-ইয়াসা প্রাচীন
নেতৃবর্গকে বললেন, সেই নরঘাতকের পুত্র
আমার মাথা কেটে ফেলবার জন্য লোক
পাঠিয়েছে, তোমরা কি দেখছ? দেখ, সেই দূত
আসলে দরজা বন্ধ করো এবং দ্বারসুদ্ধ তাকে
ঠেলে দিও; তার পিছনে কি তার মালিকের
পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?
৩৩ তিনি তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন এমন
সময়ে দূত তাঁর কাছে পৌঁছাল। পরে বাদশাহ্‌
বললেন, দেখ, এই অমঙ্গল মাবুদ থেকে হল,
তবে আমি কেন আর মাবুদের অপেক্ষাতে
থাকব।

৭ ১ আল-ইয়াসা বললেন, তোমরা মাবুদের
কালাম শোন; মাবুদ এই কথা বলেন,
আগামীকাল এই বেলায় সামেরিয়ার দ্বারে
শেকলে এক পসুরী সুজি ও শেকলে দুই পসুরী
যব বিক্রি হবে। ২ তখন বাদশাহ্‌ যে সেনানীর
হাতের উপর ভর দিয়েছিলেন, তিনি আল্লাহ্‌র
লোককে জবাবে বললেন, দেখুন, যদি মাবুদ
আসমানে জানালাও তৈরি করেন, তবুও কি
এমন হতে পারবে? জবাবে তিনি বললেন, দেখ,
তুমি স্বচক্ষে তা দেখবে, কিন্তু তার কিছুই খেতে
পাবে না।

অরামীয়রা পালিয়ে গেল

৩ সেই সময়ে নগর-দ্বারের প্রবেশ-স্থানে চার
জন কুষ্ঠরোগী ছিল। তারা পরস্পর বললো,
‘আমরা এখানে বসে বসে কেন মরবো?’ ৪ যদি
বলি, নগরে প্রবেশ করবো, তবে নগরের মধ্যে
দুর্ভিক্ষ আছে, সেখানে মরবো; আর যদি এখানে
বসে থাকি, তবু মরবো। এখন এসো, আমরা
অরামীয়দের শিবিরে গিয়ে পড়ি; তারা
আমাদেরকে বাঁচায় তো বাঁচবো, মেরে ফেলে
তো মরবো। ৫ তখন তারা অরামীয়দের শিবিরে
যাবার জন্য সন্ধ্যাবেলা উঠলো; যখন তারা
অরামীয়দের শিবিরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হল,
তখন দেখলো সেখানে কেউ নেই। ৬ কেননা

[৬:২৯] লেবীয় ২৬:২৯; দ্বি:বি ২৮:৫৩-৫৫।
[৬:৩০] ২বাদশা ১৮:৩৭; ইশা ২২:১৫।
[৬:৩২] ইহি ৮:১; ১৪:১; ২০:১।
[৬:৩২] ১বাদশা ১৮:৪।
[৬:৩৩] লেবীয় ২৪:১১; আইউ ২:৯; ১৪:১৪; ইশা ৪০:৩১।
[৭:২] পয়দা ৭:১১; জবুর ৭৮:২৩; মালা ৩:১০।
[৭:৩] লেবীয় ১৩:৪৫-৪৬; শুমারী ৫:১-৪।
[৭:৬] ২শামু ১০:৬; ইয়ার ৪৬:২১।

৬:২৭ যদি মাবুদ তোমাকে রক্ষা না করেন, আমি কোথা থেকে তোমাকে রক্ষা করবো? আল্লাহ্‌ যদি ইসরাইলের পক্ষে না থাকেন তাহলে বাদশাহ্‌ যে আসলে কিছুই করতে পারেন না তা তিনি মহিলাটির কাছে স্বীকার করলেন। কিন্তু তিনি ভুলভাবে বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন এবং ইসরাইলের নিজ অবাধ্যতা ও মূর্তিপূজার কারণে আসা শাস্তির জন্য তিনি আল্লাহ্‌কে দোষারোপ করেছেন।

৬:২৮ আগামীকাল আমার ছেলেটিকে খাব। ইসরাইলের বাদশাহ্‌ ও লোকদের গুনাহ্‌ এতটাই গুরুতর ছিল যে, তারা লেবীয় ২৬:২৯ ও দ্বি.বি. ২৮:৫৩,৫৭ আয়াতে উল্লিখিত শরীয়তের বদদোয়াকেও মানছিল না (মাতম ৪:১০ দেখুন)।

৬:৩০ বাদশাহ্‌ তাঁর কাপড় ছিঁড়লেন। মাবুদের ও আল-ইয়াসার প্রতি রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই মূলত বাদশাহ্‌ এই কাজ করেছিলেন (৩১ আয়াত দেখুন), এখানে তাঁর গুনাহ্‌র অনুশোচনার প্রকাশ ছিল না বললেই চলে। পোশাকের নিচে তাঁর শরীরে চট বাঁধা। সাধারণত শোকের চিহ্ন হিসেবে চটের কাপড় পরা হত (পয়দা ৩৭:৩৪; প্রকা ১১:৩ দেখুন)।

৬:৩১ তবে আল্লাহ্‌ আমাকে অমুক ও তার চেয়েও বেশি দণ্ড দিন। বদদোয়া দেওয়ার একটি ধরন (১ শামু ৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। আজ যদি শাফটের পুত্র আল-ইয়াসার মাথা তার কাঁধে থাকে। যোরাম ভেবে নিয়েছিলেন যে, নগরের এই দুর্দশার জন্য আল-ইয়াসা কোনভাবে দায়ী। এর সাথে তুলনা করুন নবী ইলিয়াসের প্রতি বাদশাহ্‌ আহাবের মনোভাব (১ বাদশাহ্‌ ১৮:১০, ১৬-১৭; ২১:২০ দেখুন)।

৬:৩২ প্রাচীনবর্গ। নগরের নেতৃবৃন্দ (হিজ ৩:১৬; ২ শামু ৩:১৭ দেখুন)। তারা বাদশাহ্‌র সাথে না বসে নবী আল-ইয়াসার সাথে বসে ছিলেন।

৬:৩৩ আমি কেন আর মাবুদের অপেক্ষাতে থাকব। যোরাম মনে করেছিলেন তিনি আল-ইয়াসার দ্বারা প্রবঞ্চনার শিকার হয়েছেন এবং মাবুদ তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন, যাঁকে বাদশাহ্‌ নগরের এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার জন্য দায়ী করেছিলেন।

৭:১ শেকলে এক পসুরী সুজি। এটি ছিল সুজির স্বাভাবিক দামের প্রায় দ্বিগুণ, কিন্তু দুর্ভিক্ষের কারণে বাজারে যে দুর্মূল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার চেয়ে এই মূল্য অনেকটাই সহনশীল।

৭:২ আসমানে জানালা। আয়াত ১৯; পয়দা ৮:২; ইশা ২৪:১৮।

৭:৩ নগর-দ্বারের প্রবেশ-স্থান। নাপাক চর্মরোগ রয়েছে এমন কোন ব্যক্তি মূসার শরীয়ত অনুসারে লোক সমাজে বসবাস করতে পারত না (লেবীয় ১৩:৪৬; শুমারী ৫:২-৩)।

প্রভু অরামীয়দের সৈন্যদলকে রথের আওয়াজ ও
ঘোড়ার আওয়াজ, বড় সৈন্যদলের আওয়াজ
শুনিয়ে ছিলেন; তাতে তারা একে অন্যকে
বলেছিল, দেখ ইসরাইলের বাদশাহ্‌ আমাদের
বিরুদ্ধে হিট্টিয়দের বাদশাহ্‌দের ও মিসরীয়দের
বাদশাহ্‌দেরকে টাকা দিয়েছে, যেন তারা
আমাদের আক্রমণ করে। ৭ তাই তারা সন্ধ্যাবেলা
পালিয়ে গিয়েছিল; তাদের শিবির অর্থাৎ তাঁবু,
ঘোড়া ও সমস্ত গাধা যেমন ছিল, তেমনি ত্যাগ
করে নিজ নিজ প্রাণরক্ষা করার জন্য পালিয়ে
গিয়েছিল। ৮ পরে ঐ কুষ্ঠরোগীরা শিবিরের
প্রান্তভাগে এসে একটি তাঁবুর মধ্যে গিয়ে ভোজন
পান করলো এবং সেই স্থান থেকে রূপা, সোনা
ও কাপড়-চোপড় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখল; পরে
পুনরায় এসে আর একটি তাঁবুর মধ্যে গেল এবং
সেই স্থান থেকেও দ্রব্যদি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে
রাখল।
৯ পরে তারা পরস্পর বললো, আমাদের এই
কাজ ভাল নয়; আজ সুসংবাদের দিন, কিন্তু
আমরা চুপ করে আছি, যদি প্রভাত পর্যন্ত বিলম্ব
করি, তবে আমাদের অপরাধ আমাদেরকে
ধরবে। এখন এসো, আমরা গিয়ে রাজপ্রাসাদে
সংবাদ দিই। ১০ পরে তারা গিয়ে নগরের দ্বার-
রক্ষকদেরকে ডেকে তাদেরকে সংবাদ দিল যে,
আমরা অরামীয়দের শিবিরে গিয়েছিলাম; আর
দেখ, সেখানে কেউ নেই, মানুষের শব্দও নেই,
কেবল ঘোড়াগুলো ও গাধাগুলো বাঁধা, আর সমস্ত
তাঁবু যেমন ছিল, তেমনি আছে। ১১ তাতে
দ্বারপালদেরকে ডাকা হলে তারা ভিতরে
রাজপ্রাসাদে সংবাদ দিল। ১২ পরে বাদশাহ্‌ রাত্রে
উঠে তাঁর গোলামদেরকে বললেন, অরামীয়েরা
আমাদের প্রতি যা করেছে, তা আমি
তোমাদেরকে বলি, তারা জানে, আমরা ক্ষুধার্ত,
তাই তারা মাঠে লুকিয়ে থাকবার জন্য শিবির
থেকে বাইরে গেছে, আর বলেছে, ওরা যখন
নগর থেকে বাইরে আসবে, তখন আমরা
ওদেরকে জীবন্ত ধরবো ও নগরের মধ্যে প্রবেশ
করবো। ১৩ তখন তাঁর গোলামদের মধ্যে এক
জন জবাবে বললো, তবে আরজ করি, নগরে যা
অবশিষ্ট আছে, কয়েক জন সেই অবশিষ্ট

[৭:৭] কাজী ৭:২১; জবুর ৪৮:৪-৬; মেসাল ২৮:১; ইশা ৩০:১৭।

[৭:৮] ইশা ৩৩:২৩; ৩৫:৬।

[৭:১২] ইউসা ৮:৪।

[৭:১৫] আইউ ২৭:২২।

[৭:১৬] ইশা ৩৩:৪, ২৩।

[৮:১] লেবীয় ২৬:২৬; দ্বিঃবি ২৮:২২; রূত ১:১।

ঘোড়াগুলোর মধ্যে পাঁচটা ঘোড়া গ্রহণ করুক–
দেখুন, তারা এবং নগরের অবশিষ্ট ইসরাইলের
সমস্ত লোক, এই দুই সমান; দেখুন, তারা এবং
ধ্বংস হয়ে যাওয়া ইসরাইলের সমস্ত লোক, এই
দুই সমান– আমরা একবার পাঠিয়ে দেখি।
১৪ পরে তারা ঘোড়াযুক্ত দু'টি রথ নিল; বাদশাহ্‌
তাদেরকে অরামীয়দের সৈন্যের পিছনে
পাঠালেন, বললেন, যাও গিয়ে দেখ। ১৫ তাতে
তারা জর্ডান পর্যন্ত ওদের পিছনে পিছনে গেল।
আর দেখ, অরামীয়েরা তাড়াহুড়া করে যা যা
ফেলে গিয়েছিল, সেসব কাপড় ও পাত্রে সমস্ত
পথ পরিপূর্ণ। তখন দূতেরা ফিরে এসে
বাদশাহ্‌কে সংবাদ দিল।
১৬ আর লোকেরা বাইরে গিয়ে অরামীয়দের
শিবির লুট করলো; তাতে মাবুদের কালাম
অনুসারে শেকলে এক পসুরী সুজি এবং শেকলে
দুই পসুরী যব বিক্রি হল। ১৭ আর বাদশাহ্‌ যে
সেনানীর হাতে ভর দিয়েছিলেন, তাকে তিনি
নগর-দ্বারের নেতা করে নিযুক্ত করলেন; কিন্তু
লোকেরা দ্বারে তাঁকে পদতলে দলিত করলো,
তাতে তিনি মারা গেলেন; আল্লাহ্‌র লোকের
কাছে যখন বাদশাহ্‌ নেমে গিয়েছিলেন, তখন
আল্লাহ্‌র লোক যা বলেছিলেন, তা সফল হল।
১৮ আল্লাহ্‌র লোক বাদশাহ্‌কে বলেছিলেন,
আগামীকাল এই বেলায় সামেরিয়ার দ্বারে
শেকলে দুই পসুরী যব এবং শেকলে এক পসুরী
সুজি বিক্রি হবে; ১৯ আর ঐ সেনানী আল্লাহ্‌র
লোককে বলেছিলেন, দেখুন, যদি মাবুদ
আসমানে জানালাও তৈরি করেন, তবুও কি
এমন থেকে পারবে? জবাবে তিনি বলেছিলেন,
দেখ, তুমি স্বচক্ষে তা দেখবে, কিন্তু তার কিছুই
খেতে পাবে না। ২০ তার সেই দশা ঘটলো,
কারণ লোকেরা দ্বারে তাকে পদতলে দলিত
করাতে তার মৃত্যু হল।

শূনেমীয় স্ত্রীলোকটির বাড়ি ও ভূমি ফিরে পাওয়া

৮ ১ আল-ইয়াসা যে স্ত্রীলোকটির পুত্রকে মৃত্যু
থেকে জীবিতি করে তুলেছিলেন, তাকে
বলেছিলেন, তুমি পরিবারের সঙ্গে যে স্থানে
প্রবাস করতে পার, সেই স্থানে গিয়ে প্রবাস কর;
কেননা মাবুদ দুর্ভিক্ষ ডেকেছেন, আর তা এসে

৭:৬ প্রভু অরামীয়দের সৈন্যদলকে ... বড় সৈন্যদলের আওয়াজ শুনিয়েছিলেন। ২ শামু ৫:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

হিট্টিয়দের ... বাদশাহ্‌দেরকে। ছোট নগর রাষ্ট্রের উপর শাসন-কারী হিট্টীয় বংশোদ্ভূত বাদশাহ্‌গণ। ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হিট্টীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর অরামে এই নগর রাষ্ট্রগুলোর উত্থান ঘটে।

৭:৯ শাস্তি লাভের ভয়ে একজন মানুষের আচরণ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

৭:১২ অরামীয়েরা আমাদের প্রতি যা করেছে। যোরাম তাঁর ঈমানহীনতার কারণে চার কুষ্ঠরোগীর আনা সংবাদ শুনে ভেবেছিলেন এটি অরামীয়দের কোন সামরিক কৌশল। তিনি বোঝেন নি যে, প্রকৃতপক্ষে আল-ইয়াসার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে (আয়াত ১ দেখুন)।

৭:১৬-২০ মাবুদের কালাম অনুসারে ... আল্লাহ্‌র লোক যা বলেছিলেন ... জবাবে তিনি বলেছিলেন ... তার সেই দশা ঘটলো। আল-ইয়াসার ভবিষ্যদ্বাণীর সুনিশ্চয়তা ও সত্যতা সম্পর্কে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আল-ইয়াসার ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সাধনের মধ্য দিয়ে ইসরাইলকে মনে করিয়ে দেওয়া হল যে, তার শত্রুদের কবল থেকে মুক্ত হওয়াটা আল্লাহ্‌র অনুপম অনুগ্রহ এবং আল্লাহ্‌র কালাম অগ্রাহ্য করার কারণে বেহেশতী শাস্তি নেমে আসে।

৮:১ কেননা মাবুদ দুর্ভিক্ষ ডেকেছেন। উত্তরের রাজ্যের

সাত বছর পর্যন্ত এই দেশে থাকবে। ২ তাতে
সেই স্ত্রীলোকটি আল্লাহ্‌র লোকের কালাম
অনুসারে কাজ করলেন; তিনি ও তার পরিবার
গিয়ে সাত বছর ফিলিস্তিনীদের দেশে প্রবাস
করলেন। ৩ সাত বছরের শেষে সেই স্ত্রীলোকটি
ফিলিস্তিনীদের দেশ থেকে ফিরে আসলেন, আর
তার বাড়ি ও ভূমির জন্য বাদশাহ্‌র কাছে নিবেদন
করতে গেলেন। ৪ ঐ সময়ে বাদশাহ্‌ আল্লাহ্‌র
লোকের ভৃত্য গেহসির সঙ্গে কথা বলছিলেন;
তিনি বললেন, আল-ইয়াসা যেসব মহৎ কাজ
করেছেন, সেই সমস্তের বৃত্তান্ত আমাকে বল।
৫ তাতে আল-ইয়াসা কিভাবে মৃতকে আবার
জীবিত করেছিলেন, তার বিবরণ সে বাদশাহ্‌কে
বলছে, আর দেখ, যার পুত্রকে তিনি মৃত্যু থেকে
জীবিত করেছিলেন, সেই স্ত্রীলোকটি তার বাড়ি ও
ভূমির জন্য বাদশাহ্‌র কাছে এসে নিবেদন করতে
লাগলেন। তখন গেহসি বললো, হে আমার
মালিক বাদশাহ্‌, এই সেই স্ত্রীলোক এবং এই
তার পুত্র, যাকে আল-ইয়াসা পুনর্জীবিত
করেছিলেন। ৬ আর বাদশাহ্‌ স্ত্রীলোকটিকে
জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে সকল বৃত্তান্ত
বললেন। আর বাদশাহ্‌ তাঁর পক্ষে এক জন
কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করে বললেন, এর সর্বস্ব এবং
এ যেদিন দেশ ত্যাগ করেছে, সেই দিন থেকে
আজ পর্যন্ত উৎপন্ন এর ক্ষেতের সমস্ত আয় একে
ফিরিয়ে দাও।

বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদের মৃত্যু

৭ একদিন আল-ইয়াসা দামেস্কে উপস্থিত
হন। তখন অরামের বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদ অসুস্থ
ছিলেন; তিনি সংবাদ পেলেন যে, আল্লাহ্‌র লোক
এই স্থান পর্যন্ত এসেছেন। ৮ তখন বাদশাহ্‌
হসায়েলকে বললেন, তুমি উপহার সঙ্গে নিয়ে
আল্লাহ্‌র লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাও এবং
তাঁর দ্বারা মাবুদকে জিজ্ঞাসা কর, এই অসুস্থতা
থেকে আমি কি বাঁচবো? ৯ পরে হসায়েল আল-
ইয়াসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তিনি
উপহার সঙ্গে নিয়ে, এমন কি, সমস্ত রকম উত্তম
বস্তু চল্লিশটি উটের পিঠে বোঝাই করে দামেস্কে
এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনার পুত্র
অরামের বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদ আপনার কাছে
আমাকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, এই অসুস্থতা
থেকে আমি কি বাঁচবো? ১০ আল-ইয়াসা তাঁকে
বললেন, আপনি গিয়ে তাঁকে বলুন, অবশ্য
বাঁচতে পারেন; তবুও মাবুদ আমাকে এটা
জানিয়েছেন যে, তিনি অবশ্য ইন্তেকাল করবেন।
১১ আর হসায়েল যে পর্যন্ত লজ্জা না পেলেন,
সেই পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রতি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে
রইলেন; পরে আল্লাহ্‌র লোক কাঁদতে লাগলেন।

[৮:৫] ২বাদশা ৪:৩৫।
[৮:৭] ২শামু ৮:৫।
[৮:৮] পয়দা ৩২:২০; ১শামু ৯:৭।
[৮:১০] ইশা ৩৮:১।
[৮:১১] লূক ১৯:৪১।

লোকেরা ভেবেছিল তাদের গুনাহ্‌র জন্য শরীয়তী বিচার মোতাবেক তাদের উপর শাস্তি হিসেবে এই দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল (৪:৩৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

সাত বছর। অরামীয় বাহিনী কর্তৃক সামেরিয়া ঘেরাও করার আগে বা পরে এই দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছিল কি না সে বিষয়টি স্পষ্ট নয় (৪:৩৮; ৬:২৪–৭:২০ আয়াত দেখুন)।

৮:২ তিনি ও তাঁর পরিবার গিয়ে ... প্রবাস করলেন। আল-ইয়াসার নির্দেশে আল্লাহ্‌ভক্ত এই নারী ও তার পরিবার দুর্ভিক্ষের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

৮:৩ বাদশাহ্‌র কাছে ... গেলেন। ১ বাদশাহ্‌ ৩:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

তাঁর বাড়ি ও ভূমির জন্য ... নিবেদন। সম্ভবত কেউ অন্যায়ভাবে এই স্ত্রীলোকের অনুপস্থিতিতে তার সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল, কিংবা পতিত পড়ে থাকার জন্য জমিটি বাদশাহ্‌র মালিকানায় নিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

৮:৪ আল-ইয়াসা যেসব মহৎ কাজ করেছেন, সেই সমস্তের বৃত্তান্ত আমাকে বল। আল-ইয়াসার পরিচর্যা কাজ সম্পর্কে বাদশাহ্‌র অজ্ঞতা থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, বাদশাহ্‌ যেহূর রাজত্বের শুরুর দিকে এই ঘটনা ঘটেছিল, যোরামের রাজত্বকালে নয়। কারণ বাদশাহ্‌ যোরামের সাথে আল-ইয়াসার অনেকবারই সাক্ষাৎ হয়েছিল (৩:১৩-১৪; ৫:৭-১০; ৬:১০-২৩; ৬:২৪–৭:২০ দেখুন)। ৫:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:৬ এর সর্বস্ব ... একে ফিরিয়ে দাও। বিধবা নারী ও তার সন্তান ছিল মাবুদের সুরক্ষা ও অনুগ্রহে পূর্ণ মানুষের দৃষ্টান্ত, যারা মাবুদের নবীর মাধ্যমে তাঁর প্রতি বাধ্যতায় নিজেদেরকে স্থির রাখে।

৮:৭ আল-ইয়াসা দামেস্কে উপস্থিত হন। হোরেব পর্বতে ইলিয়াসকে যে তিনটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেগুলো পালন করার সময় আল-ইয়াসার জন্য উপস্থিত হয়েছে (১ বাদশাহ্‌ ১৯:১৫-১৬ আয়াতের নোট দেখুন)। আশেরীয় শাসনকর্তা তৃতীয় শাল্‌মানেসার-এর কর্মবৃত্তান্তে ৮৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দামেস্কের বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় বিন্‌হদদ (হদ্‌দেষর) এবং ৮৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দামেস্কের আরেক শাসক হসায়েলের উপর বিজয় লাভের বর্ণনা পাওয়া যায়। নবী আল-ইয়াসা ৮৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দামেস্ক পরিদর্শন করেন।

৮:৮ তাঁর দ্বারা মাবুদকে জিজ্ঞাসা কর। ১:১-৪ আয়াতে যে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে তার বিপরীত চিত্র আমরা এখানে দেখতে পাই। একজন পৌত্তলিক বাদশাহ্‌ ইসরাইলের আল্লাহ্‌র কাছে যাচ্ঞা করছেন। এই অসুস্থতা থেকে আমি কি বাঁচবো? ১:২ আয়াতের অহসিয় ঠিক এই একই প্রশ্ন করেছিলেন।

৮:৯ সমস্ত রকম উত্তম বস্তু চল্লিশটি উটের পিঠে বোঝাই করে। দামেস্ক ছিল মিসর, এশিয়া মাইনর ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য পথের কেন্দ্রস্থল। বিন্‌হদদ খুব যুক্তিসঙ্গত কারণেই মনে করেছিলেন যে, মহামূল্যবান উপহার নিয়ে গেলে আল-ইয়াসা নিশ্চয়ই সুপ্রসন্ন হবেন (এর সাথে তুলনা করুন নামানের আনা উপহার, ৫:৫)। আপনার পুত্র অরামের বাদশাহ্‌ বিন্‌হদদ। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক টানার মধ্য দিয়ে কৌশলে বিন্‌হদদ আল-ইয়াসার কর্তৃত্ব ও অবস্থানকে তাঁর নিজের চেয়ে উপরে স্থান দিলেন।

৮:১০ অবশ্য বাঁচতে পারেন। বিন্‌হদদের অসুস্থতা যে মরণঘাতী নয় তা বোঝানো হয়েছে। তিনি অবশ্য ইন্তেকাল করবেন। হসায়েলের হাতে তিনি নিহত হবেন (১৪-১৫ আয়াত দেখুন)।

১২ হসায়েল জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মালিক কেন
কাঁদছেন? তিনি জবাবে বললেন, কারণ হচ্ছে,
আপনি বনি-ইসরাইলদের যে অনিষ্ট করবেন, তা
আমি জানি; আপনি তাদের দৃঢ় সমস্ত দুর্গ আগুনে
পুড়িয়ে দেবেন, তাদের যুবকদেরকে তলোয়ার
দ্বারা হত্যা করবেন, তাদের শিশুদেরকে ধরে
আছাড় মারবেন ও তাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের
উদর বিদীর্ণ করবেন।
১৩ হসায়েল বললেন,
আপনার এই কুকুরের মত গোলাম কে যে, এমন
মহৎ কাজ করবে? আল-ইয়াসা বললেন, মাবুদ
আমাকে দেখিয়েছেন যে, আপনি অরামের
বাদশাহ্‌ হবেন।
১৪ তখন তিনি আল-ইয়াসার
কাছ থেকে প্রস্থান করে তাঁর মালিকের কাছে
গেলেন; বাদশাহ্‌ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল-
ইয়াসা তোমাকে কি বললেন? হসায়েল বললেন,
তিনি আমাকে বললেন, আপনি অবশ্য বাঁচবেন।
১৫ কিন্তু পর দিনে হসায়েল কম্বল পানিতে ডুবিয়ে
বাদশাহ্‌র মুখের উপরে চাপা দিলেন, তাতে তাঁর
মৃত্যু হল এবং হসায়েল তাঁর পদে বাদশাহ্‌
হলেন।

এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোরাম

১৬ ইসরাইলের বাদশাহ্‌ আহাবের পুত্র
যোরামের পঞ্চম বছরে, যখন যিহোশাফট
এহুদার বাদশাহ্‌ ছিলেন, তখন এহুদার বাদশাহ্‌
যিহোশাফটের পুত্র যিহোরাম রাজত্ব করতে
আরম্ভ করেন।
১৭ তিনি বত্রিশ বছর বয়সে
রাজত্ব করতে আরম্ভ করে জেরুশালেমে আট
বছর রাজত্ব করেন।
১৮ আহাবের কুল যেমন
করতো, তিনিও তেমনি ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের
পথে চলতেন, কারণ তিনি আহাবের কন্যাকে
বিয়ে করেছিলেন; ফলে মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ,
তা-ই তিনি করতেন।
১৯ তবুও তাঁর গোলাম
দাউদের জন্য মাবুদ এহুদাকে বিনষ্ট করতে
চাইলেন না, তিনি তো দাউদের কাছে ওয়াদা
করেছিলেন, যে, তাঁকে তাঁর সন্তানদের জন্য
নিয়ত একটি প্রদীপ দেবেন।
২০ তাঁর সময়ে ইদোম এহুদার অধীনতা
অস্বীকার করে তাদের নিজেদের জন্য এক
জনকে বাদশাহ্‌ করলো।
২১ অতএব যোরাম
তাঁর সমস্ত রথ সঙ্গে নিয়ে সায়ীরে যাত্রা করলেন;
আর রাতের বেলায় তিনি উঠে, যারা তাঁকে
বেষ্টন করেছিল, সেই ইদোমীয়দের ও তাদের
রথের নেতাদেরকে আঘাত করলেন, আর সেই
লোকেরা যার যার তাঁবুতে পালিয়ে গেল।

[৮:১২] জবুর ১৩৭:৯; ইশা ১৩:১৬; হোশেয় ১৩:১৬; নহূম ৩:১০; লূক ১৯:৪৪।

[৮:১৩] ১শামু ১৭:৪৩; ২শামু ৩:৮।

[৮:১৫] ২বাদশা ১:১৭।

[৮:১৬] ২খান্দান ২১:১-৪।

[৮:১৮] ২বাদশা ১১:১।

[৮:১৯] ২শামু ২১:১৭; প্রকা ২১:২৩।

[৮:২০] ১বাদশা ২২:৪৭।

৮:১২ আপনি বনি-ইসরাইলদের যে অনিষ্ট করবেন। মাবুদ আল-ইয়াসাকে ছবির মত স্পষ্ট করে দেখিয়েছিলেন যে, হসায়েলের হাতে ইসরাইলকে কীভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে (৯:১৪-১৬; ১০:৩২; ১২:১৭-১৮; ১৩:৩, ২২ দেখুন)। তাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করবেন। সে সময় বিজয়ী সৈন্য বাহিনী অনেক সময় এই বর্বর কাজটি করত (১৫:১৬; হোসিয়া ১৩:১৬; আমোস ১:১৩ দেখুন)। এ ধরনের নৃশংস কাজে উদ্দেশ্য ছিল বিজিত জাতির যেন আর কোন পুরুষ সন্তান নতুন প্রজন্ম হিসেবে দুনিয়ার মুখ না দেখতে পারে, যারা পরবর্তীতে আবারও এই ভূখণ্ড দখল করে অধিকার করতে পারে। আল-ইয়াসা এই কথা বলার অর্থ এই নয় যে, তিনি তা ঘটার জন্য অনুমোদন দিচ্ছেন। বরং তিনি হসায়েল কর্তৃক ইসরাইলের উপর ভবিষ্যতে যে আক্রমণ আসবে তার পূর্বাভাস দিচ্ছেন।

৮:১৩ আপনার এই কুকুরের মত গোলাম কে যে, এমন মহৎ কাজ করবে? ২ শামু ৯:৮ আয়াতের নোট দেখুন। হসায়েল এই নৃশংস সমস্ত ঘটনার কথা শুনেও এতটুকু প্রতিক্রিয়া দেখালেন না, কারণ এই কাজগুলো করার মত যে ক্ষমতা প্রয়োজন তা লাভ করার কোন সম্ভাবনাই তিনি দেখছিলেন না।

আপনি অরামের বাদশাহ্‌ হবেন। আল-ইয়াসার ভবিষ্যদ্বাণী এ কথা বলে যে, হসায়েল আইনগত উপায়ে বিন্‌হদদের উত্তরসূরী হিসেবে বাদশাহ্‌ হবেন না। আশেরীয় একটি লিপিফলকে হসায়েল সম্পর্কে বলা হয়েছে "অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির সন্তান" যিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন।

৮:১৫ তাতে তাঁর মৃত্যু হল। হসায়েলের বাদশাহ্‌ হওয়ার ব্যাপারে আল-ইয়াসা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বলে এই হত্যাকাণ্ড যে ন্যায্য ছিল তা নয়। বিন্‌হদদকে হত্যা করা এবং ইসরাইলের প্রতি ভবিষ্যতের সমস্ত বর্বরোচিত কাজের কারণে পেছনে ছিল হসায়েলের মন্দতাপূর্ণ অন্তর (ইশা ১০:৫-১৯ আয়াত দেখুন)। তাঁর পরে উত্তরসূরী হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তাঁর পুত্র তৃতীয় বিন্‌হদদ (১৩:২৪)।

৮:১৬ যোরামের পঞ্চম বছরে। ৮৪৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। যিহোরাম ৮৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে তাঁর পিতার সাথে সহকারী শাসক হিসেবে রাজত্ব করেছেন (১:১৭ আয়াতের নোট দেখুন), কিন্তু এখন তিনি একজন একক বাদশাহ্‌ হিসেবে শাসন করতে শুরু করলেন।

৮:১৭ জেরুশালেমে আট বছর রাজত্ব করেন। যিহোরামের একক রাজত্বকালের সময়সীমা ৮৪৮-৮৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

৮:১৮ আহাবের কুল যেমন করতো। যিহোরাম এহুদায় বাল দেবতার পূজার প্রচলন শুরু করেন, যেভাবে আহাব তা উত্তরের রাজ্যে শুরু করেছিলেন (১১:১৮ দেখুন)। উত্তরের রাজ্যে আহাবের পুত্র যোরাম যখন বাল দেবতার পূজা করা নিষিদ্ধ করছিলেন, সে সময় দক্ষিণের রাজ্যে বাল দেবতার পূজা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে (৩:১-২)। তিনি আহাবের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। যিহোরামের স্ত্রী ছিল অথলিয়া। সে আহাবের কন্যা হলেও সম্ভবত ঈষেবলের গর্ভজাত নয় (আয়াত ২৬; ২ খান্দান ১৮:১ দেখুন)। যিহোরামের উপর অথলিয়ার প্রভাবকে আহাবের উপর ঈষেবলের প্রভাবের সাথে তুলনা করা যায় (১ খান্দান ১৬:৩১; ১৮:৪; ১৯:১-২; ২ খান্দান ২১:১৬)।

৮:১৯ দাউদের ... জন্য নিয়ত একটি প্রদীপ। ১ বাদশাহ্‌ ১১:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে জবুর ১৩২:১৭ আয়াতও দেখুন। মাবুদ আল্লাহ্‌ আহাবের কুলের উপরে শাস্তি ডেকে আনলেও দাউদের সাথে স্থাপিত নিয়মের কারণে তিনি এহুদা ও তার রাজবংশকে আঘাত করলেন না (২ শামু ৭:১৬, ২৯; ২ খান্দান ২১:৭)।

৮:২০ নিজেদের জন্য এক জনকে বাদশাহ্‌ করলো। এর আগে ইদোম এহুদার অধীনস্থ রাজ্য ছিল এবং তা শাসন করতেন একজন অধীনস্থ শাসক (৩:৯ আয়াতের নোট দেখুন; ১

২২ এভাবে ইদোম আজ পর্যন্ত এহুদার অধীনতা
অস্বীকার করে রয়েছে। আর ঐ সময়ে লিব্‌নাও
অধীনতা অস্বীকার করলো। ২৩ যোরামের অবশিষ্ট
কাজের বৃত্তান্ত ও সমস্ত কাজের বিবরণ কি
এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে লেখা নেই?
২৪ পরে যোরাম তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত
হলেন এবং দাউদ নগরে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
সমাধিস্থ হলেন; আর তাঁর পুত্র অহসিয় তাঁর পদে
বাদশাহ্‌ হলেন।

এহুদার বাদশাহ্‌ অহসিয়

২৫ ইসরাইলের বাদশাহ্‌ আহাবের পুত্র
যোরামের বারো বছরের রাজত্বের সময় এহুদার
বাদশাহ্‌ যিহোরামের পুত্র অহসিয় রাজত্ব করতে
আরম্ভ করেন। ২৬ অহসিয় বাইশ বছর বয়সে
রাজত্ব করতে আরম্ভ করে জেরুশালেমে এক
বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মায়ের নাম অথলিয়া,
তিনি ইসরাইলের বাদশাহ্‌ অম্রির পৌত্রী।
২৭ অহসিয় আহাব কুলের পথে চলতেন, মাবুদের
দৃষ্টিতে যা মন্দ, আহাব কুলের মত তা-ই
করতেন, কেননা তিনি আহাব কুলের জামাতা
ছিলেন।
২৮ তিনি আহাবের পুত্র যোরামের সঙ্গে
অরামের বাদশাহ্‌ হসায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার
জন্য রামোৎ-গিলিয়দে গেলেন; তাতে
অরামীয়েরা যোরামকে ক্ষতবিক্ষত করলো।
২৯ অতএব বাদশাহ্‌ যোরাম অরামের বাদশাহ্‌
হসায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময়ে রামাতে
অরামীয়েরা তাঁকে যেভাবে আক্রমণ করেছিল তা
থেকে সুস্থ হবার জন্য যিষ্রিয়েলে ফিরে গেলেন;
আর আহাবের পুত্র যোরামের অসুস্থতার দরুন
এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোরামের পুত্র অহসিয় তাঁকে
দেখতে যিষ্রিয়েলে গেলেন।

[৮:২২] শুমারী ৩৩:২০; ইউসা ২১:১৩; ২বাদশা ১৯:৮।
[৮:২৫] ২বাদশা ৯:২৯।
[৮:২৬] ১বাদশা ১৬:২৩।
[৮:২৭] ১বাদশা ১৬:৩০।
[৮:২৮] দ্বি:বি ৪:৪৩; ২বাদশা ৯:১, ১৪।
[৮:২৯] ১বাদশা ২১:২৯; ২বাদশা ৯:২১।
[৯:১] ১শামু ১০:৫।
[৯:৩] ১বাদশা ১৯:১৬।
[৯:৬] ১বাদশা ১৯:১৬।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌ হিসেবে যেহূর অভিষেক

৯ ১ তখন নবী আল-ইয়াসা এক জন শিষ্য-
নবীকে ডেকে বললেন, তুমি কোমর-বন্ধনী
পর এবং এই তেলের শিশি হাতে নিয়ে রামোৎ-
গিলিয়দে যাও। ২ সেখানে উপস্থিত হয়ে নিমশির
পৌত্র যিহোশাফটের পুত্র যেহূর খোঁজ কর এবং
কাছে গিয়ে তাঁর ভাইদের মধ্য থেকে তাঁকে
ওঠাও এবং ভিতরের এক কুঠরীতে নিয়ে যাও।
৩ পরে তেলের শিশিটি নিয়ে তাঁর মাথায় ঢেলে
দিয়ে বল, মাবুদ এই কথা বলেন, আমি
তোমাকে ইসরাইলের বাদশাহ্‌র পদে অভিষেক
করলাম। পরে তুমি দরজা খুলে পালিয়ে যাবে,
বিলম্ব করবে না।
৪ তখন সেই যুবক, সেই যুব-নবী, রামোৎ-
গিলিয়দে গেলেন। ৫ তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে
দেখতে পেলেন যে, সেনাপতিরা বসে আছেন।
তিনি বললেন, হে সেনাপতি, আপনার কাছে
আমার কিছু বক্তব্য আছে। যেহূ বললেন,
আমাদের সকলের মধ্যে কার কাছে? তিনি
বললেন, হে সেনাপতি, আপনার কাছে। ৬ তখন
যেহূ উঠে বাড়ির মধ্যে গেলেন। তাতে সে তাঁর
মাথায় তেল ঢেলে তাঁকে বললেন, ইসরাইলের

বাদশাহ্‌ ২২:৪৭ আয়াতও দেখুন)।

৮:২২ আজ পর্যন্ত। ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের রচয়িতা কর্তৃক যিহোরামের রাজত্বকালের বিবরণ লেখার সময় পর্যন্ত (২ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের ভূমিকায় লেখক, উৎস ও সময়কাল দেখুন; ১ বাদশাহ্‌ ৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। পরবর্তীতে এহুদার বাদশাহ্‌ অমসিয় ইদোমকে একটি যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন (১৪:৭) এবং তাঁর উত্তরসূরী অসরিয় ইদোম রাজ্যের মধ্য দিয়ে ইলোৎ পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথের উপর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন (১৪:২২; ২ খান্দান ২৬:২)। ঐ সময়ে লিব্‌নাও অধীনতা অস্বীকার করলো। লিব্‌নার অবস্থান ছিল ফিলিস্তিনী সীমান্তের নিকটবর্তী লাখীশের কাছাকাছি এলাকায় (১৯:৮ দেখুন)। সম্ভবত ২ খান্দান ২১:১৬-১৭ আয়াতের উল্লিখিত ফিলিস্তিন ও আরবের মধ্যবর্তী সংঘর্ষের সাথে এই বিদ্রোহের সংযোগ ছিল।

৮:২৩ যোরামের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত। ২ খান্দান ২১:৪-২০।

এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ খান্দান ১৪:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:২৪ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১ খান্দান ১:২১; ২ খান্দান ২১:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:২৫ যোরামের বারো বছরের রাজত্বের সময়। ৮৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ৯:২৯ আয়াতে যোরামের রাজত্বের প্রথম বছরকে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের বছর হিসেবে বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় বছরটিকে তাঁর রাজত্বের প্রথম বছর বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের বছরটিকেই তাঁর রাজত্বের প্রথম বছর বলা হচ্ছে (১ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের ভূমিকা। খান্দাননামা)।

৮:২৬ বাইশ বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করে। ২ খান্দান ২২:২ আয়াতের নোট দেখুন।

অথলিয়া। ১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:২৭ আহাব কুলের পথে চলতেন। ২ খান্দান ২২:৩-৫ আয়াত দেখুন।

৮:২৮ তিনি ... যোরামের সঙ্গে ... হসায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ... রামোৎ-গিলিয়দে গেলেন। যেভাবে যিহোশাফট অরামীয়দের বিপক্ষে রামোৎ গিলিয়দে আহাবের সাথে মিলিত হয়েছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ২২ অধ্যায়), সেভাবে এখন অহসিয় তাঁর চাচা যোরামের সাথে একইভাবে যুদ্ধ যাত্রা শুরু করলেন। আগের ঘটনাটিতে আহাবকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল (১ বাদশাহ্‌ ২২:৩৭)। এই ঘটনায় যোরাম আহত হন এবং যিষ্রিয়েলে নিজেদের অবস্থানের অগ্রগতি সাধনের সময় (১ বাদশাহ্‌ ২১:১ আয়াতের নোট দেখুন) তিনি ও তাঁর ভাইয়ের ছেলে অহসিয় দুজনেই যেহূর হাতে মৃত্যুবরণ করেন (৯:১৪-২৮)।

হসায়েল। ১ বাদশাহ্‌ ১৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। ৮৪৩-৭৯৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তিনি শাসন করেন।

৯:১ শিষ্য-নবীরা। ২:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:৩ আমি তোমাকে ইসরাইলের বাদশাহ্‌র পদে অভিষেক করলাম। ১ শামু ২:১০; ৯:১৬; ১ বাদশাহ্‌ ১৯:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

আল্লাহ্ মাবুদ এই কথা বলেন, আমি মাবুদের
লোকবৃন্দের উপরে, ইসরাইলের উপরে,
তোমাকে বাদশাহ্‌র পদে অভিষেক করলাম।
৭ তুমি তোমার মালিক আহাবের কুলকে আক্রমণ
করবে এবং আমি ঈষেবলের হাত থেকে আমার
গোলাম নবীদের রক্তের প্রতিশোধ ও মাবুদের
সকল গোলামের রক্তের প্রতিশোধ নেব। ৮ বস্তুত
আহাব কুলের সমস্ত লোক বিনষ্ট হবে; আমি
আহাব-বংশের প্রত্যেক পুরুষ, ইসরাইলের মধ্যে
লোককে উচ্ছন্ন করবো– সে কেনা গোলামই
হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক। ৯ আর আহাবের
কুলকে নবাটের পুত্র ইয়ারাবিমের কুল ও
অহিয়ের পুত্র বাশার কুলের সমান করবো।
১০ আর ঈষেবলকে কুকুরেরা যিষ্রিয়েলের ভূমিতে
খাবে, কেউ তাকে দাফন করবে না। পরে সেই
যুবক দরজা খুলে পালিয়ে গেলেন।
১১ তখন যেহূ তাঁর মালিকের গোলামদের কাছে
বাইরে আসলেন; এক জন তাঁকে জিজ্ঞাসা
করলো, সকল মঙ্গল তো? ঐ পাগলটা তোমার
কাছে কেন এসেছিল? তিনি বললেন, তোমরা
তো ওকে চেন ও কি বলেছে তাও জান। ১২ তারা
বললো, এ মিথ্যা কথা; আমাদেরকে সত্যি কথা
বল। তখন তিনি বললেন, সে আমাকে এ সব
কথা বললো, বললো, মাবুদ এই কথা বলেন,
আমি তোমাকে ইসরাইলের বাদশাহ্‌র পদে
অভিষেক করলাম। ১৩ তখন তারা খুব দ্রুত
প্রত্যেকে নিজ নিজ কাপড় খুলে সিঁড়ির উপরে
তাঁর পদতলে পাতল এবং তূরী বাজিয়ে বললো,
যেহূ বাদশাহ্ হলেন।

যেহূর হাতে যোরাম ও অহসিয়ের মৃত্যু

১৪ এভাবে নিম্‌শির পৌত্র যিহোশাফটের পুত্র
যেহূ যোয়ামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন। –সেই
সময় যোরাম ও সমস্ত ইসরাইল অরামের
বাদশাহ্ হসায়েলের হাত থেকে রামোৎ-গিলিয়দ
রক্ষা করছিলেন; ১৫ কিন্তু অরামের বাদশাহ্
হসায়েলের সঙ্গে যোরাম বাদশাহ্‌র যুদ্ধকালে
অরামীয়েরা তাঁকে যেসব আঘাত করেছিল, তা
থেকে সুস্থতা পাবার জন্য তিনি যিষ্রিয়েলে ফিরে
গিয়েছিলেন।– পরে যেহূ বললেন, যদি
তোমাদের এই অভিমত হয়, তবে যিষ্রিয়েলে
সংবাদ দেবার জন্য কাউকেও এই নগর থেকে
পালিয়ে বের হতে দিও না। ১৬ পরে যেহূ রথে
চড়ে যিষ্রিয়েলে গমন করলেন, কেননা সেই
স্থানে যোরাম বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আর
এহুদার বাদশাহ্ অহসীয় যোরামকে দেখতে
নেমে গিয়েছিলেন।
১৭ তখন যিষ্রিয়েলের উচ্চগৃহের উপর প্রহরী
দাঁড়িয়েছিল; যেহূর আসার সময়ে সে তাঁর দল
দেখে বললো, আমি একটি দল দেখছি। যোরাম
বললেন, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এক
জন ঘোড়সওয়ারকে পাঠিয়ে দাও, সে গিয়ে
বলুক, মঙ্গল তো? ১৮ পরে এক জন
ঘোড়সওয়ার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে
বললো, বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করছেন, মঙ্গল তো?
যেহূ বললেন, মঙ্গলে তোমার কি কাজ? তুমি
আমার পিছনে এসো। পরে প্রহরী এই সংবাদ
দিল, সেই দূত তাদের কাছে গেল বটে, কিন্তু
ফিরে এল না। ১৯ পরে বাদশাহ্ আর এক জন
ঘোড়সওয়ারকে পাঠালেন; সে তাঁদের কাছে
উপস্থিত হয়ে বললো, বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করছেন,
মঙ্গল তো? যেহূ বললেন, মঙ্গলে তোমার কি
কাজ? তুমি আমার পিছনে এসো। ২০ পরে প্রহরী
সংবাদ দিল, এই ব্যক্তি তাদের কাছে গেল, কিন্তু
ফিরে এল না; আর রথ চালানো নিম্‌শির পুত্র
যেহূর চালানোর মত দেখাচ্ছে, কেননা সে
উন্মত্তের মত চালায়।
২১ তখন যোরাম বললেন, রথ সাজাও। তখন
তারা তাঁর রথ সাজাল। আর ইসরাইলের
বাদশাহ্ যোরাম ও এহুদার বাদশাহ্ অহসিয় যার
যার রথে চড়ে বের হয়ে যেহূর কাছে গেলেন
এবং যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের ভূমিতে তাঁর দেখা
পেলেন। ২২ যেহূকে দেখামাত্র যোরাম বললেন,
যেহূ মঙ্গল তো? জবাবে তিনি বললেন, যে পর্যন্ত
তোমার মা ঈষেবলের এত জেনা ও মায়াবিত্ব

[৯:৭] পয়দা ৪:২৪; প্রকা ৬:১০।
[৯:৮] ১শামু ২৫:২২।
[৯:৯] ১বাদশা ১৩:৩৪; ১৪:১০।
[৯:১০] ১বাদশা ২১:২৩।
[৯:১১] ১শামু ১০:১১; ইউ ১০:২০।
[৯:১৩] মথি ২১:৮; লূক ১৯:৩৬।
[৯:১৪] দ্বি:বি ৪:৪৩; ২বাদশা ৮:২৮।
[৯:১৫] ২বাদশা ৮:২৯।
[৯:১৬] ২খান্দান ২২:৭।
[৯:১৭] ১শামু ১৪:১৬; ইশা ২১:৬।
[৯:২০] ২শামু ১৮:২৭।
[৯:২১] ১বাদশা ২১:১-৭, ১৫-১৯।
[৯:২২] ১বাদশা ১৮:১৯; প্রকা ২:২০।

৯:৭ আহাবের কুলকে আক্রমণ করবে। যেহূকে জানানো হয়েছিল যে, বহু বছর আগে নবী ইলিয়াস আহাবের কুল সম্পর্কে যে বদদোয়া দিয়েছিলেন ও ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেই বেহেশতী বিচার সুসম্পন্ন করার জন্য তাঁকে নিযুক্ত করা হচ্ছে (আয়াত ২৫-২৬; ১ বাদশাহ্ ২১:২১-২৪ দেখুন)।

ঈষেবলের হাত থেকে ... মাবুদের সকল গোলামের রক্তের প্রতিশোধ নেব। ১ বাদশাহ্ ১৮:৪; ২১:১৩ আয়াত দেখুন।

৯:৮ কেনা গোলামই হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক। ১ বাদশাহ্ ১৪:১০।

৯:৯ ইয়ারাবিমের কুল। ১ বাদশাহ্ ১৪:৭-১১; ১৫:২৭-৩০।

বাশার কুলের সমান। ১ বাদশাহ্ ১৬:১-৪, ৮-১২ দেখুন। এর আগে নবী ইলিয়াস আহাব সম্পর্কেও একই ধরনের কথা বলেছিলেন (১ বাদশাহ্ ২১:২১-২৪)।

৯:১১ পাগল। এই সম্বোধনের আড়ালে লুকিয়ে আছে সাহাবী নবীদের প্রতি উত্তরের রাজ্যের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি। ১ শামু ২১:১৩-১৫ আয়াত দেখুন।

৯:১৫ যিষ্রিয়েল। রামোৎ গিলিয়দ থেকে প্রায় ৪৫ মাইল দূরবর্তী একটি নগর। সম্ভবত সেখানে বাদশাহ্ যোরামের একটি গ্রীষ্মকালীন নিবাস ছিল (১ বাদশাহ্ ২১:১ আয়াতের নোট দেখুন)। যিষ্রিয়েলে সংবাদ দেবার জন্য কাউকেও এই নগর থেকে পালিয়ে বের হতে দিও না। যেহূর বিদ্রোহে সাফল্য অর্জনের জন্য এবং গৃহযুদ্ধ এড়ানোর জন্য যোরামকে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে পরাজিত করা প্রয়োজন ছিল।

৯:১৬ অহসিয় ... নেমে গিয়েছিলেন। ৮:২৯ আয়াত দেখুন।

৯:২১ যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের ভূমিতে। ১ বাদশাহ্ ২১:২-৩, ১৩, ১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:২২ জেনা ও মায়াবিত্ব। দুটোরই শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড (দ্বি.বি.

যেহূ

যেহূ নামের অর্থ, *তিনিই ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌।* ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যিহোশাফটের পুত্র, নিম্‌শির নাতি (২ বাদশাহ্‌ ৯:২)। তার সিংহাসনে বসার কাহিনী খুবই আকর্ষণীয়। অরামীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হবার সময়ই তিনি ক্রমেই ইসরাইলদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠছিলেন। রমোৎ-গিলিয়দের যুদ্ধে ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যোরাম আহত হন এবং তার সেনাবাহিনী সেখানে রেখে তিনি যিষ্রিয়েলে ফিরে যান। সেখানে তার মিত্র এহুদার বাদশাহ্‌ অহসিয় সহানুভূতিবশত তাকে দেখতে যান (২ বাদশাহ্‌ ৮:২৮,২৯)। যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে যে সকল সেনাপতিরা থেকে গিয়েছিলেন তারা আলোচনায় বসেন। যখন তারা শলাপরামর্শে ব্যস্ত ছিলেন তখন আল-ইয়াসার কাছ থেকে একজন বার্তাবাহক সেই সেনাছাউনিতে এসে যেহূকে সেই আলোচনা সভা থেকে ডেকে নিয়ে একটি গোপন কক্ষে গিয়ে তাঁকে ইসরাইলের উপর বাদশাহ্‌র পদে তৈলাভিষিক্ত করেন এবং সাথে সাথেই সেখান থেকে চলে যান (২ বাদশাহ্‌ ৯:৫,৬)। অন্যান্য সেনাপতিরা সেই রহস্যময় দর্শনার্থীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি তাদেরকে ঘটনার কথা জানান। তখন তারা সাথে সাথে প্রবল উৎসাহে তূরী বাজিয়ে যেহূকে বাদশাহ্‌ ঘোষণা করেন (২ বাদশাহ্‌ ৯:১১-১৪)। তখন তিনি পছন্দ মতো সৈন্যদল নিয়ে পূর্ণ বেগে যিষ্রিয়েলের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে তিনি নিজ হাতে তীর ছুঁড়ে যোরামকে হত্যা করেন (২ বাদশাহ্‌ ৯:২৪)। এহুদার বাদশাহ্‌ পালানোর চেষ্টা করার সময় যেহূর সৈন্যদের হাতে *বেৎ-গান* এ মারাত্মকভাবে আহত হন। শহরে প্রবেশের সময়ে যেহূ ঈষেবলকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলার জন্য রাজপ্রাসাদের খোজাদের নির্দেশ দেন, সেখানে তার শরীর ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়। এরপর যেহূ যিষ্রিয়েলের নিয়ন্ত্রণকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। তখন তিনি রাজধানী সামেরিয়ার কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলেন এবং পরদিন সামেরিয়ার রাজপুত্রদের মাথা নিয়ে তার সামনে হাজির হবার নির্দেশ দেন। সেই আদেশ অনুসারে পরদিন ৭০টি মাথা শহরে ঢুকবার দু'টি দরজায় গাদা করে রাখা হয়। লোম কাটার ঘরের কাছে আহাবের পরিবারের আরো ৪২জন আত্মীয়কে মেরে ফেলা হয় (২ বাদশাহ্‌ ১০:১২-১৪)। সামেরিয়ায় যাবার পথে যেহূর সাথে যিহোনাদবের দেখা হয়, যেহূ তাকে রথে তুলে নেন এবং তারা দু'জন একসাথে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। তিনি কৌশলে সামেরিয়ায় বাল দেবতার সব পূজারীদের হত্যা করেন এবং সেই দেবতার মন্দির ধ্বংস করেন (২ বাদশাহ্‌ ১০:১৯-২৫,২৭)। যদিও তার এই সব কাজ মাবুদের এবাদতের প্রতি তার অনুরাগের প্রকাশ ঘটায় নি, কারণ তখনও যেহূ দান এবং বেথেলে সেই দুই স্বর্ণময় গোবৎসের এবাদত চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এজন্য আল্লাহ্‌র অসন্তোষ তার উপর নেমে আসে এবং তার রাজ্য আশেরীয়দের সাথে যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে কষ্ট ভোগ করে (২ বাদশাহ্‌ ১০:১৯-৩৩)। তিনি ২৮ বছর রাজত্ব করে (খ্রীষ্টপূর্ব ৮৮৪-৮৫৬) মারা যান এবং সামেরিয়াতে তাকে দাফন করা হয় (২ বাদশাহ্‌ ১০:৩৪-৩৬)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- আহাবের পরিবারের কাছ থেকে তিনি রাজত্ব ছিনিয়ে নেন এবং তাঁর যে মন্দ প্রভাব ছিল তা ধ্বংস করেন।
- উত্তরের রাজ্যে সবচেয়ে লম্বা সময় ধরে তার বংশধরেরা রাজত্ব করে।
- ইলিয়াস কর্তৃক অভিষিক্ত ও আল-ইয়াসা কর্তৃক তাঁর অভিষেকের নিশ্চিতকরণ হয়েছিল।
- বাল-দেবতার উপাসনা ধ্বংস করেছিলেন।

দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- জীবনের প্রতি তাঁর দয়ামায়াহীন মনোভাব ছিল যার কারণে তিনি খুব সাহসী ছিলেন এবং অনেক ভুল করতেন।
- ইয়ারবিয়ামের স্বর্ণের গোবৎস পুজা করতেন।
- মাত্র ততক্ষণই মাবুদের সেবা করতেন যতক্ষণ সেবা করলে তাঁর নিজের স্বার্থ হাসিল হত।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- যখন দুঃসাহসী কোন প্রতিজ্ঞা করা হয় তখন তাতে নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে হয়, নইলে জীবনের প্রতি দয়ামায়াহীন মনোভাবের সৃষ্টি হয়।
- জীবনে বাধ্যতার মধ্যে দুই থাকতে হয়– কাজ (একশন) ও নির্দেশনা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** ইসরাইলের উত্তরের রাজ্য
- **কাজ:** যোরামের সেনাপতি ও ইসরাইলের বাদশাহ্‌
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতামহ: নিমশি, পিতা: যিহোশাফট, পুত্র: যিহোয়াহ
- **সমসাময়িক:** ইলিয়াস, আল-ইয়াসা, আহাব, যোরাম, অহসিয়

মূল আয়াত: "তবুও যেহূ সর্বান্তঃকরণে ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের শরীয়ত অনুসারে চলবার জন্য সতর্ক হলেন না; ইয়ারাবিম যেসব গুনাহ্‌ দ্বারা ইসরাইলকে গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন, তাঁর সেসব গুনাহ্‌ থেকে তিনি ফিরলেন না" (২ বাদশাহ্‌ ১০:৩১)।

যেহূর কাহিনী ১ বাদশাহ্‌ ১৯:১৬ - ২ বাদশাহ্‌ ১০:৩৬ আয়াতে বর্ণিত আছে। এছাড়া ২ বাদশাহ্‌ ১৫:১২; ২ খান্দান ২২:৭-৯; হোশেয় ১:৪,৫ আয়াতেও তাঁর কথা উল্লেখ আছে।

থাকে, সে পর্যন্ত মঙ্গল কোথায়? ২৩ তখন যোরাম
ঘুরে পালিয়ে গেলেন এবং অহসীয়কে বললেন,
হে অহসীয়, এটা বেঈমানী! ২৪ পরে যেহূ তাঁর
সমস্ত শক্তিতে ধনুকে টান দিয়ে যোরামের উভয়
বাহুমূলের মধ্যে তীর ছুঁড়ে মারলেন, আর তীর
তাঁর হৃৎপিণ্ড ভেদ করে বের হল, তাতে তিনি
তাঁর রথে নত হয়ে পড়লেন। ২৫ তখন যেহূ তাঁর
সেনানী বিদ্‌করকে বললেন, তুমি ওকে তুলে
নিয়ে যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের ভূমিতে ফেলে দাও;
কেননা মনে করে দেখ, তুমি ও আমি উভয়ে
ঘোড়ায় চড়ে পাশাপাশি ওর পিতা আহাবের
পিছনে চলছিলাম, এমন সময়ে মাবুদ তাঁর
বিরুদ্ধে এই দৈববাণী বলেছিলেন, ২৬ সত্যিই
গতকাল আমি নাবোতের রক্ত ও তার পুত্রদের
রক্ত দেখেছি, মাবুদ এই কথা বলেন, আর মাবুদ
বলেন, এই ভূমিতে আমি তোমাকে প্রতিফল
দেব। অতএব এখন তুমি ওকে তুলে নিয়ে
মাবুদের কালাম অনুসারে ঐ ভূমিতে ফেলে দাও।

এহুদার বাদশাহ্‌ অহসীয়ের মৃত্যু

২৭ তখন এহুদার বাদশাহ্‌ অহসীয় তা দেখে
বাগান বাড়ির পথ ধরে পালিয়ে গেলেন; আর
যেহূ তাঁর পেছন পেছন গিয়ে বললেন, ওকেও
রথের মধ্যে আক্রমণ কর; তখন তারা
যিব্‌লিয়মের নিকটস্থ গূরের আরোহন পথে তাঁকে
আঘাত করলো; পরে তিনি মগিদ্দোতে পালিয়ে
গিয়ে সেই স্থানে ইন্তেকাল করলেন। ২৮ আর
তাঁর গোলামেরা তাঁকে রথে করে জেরুশালেমে
নিয়ে গিয়ে দাউদ নগরে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
তাঁর জন্য ঠিক করে রাখা কবরে তাঁকে দাফন
করলো। ২৯ অহসিয় আহাবের পুত্র যিহোরামের
একাদশ বছরে এহুদায় রাজত্ব করতে আরম্ভ
করেছিলেন।

[৯:২৩] ২বাদশা ১১:১৪।
[৯:২৪] ১বাদশা ২২:৩৪।
[৯:২৫] ১বাদশা ২১:১৯-২২, ২৪-২৯।
[৯:২৬] ১বাদশা ২১:১৯।
[৯:২৭] কাজী ১:২৭।
[৯:২৮] ২বাদশা ১৪:২০; ২৩:৩০।
[৯:২৯] ২বাদশা ৮:২৫।
[৯:৩০] ইয়ার ৪:৩০; ইহি ২৩:৪০।
[৯:৩১] ১বাদশা ১৬:৯-১০।
[৯:৩৩] জবুর ৭:৫।
[৯:৩৪] ১বাদশা ১৬:৩১।
[৯:৩৬] জবুর ৬৮:২৩; ইয়ার ১৫:৩।
[৯:৩৭] জবুর ৮৩:১০; ইশা ৫:২৫; ইয়ার ৮:২; ৯:২২; ১৬:৪; ২৫:৩৩; সফ ১:১৭।

[১০:১] কাজী ৮:৩০।

ঈষেবলের মৃত্যু

৩০ পরে যেহূ যিষ্রিয়েলে উপস্থিত হলেন;
ঈষেবল এই কথা শুনে সে চোখে অঞ্জন দিয়ে ও
মাথায় কেশবেশ করে জানালা দিয়ে দেখছিল,
৩১ এবং যেহূ দ্বারে প্রবেশ করলে সে তাঁকে
বললো, রে সিম্রি! রে প্রভুঘাতক! মঙ্গল তো?
৩২ যেহূ জানালার দিকে মুখ তুলে বললেন, কে
আমার পক্ষে? কে? তখন দুই তিন জন নপুংসক
তার দিকে চাইল। ৩৩ আর তিনি হুকুম করলেন,
ওকে নিচে ফেলে দাও। তারা তাকে নিচে ফেলে
দিল, আর তার কতকটা রক্ত দেয়ালে ও
ঘোড়াগুলোর গায়ে ছিট্‌কে পড়লো; আর তিনি
তাকে পদতলে দলিত করলেন। ৩৪ পরে ভিতরে
গিয়ে যেহূ ভোজন পান করলেন; আর বললেন,
তোমরা গিয়ে ঐ বদদোয়াগ্রস্তার খোঁজ নিয়ে
তাকে দাফন কর, কেননা সে শাহ্‌জাদী।
৩৫ তাতে লোকেরা তাকে দাফন করতে গেল,
কিন্তু তার মাথার খুলি, পা ও হাত ছাড়া আর
কিছুই পাওয়া গেল না। ৩৬ অতএব তারা ফিরে
এসে তাঁকে সংবাদ দিল। তিনি বললেন, এই
অবস্থা মাবুদের কালাম অনুসারে হল, তিনি তাঁর
গোলাম তিশ্‌বীয় ইলিয়াসের মাধ্যমে এই কথা
বলেছিলেন, যিষ্রিয়েলের ভূমিতে কুকুরেরা
ঈষেবলের মাংস খাবে; ৩৭ এবং যিষ্রিয়েলের
ভূমিতে ঈষেবলের লাশ সারের মত ক্ষেতে পড়ে
থাকবে; তাতে কেউ বলতে পারবে না যে,
'এই-ই ঈষেবল'।

আহাবের বংশের লোকদের মৃত্যু

১০ ১ সামেরিয়ায় আহাবের সত্তর জন পুত্র
ছিল। যেহূ সামেরিয়ায় যিষ্রিয়েলের
নেতাদের অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তিদের কাছে ও
আহাবের সন্তানদের অভিভাবকদের কাছে
কয়েকখানি পত্র লিখে পাঠালেন। ২ তিনি

১৩; ১৮:১০-১২ দেখুন)।

৯:২৫ সেনানী। ১ বাদশাহ্‌ ২২:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:২৬ মাবুদের কালাম অনুসারে। কয়েক বছর আগে নবী ইলিয়াস যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার পরিপূর্ণতার মাঝে যেহূ তাঁর নিজের অবস্থান দেখতে পাচ্ছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ২১:১৮-২৪ আয়াত দেখুন)। যদিও আহাবের নিজের রক্ত নাবোতের ভূমিতে পতিত হয় নি (১ বাদশাহ্‌ ২১:২৯ আয়াত দেখুন), তথাপি যোরামের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি ইলিয়াসের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা সাধন হয়েছে বলে ভেবেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ২১:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:২৭ মগিদ্দোতে পালিয়ে গিয়ে সেই স্থানে ইন্তেকাল করলেন। আহাবের কুলের উপর আঘাত হানার পর (হোসিয়া ১:৪ দেখুন) দাউদের কুলে আহাবের কন্যা অথলিয়ার গর্ভে জাত বংশধরদের উপরে যেহূর এই আঘাত আদৌ ন্যায়সঙ্গত ছিল কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে (৮:১৮, ২৬ দেখুন)।

৯:৩১ রে সিম্রি! রে প্রভুঘাতক! উপহাস করে ঈষেবল যেহূকে সিম্রি নামে সম্বোধন করেছিল। সিম্রি প্রায় ৪৫ বছর আগে এলাকে হত্যা করে সিম্রি সিংহাসনে উপনীত হয়েছিল এবং এর পর সে বাশার পুরো বংশ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। অবশ্য অম্রি ক্ষমতা দখলের আগ পর্যন্ত মাত্র সাত দিন সে সিংহাসনে বসার সুযোগ পেয়েছিল (১ বাদশাহ্‌ ১৬:৮-২০ আয়াত দেখুন)।

৯:৩৬ মাবুদের কালাম ... তাঁর গোলাম তিশ্‌বীয় ইলিয়াসের মাধ্যমে ... বলেছিলেন। ঈষেবলের মৃত্যু যেভাবে ঘটেছিল তাতে মাবুদের বলা কথাই পূর্ণতা পেল। অথচ ঈষেবল তার জীবদ্দশায় এই কথা পুরোপুরি অবজ্ঞা করেছিল (১ বাদশাহ্‌ ২১:২৩ দেখুন)।

১০:১ সামেরিয়া। যেহূ তার অভ্যুত্থানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং উত্তরের রাজ্যে তাঁর ক্ষমতার বিস্তার সাধন করার জন্য সামেরিয়ার প্রায় দুর্ভেদ্য দুর্গকে জয় করার জন্য বিশেষ পন্থা অবলম্বন করলেন (১ বাদশাহ্‌ ১৬:২৪ আয়াতের নোট দেখুন) এবং এরপর তিনি আহাবের বংশের সকলকে হত্যা করার কাজ সম্পন্ন করলেন।

নেতা। বাদশাহ্‌ কর্তৃক নিযুক্ত নেতৃবৃন্দ (১ বাদশাহ্‌ ৪:১-৬ আয়াত দেখুন)।

প্রধান ব্যক্তি। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, যারা তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রতিপত্তির কারণে বিশিষ্ট জন হিসেবে সুপরিচিত

লিখলেন, তোমাদের মালিকের পুত্ররা তোমাদের
কাছে আছে এবং কতকগুলো রথ, ঘোড়া ও সুদৃঢ়
একটি নগর এবং অস্ত্রশস্ত্রও তোমাদের কাছে
আছে। ৩ অতএব তোমাদের কাছে এই পত্র
উপস্থিত হওয়ামাত্র তোমাদের মালিকের পুত্রদের
মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি সৎ ও উপযুক্ত, তা নিশ্চয় করে
তার পিতার সিংহাসনে তাকে বসাও এবং
তোমার মালিকের কুলের জন্য যুদ্ধ কর। ৪ কিন্তু
তারা ভীষণ ভয় পেয়ে বললো, দেখ, যাঁর সম্মুখে
দু'জন বাদশাহ্‌ দাঁড়াতে পারলেন না, তাঁর সম্মুখে
আমরা কিভাবে দাঁড়াবো? ৫ অতএব রাজবাড়ির
পরিচালক, শহরের শাসনকর্তা এবং প্রাচীনবর্গরা
ও অভিভাবকেরা যেহূর কাছে এই কথা বলে
পাঠাল, আমরা আপনার গোলাম, আপনি
আমাদেরকে যা যা বলবেন, তার সবকিছুই
করবো, কাউকেও বাদশাহ্‌ করবো না; আপনার
দৃষ্টিতে যা ভাল, আপনি তা-ই করুন। ৬ পরে
তিনি তাদের কাছে দ্বিতীয় বার একটি পত্র
লিখলেন, যথা, তোমরা যদি আমার সপক্ষ হও ও
আমার আহ্বানে সাড়া দাও, তবে তোমার
মালিকের পুত্রদের মুণ্ডগুলো নিয়ে আগামীকাল
এই সময়ে যিষ্রিয়েলে আমার কাছে এসো। সেই

[১০:৫] ইউসা ৯:৮।
[১০:৭] ২শামু ৪:৮।
[১০:১০] ১বাদশা ২১:২৯।
[১০:১১] আইউ ১৮:১৯; মালা ৪:১।

রাজকুমারেরা সত্তর জন ছিল এবং তারা তাদের
প্রতিপালনকারী নগরবাসী বড় লোকদের সঙ্গে
ছিল। ৭ আর পত্রখানি তাদের কাছে উপস্থিত
হলে তারা সেই সত্তর জন রাজকুমারকে হত্যা
করলো এবং কতকগুলো ডালাতে করে তাদের
মুণ্ডু যিষ্রিয়েলে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিল। ৮ পরে
এক জন দূত এসে তাঁকে সংবাদ দিয়ে বললো,
রাজকুমারদের ছিন্ন মুণ্ডুগুলো আনা হয়েছে। তিনি
বললেন, নগর-দ্বারের প্রবেশ স্থানে দুই সারি
করে সেগুলো সকাল পর্যন্ত রাখ। ৯ পরে খুব
ভোরে তিনি বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন ও সমস্ত
লোককে বললেন, তোমরা তো ধার্মিক; দেখ,
আমি আমার মালিকের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে
তাঁকে মেরে ফেলেছি; কিন্তু এদেরকে কে খুন
করলো? ১০ এখন তোমরা জেনো, মাবুদ আহাব
কুলের বিপরীতে যা বলেছেন, মাবুদের সেই
কালামের কিছুই ব্যর্থ হবার নয়; কারণ মাবুদ
তাঁর গোলাম ইলিয়াসের দ্বারা যা বলেছেন, তা
করলেন। ১১ পরে যিষ্রিয়েলে আহাব-কুলের যত
লোক অবশিষ্ট ছিল, যেহূ তাদের, তাঁর সমস্ত
গণ্যমান্য লোক, তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের ও তাঁর
ইমামদেরকে হত্যা করলেন, তাঁর সম্পর্কীয়

ছিলেন (হিজ ৩:১৬; ২ শামু ৩:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

আহাবের সন্তান। আহাবের সত্তর জন সন্তানের বা রাজকুমারের কথা জানা যায়। তবে এদের মধ্যে আহাবের পুত্র ও পৌত্র উভয়েই ছিল।

আহাবের সন্তানদের অভিভাবক। যাদেরকে রাজ পরিবারের রাজকুমারদের বড় করে তোলার ও প্রতিপালন করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১০:৩ তোমার মালিকের কুলের জন্য যুদ্ধ কর। যেহূ কৌশলে সামরিক আক্রমণের ভয় দেখিয়ে সামেরিয়াকে তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে আনতে চেয়েছিলেন।

১০:৪ ভীষণ ভয়। যেহূর এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বানের সামেরিয়ার নেতৃবৃন্দ পুরোপুরি বিচলিত হয়ে পড়েছিল।

দু'জন বাদশাহ্‌। যোরাম ও অহসিয় (৯:২৪, ২৭ দেখুন)।

১০:৫ রাজবাড়ির পরিচালক। ১ বাদশাহ্‌ ৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

শহরের শাসনকর্তা। সম্ভবত বাদশাহ্‌ কর্তৃক নিযুক্ত একজন কর্মকর্তা যিনি রাজধানী শহরের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন।

প্রাচীনবর্গরা ও অভিভাবকেরা। ১ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:৬ তোমার মালিকের পুত্রদের মুণ্ডগুলো নিয়ে ... আমার কাছে এসো। যেহূর এই আদেশের কথাগুলো বেশ অস্পষ্ট ছিল। "তোমার মালিকের পুত্রদের মুণ্ডগুলো" বলতে আহাবের ৭০ জন বংশধরের মধ্যে সবচেয়ে নেতৃস্থানী কয়েকজনের কথা বোঝানো হতে পারে, যেমন যারা সরাসরি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন রাজকুমার যাদের এ ধরনের শাসন কাজের যোগ্যতা আছে। অপরদিকে এই কথার মধ্য দিয়ে ৭০ জন রাজকুমারের প্রত্যেকের কথাই বোঝানো হতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত বাস্তবে ঘটেছে।

১০:৭ সেই সত্তর জন রাজকুমারকে হত্যা করলো। শহরের নেতৃবৃন্দ আদেশটিকে আক্ষরিক অর্থে নিয়েছিলেন, যা তারা করবে বলে যেহূ আশা করেছিলেন। কতকগুলো ডালাতে করে তাদের মুণ্ডু যিষ্রিয়েলে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিল। যেহূ তাদেরকে যে আদেশ দিয়েছিলেন সেভাবে তারা যিষ্রিয়েলে নিজেরা রাজকুমারদের মুণ্ডগুলো নিয়ে হাজির হয় নি (আয়াত ৬ দেখুন)। সম্ভবত তারা নিজেদের জীবনের জন্য ভয় পাচ্ছিল।

১০:৮ নগর-দ্বারের প্রবেশ স্থানে দুই সারি করে সেগুলো সকাল পর্যন্ত রাখ। এই নৃশংস কাজটি আশেরীয় শাসক অশূরবানীপাল এবং তৃতীয় শালমানেসার-এর বর্বর রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যাদের রাজত্বকাল প্রচণ্ড আতঙ্কের সময় বলে পরিচিত ছিল।

১০:৯ আমি ... তাঁকে মেরে ফেলেছি। যোরামকে হত্যা করে নিজে বাদশাহ্‌ হওয়ার কথা যেহূ প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন। কিন্তু এদেরকে কে খুন করলো? যেহেতু সামেরিয়ার নেতৃবৃন্দের কাছে যেহূ যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তা বেশ অস্পষ্ট ছিল (৬ আয়াতের নোট দেখুন), সে কারণে আহাবের ৭০ জন বংশধরের হত্যার দায় তিনি এখন অস্বীকার করতেই পারেন এবং সামেরিয়ার নেতৃবৃন্দের উপরে এর দায় চাপিয়ে দিতে পারেন।

১০:১০ মাবুদ তাঁর গোলাম ইলিয়াসের দ্বারা যা বলেছেন। ১ বাদশাহ্‌ ২১:২০-২৪, ২৯ আয়াত দেখুন। যেহূ এ পর্যন্ত যা করেছেন তার জন্য তিনি যে শুধু বেহেশতী অনুমোদন লাভের দাবী করছেন তা-ই শুধু নয়, বরং সেই সাথে তিনি আহাবের পুরো পরিবার ও তাদের সহযোগীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন।

১০:১১ তাঁর সমস্ত গণ্যমান্য লোক, তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের ও তাঁর ইমামদেরকে। যেহূকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তিনি তার চেয়েও বেশি করলেন (৯:৭; হোসিয়া ১:৪ দেখুন) এবং তিনি শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার জন্যই এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড চালালেন। যেহূ নিজেও এক সময় আহাবের পক্ষে কাজ করেছেন (৯:২৫ দেখুন)।

কাউকেও অবশিষ্ট রাখলেন না।
১২ পরে তিনি প্রস্থান করলেন, সামেরিয়ায়
গেলেন। পথের মধ্যে ভেড়ার রাখালদের ভেড়ার
লোমচ্ছেদন-গৃহে উপস্থিত হলে, ১৩ এহুদার
বাদশাহ্ অহসিয়ের ভাইদের সঙ্গে যেহূর সাক্ষাৎ
হল; তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে? তারা
বললো, আমরা অহসীয়ের ভাই; বাদশাহ্ ও রাণী
মাতার সন্তানদেরকে সালাম জানাতে যাচ্ছি।
১৪ তিনি বললেন, ওদেরকে জীবন্ত ধর। তাতে
লোকেরা তাদেরকে জীবন্ত ধরে ভেড়ার
লোমচ্ছেদন-গৃহের কূপের কাছে হত্যা করলো,
বিয়াল্লিশ জনের মধ্যে এক জনকেও অবশিষ্ট
রাখল না।
১৫ যেহূ সেই স্থান থেকে প্রস্থান করলে
রেখবের পুত্র যিহোনাদবের সঙ্গে তাঁর দেখা হল;
তিনি তাঁরই কাছে আসছিলেন। যেহূ তাঁকে
মঙ্গলবাদ করে বললেন, তোমার প্রতি আমার মন
যেমন, তেমনি কি তোমার মন সরল? যিহোনাদব
বললেন, সরল। যদি তা হয়, তবে তোমার হাত
বাড়িয়ে দাও। পরে তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলে
যেহূ তাঁকে নিজের কাছে রথে চড়ালেন। ১৬ আর
তিনি বললেন, আমার সঙ্গে চল, মাবুদের জন্য
আমার যে গভীর আগ্রহ, তা দেখ; এভাবে তাঁকে
তাঁর রথে চড়িয়ে নেওয়া হল। ১৭ পরে
সামেরিয়ায় উপস্থিত হলে যেহূ সামেরিয়ায়
আহাবের অবশিষ্ট সমস্ত লোককে হত্যা করলেন,
যে পর্যন্ত না আহাব-কুলকে একেবারে বিনষ্ট
করলেন; মাবুদ ইলিয়াসকে যে কথা বলেছিলেন
সেই অনুসারেই করলেন।

বাল দেবতার পুরোহিতদের মৃত্যু

১৮ পরে যেহূ সমস্ত লোককে একত্র করে
তাদের বললেন, আহাব বালের অল্পই সেবা
করতেন, কিন্তু যেহূ তার বেশি সেবা করবে।
১৯ অতএব এখন তোমরা বালের সমস্ত নবী, তার
সমস্ত পূজক ও সমস্ত ইমামকে আমার কাছে
ডেকে আন, কেউই অনুপস্থিত যেন না থাকে;
কেননা বালের উদ্দেশে আমাকে মহাযজ্ঞ করতে
হবে; যে অনুপস্থিত থাকবে, সে বাঁচবে না। কিন্তু
যেহূ বালের পূজকদেরকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে
এই ছল করেছিলেন। ২০ পরে যেহূ বললেন,
বালের উদ্দেশে উৎসব-সভা আহ্বান কর। তারা
উৎসব ঘোষণা করে দিল। ২১ আর যেহূ
ইসরাইলের সর্বত্র লোক পাঠালে বালের যত
পূজক ছিল, সকলে এল, কেউ অনুপস্থিত রইলো
না। পরে তারা বালের গৃহে প্রবেশ করলে গৃহের
এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিপূর্ণ হল।
২২ তখন তিনি বস্ত্রাগারের নেতাকে বললেন,
বালের সমস্ত পূজকের জন্য পোশাক বের করে
আন। তাতে সে তাদের জন্য পোশাক বের করে
আনলো। ২৩ পরে যেহূ ও রেখবের পুত্র
যিহোনাদব বালের মন্দিরে গেলেন; তিনি বালের
পূজকদেরকে বললেন, তদন্ত করে দেখ, এখানে
তোমাদের সঙ্গে বালের পূজক ছাড়া মাবুদের
গোলামদের মধ্যে কেউ যেন না থাকে। ২৪ আর
ওরা পশু কোরবানী ও পোড়ান-কোরবানী করতে
ভিতরে গেল। এই দিকে যেহূ আশী জনকে
বাইরে রেখে বলেছিলেন, ঐ যে লোকদেরকে
আমি তোমাদের হাতে তুলে দিলাম, ওদের এক
জনও যদি পালিয়ে বাঁচে, তবে যে তাকে ছেড়ে
দেবে ওর প্রাণের জন্য তার প্রাণ যাবে।
২৫ পরে পোড়ানো-কোরবানীর কাজ শেষ হলে
যেহূ ধাবক সেনাদের ও সেনানীদেরকে বললেন,
ভিতরে যাও, ওদেরকে হত্যা কর, এক জনকেও
বাইরে আসতে দিও না। তখন তারা তলোয়ারের
আঘাতে তাদেরকে আঘাত করলো; পরে ধাবক
সেনারা ও সেনানীরা তাদেরকে বাইরে ফেলে
দিল; পরে তারা বাল-মন্দিরের পূরীতে গেল;
২৬ আর বালের মন্দির থেকে সমস্ত স্তম্ভ বের
করে পুড়িয়ে ফেললো। ২৭ তারা বালের স্তম্ভটি
ভেঙ্গে ফেললো এবং বালের মন্দির ভেঙ্গে
সেখানে একটি পায়খানা প্রস্তুত করলো, তা
আজও আছে।

[১০:১৩] ২বাদশা ৮:২৪, ২৯; ২খান্দান ২২:৮।
[১০:১৫] ১খান্দান ২:৫৫; ইয়ার ৩৫:২।
[১০:১৬] শুমারী ২৫:১৩।
[১০:১৭] ২বাদশা ৯:৮।
[১০:১৮] কাজী ২:১১।
[১০:১৯] ১বাদশা ১৮:১৯।
[১০:২০] হিজ ৩২:৫।
[১০:২৪] ইউসা ২:১৪।
[১০:২৫] হিজ ২২:২০; ২বাদশা ১১:১৮।
[১০:২৬] হিজ ২৩:২৪।
[১০:২৭] ১বাদশা ১৬:৩২।

১০:১৩ অহসিয়ের ভাই। ২ খান্দান ২১:১৭ আয়াত দেখুন। বাদশাহ্ ও রাণী মাতার সন্তান। এহুদার রাজ পরিবারের সদস্যরা, যারা তখনও যোরাম ও ঈষেবলের মৃত্যুর সংবাদ শোনেন নি।

১০:১৫ রেখবের পুত্র যিহোনাদব। যিহোনাদব ছিলেন ইসরাইলীয়দের একটি রক্ষণশীল দলের নেতা, যে দলটি বিশেষভাবে বাল দেবতার উপাসনার কঠোর বিরোধী হিসেবে পরিচিত ছিল। সেই সাথে তারা প্রতিষ্ঠিত কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের বিরোধী ছিল, যেমন গৃহ নির্মাণ, শস্য রোপণ এবং আঙ্গুর রসের ব্যবহার। তার অনুসারীরা প্রায় ২০০ বছর পর্যন্ত এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং তারা রেখবীয় নামে পরিচিত ছিল (ইয়ার ৩৫:৬-১০)।

১০:১৬ তাঁকে নিজের কাছে রথে চড়ালেন। যিহোনাদবের সাথে সখ্যতা প্রকাশ করার কারণে গ্রামীণ জনগণের কাছে যেহূ নিজেকে মাবুদের অনুসারী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন।

১০:১৮ আহাব বালের অল্পই সেবা করতেন, কিন্তু যেহূ তাঁর বেশি সেবা করবে। সামেরিয়া নিয়ন্ত্রণে আনার পর যেহূ বোঝালেন যে, এর আগে তিনি মাবুদের কালাম পালন করার জন্য যা করেছেন বলে দেখিয়েছেন, তা আসলে নেহায়েত রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই করেছেন।

১০:১৯ সে বাঁচবে না। এতদিনে যেহূর সম্পর্কে সকলের স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেছে যে, তিনি কোন মিথ্যা হুমকি দেন না।

১০:২৬ পুড়িয়ে ফেললো। হয়তো এখানে আশেরা স্তম্ভের কথা বলা হচ্ছে (১ বাদশাহ্ ১৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন) যা সাধারণত পবিত্র প্রস্তর খণ্ডের সাথে রাখা হত (১ বাদশাহ্ ১৬:৩২-৩৩ দেখুন)।

১০:২৭ বালের স্তম্ভ। ১ বাদশাহ্ ১৪:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

তা আজও আছে। *৮:২২ আয়াতের নোট দেখুন।*

২৮ এভাবে যেহূ ইসরাইলের মধ্য থেকে
বালকে উচ্ছিন্ন করলেন। ২৯ তবুও নবাটের পুত্র
যে ইয়ারাবিম ইসরাইলকে গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন,
তাঁর গুনাহ্‌বস্তুর অর্থাৎ বেথেলে ও দানে অবস্থিত
সোনার দুটি বাছুরের পিছনে চলা থেকে যেহূ
ফিরলেন না। ৩০ আর মাবুদ যেহূকে বললেন,
আমার দৃষ্টিতে যা ন্যায্য, তা করে তুমি ভাল কাজ
করেছ এবং আমার মনে যা যা ছিল, আহাব-
কুলের প্রতি সমস্তই করেছ, এজন্য চতুর্থ পুরুষ
পর্যন্ত তোমার বংশ ইসরাইলের সিংহাসনে
বসবে। ৩১ তবুও যেহূ সর্বান্তঃকরণে ইসরাইলের
আল্লাহ্‌ মাবুদের শরীয়ত অনুসারে চলবার জন্য
সতর্ক হলেন না; ইয়ারাবিম যেসব গুনাহ্‌ দ্বারা
ইসরাইলকে গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন, তাঁর সেসব
গুনাহ্‌ থেকে তিনি ফিরলেন না।

বাদশাহ্‌ যেহূর মৃত্যু

৩২ ঐ সময়ে মাবুদ ইসরাইলকে খর্ব করতে
লাগলেন; বাস্তবিক হসায়েল ইসরাইলের এ সব
অঞ্চলে তাদেরকে আক্রমণ করলেন; ৩৩ জর্ডানের
পূর্ব দিকে সমস্ত গিলিয়দ দেশে, অর্ণোন
উপত্যকার নিকটস্থ অরোয়ের থেকে গাদীয়,
রূবেণীয় ও মানশাদের দেশ, অর্থাৎ গিলিয়দ ও
বাশন। ৩৪ যেহূর অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত, সমস্ত
কাজের বিবরণ ও তাঁর সমস্ত বিক্রমের কথা কি
ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে কি
লেখা নেই? ৩৫ পরে যেহূ তাঁর পূর্বপুরুষদের
সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন, আর সামেরিয়াতে তাঁকে
দাফন করা হল; পরে তাঁর পুত্র যিহোয়াহস তাঁর
পদে বাদশাহ্‌ হলেন। ৩৬ যেহূ আটাশ বছর
সামেরিয়াতে ইসরাইলের উপরে রাজত্ব
করেছিলেন।

এহুদার উপর অথলিয়া রাণীর রাজত্ব

১১ ১ ইতোমধ্যে অহসিয়ের মা অথলিয়া
যখন দেখলো যে, তার পুত্রের মৃত্যু

[১০:২৮] ১বাদশা ১৯:১৭।
[১০:২৯] ১বাদশা ১২:৩০।
[১০:৩০] ২বাদশা ১৫:১২।
[১০:৩১] দ্বি:বি ৪:৯; মেসাল ৪:২৩।
[১০:৩২] ২বাদশা ১৩:২৫; জবুর ১০৭:৩৯।
[১০:৩৩] শুমারী ৩২:৩৪; দ্বি:বি ২:৩৬; কাজী ১১:২৬; ইশা ১৭:২।
[১০:৩৪] ১বাদশা ১৫:৩১।
[১১:১] ২বাদশা ৮:১৮।

১০:২৯ যে ইয়ারাবিম ইসরাইলকে গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন। তাঁর গুনাহ্‌বস্তু। ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৬-৩২; ১৩:৩৩-৩৪; ১৪:১৬ দেখুন।

১০:৩০ আমার মনে যা যা ছিল, আহাব-কুলের প্রতি সমস্তই করেছ। আহাবের কুলের প্রতি বিচার ও শাস্তি আরোপ করার জন্য যেহূ ছিলেন মাবুদের হাতিয়ার, যার কারণে যেহূ মাবুদের কাছে প্রশংসিত হয়েছিলেন। কিন্তু যেহূ আহাবের সহযোগীদেরকেও হত্যা করেন এবং এহুদার বাদশাহ্‌ অহসিয় ও এহুদার ৪২ জন রাজকুমারকে হত্যা করেন, যা যিষ্রিয়েলের গণহত্যা নামে পরিচিত (হোসিয়া ১:৪)। এ কারণে পরবর্তীতে নবী হোসিয়া যেহূকে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করেন।

চতুর্থ পুরুষ। চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত এই দোয়া প্রদানের মধ্য দিয়ে যেহূকে বাদশাহ্‌ হিসেবে বেহেশতী স্বীকৃতি দান করা হল। তবে যেহূর রাজবংশ উত্তরের রাজ্যের অন্য যে কোন রাজবংশের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ছিল, যার ব্যাপ্তি ছিল প্রায় ১০০ বছর। এই রাজবংশে রাজত্ব করেছেন যিহোয়াহস, যিহোয়াস, তৃতীয় ইয়ারাবিম এবং জাকারিয়া (১৫:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০:৩১ সর্বান্তঃকরণে ... মাবুদের শরীয়ত অনুসারে চলবার জন্য সতর্ক হলেন না। যেহূ মাবুদের হুকুম পালন করার চেয়ে বরং উত্তরের রাজ্যে নিজের সিংহাসন আরও সুদৃঢ় করার জন্য রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করতে ব্যস্ত ছিলেন। এ কারণে আহাবের বংশ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর শাস্তির বিধান নিজ স্বার্থ হাসিলে ব্যবহার করায় তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

১০:৩২ মাবুদ ইসরাইলকে খর্ব করতে লাগলেন। লেবীয় ২৬ ও দ্বি.বি. ২৮ অধ্যায়ে শরীয়তের যে সকল বদদোয়ার কথা বলা হয়েছে সেগুলোর বাস্তবে ঘটতে শুরু করার কারণে ইসরাইল কেনান দেশ থেকে ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়ে বিতাড়িত হতে শুরু করে। উত্তরের রাজ্যে যেহূর রাজত্ব চলাকালে এই বদদোয়ার বাস্তব প্রভাব শুরু হয় (এই বদদোয়া পরিপূর্ণভাবে কার্যকর হওয়ার ঘটনা জানতে ১৭:৭-১৮ আয়াত দেখুন)।

১০:৩৩ হসায়েল এবং দামেস্কের অরামীয়রা সমগ্র জর্ডান অঞ্চল দখল করে নিতে থাকে।

১০:৩৪ যেহূর অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত। আশেরীয় শাসক তৃতীয় শালমানেসারের কালো লিপিফলক থেকে আমরা জানতে পারি যে, যেহূ ৮৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উত্তরের রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণের কিছু কাল পরেই আশেরীয় শাসকের কাছে উপহার পাঠিয়েছিলেন। আশেরীয় লিপিফলকে যেহূকে বলা হয়েছে "অম্রির পুত্র," কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সম্বোধনের মধ্য দিয়ে মূলত শালমানেসার যেহূকে সামেরিয়ার (বা ইসরাইলের) বলে চিহ্নিত করেছেন। কিতাবুল মোকাদ্দসে যেহূর রাজত্বের কোন বিবরণে এ ধরনের উপহার প্রদানের ঘটনা পাওয়া যায় না। ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:৩৫ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন। তাঁর পুত্র যিহোয়াহস তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন। যিহোয়াহসের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানার জন্য ১৩:১-৯ আয়াত দেখুন।

১০:৩৬ আটাশ বছর। ৮৪১-৮১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

১১:১ অথলিয়া। ৮:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। তার পুত্রের মৃত্যু ঘটেছে। ৯:২৭ আয়াত দেখুন। সমস্ত রাজবংশ বিনষ্ট করলো। এহুদার সিংহাসন তার নিজের জন্য সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে এহুদার রাজপরিবারের লোকদের সংখ্যা হাতে গোণা গুটিকয়েকে নেমে এসেছিল। অথলিয়ার মরহুম স্বামী, অর্থাৎ অহসিয়ের পিতা যিহোরাম যখন তার পিতা যিহোশাফটের পর বাদশাহ্‌ হন তখন তিনি তার সমস্ত ভাইদেরকে হত্যা করেছিলেন (২ খান্দান ২১:৪)। এহুদা রাজবংশের আরও ৪২ জন সদস্যকে যেহূ হত্যা করেন, যারা সম্ভবত যিহোরামের ভাইদের সন্তানেরা ছিল (১০:১২-১৪; ২ খান্দান ২২:৮-৯), এবং অহসিয়ের ভাইয়ের আরবীয় দস্যুদের হাতে নিহত হয়েছিল (২ খান্দান ২২:১)। অথলিয়া সম্ভবত অহসিয়ের সন্তানদের, অর্থাৎ তার নিজের নাতিদেরকে হত্যা করেছিল। অহসিয় মাত্র ২২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন (৮:২৬ আয়াত দেখুন)। দাউদের কুলকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এই প্রচেষ্টা ছিল আল্লাহ্‌র নাজাত দানকারী পরিকল্পনার প্রতি এক আক্রমণ – যে পরিকল্পনার কেন্দ্র হলেন স্বয়ং মসীহ্‌, যাঁকে দাউদের সাথে স্থাপিত নিয়ম অনুসারে ওয়াদা করা হয়েছিল (২ শামু ৭:১১, ১৬; ১ বাদশাহ্‌ ৮:২৫ আয়াতের নোট

ঘটেছে, তখন সে উঠে সমস্ত রাজবংশ বিনষ্ট করলো। ২ কিন্তু বাদশাহ্‌ যোরামের কন্যা অহসিয়ের বোন যিহোশেবা, রাজপুত্রদের মধ্য থেকে অহসিয়ের পুত্র যোয়াশকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে তাঁর ধাত্রীর সঙ্গে একটা শোবার ঘরে রাখলেন; তাঁরা অথলিয়ার কাছ থেকে তাঁকে লুকিয়ে রাখার ফলে তিনি মারা পড়েন নি।
৩ আর তিনি তাঁর সঙ্গে মাবুদের গৃহে ছয় বছর যাবৎ লুকিয়ে রইলেন; তখন অথলিয়া দেশে রাজত্ব করছিল।

শিশু যোয়াশকে বাদশাহ্‌র পদে অভিষেক

৪ পরে সপ্তম বছরে যিহোয়াদা লোক প্রেরণ করে রক্ষক ও ধাবক সৈন্যের শতপতিদেরকে ডেকে এনে নিজের কাছে মাবুদের গৃহে আনলেন এবং তাদের সঙ্গে নিয়ম করে মাবুদের গৃহে তাদেরকে শপথ করিয়ে রাজপুত্রকে দেখালেন।
৫ আর তিনি তাদেরকে হুকুম দিয়ে বললেন, তোমরা এই কাজ করবে; তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্রামবারে প্রবেশ করবে, তাদের তৃতীয়াংশ রাজপ্রাসাদের প্রহরীর কাজ করবে; ৬ তৃতীয়াংশ সূরদ্বারে থাকবে; এবং তৃতীয়াংশ ধাবক সৈন্যের পিছনে দ্বারে থাকবে; এভাবে তোমরা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাজপ্রাসাদের প্রহরীর কাজ করবে। ৭ আর তোমাদের, অর্থাৎ যারা বিশ্রামবারে বাইরে যায়, তাদের সকলের, দুই দল বাদশাহ্‌র সমীপে মাবুদের গৃহের প্রহরীর কাজ করবে। ৮ তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ হাতে অস্ত্র নিয়ে বাদশাহ্‌কে বেষ্টন করবে; আর যে কেউ শ্রেণীর ভিতরে আসে, সে হত হবে; এবং বাদশাহ্‌ যখন বাইরে যান, কিংবা ভিতরে আসেন, তখন তোমরা তাঁর সঙ্গে থাকবে।
৯ পরে ইমাম যিহোয়াদা যা যা হুকুম করলেন; শতপতিরা সেই অনুসারে সকলই করলো; কারণ তারা প্রত্যেকে যার যার লোকদের, যারা বিশ্রামবারে ভিতরে যায়, বা বিশ্রামবারে বাইরে আসে, তাদেরকে নিয়ে যিহোয়াদা ইমামের কাছে এল। ১০ পরে বাদশাহ্‌ দাউদের যে বর্শা ও ঢাল মাবুদের গৃহে ছিল, তা ইমাম শতপতিদেরকে দিলেন, ১১ আর গৃহের ডান পাশ থেকে গৃহের বাম পাশ পর্যন্ত কোরবানগাহ্‌ ও গৃহের কাছে ধাবক সৈন্য প্রত্যেকে স্ব স্ব হাতে অস্ত্র নিয়ে বাদশাহ্‌র চারদিকে দাঁড়ালো। ১২ পরে তিনি রাজপুত্রকে বাইরে এনে তাঁর মাথায় মুকুট দিলেন ও তাঁকে সাক্ষ্য-কিতাব দিলেন এবং তাঁরা তাঁকে বাদশাহ্‌ করলেন ও অভিষেক করলেন; আর করতালি দিয়ে বললেন, বাদশাহ্‌ চিরজীবী হোন।

রাণী অথলিয়ার মৃত্যু

১৩ তখন অথলিয়া ধাবক সৈন্য ও লোকদের কোলাহল শুনে মাবুদের গৃহে লোকদের কাছে এল, ১৪ আর দৃষ্টিপাত করলো, আর দেখ, বাদশাহ্‌ যথারীতি মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং সেনাপতিরা ও তূরীবাদকরা বাদশাহ্‌র কাছে আছে এবং দেশের সমস্ত লোক আনন্দ করছে ও তূরী বাজাচ্ছে। তখন অথলিয়া তার কাপড় ছিঁড়ে 'রাজদ্রোহ, রাজদ্রোহ' বলে চেঁচিয়ে উঠলো। ১৫ কিন্তু ইমাম যিহোয়াদা সৈন্যদলের

[১১:২] কাজী ৯:৫।
[১১:৫] ১খান্দান ৯:২৫।
[১১:১০] ২শামু ৮:৭।
[১১:১২] হিজ ২৫:১৬; ২বাদশা ২৩:৩।
[১১:১২] জবুর ৪৭:১; ৯৮:৮; ইশা ৫৫:১২।
[১১:১৪] ১বাদশা ৭:১৫।
[১১:১৪] পয়দা ৩৭:২৯।
[১১:১৫] ১বাদশা ২:৩০।

দেখুন)।

১১:২ বাদশাহ্‌ যোরামের কন্যা, অহসিয়ের বোন। সম্ভবত যিহোরামের অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে তাঁর কন্যা যিহোশেবার জন্ম হয় এবং এ কারণে তিনি ছিলেন অহসিয়ের সৎ বোন। মহা ইমাম যিহোয়াদার সাথে তার বিয়ে হয় (২ খান্দান ২২:১১ দেখুন)।

যোয়াশকে ... তাঁর ধাত্রীর সঙ্গে। শিশু যোয়াশের বয়স তখন এক বছরও পূর্ণ হয়নি এবং তখনও তাঁকে স্তন্য পান করানো হত (আয়াত ৩, ১১ দেখুন)।

১১:৪ সপ্তম বছরে। অথলিয়ার রাজত্বের সপ্তম বছর।

শতপতি। ২ খান্দান ২৩:১ আয়াতে পাঁচ জন শতপতির নাম পাওয়া যায়, যারা প্রত্যেকে জন্মগতভাবে ইসরাইলীয় ছিলেন।

রক্ষক। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত কারিয়া থেকে আগত ভাড়াটে সৈন্য, যাদেরকে রাজকীয় রক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

নিজের কাছে মাবুদের গৃহে আনলেন। ২ খান্দান ২৩:২ আয়াত অনুসারে ষড়যন্ত্রে লেবীয়গণ ও এহুদার গোষ্ঠী প্রধানেরাও জড়িত ছিলেন।

১১:১০ দাউদ বাদশাহ্‌র যে বর্শা ও ঢাল মাবুদের গৃহে ছিল। হদ্‌দেষরের সাথে যুদ্ধে দাউদ স্বর্ণের তৈরি ঢালগুলোকে যুদ্ধের লুটকৃত মাল হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন এবং এর পর সেগুলোকে মাবুদের কাছে উৎসর্গ করে নিবেদন করেছিলেন (২ শামু ৮:৭-১১ দেখুন)। রহবিয়ামের রাজত্বকালে মিসরের বাদশাহ্‌ শীশক বায়তুল মোকাদ্দস ও রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করে দেন (১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৬ আয়াত দেখুন)। সম্ভবত সে সময় দাউদের এই ঢালগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এবং এগুলো শত্রুর হস্তগত হয় নি।

১১:১২ সাক্ষ্য-কিতাব। সম্ভবত, (১) দশ হুকুমনামা, অথবা (২) সিনাই পর্বতে প্রদত্ত সমগ্র শরীয়ত, অথবা (৩) শরীয়তের প্রতি বাদশাহ্‌র দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে লিখিত অন্য কোন কিতাব (দ্বি.বি. ১৭:১৪-২০ দেখুন; ১ শামু ১০:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)। সম্ভবত এখানে তৃতীয় সম্ভাবনাটিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য।

তাঁকে বাদশাহ্‌ করলেন ও অভিষেক করলেন। ১ শামু ২:১০; ৯:১৬; ১ বাদশাহ্‌ ১:৩৯ আয়াতের নোট দেখুন।

বাদশাহ্‌ চিরজীবী হোন। জবুর ৬২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:১৪ মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। এই মঞ্চ ছিল বায়তুল মোকাদ্দসের প্রধান প্রবেশ দ্বারের ছাদ, যা যাখীন ও বোয়স নামের দুটি স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে ছিল (২৩:৩; ১ বাদশাহ্‌ ৭:১৫-২২; ২ খান্দান ২৩:১৩ দেখুন)।

দেশের সমস্ত লোক। সম্ভবত অন্যতম প্রধান একটি ধর্মীয় উৎসব চলাকালে বিশ্রামবারের দিনে যিহোয়াদা এই অভ্যুত্থান ঘটাতে চেয়েছিলেন, যখন মাবুদের প্রতি বিশ্বস্ত এমন অনেক মানুষ সারা দেশ থেকে জেরুশালেমে এসে উপস্থিত হবে।

উপরে নিযুক্ত শতপতিদেরকে নির্দেশ দিলেন,
ওকে বের করে দুই শ্রেণীর মধ্য দিয়ে নিয়ে যাও;
যে ওর পিছনে যাবে, তাকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা
কর; কারণ ইমাম বলেছিলেন, সে যেন মাবুদের
গৃহের মধ্যে হত না হয়। ১৬ পরে লোকেরা তার
জন্য দুই সারি হয়ে পথ ছাড়লে সে অশ্ব-দ্বারের
পথ দিয়ে রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করলো এবং সেই
স্থানে হত হল।
১৭ যিহোয়াদা তারপর মাবুদ এবং বাদশাহ্ ও
লোকদের মধ্যে একটি নিয়ম করলেন যেন তারা
মাবুদের লোক হয়, বাদশাহ্‌র ও লোকদের
মধ্যেও নিয়ম করলেন। ১৮ পরে দেশের সমস্ত
লোক বালের মন্দিরে গিয়ে তা ভেঙ্গে ফেললো
এবং তার কোরবানগাহ্ ও সমস্ত মূর্তি একেবারে
চূর্ণ করলো ও কোরবানগাহ্‌গুলোর সম্মুখে বালের
পুরোহিত মত্তনকে হত্যা করলো। পরে ইমাম
মাবুদের গৃহের উপরে কর্মচারীদের নিযুক্ত
করলেন। ১৯ আর তিনি শতপতিদের এবং রক্ষক
ও ধাবক সেনাদেরকে ও দেশের সমস্ত লোককে
সঙ্গে নিলেন; তারা মাবুদের গৃহ থেকে
বাদশাহ্‌কে নিয়ে ধাবক সৈন্যের দ্বারের পথ দিয়ে
রাজপ্রাসাদে এল; আর তিনি রাজ-সিংহাসনে
বসলেন। ২০ তখন দেশের সমস্ত লোক আনন্দ
করলো এবং নগর সুস্থির হল; আর অথলিয়াকে
তারা রাজপ্রাসাদে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করেছিল।
২১ যিহোয়াশ সাত বছর বয়সে রাজত্ব করতে
আরম্ভ করেন।

এবাদতখানার মেরামত

১২ ১ যেহূর সপ্তম বছরে যিহোয়াশ রাজত্ব
করতে আরম্ভ করে জেরুশালেমে চল্লিশ
বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মায়ের নাম সিবিয়া,
তিনি বের-শেবা নিবাসীনী। ২ আর যতদিন
ইমাম যিহোয়াদা যিহোয়াশকে উপদেশ দিতেন,
ততদিন তিনি মাবুদের দৃষ্টিতে যা ন্যায্য তা-ই
করতেন। ৩ তবুও সমস্ত উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন হল
না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থলীতে কোরবানী
করতো ও ধূপ জ্বালাত।
৪ পরে যিহোয়াশ ইমামদেরকে বললেন,
পবিত্র বস্তু সম্বন্ধীয় যেসব টাকা মাবুদের গৃহে
আনা হয়, নিয়মিত টাকা– প্রত্যেক গণনা-করা
লোকের হিসেবে প্রাণীর মূল্যরূপে নিরূপিত টাকা
ও মানুষের মনের প্রবৃত্তি অনুসারে মাবুদের গৃহে
আনা টাকা, ৫ এ সব টাকা ইমামেরা নিজ নিজ
পরিচিত লোকদের হাত থেকে গ্রহণ করুক এবং

[১১:১৬] নহি ৩:২৮; ইয়ার ৩১:৪০।
[১১:১৭] হিজ ২৪:৮; ২শামু ৫:৩; ২খান্দান ১৫:১২; ২৩:৩; ২৯:১০; ৩৪:৩১; উজা ১০:৩।
[১১:১৮] ১বাদশা ১৮:৪০; ২বাদশা ১০:২৫; ২৩:২০।
[১১:২০] মেসাল ১১:১০; ২৮:১২; ২৯:২; ২ করহমং ১২।
[১২:১] ২বাদশা ১১:২।
[১২:২] দ্বি:বি ১২:২৫; ২শামু ৮:১৫।
[১২:৩] ১বাদশা ৩:৩; ২বাদশা ১৮:৪।
[১২:৪] হিজ ২৫:২; ৩৫:২৯।
[১২:৫] ২বাদশা ২২:৫।

১১:১৫ সে যেন মাবুদের গৃহের মধ্যে হত না হয়। যেন মাবুদের পবিত্র আবাস স্থল কলুষিত না হয় (হিজ ২১:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১:১৭ মাবুদ এবং বাদশাহ্ ও লোকদের মধ্যে একটি নিয়ম করলেন যেন তারা মাবুদের লোক হয়। সিনাই পর্বতে সম্পাদিত নিয়মের নবায়ন, যে নিয়মের মধ্য দিয়ে ইসরাইল মাবুদের নিজের জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল (হিজ ১৯:৫-৬; দ্বি.বি. ৪:২০)। এহুদা রাজ্যের রাজ পরিবার এবং জনগণ উভয়ের বহু দিনের ধর্মচ্যুতির কারণে দক্ষিণের রাজ্যের এই নতুন সূচনার মুহূর্তে মাবুদের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করার প্রয়োজন ছিল (১ শামু ১১:১৪-১৫; ১২:১৪-১৫, ২৪-২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

বাদশাহ্‌র ও লোকদের মধ্যেও নিয়ম করলেন। বাদশাহ্ ও জনগণের নিজ নিজ দায়িত্ব ও পরস্পরের প্রতি বাধ্যবাধকতা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হল, যেন তা মাবুদের সাথে ইসরাইলের সম্পর্কের সাথে তা সঙ্গতিপূর্ণ হয় (১ শামু ১০:২৫; ২ শামু ৫:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১:১৮ মূর্তি। পাথরের স্তম্ভ (১ বাদশাহ্ ১৪:২৩ আয়াতের নোট দেখুন) এবং আশেরা মূর্তি (১ বাদশাহ্ ১৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১:১৯ শতপতিদের এবং রক্ষক ও ধাবক সেনাদেরকে। ৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:২১ আয়াত ৩ দেখুন। মাবুদ জেরুশালেমে দাউদের গৃহের জন্য একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখলেন (১ বাদশাহ্ ১১:৩৬ দেখুন)।

১২:১ যেহূর সপ্তম বছরে। ৮৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১০:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

চল্লিশ বছর। ৮৩৫-৭৯৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

১২:২ যতদিন ইমাম যিহোয়াদা যিহোয়াশকে উপদেশ দিতেন। যিহোয়াদা মারা যাওয়ার পর যিহোয়াশ মাবুদের দিক থেকে মন সরিয়ে নিলেন (২ খান্দান ২৪:১৭-২৭ দেখুন)।

১২:৩ সমস্ত উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন হল না। এগুলো ছিল সেই সমস্ত উচ্চস্থলী যেখানে মাবুদের এবাদত না করে পৌত্তলিক দেবতাদের উপাসনা ও পূজা করা হত (১ বাদশাহ্ ১৫:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। এগুলোই ইসরাইল দেশে মূর্তি পূজার প্রচলন শুরু করার পেছনে অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করেছে (১ বাদশাহ্ ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১২:৪ পবিত্র বস্তু সম্বন্ধীয় যেসব টাকা ... মাবুদের গৃহে আনা টাকা। এই টাকা তিনটি ভিন্ন উৎস থেকে আনা হত। (১) প্রত্যেক গণনা-করা লোকের হিসেবে প্রাণীর মূল্যরূপে নিরূপিত টাকা। ২০ বছর বয়স হলে প্রত্যেক ইসরাইলীয় যুবককে সামরিক বাহিনীতে নাম লেখাতে হত এবং সেখানে অর্ধেক শেকেল অনুদান দিতে হত (৫:২৬ আয়াতের নোট দেখুন) যেন তা বায়তুল মোকাদ্দসের এবাদত বন্দেগীর কাজে ব্যবহার করা যায় (হিজ ৩০:১১-১৬; ৩৮:২৫-২৬ দেখুন)। (২) মানুষের মনের প্রবৃত্তি অনুসারে মাবুদের গৃহে আনা টাকা। বিভিন্ন ধরনের মানতের কথা এবং সেগুলোর জন্য কীভাবে অর্থমূল্য পরিশোধ করা হত সে বিষয়ে লেবীয় ২৭:১-২৫ আয়াতে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। (৩) বায়তুল মোকাদ্দসে স্বেচ্ছা দান আনা হত। স্বেচ্ছা দান ও কোরবানী সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন লেবীয় ২২:১৮-২৩; দ্বি.বি. ১৬:১০।

১২:৫ নিজ নিজ পরিচিত লোকদের। বায়তুল মোকাদ্দসের ব্যবস্থাপনার কাজে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা, যারা ইমামদের পক্ষ হয়ে লোকদের কোরবানী উৎসর্গ করার জন্য প্রদত্ত টাকা সংরক্ষণ ও হিসাব নিকাশের কাজ করত। গৃহের যে কোন স্থান ভেঙ্গে গেছে দেখা যাবে। যিহোয়াশের রাজত্ব শুরু হওয়ার ১২৪ বছর আগে বায়তুল মোকাদ্দসের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল (আয়াত ১; ১ বাদশাহ্ ৬:৩৮ আয়াতের নোট দেখুন)। কালের আবর্তে ক্ষয়

গৃহের যে কোন স্থান ভেঙ্গে গেছে দেখা যাবে,
তারা সেসব স্থান মেরামত করুক। ৬ কিন্তু
বাদশাহ্ যিহোয়াশের তেইশ বছর পর্যন্ত ইমামেরা
সেই গৃহের ভাঙ্গা স্থান মেরামত করেন নি।
৭ তাতে বাদশাহ্ যিহোয়াশ ইমাম যিহোয়াদা ও
অন্য ইমামদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা গৃহের
ভাঙ্গা স্থানগুলো কেন মেরামত করছো না?
অতএব এখন তোমরা পরিচিত লোকদের কাছ
থেকে আর টাকা নিও না, কিন্তু তা গৃহের ভাঙ্গা
স্থান সারাবার জন্য দিও। ৮ তখন ইমামেরা
স্বীকার করলেন যে, তাঁরা লোকদের কাছ থেকে
আর টাকা নেবেন না এবং গৃহের ভাঙ্গা স্থান
সারাবেন না।
৯ কিন্তু ইমাম যিহোয়াদা একটি সিন্দুক নিলেন
ও তার ঢাকনাতে একটি ছিদ্র করে কোরবানগাহ্র
কাছে মাবুদের গৃহের প্রবেশস্থানের দক্ষিণ পাশে
রাখলেন; আর দ্বার-রক্ষক ইমামেরা মাবুদের গৃহে
আনা সমস্ত টাকা তার মধ্যে রাখত। ১০ পরে
যখন তারা দেখতে পেল, সিন্দুকে অনেক টাকা
জমেছে, তখন বাদশাহ্র লেখক ও মহা-ইমাম
এসে মাবুদের গৃহে পাওয়া ঐ সমস্ত টাকা থলিতে
করে গণনা করতেন। ১১ পরে তাঁরা সেই
পরিমিত টাকা মাবুদের গৃহের তদারককারী
কর্মকারীদের হাতে দিতেন, আর তাঁরা মাবুদের
গৃহে কর্মরত ছুতার মিস্ত্রি ও গাঁথকদের, ১২ এবং
রাজমিস্ত্রি ও ভাস্করদেরকে তা দিতেন এবং
মাবুদের গৃহের ভাঙ্গা স্থান সারবার জন্য কাঠ ও
খোদাই-করা পাথর ক্রয় করার জন্য ও গৃহ
সারবার জন্য যা যা লাগতো সেসব কিছুর জন্য
তা ব্যয় করতেন। ১৩ কিন্তু মাবুদের গৃহের জন্য
রূপার বাটি, কর্তরী, গামলা, তূরী, কোন সোনার
পাত্র বা রূপার পাত্র মাবুদের গৃহে আনা সেই
রূপা দ্বারা তৈরি হল না; ১৪ কারণ তারা
কর্মকারীদেরকেই সেই টাকা দিতেন এবং তারা
তা নিয়ে মাবুদের গৃহ সারলেন। ১৫ কিন্তু তাঁরা
যাদের হাতে টাকা দিতেন, সেই তদারকারী
কর্মকারীদের কাছ থেকে কোন হিসাব নিতেন
না, কেননা তারা বিশ্বস্তভাবে কাজ করতেন।
১৬ দোষ-কোরবানী ও গুনাহ্-কোরবানী সম্বন্ধীয়
যে টাকা, তা মাবুদের গৃহে আনা হত না; তা
ইমামদেরই হত।

অরামের বাদশাহ্ হসায়েলের আগ্রাসন

১৭ ঐ সময়ে অরামের বাদশাহ্ হসায়েল
গাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন ও তা অধিকার

[১২:৯] মার্ক ১২:৪১; লূক ২১:১।
[১২:১০] ২শামু ৮:১৭।
[১২:১২] ২বাদশা ২২:৫-৬।
[১২:১৩] ১বাদশা ৭:৪৮-৫১।
[১২:১৫] ২বাদশা ২২:৭; ১করি ৪:২।
[১২:১৬] লেবীয় ৫:১৪-১৯।
[১২:১৭] ২বাদশা ৮:১২।

পাওয়ার সাথে সাথে মেরামত করার কাজও তেমন হয় নি এবং অথলিয়ার রাজত্বকালে বায়তুল মোকাদ্দস পুরোপুরি অবহেলায় পড়ে ছিল (২ খান্দান ২৪:৭ দেখুন)।

১২:৬ বাদশাহ্ যিহোয়াশের তেইশ বছর। সম্ভবত বাদশাহ্ যিহোয়াশের রাজত্বের তেইশ বছর হওয়ার মাত্র কিছু দিন আগে তিনি এই পরিকল্পনা করেছিলেন। কাজেই এখন ত্রিশ বছর বয়স হওয়াতে তিনি তাঁর রাজকীয় দায়িত্বে পরিপূর্ণভাবে নিযুক্ত হতে চাইছেন এবং বায়তুল মোকাদ্দসের মেরামত কাজের ভার নিতে চাইলেন।

১২:৭ পরিচিত লোকদের কাছ থেকে আর টাকা নিও না। ৪ আয়াতে টাকা আয়ের যে উৎসগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো থেকে ইমামদের টাকা না নিতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

১২:৮ ইমামেরা স্বীকার করলেন। আপাতদৃষ্টিতে তারা একটি সমঝোতায় পৌঁছুলেন। ইমামেরা আর লোকদের কাছ থেকে টাকা নেবেন না, কিন্তু যে টাকা তারা ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছেন সেগুলো তারা এবাদত খানা মেরামতের কাজেও ব্যয় করবেন না।

১২:৯ দ্বার-রক্ষক ইমামেরা। তিন জন উচ্চ পদস্থ ইমামকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যেন তারা এবাদতখানায় কোন নাপাক মানুষ বা প্রাণীর প্রবেশ প্রতিহত করতে পারেন (২৫:১৮; ইয়ার ৫২:২৪ দেখুন)। মাবুদের গৃহে আনা সমস্ত টাকা তার মধ্যে রাখত। যখন লোকেরা নিশ্চিত হল যে, তাদের দেওয়া সমস্ত টাকা এবাদত খানার মেরামতের কাজে ব্যয় করা হবে, তখন তারা আরও উদার চিত্তে দান করতে শুরু করল। বাদশাহ্ যিহোয়াশের আমলে এই কাজের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে জানতে দেখুন ২২:৩-৭ আয়াত।

১২:১০ বাদশাহ্র লেখক। ২ শামু ৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। এবাদত খানার অর্থ সংক্রান্ত দায়িত্ব নির্বাহ করার জন্য বাদশাহ্ যিহোয়াশ সরাসরি রাজ কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন।

১২:১১ গৃহের তদারককারী কর্মকারী। পুরো বিষয়টি ইমামদের হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

১২:১৩ মাবুদের গৃহের জন্য ... কোন সোনার পাত্র বা রূপার পাত্র। সমস্ত টাকা প্রাথমিকভাবে এবাদতখানার মেরামতের কাজে ব্যয় করা হয়েছিল। মেরামত কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে টাকা উদ্বৃত্ত ছিল তা দিয়ে এবাদতখানার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রূপা ও সোনার জিনিসপত্র কেনা হয়েছিল (২ খান্দান ২৪:১৪ দেখুন)।

১২:১৬ দোষ-কোরবানী ও গুনাহ্-কোরবানী সম্বন্ধীয় যে টাকা। দোষ-কোরবানীর সাথে ইমামদের অর্থ আয়ের সম্পর্ক জানতে লেবীয় ৫:১৬; ৬:৫; শুমারী ৫:৭-১০ আয়াত দেখুন।

১২:১৭ ঐ সময়ে। এই ঘটনাগুলো নিশ্চয়ই বাদশাহ্ যিহোয়াশের রাজত্বের শেষ দিকে ঘটেছিল। ২ খান্দান ২৪:১৭-২৪ আয়াত থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, যিহোয়াদার মৃত্যুর পর যিহোয়াশ যখন মাবুদের দিক থেকে মন সরিয়ে ফেললেন তখন অরামীয়দের এই আক্রমণ ঘটেছিল। যিহোয়াদার পুত্র জাকারিয়াকে পাথর ছুড়ে হত্যা করার মধ্য দিয়ে যিহোয়াশের ধর্মচ্যুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল (২ খান্দান ২৪:২২)। সম্ভবত রাজত্বের শুরুর দিকে মাবুদের এবাদতখানার প্রতি যিহোয়াশের বিশেষ দুর্বলতা থাকার কারণে বাদশাহ্নামা কিতাবের লেখক এই বিষয়গুলোকে এখানে আনেন নি।

হসায়েল। ৮:৭-১৫; ১০:৩২-৩৩; ১৩:৩, ২২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১ বাদশাহ্ ১৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

গাত। ফিলিস্তিনের অন্যতম প্রধান একটি নগর (ইউসা ১৩:৩ দেখুন) যা বাদশাহ্ দাউদ অধিকার করেছিলেন (১ খান্দান ১৮:১) এবং রহবিয়ামের রাজত্বকাল পর্যন্ত তা এহুদা রাজ্যের অধীনস্থ ছিল (২ খান্দান ১১:৮)। এহুদার বাদশাহ্ যিহোয়াশের

করলেন; পরে হসায়েল জেরুশালেমের বিরুদ্ধেও
যাত্রা করতে উদ্যত হলেন। [১৮] তাতে এহুদার
বাদশাহ্‌ যিহোয়াশ তাঁর পূর্বপুরুষদের অর্থাৎ
এহুদার যিহোশাফট, যিহোরাম ও অহসিয়
বাদশাহ্‌র পবিত্রীকৃত সমস্ত বস্তু ও তার নিজের
পবিত্রীকৃত সমস্ত বস্তু এবং মাবুদের গৃহের
ভাণ্ডারে ও রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে যত সোনা
পাওয়া গেল, সেসব নিয়ে অরামের বাদশাহ্‌
হসায়েলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, তাতে তিনি
জেরুশালেমের সম্মুখ থেকে ফিরে গেলেন।
[১৯] যোয়াশের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত ও সমস্ত
কাজের বিবরণ কি এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-
পুস্তকে লেখা নেই? [২০] পরে যোয়াশের
গোলামেরা চক্রান্ত করলো এবং সিল্লাগামী
পথস্থিত মিল্লো নামক বাড়িতে তাঁকে আক্রমণ
করলো। [২১] ফলে শিমিয়তের পুত্র যোষাখর ও
শোমরের পুত্র যিহোষাবদ নামে তাঁর দুই গোলাম
তাঁকে আক্রমণ করলে তিনি ইন্তেকাল করলেন;
পরে লোকেরা দাউদ-নগরে তাঁর পূর্বপুরুষদের
সঙ্গে তাঁকে কবর দিল এবং তাঁর পুত্র অমৎসিয়
তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।

[১২:১৮] ১বাদশা ১৫:১৮; ২খান্দান ২১:১৬-১৭।
[১২:২০] ২বাদশা ১৪:১৯; ১৫:১০, ১৪, ২৫, ৩০; ২১:২৩; ২৫:২৫।
[১৩:২] ১বাদশা ১২:২৬-৩৩।
[১৩:৩] দ্বি:বি ৩১:১৭।
[১৩:৪] শুমারী ১০:৯; ২শামু ৭:১০।
[১৩:৫] পয়দা ৪৫:৭; দ্বি:বি ২৮:২৯; কাজী ২:১৮।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যিহোয়াহস

১৩ [১] অহসিয়ের পুত্র এহুদার বাদশাহ্‌
যোয়াশের তেইশ বছরে যেহূর পুত্র
যিহোয়াহস সামেরিয়ায় ইসরাইলে রাজত্ব করতে
শুরু করেন এবং সতের বছর রাজত্ব করেন।
[২] মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই তিনি করতেন
এবং নবাটের পুত্র ইয়ারাবিম যেসব গুনাহ্‌ দ্বারা
ইসরাইলকে গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন, তাঁর সেসব
গুনাহ্‌র অনুগামী হলেন– তা থেকে ফিরলেন না।
[৩] তখন ইসরাইলের বিরুদ্ধে মাবুদের ক্রোধ
প্রজ্বলিত হল, আর তিনি অরামের বাদশাহ্‌
হসায়েল ও হসায়েলের পুত্র বিন্‌হদদের হাতে
তাদেরকে তুলে দিলেন, তারা যিহোয়াহসের
সমস্ত রাজত্ব কাল তাঁদের অধীন হয়ে রইলো।
[৪] পরে যিহোয়াহস মাবুদের কাছে ফরিয়াদ
জানালেন, আর মাবুদ তাঁর মুনাজাতে কান
দিলেন, কেননা অরামের বাদশাহ্‌ ইসরাইলে যে
জুলুম করতেন, সেই জুলুম তিনি দেখলেন।
[৫] আর মাবুদ ইসরাইলকে এক জন উদ্ধারকর্তা
দিলেন, তাতে তারা অরামের হাত থেকে উদ্ধার
পেল এবং বনি-ইসরাইল আগের মত যার যার

রাজত্বের পরবর্তী দিনগুলো (৮৩৫-৭৯৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যিহোয়াহসের রাজত্বকালে (৮১৪-৭৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; ১৩:৩,৭ আয়াত দেখুন), অরামীয়রাই বলতে গেলে উত্তরের রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করছিল এবং এ কারণে তারা সামান্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও ফিলিস্তিন ও এহুদা রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে পেরেছিল। জেরুশালেমের বিরুদ্ধেও যাত্রা করতে উদ্যত হলেন। ২ খান্দান ২৪:২৩-২৪ আয়াত দেখুন।

১২:১৮ পবিত্রীকৃত সমস্ত বস্তু ... সোনা ... হসায়েলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বেশ আগে আদশাহ্‌ আসা এ ধরনের উপহার পাঠিয়ে অরামীয়দের কাছ থেকে সুরক্ষা লাভের সহযোগিতা কামনা করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১৫:১৮ দেখুন)।

১২:১৯ এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৯ আয়াতের নোট দেখুন। বাদশাহ্‌ যিহোয়াশের রাজত্বের আরও পূর্ণ বিবরণ ২ খান্দান ২২:১০ – ২৪:২৭ আয়াতে পাওয়া যায়।

১২:২০ চক্রান্ত করলো। যিহোয়াদার পুত্র জাকারিয়াকে হত্যা করার কারণে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই চক্রান্ত করা হয় (২ খান্দান ২৪:২৫)।

মিল্লো নামক বাড়ি। মিল্লো শব্দের অর্থ জানার জন্য কাজী ৯:৬ আয়াত দেখুন। এখানে সম্ভবত কোন বিশেষ গৃহের কথা বোঝানো হয়েছে (সম্ভবত বাদশাহ্‌র কোন বাসভবন) যা দাউদের পুরানো শহর “মিল্লো”তে নির্মিত হয়েছিল (২ শামু ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন; ১ বাদশাহ্‌ ১১:২৭ দেখুন)। এই হত্যাকাণ্ড ঘটার সময় বাদশাহ্‌ সম্ভবত তাঁর দেহরক্ষী বাহিনী নিয়ে সাময়িকভাবে সেখানে অবস্থান করছিলেন; খান্দাননামা কিতাবে বলা হয়েছে তাঁকে তাঁর বিছানায় হত্যা করা হয়েছিল (২ খান্দান ২৪:২৫)।

১২:২১ তাঁর দুই গোলাম। অম্মোনীয় ও মোয়াবীয় দুই মায়ের দুই পুত্র (২ খান্দান ২৪:২৬)। সম্ভবত এরা ছিল ভাড়াটে সৈন্য যাদেরকে যে কেউ টাকা বিনিময়ে ভাড়া করতে পারত। তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তাঁকে কবর দিল। ২ খান্দান ২৪:২৫ আয়াত দেখুন। তাঁর পুত্র অমৎসিয় তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন। অমৎসিয়ের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানার জন্য ১৪:১-২২ আয়াত দেখুন।

১৩:১ বাদশাহ্‌ যোয়াশের তেইশ বছরে। ৮১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১২:১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের ভূমিকা। খান্দাননামা দেখুন)।

সতের বছর। ৮১৪-৭৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

১৩:২ ইয়ারাবিম যেসব গুনাহ্‌ ... করিয়েছিলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৬-৩২; ১৩:৩৩-৩৪; ১৪:১৬ আয়াত দেখুন।

১৩:৩ হসায়েল। ৮:১২,১৩,১৫; ১০:৩৩; ১ বাদশাহ্‌ ১৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

বিন্‌হদদ। আয়াত ২৪ দেখুন। তৃতীয় বিন্‌হদদ ৭৯৬-৭৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

১৩:৪ মাবুদ তাঁর মুনাজাতে কান দিলেন। যদিও যিহোয়াহসের জীবদ্দশায় উদ্ধার আসে নি (আয়াত ২২ দেখুন), তথাপি মাবুদ তাঁর লোকদের গুনাহ্‌ সত্ত্বেও তাদের প্রতি দয়ালু ছিলেন, কারণ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের সাথে তিনি নিয়ম স্থাপন করেছিলেন (আয়াত ২৩ দেখুন)।

১৩:৫ ইসরাইলকে এক জন উদ্ধারকর্তা দিলেন। সম্ভবত (১) আশেরীয় শাসক তৃতীয় অদদ্‌নিরারি (৮১০-৭৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), যিনি ৮০৬ ও ৮০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দামেস্কে অরামীয়দের আক্রমণ করার কারণে ইসরাইলীয়রা সমগ্র ইসরাইলের উপরে অরামীয়দের নিয়ন্ত্রণ ভঙ্গ করতে সক্ষম হয়েছিল (আয়াত ১৫; ১৪:২৫ দেখুন); অথবা (২) যিহোয়াহসের পুত্র যিহোয়াশ (আয়াত ১৭,১৯,২৫); অথবা (৩) তৃতীয় ইয়ারাবিম। আশেরীয় বাহিনী অরামীয়দের সামরিক ক্ষমতা বিনষ্ট করে দেওয়ার পর তিনি ইসরাইলের সীমান্তরেখা উত্তরে সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন (আয়াত ১৪:২৫,২৭ দেখুন)।

তাঁবুতে বাস করতে লাগল। ৬ তবুও ইয়ারাবিম যেসব গুনাহ্‌ দ্বারা ইসরাইলকে গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন, তাঁর কুলের সেসব গুনাহ্‌ থেকে তারা ফিরল না, সেই পথে চলতো, আর সামেরিয়াতে আশেরা-মূর্তিও রইলো। ৭ বাস্তবিক, অরামের বাদশাহ্‌ কেবল পঞ্চাশ জন ঘোড়সওয়ার, দশটি রথ ও দশ হাজার পদাতিক ছাড়া যিহোয়াহসের জন্য অন্য কোন সৈন্য অবশিষ্ট রাখেন নি; তিনি তাদেরকে বিনষ্ট করেছিলেন, দলনীয় ধূলিকণার সমান করেছিলেন।

৮ যিহোয়াহসের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত, সমস্ত কাজের বিবরণ ও তাঁর বিক্রমের কথা কি ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে লেখা নেই? ৯ পরে যিহোয়াহস তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন, আর সামেরিয়াতে তাঁকে দাফন করা হল এবং তাঁর পুত্র যোয়াশ তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।

১০ এহুদার বাদশাহ্‌ যোয়াশের সাঁইত্রিশ বছরে যিহোয়াহসের পুত্র যিহোয়াশ সামেরিয়াতে ইসরাইলে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন এবং ষোল বছর রাজত্ব করেন। ১১ মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তিনি তা-ই করতেন; নবাটের পুত্র ইয়ারাবিম যেসব গুনাহ্‌ দ্বারা ইসরাইলকে গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন, তাঁর সেসব গুনাহ্‌ থেকে ফিরলেন না— সেই পথে চলতেন। ১২ যোয়াশের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত ও সমস্ত কাজ এবং যে বিক্রমের দ্বারা তিনি এহুদার বাদশাহ্‌ অমৎসিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, সেসব কথা কি ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে লেখা নেই? ১৩ পরে যোয়াশ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন; আর ইয়ারাবিম তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন; এবং যোয়াশকে ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের সঙ্গে সামেরিয়ায় দাফন করা হল।

[১৩:৬] ১বাদশা ১২:৩০।
[১৩:৭] ২শামু ২২:৪৩।
[১৩:১২] ২বাদশা ১৪:১৫।
[১৩:১৩] ২বাদশা ১৪:২৩; হোশেয় ১:১।
[১৩:১৪] ২বাদশা ২:১২।
[১৩:১৫] ১শামু ২০:২০।
[১৩:১৭] ইউসা ৮:১৮।

হযরত আল-ইয়াসার মৃত্যু

১৪ আল-ইয়াসা অসুস্থ হলেন, সেই অসুস্থতাতেই তাঁর মৃত্যু হয়; আর ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যোয়াশ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর মুখের উপরে হেঁট হয়ে কেঁদে কেঁদে বললেন, হে আমার পিতা, হে আমার পিতা, ইসরাইলের রথগুলো ও ঘোড়-সওয়ারগণ। ১৫ তখন আল-ইয়াসা তাঁকে বললেন, আপনি তীর-ধনুক নিন। তিনি তীর-ধনুক নিলেন। ১৬ পরে তিনি ইসরাইলের বাদশাহ্‌কে বললেন, ধনুকের উপরে হাত রাখুন। তিনি হাত রাখলেন। পরে আল-ইয়াসা বাদশাহ্‌র হাতের উপরে তাঁর হাত রাখলেন, ১৭ আর বললেন, পূর্ব দিকের জানালা খুলুন। তিনি খুললেন। পরে আল-ইয়াসা বললেন, তীর নিক্ষেপ করুন। তিনি নিক্ষেপ করলেন। তখন আল-ইয়াসা বললেন, এ

১৩:৬ আশেরা-মূর্তিও রইলো। এই মূর্তিগুলো বাদশাহ্‌ আহাব স্থাপন করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১৬:৩৩ আয়াত দেখুন)। যখন যেহূ বাল দেবতার পূজা সামেরিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান চালাচ্ছিলেন হয় তখন এগুলো রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল (১০:২৭-২৮ দেখুন), নতুবা যিহোয়াহসের রাজত্বের সময় এগুলো নতুন করে স্থাপন করা হয়েছিল।

১৩:৭ দশটি রথ। বস্তুত এটি ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এর সাথে তুলনা করুন বাদশাহ্‌ আহাবের ২,০০০ রথ, যা ৮৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কারকারে আশেরীয় বাহিনীর বিপক্ষে যুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিল (১ বাদশাহ্‌ ২২:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

দশ হাজার পদাতিক। কারকারের যুদ্ধে আশেরীয়দের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য মিত্রবাহিনীতে আহাব দশ হাজার পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। সে সময় এই সংখ্যা ছিল ইসরাইলের পুরো সৈন্য বাহিনীর এক সামান্য অংশ মাত্র, যা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসরাইলের সৈন্য বাহিনীর মোট সংখ্যা। ৮৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আহাব এক দিনে অরামীয়দের ১ লক্ষ পদাতিক সৈন্য হত্যা করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ২০:২৯ দেখুন)।

১৩:৮ ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:৯ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:১০ বাদশাহ্‌ যোয়াশের সাঁইত্রিশ বছরে। ৭৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১২:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

ষোল বছর। ৭৯৮-৭৮২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

১৩:১১ ইয়ারাবিম যেসব ... গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৬-৩২; ১৩:৩৩-৩৪; ১৪:১৬ দেখুন।

১৩:১২ বাদশাহ্‌ অমৎসিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ। ১৪:৮-১৪; ২ খান্দান ২৫:১৭-২৪ আয়াত দেখুন।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৯।

১৩:১৩ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন। ইয়ারাবিম তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন। দ্বিতীয় ইয়ারাবিমের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানার জন্য ১৪:২৩-২৯ আয়াত দেখুন।

১৩:১৪ আল-ইয়াসা অসুস্থ হলেন। আল-ইয়াসা সম্পর্কে পূর্ববর্তী সর্বশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় ৯ অধ্যায়ে। ৮৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যেহূকে অভিষিক্ত করা (১০:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন) এবং ৭৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যিহোয়াস রাজত্ব শুরু করার পর থেকে (১০ আয়াতের নোট দেখুন) প্রায় ৪৩ বছর আল-ইয়াসার আর কোন কর্মকাণ্ডের বিবরণ দেওয়া হয় নি। ইলিয়াসের সাথে আল-ইয়াসার সম্পর্কে ভিত্তি ধরে বলা যায় তিনি নিশ্চয়ই ৮৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেরও আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ৮০ বছরের বেশি সময় জীবিত ছিলেন। ইসরাইলের রথগুলো ও ঘোড়সওয়ারগণ। ইসরাইলের সামরিক সাফল্য অর্জনে ইসরাইলীয় বাহিনীর চেয়ে আল-ইয়াসার ভূমিকার তাৎপর্য যে আরও বেশি ছিল তা প্রকাশের একটি ভঙ্গি (২:১২; ৬:১৩, ১৬-২৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩:১৬ আল-ইয়াসা বাদশাহ্‌র হাতের উপরে তাঁর হাত রাখলেন। এই প্রতীকী কাজের মধ্য দিয়ে আল-ইয়াসা ইঙ্গিত করলেন যে, অরামীয়দের বিপক্ষে যুদ্ধে যোয়াশ মাবুদের দোয়া সাথে নিয়েই যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন।

১৩:১৭ পূর্ব দিকের জানালা। জর্ডান অঞ্চলের দিকে মুখ করে

মাবুদের বিজয়-তীর, অরামের বিপক্ষে বিজয়-
তীর, কেননা আপনি অফেকে অরামীয়দেরকে
আক্রমণ করবেন, করতে করতে তাদেরকে
নিঃশেষ করবেন। ১৮ পরে তিনি বললেন, ঐ
সমস্ত তীর নিন। বাদশাহ্‌ সেগুলো নিলেন। তখন
তিনি ইসরাইলের বাদশাহ্‌কে বললেন, ভূমিতে
আঘাত করুন; বাদশাহ্‌ তিনবার আঘাত করে
ক্ষান্ত হলেন। ১৯ তখন আল্লাহ্‌র লোক তাঁর প্রতি
ক্রুদ্ধ হলেন, বললেন, পাঁচ ছয়বার আঘাত করতে
হত, করলে অরামকে নিঃশেষ করণ পর্যন্ত
আঘাত করতেন, কিন্তু এখন অরামকে মাত্র
তিনবার আঘাত করবেন।
২০ পরে আল-ইয়াসার মৃত্যু হল ও লোকেরা
তাঁকে দাফন করলো। তখন মোয়াবীয় লুণ্ঠনকারী
সৈন্যদল বসন্তকালে দেশে এসে প্রবেশ করলো।
২১ আর লোকেরা একটা লোককে কবর দিচ্ছিল,
আর দেখ, তারা এক লুণ্ঠনকারী সৈন্যদল দেখে
সেই লাশ আল-ইয়াসার কবরে ফেলে দিল; তখন
সেই ব্যক্তি প্রবিষ্ট হয়ে আল-ইয়াসার অস্থি স্পর্শ
করামাত্র জীবিত হয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো।

নগরগুলোর পুনর্দখল

২২ যিহোয়াহসের সময়ে অরামের বাদশাহ্‌
হসায়েল ইসরাইলের উপরে সব সময়ই জুলুম
করতেন। ২৩ কিন্তু মাবুদ ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও
ইয়াকুবের সঙ্গে যে নিয়ম করেছিলেন, তার
দরুন তাদের প্রতি রহমত ও করুণা করলেন,
তাদের সপক্ষ রইলেন, তাদেরকে বিনষ্ট করতে
চাইলেন না, তখনও পর্যন্ত তিনি নিজের সম্মুখ
থেকে দূর করতে চাইলেন না।
২৪ পরে অরামের বাদশাহ্‌ হসায়েলের মৃত্যু
হল এবং তাঁর পুত্র বিন্‌হদদ তাঁর পদে বাদশাহ্‌
হলেন। ২৫ যিহোয়াশের পিতা যিহোয়াহসের হাত
থেকে হসায়েল যেসব নগর যুদ্ধে অধিকার
করেছিলেন, সেসব নগর যিহোয়াহসের পুত্র
যিহোয়াশ হসায়েলের পুত্র বিন্‌হদদের হাত
থেকে পুনরায় অধিকার করলেন। যোয়াশ তাঁকে
তিন বার আঘাত করে ইসরাইলের ঐ সমস্ত
নগর পুনর্বার নিলেন।

[১৩:২০] ২বাদশা ৫:২।
[১৩:২১] মথি ২৭:৫২।
[১৩:২২] ১বাদশা ১৯:১৭।
[১৩:২৩] হিজ ৩৩:১৫; ২বাদশা ১৭:১৮; ২৪:৩, ২০।
[১৩:২৫] ২বাদশা ১০:৩২।

এহুদার বাদশাহ্‌ অমৎসিয়

১৪ ১ ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যোয়াহসের পুত্র
যোয়াশের দ্বিতীয় বছরে এহুদার
বাদশাহ্‌ যোয়াশের পুত্র অমৎসিয় রাজত্ব করতে
আরম্ভ করেন। ২ তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজত্ব
করতে আরম্ভ করে জেরুশালেমে উনত্রিশ বছর
রাজত্ব করেন; তাঁর মায়ের নাম যিহোয়দ্দিন,
তিনি জেরুশালেম-নিবাসী। ৩ মাবুদের দৃষ্টিতে
যা ন্যায্য, অমৎসিয় তা করতেন, তবুও তাঁর
পূর্বপুরুষ দাউদের মত করতেন না; তিনি তাঁর

থাকা জানালা, যে অঞ্চল অরামীয়রা নিয়ন্ত্রণ করছিল (১০:৩২-৩৩ আয়াত দেখুন)।

অফেক। প্রায় ৬০ বছর আগে বাদশাহ্‌ আহাব অফেকে অরামীয় বাহিনী ও দ্বিতীয় বিন্‌হদদের সাথে প্রতারণা করে যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ২০:২৬-৩০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩:১৮ তিনবার আঘাত করে ক্ষান্ত হলেন। আল-ইয়াসার নির্দেশের এই প্রতিক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ্‌র জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের প্রতি অপর্যাপ্ত উৎসাহের কথাই প্রকাশ করে।

১৩:১৯ মাত্র তিনবার আঘাত করবেন। তীর দিয়ে মাটিতে আঘাত করার ক্ষেত্রে বাদশাহ্‌ যোয়াশের পরিমিত উৎসাহ নির্দেশ করে যে, অরামীয়দের বিপক্ষে তাঁর বিজয়ও পরিমিত হবে। তবে যোয়াশের পুত্র দ্বিতীয় ইয়ারাবিম অরামীয়দের উপরে পূর্ণ বিজয় লাভ করবেন (১৪:২৫,২৮ দেখুন)।

১৩:২১ আল-ইয়াসার অস্থি স্পর্শ করামাত্র জীবিত হয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। আল-ইয়াসার ভেতরে আল্লাহ্‌র জীবন দানকারী যে শক্তি ছিল, সেটি পুরাতন নিয়মের আল-ইয়াসা সম্পর্কে শেষ আয়াতে আরেকবার প্রকাশ পেল (এর আগে এ ধরনের ক্ষমতার প্রকাশ সম্পর্কে জানতে দেখুন ৪:৩২-৩৭ ও ১ বাদশাহ্‌ ১৭:১৭-২৪; মৃত্যুর আগেই বেহেশতে ইলিয়াসের আরোহণ সম্পর্কে জানতে দেখুন ২:১১-১২)।

১৩:২৩ তখনও পর্যন্ত। যে উৎসের উপর নির্ভর করে লেখক এই কথাগুলো লিখেছেন সেই উৎসের রচনার সময়কাল পর্যন্ত (১ বাদশাহ্‌ ৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের ভূমিকা। লেখক, উৎস ও সময়কাল দেখুন)।

তাদেরকে বিনষ্ট করতে চাইলেন না ... দূর করে দিতে চাইলেন না। মাবুদ তাঁর করুণা ও দয়ার গুণে তাঁর লোকদের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু ছিলেন এবং কেনান দেশ থেকে নির্বাসিত হওয়ার যে শরীয়তী শাস্তি তা তিনি তাদের উপরে সম্পূর্ণভাবে আরোপ করলেন না (১০:৩২ আয়াতের নোট দেখুন)। এই শাস্তি স্থগিত করার কারণে ইসরাইল জাতি অনুতাপ ও মন পরিবর্তনে করে শরীয়তের বিশ্বস্ততা ও বাধ্যতার অধীনে ফিরে আসার সুযোগ লাভ করল।

১৩:২৪ বিন্‌হদদ। ৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:২৫ যিহোয়াহসের হাত থেকে হসায়েল যেসব নগর যুদ্ধে অধিকার করেছিলেন। সম্ভবত জর্ডানের পূর্ব দিকের নগরগুলো, যেহেতু জর্ডানের পূর্ব দিকের এলাকাগুলো যেহূর আমলেই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল (১০:৩২-৩৩ আয়াত দেখুন)। দ্বিতীয় ইয়ারাবিমের সময়ের আগ পর্যন্ত জর্ডানের পূর্ব দিকের এলাকাটি ইসরাইলের জন্য পুরোপুরি উদ্ধার করা যায় নি (১৪:২৫ আয়াত দেখুন)।

তিন বার। আল-ইয়াসার ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সাধন হল (আয়াত ১৯)।

১৪:১ যোয়াশের দ্বিতীয় বছরে। ৭৯৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। (১৩:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:২ উনত্রিশ বছর। ৭৯৬-৭৬৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। অমৎসিয়ের ২৯ বছরের রাজত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাঁর পুত্র অসরিয়ের সাথে সহ-শাসনের ২৪ বছর (১৪:২১; ১৫:১-২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:৩ তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদের মত করতেন না। অমৎসিয় পুরোপুরিভাবে মূর্তিপূজার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি (২ খান্দান ২৫:১৪-১৬)। মাবুদের প্রতি আনুগত্যের বিচার করলে তাঁর পূর্বপুরুষ আসা এবং যিহোশাফটের চেয়েও তাঁর আনুগত্য কম ছিল (১ বাদশাহ্‌ ৩:৪; ১১:১৪; ১৫:১১,১৪; ২২:৪৩ দেখুন)।

পিতা যোয়াশের মতই সমস্ত কাজ করতেন।
৪ তবুও সমস্ত উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন হল না; লোকেরা
তখনও উচ্চস্থলীতে কোরবানী করতো ও ধূপ
জ্বালাত।
৫ রাজ্য তাঁর হাতে স্থির হওয়ার পর তাঁর যে
গোলামেরা তাঁর পিতা বাদশাহ্‌কে হত্যা করেছিল
তাদেরকে তিনি হত্যা করলেন। ৬ কিন্তু তিনি
মূসার শরীয়ত-কিতাবে লেখা নির্দেশ অনুসারে
সেই হত্যাকারীদের সন্তানদেরকে হত্যা করলেন
না, যেমন মাবুদ হুকুম দিয়েছিলেন, "সন্তানের
জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য সন্তানের
প্রাণদণ্ড করা যাবে না; প্রত্যেক জন যার যার
গুনাহ্‌র দরুণই মরতে হবে।"
৭ তিনি লবণ-উপত্যকায় ইদোমের দশ হাজার
লোককে হত্যা করলেন ও যুদ্ধ দ্বারা সেলা
অধিকার করে তার নাম যক্তেল রাখলেন; আজও
তা রয়েছে।
৮ সেই সময় অমৎসিয় দূত পাঠিয়ে যেহূর
পৌত্র যিহোয়াহসের পুত্র ইসরাইলের বাদশাহ্‌
যিহোয়াশকে বললেন, এসো, আমরা পরস্পর
মুখ দেখাদেখি করি। ৯ ইসরাইলের বাদশাহ্‌
যিহোয়াশ এহুদার বাদশাহ্‌ অমৎসিয়ের কাছে
লোক পাঠিয়ে বললেন, লেবাননস্থ শিয়ালকাঁটা
লেবাননস্থ এরস গাছের কাছে বলে পাঠাল,
আমার পুত্রের সঙ্গে তোমার কন্যার বিয়ে দাও;
ইতোমধ্যে লেবাননস্থ একটি বন্য পশু চলতে
চলতে সেই শিয়ালকাঁটা দলন করে ফেলে।
১০ তুমি ইদোমকে আঘাত করেছ বলে তোমার
অন্তর গর্বিত হয়েছে; নিজের বড়াই কর ও ঘরে
বসে থাক; অমঙ্গল চেয়ে বিরোধ করতে কেন
প্রবৃত্ত হবে? এবং তোমার ও এহুদার উভয়ের
কেন ধ্বংস ডেকে আনবে? কিন্তু অমৎসিয় কথা
শুনলেন না।
১১ অতএব ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যিহোয়াশ
যুদ্ধযাত্রা করলেন এবং এহুদার অধিকারস্থ
বৈৎশেমশে তিনি ও এহুদার বাদশাহ্‌ অমৎসিয়
পরস্পর মুখ দেখাদেখি করলেন। ১২ তখন
ইসরাইলের সম্মুখে এহুদা পরাজিত হল, আর
প্রত্যেকে যার যার তাঁবুতে পালিয়ে গেল।
১৩ আর ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যিহোয়াশ বৈৎ-
শেমশে অহসিয়ের পৌত্র যিহোয়াশের পুত্র
এহুদার বাদশাহ্‌ অমৎসিয়কে বন্দী করে
জেরুশালেমে আসলেন এবং আফরাহীমের দ্বার
থেকে কোণের দ্বার পর্যন্ত জেরুশালেমের চার
শত হাত প্রাচীর ভেঙ্গে ফেললেন। ১৪ আর তিনি
মাবুদের গৃহে ও রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে পাওয়া
সমস্ত সোনা ও রূপা ও সমস্ত পাত্র এবং বন্ধক
হিসেবে কতকগুলো মানুষকে নিয়ে সামেরিয়াতে

[১৪:৪] ২বাদশা ১২:৩।
[১৪:৫] ২বাদশা ২১:২৪।
[১৪:৬] শুমারী ২৬:১১; আইউ ২১:২০; ইয়ার ৩১:৩০; ৪৪:৩; ইহি ১৮:৪, ২০।
[১৪:৭] ২শামু ৮:১৩।
[১৪:৯] কাজী ৯:৮-১৫।
[১৪:১০] ২খান্দান ২৬:১৬; ৩২:২৫।
[১৪:১১] ইউসা ১৫:১০।
[১৪:১২] ১বাদশা ২২:৩৬।
[১৪:১৩] ২খান্দান ২৬:৯; ইয়ার ৩১:৩৮; জাকা ১৪:১০।

১৪:৪ তবুও সমস্ত উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন হল না। ১ বাদশাহ্‌ ১৫:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:৭ ইদোমের দশ হাজার লোককে হত্যা করলেন। বাদশাহ্‌ অমৎসিয় সাময়িকভাবে (২ খান্দান ২৮:১৭ আয়াত দেখুন) ইদোমের উপরে এহুদার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, যা যিহোরামের আমলে হারিয়ে গিয়েছিল (৮:২০-২২ আয়াত দেখুন)।

লবণ-উপত্যকা। এই একই যুদ্ধক্ষেত্রে বাদশাহ্‌ দাউদ ইদোমীয়দের পরাজিত করেছিলেন (২ শামু ৮:১৩; ১ খান্দান ১৮:১২; জবুর ৬০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন)। সাধারণত এটিকে মৃত সাগরের দক্ষিণে আরাবাহ্‌ উপকূল বলে ধরে নেওয়া হয়।

সেলা। ইশা ১৬:১; ওবদিয়া ৩ অধ্যায় দেখুন। আজও তা রয়েছে। কিতাবের লেখক অমৎসিয়ের রাজত্বকাল সম্পর্কে লেখার সময় পর্যন্ত (১ বাদশাহ্‌ ৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন। সেই সাথে ১ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের ভূমিকা। লেখক, উৎস ও সময়কাল দেখুন)।

১৪:৮ এসো, আমরা পরস্পর মুখ দেখাদেখি করি। যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। সম্ভবত এহুদার সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে পরাজয়ের পর উত্তরের রাজ্যের ভাড়া করা সৈন্যদের শত্রুভাবাপন্ন আচরণের কারণে (২ খান্দান ২৫:১০,১৩ দেখুন) এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অমৎসিয়ের সাথে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে যিহোয়াশ ব্যর্থ হওয়ার কারণে (আয়াত ৯ দেখুন) এই ঘটনার সূত্রপাত ঘটেছিল।

১৪:৯ যিহোয়াশ ... লোক পাঠিয়ে বললেন। যিহোয়াশ তাঁর উত্তর দেবার জন্য একটি রূপক গল্পের আশ্রয় নিলেন (কাজী ৯:৮-১৫ আয়াত দেখুন), যেখানে তিনি নিজেকে এরস গাছ বলেছেন এবং অমৎসিয়কে তুচ্ছ শিয়ালকাঁটা বলে উল্লেখ করেছেন যাকে খুব সহজে পায়ে দলে পিষে ফেলা যায়।

১৪:১০ কিন্তু অমৎসিয় কথা শুনলেন না। ২ খান্দান ২৫:২০ আয়াত দেখুন।

১৪:১১ বৈৎশেমশ। জেরুশালেমের ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি শহর (ইউসা ১৫:১০; ১ ইশা ৬:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:১৩ যিহোয়াশ ... অমৎসিয়কে বন্দী করে জেরুশালেমে আসলেন। সম্ভবত অমৎসিয়কে বন্দী হিসেবে উত্তরের রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে তিনি বাদশাহ্‌ যিহোয়াশের মৃত্যু পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় ছিলেন এবং এর পর তিনি এহুদায় ফিরে আসেন (আয়াত ১৫-১৬,২১ দেখুন)।

আফরাহীমের দ্বার থেকে কোণের দ্বার পর্যন্ত। কোণের দ্বার (ইয়ার ৩১:৩৮; জাকা ১৪:১০ দেখুন) জেরুশালেম নগরীকে প্রদক্ষিণকারী মূল প্রাচীরের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল। আফরাহীমের দ্বারের অবস্থান ছিল জেরুশালেমের উত্তর দিকে (নহিমিয়া ১২:৩৯ আয়াত দেখুন), কোণের দ্বার থেকে ৬০০ ফিট পূর্ব দিকে। জেরুশালেম নগরীর প্রাচীরেরএই উত্তর-পশ্চিম দিকটিই আক্রমণ করার জন্য সবচেয়ে সহজ ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

১৪:১৪ মাবুদের গৃহে ও রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে পাওয়া সমস্ত সোনা ও রূপা ও সমস্ত পাত্র। লুটকৃত এই সকল সামগ্রীর মূল্য সম্ভবত খুব বেশি ছিল না, কারণ এর আগেই বাদশাহ্‌ যিহোয়াশ দামেস্কের শাসক হসায়েলকে উপহার দেবার জন্য এবাদত খানা ও রাজপ্রাসাদ থেকে অধিকাংশ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গিয়েছিলেন (১২:১৭-১৮ আয়াত দেখুন)।

বন্ধক হিসেবে কতকগুলো মানুষকে নিয়ে। বন্ধক বা জিম্মি হিসেবে মানুষ নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল এই যুদ্ধে লুটকৃত

ফিরে গেলেন।
১৫ যিহোয়াশের কৃত অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত ও
তাঁর বিক্রম এবং এহুদার বাদশাহ্‌ অমৎসিয়ের
সঙ্গে তিনি কিরূপ যুদ্ধ করলেন, এসব কি
ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস পুস্তকে লেখা
নেই? ১৬ পরে যিহোয়াশ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
নিদ্রাগত হলেন এবং সামেরিয়াতে ইসরাইলের
বাদশাহ্‌দের সঙ্গে তাঁকে দাফন করা হল, আর
তাঁর পুত্র ইয়ারাবিম তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।
১৭ ইসরাইলের বাদশাহ্‌ যিহোয়াহসের পুত্র
যিহোয়াশের মৃত্যুর পর এহুদার বাদশাহ্‌
যোয়াশের পুত্র অমৎসিয় আর পনের বছর জীবিত
ছিলেন। ১৮ অমৎসিয়ের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত
কি এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে লেখা
নেই? ১৯ পরে লোকেরা জেরুশালেমে তাঁর
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলো, তাতে তিনি লাখীশে
পালিয়ে গেলেন; কিন্তু তারা তাঁর পেছন পেছন
লাখীশে লোক পাঠিয়ে সেখানে তাঁকে হত্যা
করাল। ২০ আর ঘোড়ার পিঠে করে তাঁকে এনে,
দাউদ-নগরে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে

[১৪:১৫] ২বাদশা ১৩:১২।
[১৪:১৯] ইউসা ১০:৩।
[১৪:২০] ২বাদশা ৯:২৮।
[১৪:২১] ২বাদশা ১৫:১; ২খান্দান ২৬:২৩; ইশা ১:১; হোশেয় ১:১; আমোস ১:১।
[১৪:২২] ১বাদশা ৯:২৬।
[১৪:২৩] ২বাদশা ১৩:১৩; ১খান্দান ৫:১৭; আমোস ১:১; ৭:১০।
[১৪:২৪] ১বাদশা ১৫:৩০।
[১৪:২৫] শুমারী ১৩:২১।

জেরুশালেমে তাঁকে দাফন করলো।
২১ আর এহুদার সমস্ত লোক ষোল বছর বয়স্ক
অসরিয়কে নিয়ে তাঁর পিতা অমৎসিয়ের পদে
বাদশাহ্‌ করলো। ২২ বাদশাহ্‌ অমৎসিয়
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলে পর তিনি এলৎ
নগর নির্মাণ এবং তা পুনর্বার এহুদার অধীন
করলেন।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় ইয়ারাবিম

২৩ এহুদার বাদশাহ্‌ যোয়াশের পুত্র
অমৎসিয়ের পনের বছরে ইসরাইলের বাদশাহ্‌
যোয়াশের পুত্র ইয়ারাবিম সামেরিয়ায় রাজত্ব
করতে আরম্ভ করেন এবং একচল্লিশ বছর রাজত্ব
করেন। ২৪ মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তিনি তা-ই
করতেন; নবাটের পুত্র ইয়ারাবিম যেসব গুনাহ্‌
দ্বারা ইসরাইলকে গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন, তিনি
তাঁর সেসব গুনাহ্‌ ত্যাগ করলেন না।
২৫ ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ তাঁর গোলাম গাৎ-
হেফরীয় অমিত্তয়ের পুত্র ইউনুস নবীর দ্বারা যে
কথা বলেছিলেন, সেই অনুসারে তিনি হমাতের
প্রবেশস্থান থেকে অরাবার সমুদ্র পর্যন্ত

সামগ্রীর সাথে বাড়তি কিছু আয়।

১৪:১৫ ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:১৬ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১৩:১২-১৩ আয়াত দেখুন; ১ বাদশাহ্‌ ১:২১ আয়াতের নোটও দেখুন।

১৪:১৭ যিহোয়াশের মৃত্যুর পর ... আর পনের বছর জীবিত ছিলেন। যিহোয়াশ ৭৮২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং অমৎসিয় ৭৬৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

১৪:১৮ এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:১৯ তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলো। ২ খান্দান ২৫:২৭ আয়াতে বলা হয়েছে অমৎসিয় মাবুদের দিক থেকে মন ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত করা হয়েছিল, কিন্তু বাদশাহ্‌নামা কিতাব রচনার উদ্দেশ্যের সাথে তা সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় এখানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয় নি।

লাখীশ। হেবরনের ১৫ মাইল পশ্চিমে এহুদার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটি দুর্গ নগরী, যা বর্তমানে তেল এদ-দুয়ের নামে পরিচিত (১৮:১৪; ২ খান্দান ১১:৯ দেখুন)।

১৪:২১ এহুদার সমস্ত লোক ষোল বছর বয়স্ক অসরিয়কে নিয়ে। ১৫:১৩ আয়াত দেখুন। তাঁর পিতা অমৎসিয়ের পদে বাদশাহ্‌ করলো। সম্ভবত যিহোয়াশ অমৎসিয়কে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার পর পরই এই ঘটনা ঘটেছিল (১৩ আয়াত দেখুন)। এভাবেই অসরিয়ের রাজত্বকাল তাঁর পিতা অমৎসিয়ের রাজত্বকালের সাথে সমান্তরালভাবে চলেছিল (১৪:২; ১৫:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪:২২ এলৎ নগর নির্মাণ এবং তা পুনর্বার এহুদার অধীন করলেন। অসরিয়ের পিতা অমৎসিয় ইদোমকে নিয়ন্ত্রণে আনার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন, তা অসরিয় আবার শুরু করলেন (আয়াত ৭ দেখুন) এবং তিনি আকাবা উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরীর উপরে ইসরাইলীয়দের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন (১ বাদশাহ্‌ ৯:২৬ দেখুন)। প্রাচীন এই এলৎ নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে একটি রাজকীয় সীলমোহর পাওয়া গেছে, যাতে লেখা রয়েছে "যোথমের নগরী" (১৫:৩২ দেখুন)। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই সময়ে এলৎ নগরীতে এহুদা রাজ্যের কর্তৃত্ব ছিল।

পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলে পর। ১ বাদশাহ্‌ ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:২৩ অমৎসিয়ের পনের বছরে। ৭৮২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (২ আয়াতের নোট দেখুন)। এটি ছিল ইয়ারাবিমের একক রাজত্বের সূচনাকাল। এর আগে তিনি তাঁর পিতা যিহোয়াশের সাথে যৌথভাবে রাজত্ব করেছেন।

একচল্লিশ বছর। ৭৯৩-৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (তাঁর পিতার সাথে যৌথ রাজত্বকাল গণনা করে)।

১৪:২৪ ইয়ারাবিম যেসব ... গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৬-৩২; ১৩:৩৩-৩৪; ১৪:১৬; আমোস ৩:১৩-১৪; ৪:৪-৫; ৫:৪৬; ৭:১০-১৭ আয়াত দেখুন।

১৪:২৫ হমাতের প্রবেশস্থান থেকে। ইহি ৪৭:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। হসায়েল ও বিন্‌হদদের হাতে উত্তরের রাজ্য যে কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করছিল তা থেকে দ্বিতীয় ইয়ারাবিম তাদেরকে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন (১০:৩২; ১২:১৭; ১৩:৩,২২,২৫ দেখুন)। এছাড়া তিনি দামেস্কের অরামীয়দের উপরে ইসরাইলীয়দের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যে কাজটি তাঁর পিতা যিহোয়াশ শুরু করেছিলেন (১৩:২৫ দেখুন)। অরামীয়দের উপরে আশেরীয়দের চাপের কারণে, বিশেষ করে ৭৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চতুর্থ শালমানেসার কর্তৃক দামেস্ক আক্রমণ এবং ৭৭২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তৃতীয় অশূর-দান কর্তৃক আক্রমণের কারণে অরামীয়রা এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তাদের উপরে দ্বিতীয় ইয়ারাবিম আক্রমণ করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এর মধ্যে আশেরীয়রাও ইয়ারাবিমের রাজ্য বিস্তারের কারণে দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে।

অরাবার সমুদ্র। আমোস ৬:১৪ আয়াত অনুসারে জর্ডান অববাহিকায় ইয়ারাবিমের রাজ্যের সর্ব দক্ষিণের সীমা ছিল "অরাবা উপত্যকা" – সম্ভবত এটি লবণ উপত্যকার সাথে সম্পর্কযুক্ত (৭ আয়াতের নোট দেখুন)। যদি সেটাই হয়ে থাকে,

ইসরাইলের সীমা পুনর্বার অধিকার করলেন।
২৬ কারণ মাবুদ দেখেছিলেন যে, ইসরাইলের
দুঃখ অতিশয় তীব্র; ফলে, গোলাম বা স্বাধীন
মানুষ কেউ ছিল না, ইসরাইলের সাহায্যকারীও
কেউ ছিল না। ২৭ আর মাবুদ এমন কথা বলেন
নি যে, তিনি ইসরাইলের নাম আসমানের নিচে
থেকে লোপ করবেন; কিন্তু তিনি যোয়াশের পুত্র
ইয়ারাবিমের মধ্য দিয়ে তাদেরকে নিস্তার
করলেন।
২৮ ইয়ারাবিমের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত এবং
সমস্ত কাজ, তিনি সবিক্রমে কিভাবে যুদ্ধ করলেন
এবং এহুদার পুরানো অধিকার দামেস্ক ও হমাৎ
পুনর্বার কিভাবে ইসরাইলের অধিকারে আনলেন,
এসব কথা কি ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-
পুস্তকে লেখা নেই? ২৯ পরে ইয়ারাবিম তাঁর
পূর্বপুরুষদের, ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের সঙ্গে
নিদ্রাগত হইলেন এবং তাঁর পুত্র জাকারিয়া তাঁর
পদে বাদশাহ্ হলেন।

[১৪:২৬] জবুর ১৮:৪১; ২২:১১; ৭২:১২; ১০৭:১২; ইশা ৬৩:৫; মাতম ১:৭।

[১৪:২৭] দ্বিঃবি ২৯:২০।

[১৪:২৮] ২শামু ৮:৫।

[১৫:১] ২বাদশা ১৪:২১।

[১৫:৩] ১বাদশা ১৪:৮।

[১৫:৫] ২খান্দান ২৭:১; মীখা ১:১।

এহুদার বাদশাহ্ অসরিয়

১৫ ১ ইসরাইলের বাদশাহ্ ইয়ারাবিমের
সাতাশ বছরে এহুদার বাদশাহ্
অমৎসিয়ের পুত্র অসরিয় রাজত্ব করতে আরম্ভ
করেন। ২ তিনি ষোল বছর বয়সে রাজত্ব করতে
আরম্ভ করে জেরুশালেমে বাহান্ন বছর রাজত্ব
করেন; তাঁর মায়ের নাম যিখলিয়া, তিনি
জেরুশালেম-নিবাসীনী। ৩ অসরিয় তাঁর পিতা
অমৎসিয়ের মতই মাবুদের দৃষ্টিতে যা ন্যায্য,
তা-ই করতেন। ৪ তবুও সমস্ত উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন
হল না, তখনও লোকেরা উচ্চস্থলীতে কোরবানী
করতো ও ধূপ জ্বালাত।
৫ পরে মাবুদ বাদশাহ্‌কে আঘাত করলেন,
তাতে তিনি মরণ দিন পর্যন্ত কুষ্ঠরোগী হয়ে
রইলেন ও স্বতন্ত্র বাড়িতে বাস করলেন; আর
বাদশাহ্‌র পুত্র যোথম বাড়ির মালিক হয়ে দেশ
শাসন করতে লাগলেন। ৬ অসরিয়ের অবশিষ্ট
কাজের বৃত্তান্ত ও সমস্ত কাজের বিবরণ কি
এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে লেখা নেই?

তাহলে ইয়ারাবিম মোয়াবীয় ও অম্মোনীয়দেরকেও নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন।

গাৎ-হেফর। নাসরতের উত্তর-পূর্ব দিকে সবূলূন গোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি নগর (ইউসা ১৯:১৩ আয়াত দেখুন)।

আল্লাহ্ ... ইউনুস নবীর দ্বারা যে কথা বলেছিলেন। এই কথা নবী ইউনুসের কিতাবে পাওয়া যায় না। তবে নবী ইউনুসের নাম উল্লেখ করার কারণে তাঁর পরিচর্যা কাজের সময়কাল আমরা নির্ণয় করতে পারি।

১৪:২৬ গোলাম বা স্বাধীন মানুষ। এর সাথে ১ বাদশাহ্ ১৪:১০ আয়াতের নোটও দেখুন।

দুঃখ। অরামীয় (১০:৩২-৩৩; ১৩:৩-৭), মোয়াবীয় (১৩:২০) ও অম্মোনীয়দের (আমোস ১:১৩) কারণে ইসরাইলীয়রা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছিল।

১৪:২৭ এমন কথা বলেন নি। ইসরাইলীয়দের গুনাহ্ তখনও সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায় নি এবং মাবুদ অত্যন্ত দয়ার্দ্র হয়ে ইসরাইল জাতিকে আরও কিছু দিন তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে দিয়েছিলেন যেন তারা মন পরিবর্তন ও অনুতাপ করার সুযোগ পায় (১৩:২৩ আয়াতের নোট দেখুন)। তবে যদি তারা ধর্ম থেকে বিচ্যুত অবস্থাতেই থাকে তাহলে এক সময় অবশ্যই তাদের উপরে বিচার নেমে আসবে (আমোস ৪:২-৩; ৬:১৪ দেখুন)।

ইয়ারাবিমের মধ্য দিয়ে তাদেরকে নিস্তার করলেন। ১৩:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:২৮ ইয়ারাবিমের ... সমস্ত কাজ। ইয়ারাবিমের রাজত্বকালে উত্তরে রাজ্য দাউদ ও সোলায়মানের পর সবচেয়ে বেশি পার্থিব সমৃদ্ধির মুখ দেখেছিল। দুর্ভাগ্যবশত এ সময়টি ছিল আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব ধার্মিকতা ও ধর্মচ্যুতির কাল, সেই সাথে সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্কটকাল (নবী আমোস ও হোসিয়ার কিতাব দুটি দেখুন, যাঁরা বাদশাহ্ ইয়ারাবিমের রাজত্বকালে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন)।

দামেস্ক ও হমাৎ। ২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্ ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:২৯ ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১ বাদশাহ্ ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

তাঁর পুত্র জাকারিয়া তাঁর পদে বাদশাহ্ হলেন। জাকারিয়ার রাজত্বকাল সম্পর্কে জানার জন্য ১৫:৮-১২ আয়াত দেখুন।

১৫:১ ইয়ারাবিমের সাতাশ বছরে। ৭৬৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ৭৯৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যিহোয়াশের সাথে ইয়ারাবিমের যৌথ রাজত্বকালের সূচনাকাল নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে এই সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে (১৪:২৩ আয়াতের নোট দেখুন)। অসরিয় রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। ২৪ বছর তাঁর পিতা অমৎসিয়ের সাথে যৌথভাবে রাজত্ব করার পর তিনি একাকী রাজত্ব করতে শুরু করেন (১৫:৫; ১৪:২,১১ আয়াতের নোট দেখুন)। তাঁর রাজত্বকালের প্রকৃত সময়সীমা হচ্ছে মোট রাজত্বকাল থেকে এক বছর কম।

১৫:২ বাহান্ন বছর। ৭৯২-৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (কিন্তু তিনি ৭৯২-৭৬৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তাঁর পিতা অমৎসিয়ের সাথে যৌথভাবে রাজত্ব করেন)। ১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:৩ তাঁর পিতা অমৎসিয়ের মতই ... করতেন। ১৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:৪ তবুও সমস্ত উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন হল না। ১৪:৪ দেখুন; ১ বাদশাহ্ ১৫:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:৫ মাবুদ বাদশাহ্‌কে ... কুষ্ঠরোগী হয়ে রইলেন। এবাদতখানার কোরবানগাহে ধূপ জ্বালানোর মত ইমামতি কাজ করার কারণে শাস্তি হিসেবে তাঁকে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হতে হয়েছিল (২ খান্দান ২৬:১৬-২১; লেবীয় ১৩:৪৬)। বাড়ির মালিক হয়ে দেশ শাসন করতে লাগলেন। অসরিয়ের বাকি জীবন তাঁর পুত্র যোথম তাঁর পক্ষে দেশ শাসন করলেন (৭৫০-৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; ৩৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:৬ অসরিয়ের ... সমস্ত কাজের বিবরণ। ২ খান্দান ২৬:১-১৫ আয়াতে অসরিয়ের অর্জনগুলোর আরও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্ ১৪:২৯

৭ পরে অসরিয় তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত
হলেন, আর দাউদ-নগরে তাঁর পূর্বপুরুষদের
সঙ্গে তাঁকে দাফন করা হল এবং তাঁর পুত্র যোথম
তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌ জাকারিয়া

৮ এহুদার বাদশাহ্‌ অসরিয়ের আটত্রিশ বছরে
ইয়ারাবিমের পুত্র জাকারিয়া ছয় মাস
সামেরিয়াতে ইসরাইলে উপরে রাজত্ব করলেন।
৯ তাঁর পূর্বপুরুষেরা যেমন করতেন, তেমনি তিনি
মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ তা-ই করতেন; নবাটের
পুত্র ইয়ারাবিম যেসব গুনাহ্‌ দ্বারা ইসরাইলকে
গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন, তিনি তাঁর সেসব গুনাহ্‌
ত্যাগ করলেন না। ১০ পরে যাবেশের পুত্র শল্লুম
তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন ও লোকদের সম্মুখে
তাঁকে আক্রমণ করে হত্যা করলেন এবং তাঁর
পদে বাদশাহ্‌ হলেন। ১১ জাকারিয়ার অবশিষ্ট
কাজের বৃত্তান্ত, দেখ, ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের
ইতিহাস পুস্তকে লেখা আছে। ১২ মাবুদ যেহূকে
এই কথা বলেছিলেন, চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত তোমার
বংশ ইসরাইলের সিংহাসনে বসবে; তা সফল
হল।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌ শল্লুম

১৩ এহুদার বাদশাহ্‌ উষিয়ের উনচল্লিশ বছরে
যাবেশের পুত্র শল্লুম রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন

[১৫:৭] ইশা ৬:১; ১৪:২৮।
[১৫:৯] ১বাদশা ১৫:২৬।
[১৫:১০] ২বাদশা ১২:২০।
[১৫:১১] ১বাদশা ১৫:৩১।
[১৫:১২] ২বাদশা ১০:৩০।
[১৫:১৩] ১বাদশা ১৩:৩২।
[১৫:১৪] ১বাদশা ১৫:৩৩।
[১৫:১৫] ১বাদশা ১৫:৩১।
[১৫:১৬] ২বাদশা ৮:১২; হোশেয় ১৩:১৬।
[১৫:১৮] ১বাদশা ১৫:২৬।
[১৫:১৯] ১খান্দান ৫:৬,২৬।

এবং এক মাস সামেরিয়াতে রাজত্ব করেন।
১৪ পরে গাদির পুত্র মনহেম তির্সা থেকে উঠে
গেলেন, সামেরিয়াতে উপস্থিত হলেন, আর
যাবেশের পুত্র শল্লুমকে সামেরিয়াতে আঘাত
করে হত্যা করলেন এবং তাঁর পদে বাদশাহ্‌
হলেন। ১৫ শল্লুমের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত ও
তাঁর কৃত চক্রান্ত, দেখ, ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের
ইতিহাস-পুস্তকে লেখা আছে।
১৬ পরে মনহেম তির্সা থেকে গিয়ে তিপ্‌সহ ও
তার মধ্যস্থিত সকলকে ও তার অঞ্চলগুলোতে
আক্রমণ করলেন; লোকেরা তাঁর জন্য দ্বার খুলে
দেয় নি, তাই তিনি আক্রমণ করলেন ও
সেখানকার গর্ভবতী স্ত্রীলোক সকলের উদর
বিদীর্ণ করলেন।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌ মনহেম

১৭ এহুদার বাদশাহ্‌ অসরিয়ের উনচল্লিশ
বছরে গাদির পুত্র মনহেম ইসরাইলের রাজত্ব
করতে আরম্ভ করেন এবং দশ বছর সামেরিয়াতে
রাজত্ব করেন। ১৮ মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ,
তা-ই তিনি করতেন; নবাটের পুত্র ইয়ারাবিম
যেসব গুনাহ্‌ দ্বারা ইসরাইলকে গুনাহ্‌
করিয়েছিলেন, তাঁর সেসব গুনাহ্‌ থেকে তিনি
তাঁর সারা জীবনও ফিরলেন না। ১৯ আসেরিয়ার
বাদশাহ্‌ পূল দেশের বিরুদ্ধে আসলেন; তাতে

আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:৭ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

তাঁর পুত্র যোথম তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন। যোথমের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানতে ৩২-৩৮ আয়াত দেখুন।

১৫:৮ অসরিয়ের আটত্রিশ বছরে। ৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:৯ ইয়ারাবিম যেসব ... গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৬-৩২; ১৩। ৩৩-৩৪; ১৪:১৬ আয়াত দেখুন।

১৫:১১ ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:১২ মাবুদ যেহূকে এই কথা বলেছিলেন ... তা সফল হল। যেহূর রাজবংশের পতনের মধ্য দিয়ে উত্তরের রাজ্য এক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার যুগে প্রবেশ করল (হোসিয়া ১:৪ আয়াত দেখুন)। মনহেম এবং হোসিয়া বাদে উত্তরের রাজ্যের অবশিষ্ট পাঁচ বাদশাহ্‌র প্রত্যেককে হত্যা করা হয়েছিল। মনহেম দশ বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং হোসিয়াকে আশেরিয়াতে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়। দ্বিতীয় ইয়ারাবিমের রাজত্ব যেভাবে শৌর্য বীর্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ হয়েছিল, উত্তরের রাজ্যের পতন তার চেয়ে দ্রুতগতিতে ঘটেছিল।

১৫:১৩ উষিয়ের উনচল্লিশ বছরে। ৭৫২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (২ আয়াতের নোট দেখুন)। উষিয় হচ্ছে বাদশাহ্‌ অসরিয়ের আরেক নাম (১৪:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:১৪ মনহেম তির্সা থেকে ... সামেরিয়াতে উপস্থিত হলেন। সম্ভবত মনহেম ছিলেন তির্সার কোন সৈন্য শিবিরের সেনাপতি, যা এর আগে উত্তর রাজ্যের রাজধানী ছিল (১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৭; ১৫:২১,৩৩)। তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন। মনহেমের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানার জন্য ১৭-২২ আয়াত দেখুন।

১৫:১৫ ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:১৬ তিপ্‌সহ। হমাতের উত্তরে (১৪:২৫ আয়াত দেখুন) ফোরাত নদীরে তীরে (১ বাদশাহ্‌ ৪:২৪) বেশ দূরবর্তী স্থানে তিপ্‌সহ নামের একটি নগরী রয়েছে। কিন্তু এটিই যে সেই নগরী, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। অনেক ব্যাখ্যাকারী মনে করেন এটি হল সেপ্টুয়াজিন্টে (ঈসায়ী ধর্ম অবতীর্ণ হওয়ার আগে পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনূদিত সংস্করণ) উল্লিখিত "তপূহ" (Tappuah) নগরী। তপূহ হল আফরাহীম ও মানাশা গোষ্ঠীর সীমান্তের মধ্যবর্তী একটি নগরী (ইউসা ১৬:৮; ১৭:৭-৮)। কিংবা সম্ভবত ইসরাইলে তিপ্‌সহ নামে আরেকটি নগরী ছিল যার কথা পাক-কিতাবের আর অন্য কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। গর্ভবতী স্ত্রীলোক সকলের উদর বিদীর্ণ করলেন। ৮:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:১৭ অসরিয়ের উনচল্লিশ বছরে। ৭৫২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (২ আয়াতের নোট দেখুন)।

দশ বছর। ৭৫২-৭৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

১৫:১৮ ইয়ারাবিম যেসব ... গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৬-৩২; ১৩:৩৩-৩৪; ১৪:১৬।

১৫:১৯ পূল। আশেরীয় শাসক তৃতীয় তিগ্লৎ-পিলেষরের (৭৪৫ -৭২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) নামের ব্যাবিলনীয় সংস্করণ (১ খান্দান ৫:২৬ আয়াত দেখুন)।

দেশের বিরুদ্ধে আসলেন। তৃতীয় তিগ্লৎ-পিলেষর সম্পর্কে আশেরিয়ার বিভিন্ন লিপি থেকে জানা যায় যে, ৭৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি তাঁর সৈন্য বাহিনী নিয়ে পশ্চিম দিকে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং কার্কেমিশ, হমাৎ, টায়ার, বিব্লোস, দামেস্ক সহ সামেরিয়ার

পূলের সাহায্যে রাজ্য যেন তাঁর হাতে স্থিত থাকে সেজন্য মনহেম তাঁকে এক হাজার তালন্ত রূপা দিলেন।
[20] আর আসেরিয়ার বাদশাহ্‌কে দেবার জন্য মনহেম ইসরাইল থেকে ও সমস্ত ধনশালী ব্যক্তির কাছ থেকে ঐ রূপা আদায় করলেন, প্রত্যেকের কাছ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ শেকল রূপা নিলেন। তখন আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ ফিরে গেলেন, দেশে রইলেন না।
[21] মনহেমের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত ও সমস্ত কাজের বিবরণ কি ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে লেখা নেই?
[22] পরে মনহেম তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন এবং তাঁর পুত্র পকহিয় তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌ পকহিয়

[23] এহুদার বাদশাহ্‌ অসরিয়ের পঞ্চাশ বছরে মনহেমের পুত্র পকহিয় সামেরিয়াতে ইসরাইলে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন এবং দু'বছর রাজত্ব করেন।
[24] মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই তিনি করতেন, নবাটের পুত্র ইয়ারাবিম যেসব গুনাহ্‌ দ্বারা ইসরাইলকে গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন, তিনি তাঁর সেসব গুনাহ্‌ থেকে ফিরলেন না।
[25] পরে রমলিয়ের পুত্র পেকহ নামক তাঁর সেনানী তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন এবং সামেরিয়ায় রাজ-প্রাসাদের দুর্গে তাঁকে, অর্গোব ও অরিয়িকে আক্রমণ করলেন, আর গিলিয়দীয়দের পঞ্চাশজন লোক তাঁর সঙ্গে ছিল; তিনি তাঁকে হত্যা করে তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।
[26] পকহিয়ের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত ও সমস্ত কাজের বিবরণ, দেখ, ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস পুস্তকে লেখা আছে।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌ পেকহ

[27] এহুদার বাদশাহ্‌ অসরিয়ের বাহান্ন বছরে রমলিয়ের পুত্র পেকহ সামেরিয়াতে ইসরাইলে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন এবং কুড়ি বছর রাজত্ব করেন।
[28] মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই তিনি করতেন, নবাটের পুত্র ইয়ারাবিম যেসব গুনাহ্‌ দ্বারা ইসরাইলকে গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন, তিনি তাঁর সেসব গুনাহ্‌ থেকে ফিরলেন না।
[29] ইসরাইলের বাদশাহ্‌ পেকহের সময়ে আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ তিগ্লৎপিলেষর এসে ইয়োন, আবেল-বৈৎ-মাখা, যানোহ, কেদশ, হাৎসোর, গিলিয়দ, গালীল ও নপ্তালীর সমস্ত দেশ অধিকার করলেন, আর জনগণকে আসেরিয়া দেশ বন্দী

[১৫:২০] ২বাদশা ১২:১৮।
[১৫:২৪] ১বাদশা ১৫:২৬।
[১৫:২৫] ২খান্দান ২৮:৬; ইশা ৭:১।
[১৫:২৭] ২খান্দান ২৮:৬; ইশা ৭:১।
[১৫:২৯] ২বাদশা ১৬:৭; ১৭:৬; ১খান্দান ৫:২৬; ২খান্দান ২৮:২০; ইয়ার ৫০:১৭।

বাদশাহ্‌ মনহেমের কাছ থেকেও আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ কর আদায় করেন (মানচিত্র দেখুন)।

এক হাজার তালন্ত রূপা। এটি ছিল অত্যন্ত বিশাল অঙ্কের অর্থ। এক তালন্ত রূপার সমপরিমাণ মূল্য জানার জন্য ৫:৫ আয়াত দেখুন। পূলের সাহায্যে রাজ্য যেন তাঁর হাতে স্থিত থাকেঅ আপাতদৃষ্টিতে তখনও মনহেম তাঁর সিংহাসন অরক্ষিত বলে অনুভব করছিলেন। পেকহের অনুসারীদের কাছ থেকে তাঁর শাসনের প্রতি বিরোধিতা আসতে পারে বলে তিনি ধারণা করছিলেন। পেকহ আশেরীয়দের হুমকি প্রতিহত করার জন্য দামেস্কের অরামীয়দের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন (২৭ আয়াতের নোট দেখুন)। হোসিয়া আশেরীয়দের কাছ থেকে সাহায্য কামনা করতে অস্বীকৃতি জানান এবং তাতে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেন (হোসিয়া ৫:১৩-১৫)।

১৫:২০ পঞ্চাশ শেকল রূপা। খুব সহজ হিসাব কষে দেখা যায় যে, এক হাজার তালন্ত রূপা কর হিসেবে দেওয়ার জন্য ৬০ হাজার শ্রমিকের প্রয়োজন হয়েছিল। এতে করে বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় ইয়ারাবিমের শাসনামলে উত্তরের রাজ্য কতটা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

১৫:২১ ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:২২ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:২৩ অসরিয়ের পঞ্চাশ বছরে। ৭৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (২ আয়াতের নোট দেখুন)।

দু'বছর। ৭৪২-৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

১৫:২৪ ইয়ারাবিম যেসব ... গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৬-৩২; ১৩:৩৩-৩৪; ১৪:১৬।

১৫:২৫ তাঁর সেনানী। সম্ভবত পেকহ ছিলেন জর্ডান অববাহিকা প্রদেশের প্রধান সেনাপতি, কিন্তু মনহেম ও পকহিয়ের প্রতি তার আনুগত্য অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব বলে মনে হয় (২৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন। সম্ভবত বৈদেশিক নীতির ভিন্নতা পেকহের অভ্যুত্থানে অন্যতম ভূমিকা রেখেছিল। নিঃসন্দেহে পকহিয় আশেরিয়ার মিত্রতা কামনা করার জন্য তার পিতার নীতি অনুসরণ করেছিলেন (আয়াত ২০ দেখুন)। আসন্ন আশেরীয় আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পেকহ দামেস্কের অরামীয়দের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন (১৬:১-৯; ইশা ৭:১-২, ৪-৬ আয়াত দেখুন)।

১৫:২৬ ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:২৭ অসরিয়ের বাহান্ন বছরে। ৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (২ আয়াতের নোট দেখুন)।

কুড়ি বছর। ৭৫২-৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, মনহেম যখন শল্লুমকে হত্যা করেন সে সময় পেকহ জর্ডান অঞ্চলে মনহেমের বিরোধী একটি সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলেন (১৭,১৯,২৫ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে যে রাজত্বকালের সময় দেওয়া হয়েছে সেখানে এই বিদ্রোহের সময়কালও যুক্ত রয়েছে।

১৫:২৮ ইয়ারাবিম যেসব ... গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৬-৩২; ১৩:৩৩-৩৪; ১৪:১৬।

১৫:২৯ আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ তিগ্লৎপিলেষর এসে ... অধিকার করলেন। ১৯ আয়াতের নোট দেখুন; মানচিত্র দেখুন। এই আক্রমণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে দেখুন ১৬:৫-৯; ২ খান্দান ২৮:১৬-২১; ইশা ৭:১-১৭।

ইয়োন ... নপ্তালী। প্রায় ১৫০ বছরেরও বেশি সময় আগে দামেস্কের শাসক প্রথম বিন্‌হদদ এহুদার বাদশাহ্‌র অনুরোধে এই একই ভূখণ্ড উত্তরের রাজ্যের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১৫:১৯-২০ আয়াতের নোট দেখুন)।

করে নিয়ে গেলেন।
৩০ পরে উষিয়ের পুত্র যোথমের বিশ বছরে
এলার পুত্র হোসিয়া রমলিয়ের পুত্র পেকহের
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন এবং তাঁকে আক্রমণ
করে হত্যা করলেন ও তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।
৩১ পেকহের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত ও সমস্ত
কাজের বিবরণ, দেখ, ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের
ইতিহাস-পুস্তকে লেখা আছে।

এহুদার বাদশাহ্‌ যোথম

৩২ রমলিয়ের পুত্র ইসরাইলের বাদশাহ্‌
পেকহের দ্বিতীয় বছরে উষিয়ের পুত্র যোথম
রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। ৩৩ তিনি পঁচিশ
বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করে
জেরুশালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন; তাঁর
মায়ের নাম যিরূশা, তিনি সাদোকের কন্যা।
৩৪ যোথম মাবুদের দৃষ্টিতে যা ন্যায্য, তা-ই
করতেন; তাঁর পিতা উষিয় যে সমস্ত কাজ
করতেন তিনিও সেই রকম কাজ করতেন।

[১৫:৩০] ২বাদশা ১৭:১। [১৫:৩১] ১বাদশা ১৫:৩১। [১৫:৩২] ১খান্দান ৫:১৭; ইশা ১:১; হোশেয় ১:১। [১৫:৩৪] ১বাদশা ১৪:৮। [১৫:৩৫] পয়দা ২৩:১০; ২খান্দান ২৩:২০। [১৫:৩৭] ২বাদশা ১৬:৫; ইশা ৭:১; ৮:৬; ৯:১১। [১৬:১] ইশা ১:১; ৭:১; ১৪:২৮; হোশেয় ১:১; মীখা ১:১। [১৬:২] ১বাদশা ১৪:৮।

৩৫ তবুও সমস্ত উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন হয় নি;
লোকেরা তখনও উচ্চস্থলীতে কোরবানী করতো
ও ধূপ জ্বালাত। তিনি মাবুদের গৃহের উচ্চতর
দ্বার নির্মাণ করলেন। ৩৬ যোথমের অবশিষ্ট
কাজের বৃত্তান্ত ও সমস্ত কাজের বিবরণ এহুদার
বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে কি লেখা নেই?
৩৭ ঐ সময়ে মাবুদ অরামের বাদশাহ্‌ রৎসীন ও
রমলিয়ের পুত্র পেকহকে এহুদার বিরুদ্ধে
পাঠাতে আরম্ভ করলেন। ৩৮ পরে যোথম তাঁর
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন, আর তাঁর
পূর্বপুরুষ দাউদের নগরে তাঁর পূর্বপুরুষদের
সঙ্গে তাঁকে দাফন করা হল এবং তাঁর পুত্র
আহস তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।

এহুদার বাদশাহ্‌ আহস

১৬ ১ রমলিয়ের পুত্র পেকহের সপ্তদশ
বছরে এহুদার বাদশাহ্‌ যোথমের পুত্র
আহস রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। ২ আহস
বিশ বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করে

জনগণকে আশেরিয়া দেশ বন্দী করে নিয়ে গেলেন। ১ খান্দান ৫:২৬ আয়াত দেখুন। ইসরাইলীয়দেরকে তাদের মাতৃভূমি থেকে জোরপূর্বক বন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে শরীয়তের বদদোয়া পূর্ণতা লাভ করল (১০:৩২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:৩০ হোসিয়া ... পেকহের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন। হোসিয়া সম্ভবত উত্তরের রাজ্যের এমন এক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন যারা আশেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে না তুলে তাদের সাথে সহযোগিতা প্রদর্শন করছিল। তৃতীয় তিগ্লৎপিলেষর তাঁর আমলনামার একটি অংশে এই দাবী করেছেন যে, তিনি হোসিয়াকে উত্তরের রাজ্যের সিংহাসনে বসতে দিয়েছিলেন এবং তার বদলে হোসিয়ার কাছ থেকে কর হিসেবে দশ তালন্ত সোনা ও এক হাজার তালন্ত রূপা নিয়েছিলেন।

যোথমের বিশ বছরে। ৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (৩২-৩৩ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে ২০তম বছর বলা হলেও আসলে এটি ছিল তাঁর রাজত্বের ১৯তম বছর।

১৫:৩১ ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:৩২ পেকহের দ্বিতীয় বছরে। ৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (২৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:৩৩ ষোল বছর। ৭৫০-৭৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ৭৫০-৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত যোথম তাঁর পিতার সাথে যৌথভাবে রাজত্ব করেন (৫ আয়াতের নোট দেখুন)। ৭৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যোথমের রাজত্বের এক অর্থে অবসান ঘটে এবং তাঁর পুত্র আহস তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হন। তবে যোথম ৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন (৩০,৩৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:৩৪ তাঁর পিতা উষিয় যে সমস্ত কাজ করতেন। ৩ আয়াতের নোট দেখুন; ২ খান্দান ২৭:২ আয়াতও দেখুন।

১৫:৩৫ তবুও সমস্ত উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন হয় নি। আয়াত ৪ দেখুন; সেই সাথে ১ বাদশাহ্‌ ১৫:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

মাবুদের গৃহের উচ্চতর দ্বার। ২ খান্দান ২৩:২০; ইয়ার ২০:২; উযায়ের ৯:২ আয়াত দেখুন। যোথমের নির্মাণ কাজ সম্পর্কে আরও বিবরণ পাওয়া যায় ২ খান্দান ২৭:৩-৪ আয়াতে।

১৫:৩৬ যোথমের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত। ২ খান্দান ২৭:১-৬ আয়াত দেখুন।

এহুদার বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:৩৭ যোথমের রাজত্বে তাঁর পিতার প্রভাবের কথা থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, যোথম ও আহসের রাজত্বকাল যৌথভাবে পরিচালিত হচ্ছি (৩৩ আয়াতের নোট দেখুন), যেহেতু ১৬:৫-১২; ২ খান্দান ২৮:৫-২১; ইশা ৭:১-১৭ আয়াতগুলোতে রৎসীন ও পেকহের প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ডগুলো আহসের রাজত্বের সময়েই ঘটেছিল।

১৫:৩৮ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:১ পেকহের সপ্তদশ বছরে। ৭৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১৫:২৭ আয়াতের নোট দেখুন)। আহসের রাজত্বকাল যোথমের রাজত্বকালের সাথে সংমিশ্রিত ছিল এবং ৭৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের শুরুতে আহস বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে যৌথ এই শাসন ব্যবস্থায় সহায়তা দান করেছিলেন (১৫:৩৩,৩৭; ১৬:২; ১৭:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

এহুদার বাদশাহ্‌ যোথমের পুত্র আহস। ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি কাদামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়, যেখানে লেখা ছিল "এহুদার বাদশাহ্‌ যোথমের পুত্র আহস-এর"। বিভক্ত রাজবংশের সময়কার প্রাচীন হিব্রু ভাষায় লিখিত এই লিপিফলকটি হচ্ছে প্রথম সীলমোহরকৃত খোদাইকর্ম যা এহুদার বাদশাহ্‌র বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

১৬:২ বিশ বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করে। ৭৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্ভবত আহস তাঁর পিতা যোথমের অধীনস্থ জ্যেষ্ঠ শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন (১ আয়াতের নোট দেখুন)। অন্যথায় যে বয়স ও সময়ের কথা বলা হয়েছে তাতে করে তাঁর পুত্র হিষ্কিয়ের জন্মের সময় তাঁর বয়স হত মাত্র ১৪ বা ১৫ বছর (১৮:১-২ দেখুন)।

ষোল বছর। এহুদার বাদশাহ্‌ আহস ও হিষ্কিয় এবং উত্তরের রাজ্যের বাদশাহ্‌ পেকহ ও হোসিয়ার রাজত্বের সংমিশ্রণ খান্দাননামা নির্ধারণে বেশ সমস্যার সৃষ্টি করেছে (১৬:১; ১৭:১; ১৮:১, ৯-১০ আয়াতের নোট দেখুন)। সম্ভবত

জেরুশালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন; তিনি
তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদের মত তাঁর আল্লাহ্‌ মাবুদের
দৃষ্টিতে যা ন্যায্য তা করতেন না। ৩ কিন্তু
ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের পথে চলতেন, এমন কি,
মাবুদ বনি-ইসরাইলদের সম্মুখ থেকে যে
জাতিদেরকে অধিকারচ্যুত করেছিলেন তাদের
ঘৃণিত কাজ অনুসারে তাঁর পুত্রকেও আগুনের মধ্য
দিয়ে গমন করালেন। ৪ আর তিনি নানা
উচ্চস্থলীতে, নানা পাহাড়ের উপরে ও প্রত্যেক
সবুজ গাছের তলে কোরবানী করতেন ও ধূপ
জ্বালাতেন।
৫ সেই সময় অরামের বাদশাহ্‌ রৎসীন এবং
রমলিয়ের পুত্র ইসরাইলের বাদশাহ্‌ পেকহ যুদ্ধ
করার জন্য জেরুশালেমে যাত্রা করে আহসকে
অবরোধ করলেন, কিন্তু তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত
করতে পারলেন না। ৬ সেই সময়ে অরামের
বাদশাহ্‌ রৎসীন এলৎ নগর পুনর্বার অরামের
বশীভূত করে ইহুদীদের এলৎ থেকে দূর করে
দিলেন; আর অরামীয়েরা এলতে এসে সেখানে
বাস করতে লাগল, আজও করছে। ৭ তখন
আহস আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ তিগ্লৎ-পিলেষরের
কাছে দূত পাঠিয়ে এই কথা বললেন, আমি
আপনার গোলাম ও আপনার পুত্র, আপনি এসে
অরামের বাদশাহ্‌র ও ইসরাইলের বাদশাহ্‌র
হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করুন, তারা আমার
বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। ৮ আর আহস মাবুদের গৃহে

[১৬:৩] লেবীয় ১৮:২১; ২বাদশা ৩:২৭।
[১৬:৪] দ্বি:বি ১২:২; ইহি ৬:১৩।
[১৬:৫] ২বাদশা ১৫:৩৭।
[১৬:৬] ইশা ৯:১২।
[১৬:৭] ইশা ২:৬; ১০:২০; ইয়ার ২:১৮; ৩:১; ইহি ১৬:২৮; ২৩:৫; হোশেয় ১০:৬।
[১৬:৮] ১বাদশা ১৫:১৮; ২বাদশা ১২:১৮।

যোথমের মৃত্যুর পর থেকে আহসের একক রাজত্বকালের সময়কাল এখানে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁর একক রাজত্বকালের সময়সীমা ৭৩২-৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১৫:৩০-৩৩ আয়াতের নোট দেখুন)। কিতাবুল মোকাদ্দসে তাঁর রাজত্বের শুরুর সময়কাল বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। (১) ৭৪৪/৭৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, ধরে নেওয়া হচ্ছে তিনি ১১ বা ১২ বছর বয়স থেকেই তাঁর পিতামহ অসরিয়ের সাথে যৌথ শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন (১৭:১ আয়াত দেখুন); (২) ৭৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, যখন তিনি তাঁর পিতা যোথমের সাথে জ্যেষ্ঠ অধীনস্থ শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন (আয়াত ১ দেখুন); এবং (৩) ৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, যখন তিনি যোথমের মৃত্যুর পর একক বাদশাহ্‌ হিসেবে শাসন করতে শুরু করেন।

তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদের মত ... করতেন না। অমৎসিয় (১৪:৩), অসরিয় (১৫:৩) এবং যোথমের (১৫:৪৩) মত করে মাবুদের স্বীকৃতিও আহস পান নি।

১৬:৩ ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের পথে চলতেন। এটি খুবই অবাক হওয়ার মত বিষয় যে, আহস ইয়ারাবিম কর্তৃক বৈথেলে ও দানে প্রচলনকৃত বাছুরের পূজার করার প্রথাটি আবারও শুরু করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১২:২৬-৩২; ১৩:৩৩-৩৪; ১৪:১৬)। এখানে সম্ভবত বাদশাহ্‌ আহাবের ভাবধারায় বাল দেবতার পূজা করার কথা বোঝানো হয়েছে (১ বাদশাহ্‌ ১৬:৩১-৩৩ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে ২ খান্দান ২৮:২ আয়াতও দেখুন)।

তাঁর পুত্রকেও আগুনের মধ্য দিয়ে গমন করালেন। ইসরাইল জাতিকে মূসা এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন যেন তারা কোনভাবে মূর্তি পূজার সাথে সম্পৃক্ত না হয় (লেবীয় ১৮:২১; দ্বি.বি. ১৮:১০)। ইসরাইল জাতিতে প্রত্যেক পরিবারের প্রথমজাত পুত্র সন্তান ছিল মাবুদের জন্য পৃথকীকৃত ও উৎসর্গীকৃত এবং তাদেরকে ইমামের কাছে পাঁচ শেকেল রূপা দিয়ে মুক্তি মূল্য পরিশোধ করতে হত (হিজ ১৩:১, ১১-১৩; শুমারী ১৮:১৬ আয়াত দেখুন)। সেই সাথে ৩:২৭; ১৭:১৭; ২১:৬; ২৩:১০; ২ খান্দান ২৮:৩; ইয়ার ৭:৩১; ৩২:৩৫ আয়াতও দেখুন।

১৬:৪ উচ্চস্থলী। ১৫:৪,৩৫ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১ বাদশাহ্‌ ১৫:১৪ আয়াতের নোটও দেখুন। এই উচ্চস্থলীগুলো পৌত্তলিকদের বাল দেবতার পূজা করার জন্য ব্যবহার করা হত এবং যারা বাল দেবতার পূজা করত সেই পুরোহিতরাই শুধু এই স্থানগুলো ব্যবহার করত। একই সাথে সেখানে কখনো কখনো মাবুদ আল্লাহ্‌র জন্য কোরবানী উৎসর্গও করা হত।

প্রত্যেক সবুজ গাছের তলে। বড় ছায় ঘেরা সবুজ গাছ কেনান দেশের আদি অধিবাসীদের, অর্থাৎ ইসরাইলীয়দের আগে কেনান দেশে যারা বসবাস করত তাদের কাছে উর্বতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হত। এ ধরনের গাছের নিচে স্থাপিত বেদীতে অনৈতিক পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান করা হত। মূসার শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করে ইসরাইলীয়রা এই সকল পৌত্তলিক রীতি নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে (১৭:১০; ১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৩; দ্বি.বি. ১২:২; ইয়ার ২:২০; ৩:৬; ১৭:২; ইহি ৬:১৩; ২০:২৮; হোসিয়া ৪:১৩-১৪ আয়াত দেখুন)।

১৬:৫ রৎসীন এবং ... পেকহ যুদ্ধ করার জন্য জেরুশালেমে যাত্রা ... করলেন। ১৫:২৫, ৩৭ আয়াতের নোট দেখুন। কিন্তু তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারলেন না। ইশা ৭:১-১৭; ২ খান্দান ২৮:৫-২১ আয়াত দেখুন। রৎসীন এবং পেকহ দক্ষিণ রাজ্যের সিংহাসন থেকে আহসকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে তবিলের পুত্রকে বসাতে চাইলেন যেন তারা আশেরিয়া বিরোধী রাজনীতির অনুসারী আরেকজন মিত্র পেতে পারেন (১৫:১৯,২৫ আয়াতের নোট দেখুন। মাবুদ আল্লাহ্‌ এহুদা রাজ্য ও বাদশাহ্‌ আহসকে তাদের মন্দতা সত্ত্বেও এই সঙ্কট থেকে রক্ষা করলেন, কারণ এহুদার রাজ্যের জন্য দাউদের সাথে মাবুদের নিয়ম স্থাপন করা ছিল (১ বাদশাহ্‌ ১১:৩৬; ২ শামু ৭:১৩; ইশা ৭:৩-৭,১৪ আয়াত দেখুন)।

১৬:৬ অরামের বাদশাহ্‌ রৎসীন এলৎ নগর ... দূর করে দিলেন। ১৪:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

অরামীয়েরা এলতে এসে সেখানে বাস করতে লাগল। ২ খান্দান ২৮:১৭ আয়াত দেখুন। ফিলিস্তিনীরাও এই সুযোগে তাদের পূর্ববর্তী পরাজয়ের শোধ নিয়েছিল (২ খান্দান ২৬:৫-৭ আয়াতের সাথে ২ খান্দান ২৮:১৮ আয়াতের তুলনা করুন)।

আজও করছে। ১ বাদশাহ্‌ ৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:৭ তিগ্লৎ-পিলেষর। ১৫:১৯, ২৯ আয়াতের নোট দেখুন। আমি আপনার গোলাম ও আপনার পুত্র। বাদশাহ্‌ আহস এহুদার রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মাবুদের প্রতি বাধ্যতা ও তাঁর ওয়াদার প্রতি বিশ্বস্ততার চেয়ে বরং আশেরিয়ার বাদশাহ্‌র সাথে সন্ধি স্থাপনকে আরও উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন (হিজ ২৩:২২; ইশা ৭:১০-১৬ আয়াত দেখুন)।

১৬:৮ মাবুদের গৃহে ও রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে পাওয়া সমস্ত রূপা ও সোনা। নিঃসন্দেহে বাদশাহ্‌ যোথম মাবুদের এবাদতখানার সম্পদ কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধার করেছিলেন (১২:১৮; ১৪:১৪ আয়াত দেখুন)। তিগ্লৎ পিলেষরের একটি লিপি ফলককে

ও রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে পাওয়া সমস্ত রূপা ও
সোনা নিয়ে আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র কাছে
উপঢৌকন পাঠালেন। ৯ আর আসেরিয়ার
বাদশাহ্‌ তাঁর কথা শুনলেন; আসেরিয়ার বাদশাহ্‌
দামেস্কের বিরুদ্ধে গিয়ে তা অধিকার করলেন,
সেখানকার লোকদের বন্দী করে কীরে নিয়ে
গেলেন এবং রৎসীনকে হত্যা করলেন।
১০ পরে বাদশাহ্‌ আহস আসেরিয়ার বাদশাহ্‌
তিগ্লৎ-পিলেষরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দামেস্কে
গেলেন এবং দামেস্কস্থ কোরবানগাহ্‌ দেখে
বাদশাহ্‌ আহস সেই কোরবানগাহ্‌র আকৃতি ও
তাতে যে শিল্পকর্ম ছিল, তার আদর্শ লিখে ঊরিয়
ইমামের কাছে পাঠালেন। ১১ তাতে ঊরিয় ইমাম
একটি কোরবানগাহ্‌ তৈরি করলেন; বাদশাহ্‌
আহস দামেস্ক থেকে যা কিছু পাঠিয়েছিলেন,
ইমাম ঊরিয় দামেস্ক থেকে বাদশাহ্‌ আহসের
আগমনের আগেই সেই অনুসারে সকল কিছুই
করলেন। ১২ পরে বাদশাহ্‌ দামেস্ক থেকে
আসলেন ও তিনি সেই কোরবানগাহ্‌ দেখলেন;
আর বাদশাহ্‌ সেই কোরবানগাহ্‌র কাছে গিয়ে
তার উপরে কোরবানী করতে লাগলেন। ১৩ তিনি
সেই কোরবানগাহ্‌র উপরে তাঁর পোড়ানো-
কোরবানী ও শস্য-উৎসর্গ করলেন, আর পানীয়
নৈবেদ্য ঢাললেন এবং নিজের মঙ্গল-কোরবানী-
গুলোর রক্ত ছিটিয়ে দিলেন। ১৪ আর মাবুদের
সম্মুখস্থ যে ব্রোঞ্জের কোরবানগাহ্‌, তা গৃহের
সম্মুখ থেকে অর্থাৎ তাঁর কোরবানগাহ্‌র ও
মাবুদের গৃহের মধ্যস্থান থেকে সরিয়ে তাঁর
কোরবানগাহ্‌র উত্তর দিকে স্থাপন করলেন।
১৫ পরে আহস বাদশাহ্‌ ইমাম ঊরিয়কে এই
হুকুম দিলেন, বড় কোরবানগাহ্‌র উপরে
প্রাতঃকালীন পোড়ানো-কোরবানী ও সন্ধ্যাকালীন
শস্য-উৎসর্গ এবং বাদশাহ্‌র পোড়ানো-কোরবানী
ও তাঁর শস্য-উৎসর্গ এবং দেশের সমস্ত লোকের
পোড়ানো-কোরবানী এবং তাদের খাবার ও
পানীয় নৈবেদ্য পুড়িয়ে দাও, আর তার উপরে
পোড়ানো-কোরবানীর সমস্ত রক্ত ও অন্য
কোরবানীর সমস্ত রক্ত ছিটিয়ে দাও; কিন্তু
আল্লাহ্‌র মন্ত্রণা জানবার জন্য ব্রোঞ্জের
কোরবানগাহ্‌ আমার জন্য থাকবে। ১৬ ইমাম
ঊরিয় আহস বাদশাহ্‌র হুকুম অনুসারে সমস্ত
কাজ করলেন।
১৭ পরে বাদশাহ্‌ আহস পীঠগুলোর পাটা
কেটে তার উপর থেকে ধোবার পাত্র স্থানান্তর
করলেন, আর সমুদ্রপাত্রের নিচে যে ব্রোঞ্জের
বলদগুলো ছিল, তার উপর থেকে সেই পাত্র
নামিয়ে শিলাস্তরণের উপরে বসালেন। ১৮ আর
তারা বিশ্রামবারের জন্য বাড়ির মধ্যে যে
চন্দ্রাতপ এবং বাদশাহ্‌র প্রবেশের জন্য যে
বহির্দ্বার নির্মাণ করা হয়েছিল, তা তিনি
আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র ভয়ে মাবুদের গৃহের অন্য
স্থানে রাখলেন।

[১৬:৯] ইশা ২২:৬; আমোস ১:৫; ৯:৭।
[১৬:১০] ইশা ৮:২।
[১৬:১২] ২খান্দান ২৬:১৬।
[১৬:১৩] লেবীয় ৬:৮-১৩।
[১৬:১৪] হিজ ২০:২৪; ৪০:৬; ১বাদশা ৮:৬৪।
[১৬:১৫] হিজ ২৯:৩৮-৪১।
[১৬:১৭] ১বাদশা ৭:২৭।
[১৬:১৮] ইহি ১৬:২৮।

"এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোয়াহস" (আহস) নামটি পাওয়া যায়। লিপি ফলকটিতে আরও অনেক শাসক ও বাদশাহ্‌দের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে (এদের মধ্যে রয়েছেন ফিলিস্তিনী, অম্মোনীয়, মোয়াবীয় ও ইদোমীয় শাসকবৃন্দ) যারা ৭৩৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর জন্য আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ কর নিয়ে এসেছিলেন।

১৬:৯ দামেস্কের বিরুদ্ধে গিয়ে তা অধিকার করলেন। ৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তৃতীয় তিগ্লৎপিলেষর দামেস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং সেটি ধ্বংস করেন (ইশা ৭:১৬; আমোস ১:৩-৫ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী দেখুন)। সেখানকার লোকদের বন্দী করে কীরে নিয়ে গেলেন। অরামীয়রা যেখান থেকে এসেছিল তাদেরকে আবার সেখানেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল (আমোস ৯:৭) যেন নবী আমোসের ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ হয় (আমোস ১:৫)। কীর নগরের অবস্থান অজ্ঞাত, যদিও এলমের সাথে এর সংযোগ আছে বলে ইশা ২২:৬ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬:১০ আহস ... তিগ্লৎ-পিলেষরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দামেস্কে গেলেন। অধীনস্থ শাসক হিসেবে বিজয়ী আশেরীয় বাদশাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য।

দামেস্কস্থ কোরবানগাহ্‌। সম্ভবত দেবতা রিম্মোণের কোরবানগাহ্‌ (৫:১৮; ২ খান্দান ২৮:২৩ আয়াত দেখুন), কিন্তু সেটি দেখতে তিগ্লৎপিলেষরের রাজকীয় কোরবানগাহ্‌র মত ছিল। আহসও একই ধরনের কোরবানগাহ্‌ নির্মাণ করার অর্থ ছিল আশেরিয়ার প্রতি ইসরাইলের আরও অধিক আনুগত্য প্রকাশ।

১৬:১৩ পোড়ানো-কোরবানী ... শস্য-উৎসর্গ ... পানীয় নৈবেদ্য ... মঙ্গল-কোরবানী। পানীয় নৈবেদ্য বাদে অন্য সমস্ত কোরবানীগুলো মাবুদের এবাদতখানায় উৎসর্গ করা হত (১ বাদশাহ্‌ ৮:৬৪)।

১৬:১৪ তাঁর কোরবানগাহ্‌র উত্তর দিকে। যদিও বেহেশত থেকে আগুন নেমে এসে মাবুদের এবাদতের জন্য ব্রোঞ্জের তৈরি কোরবানগাহ্‌ অভিষিক্ত ও পবিত্র করত (২ খান্দান ৭:১), তথাপি এখন আহস সেটিকে সরিয়ে দিয়ে দামেস্কের পৌত্তলিক দেবতার কোরবানগাহ্‌র নকশার অনুকরণে কোরবানগাহ্‌ নির্মাণ করে এবাদতখানায় স্থাপন করলেন। যদিও ব্রোঞ্জের কোরবানগাহ্‌টি যথেষ্ট বড় আকৃতির ছিল (২ খান্দান ৪:১ দেখুন), কিন্তু নতুন কোরবানগাহ্‌টি ছিল আরও বড় আকৃতির। প্রাতঃকালীন পোড়ানো-কোরবানী। ৩:২০; হিজ ২৯:৩৮-৩৯; শুমারী ২৮:৩-৪ আয়াত দেখুন।

সন্ধ্যাকালীন শস্য-উৎসর্গ। ১ বাদশাহ্‌ ১৮:২৯ আয়াতের নোট দেখুন। বাদশাহ্‌র পোড়ানো-কোরবানী ও তাঁর শস্য-উৎসর্গ। বাদশাহ্‌দের এই বিশেষ ধরনের কোরবানীর উল্লেখ পুরাতন নিয়মের আর কোথাও পাওয়া যায় না। তবে এক্ষেত্রে ইহিস্কেলের বর্ণনায় ভবিষ্যতের বাদশাহ্‌র কোরবানী উৎসর্গ করার ঘটনা একটি ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা যেতে পারে (ইহি ৪৬:১২)। আল্লাহ্‌র মন্ত্রণা জানবার জন্য ব্রোঞ্জের কোরবানগাহ্‌ আমার জন্য থাকবে। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে কোরবানীকৃত প্রাণীর অন্ত্র, যকৃত ইত্যাদি প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করার মধ্য দিয়ে দৈব বাণী লাভের পদ্ধতি বেশ প্রচলিত ছিল। এখানে বাদশাহ্‌ আহস বলছেন যে, তিনি মাবুদের হুকুম ও নির্দেশনা যথোপযুক্তভাবে লাভের জন্য আশেরীয় পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।

১৬:১৯ আহসের কৃত অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত। ২ খান্দান ২৮

১৯ আহসের কৃত অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত
এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে কি লেখা
নেই? ২০ পরে আহস তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
নিদ্রাগত হলেন, আর তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
দাউদ-নগরে তাঁকে দাফন করা হল; এবং তাঁর
পুত্র হিষ্কিয় তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌ হোশেয়

১৭ ১ এহুদার বাদশাহ্‌ আহসের বারো
বছরের রাজত্বের সময় এলার পুত্র
হোসিয়া সামেরিয়াতে ইসরাইলে রাজত্ব করতে
আরম্ভ করেন এবং নয় বছরকাল রাজত্ব করেন।
২ তিনি মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই করতেন
বটে, কিন্তু তাঁর আগে ইসরাইলের যে বাদশাহ্‌রা
ছিলেন তাঁদের মত নয়। ৩ তাঁর বিরুদ্ধে
আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ শালমানেসার যুদ্ধযাত্রা
করলেন; তাতে হোসিয়া তাঁর গোলাম হলেন ও
তাঁকে উপঢৌকন দিতে লাগলেন। ৪ পরে
আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ হোসিয়ার চক্রান্ত জানতে
পারলেন, কেননা তিনি মিসরের বাদশাহ্‌ সো এর
কাছে দূতদেরকে প্রেরণ করেছিলেন এবং বছরের
পর বছর যেমন করতেন, আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র
কাছে তেমনি উপঢৌকন আর পাঠালেন না;
এজন্য আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ তাঁকে রুদ্ধ করলেন,
কারাগারে আটক করলেন।

নির্বাসনে ইসরাইল

৫ পরে আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ সমস্ত দেশ
আক্রমণ করলেন ও সামেরিয়াতে গিয়ে তিন
বছর পর্যন্ত তা অবরোধ করে রইলেন।
৬ হোসিয়ার নবম বছরে আসেরিয়ার বাদশাহ্‌
সামেরিয়া দখল করে ইসরাইলকে আসেরিয়া
দেশে নিয়ে গেলেন এবং হলহে ও হাবোরে,
গোষণের নদীতীরে ও মাদীয়দের নানা নগরে
বসিয়ে দিলেন।
৭ এর কারণ এই– বনি-ইসরাইলদের আল্লাহ্‌
মাবুদ, যিনি তাদেরকে মিসর দেশ থেকে,
মিসরের বাদশাহ্‌ ফেরাউনের অধীনতা থেকে, বের
করে এনেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে তারা গুনাহ্‌
করেছিল ও অন্য দেবতাদেরকে ভয় করতো;

[১৬:২০] ইশা ১৪:২৮ ২ করহমং ১৭।
[১৭:১] ২বাদশা ১৫:৩০।
[১৭:২] দ্বি:বি ৪:২৫।
[১৭:৩] হোশেয় ১০:১৪।
[১৭:৪] জবুর ১৪৬:৩; ইশা ৩০:১, ৭; ৩৬:৬; ইয়ার ২:৩৬; হোশেয় ১২:১।
[১৭:৫] হোশেয় ১৩:১৬।
[১৭:৬] ২বাদশা ১৫:২৯; ইশা ৪২:২৪।
[১৭:৬] ১খান্দান ৫:২৬।
[১৭:৭] ইউসা ৭:১১।

অধ্যায় দেখুন, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয়েছে আহস "মাবুদের গৃহের সমস্ত দরজা রুদ্ধ করলেন" (২ খান্দান ২৮:২৪)।

এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:২০ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১:২১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২ খান্দান ২৮:২৭ আয়াতও দেখুন। তাঁর পুত্র হিষ্কিয় তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন। ১৮:১ – ২০:২১ আয়াত দেখুন।

১৭:১ আহসের বারো বছরের রাজত্বের সময়। ৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (১৫:৩০ আয়াতের নোট দেখুন)। ৭৪৪/৭৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অসরিয়ের সাথেআহসের যৌথ রাজত্ব শুরু করার সময়কালের উপর ভিত্তি করে এই সময় নির্ণয় করা হয়েছে (১৬:১-২ আয়াতের নোট দেখুন)।

নয় বছরকাল। ৭৩২-৭২২ (১ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের ভূমিকা। খান্দাননামা দেখুন); ১৫:৩০ আয়াতের নোটও দেখুন।

১৭:৩ শালমানেসার। তৃতীয় তিগ্লৎ পিলেষরের অধীনে বাদশাহ্‌ হোসিয়া আশেরিয়া দেশের প্রতিনিধিত্বকারী পুতুল শাসক হয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৫:৩০ আয়াতের নোট দেখুন)। তিগ্লৎ পিলেষরের পর আশেরিয়ার সিংহাসনে বসে পঞ্চম শালমানেসার, যিনি ৭২৭-৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

১৭:৫ তিন বছর। ৭২৫-৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। সামেরিয়া ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি নগর এবং এটি দখল করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ ছিল (১ বাদশাহ্‌ ১৬:২৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:৬ হোসিয়ার নবম বছরে। ৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১ আয়াতের নোট দেখুন)।

আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ সামেরিয়া দখল করে ...। ৭২২-৭২১ খ্রীস্টপূর্বাব্দের শীতকালে (ডিসেম্বর ৭২২) পঞ্চম শালমানেসার মারা যান (সম্ভবত তাঁকে হত্যা করা হয়) এবং দ্বিতীয় সার্গন আশেরিয়ার সিংহাসন দখল করেন (৭২১-৭০৫)। সার্গন তার কর্মবৃত্তান্তে তাঁর রাজত্বের শুরুতে সামেরিয়া দখল করার বিষয়ে দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু তা ছিল নেহায়েত একটি সাময়িক হামলা।

ইসরাইলকে আশেরিয়া দেশ নিয়ে গেলেন। উত্তরের রাজ্য মাবুদের বিধান অনুসারে চলতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে মাবুদ আল্লাহ্‌ তার নাগরিকদের উপরে বিচার ও শাস্তি ঘোষণা করলেন যা অহসিয় ইতোমধ্যে উত্তরের রাজ্যের প্রথম বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিমের সময়েই ঘোষণা করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। দ্বিতীয় সার্গন তার কর্মবৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন যে, ২৭,২৯০ জন ইসরাইলীয়কে তিনি বন্দী করে নিয়ে এসেছিলেন। এরপর তিনি অন্যান্য বন্দী লোকদেরকে উত্তরের রাজ্যের শূন্য নগরীগুলোতে বসতি স্থাপন করান (আয়াত ২৪)।

হাবোরে, গোষণের নদীতীরে। গোষণ ছিল আশেরীয় মালিকানাধীন একটি প্রাদেশিক রাজধানী যা ফোরাত নদীর একটি শাখা নদী, অর্থাৎ হাবোর নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

মাদীয়দের নানা নগরে। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে এবং টাইগ্রীস নদীর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত নগরীসমূহ।

১৭:৭-২৩ উত্তরের রাজ্যের পতনের একটি ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা (এ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর নোট দেখুন)। মাবুদ আল্লাহ্‌ দয়ার ও করুণার কাজগুলো থেকে ইসরাইল জাতি বারবার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল এবং তারা কোনভাবেই নবীদের সতর্কবার্তায় কান দিতে চাচ্ছিল না (আয়াত ১৩-১৪, ২৩) এবং সেই সাথে ইসরাইল জাতি তার চুক্তির বিধানের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল (আয়াত ১৫)। এর ফলে মূসার সময়ে কেনান দেশে প্রবেশের পূর্বে ইসরাইল জাতির সাথে শরীয়ত অমান্য করার বদদোয়ার যে চুক্তি সাধিত হয়েছিল সেই বদদোয়া কার্যকর হতে শুরু করল (দ্বি.বি. ২৮:৪৯-৬৮; ৩২:১-৪৭)।

১৭:৭ মিসর দেশ থেকে ... বের করে এনেছিলেন। মিসর থেকে উদ্ধার লাভ ছিল ইসরাইল জাতির জীবনের প্রাথমিক উদ্ধার লাভের ঘটনা। জাতি হিসেবে রূপ লাভ করার সূচনালগ্নেই ইসরাইল আল্লাহ্‌র এই অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করেছিল (হিজ ২০:২; দ্বি.বি. ৫:১৫; ২৬:৮; ইউসা ২৪:৫-৭,১৭; কাজী ১০:১১; ১ শামু ১২:৬; নহিমিয়া ৯:৯-

৮ আর মাবুদ বনি-ইসরাইলদের সম্মুখ থেকে যে
জাতিদেরকে অধিকারচ্যুত করেছিলেন, তারা
তাদেরই বিধি এবং ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের
হুকুম করা বিধি অনুসারে চলতো। ৯ বনি-
ইসরাইল গোপনে নিজেদের আল্লাহ্‌ মাবুদের
বিরুদ্ধে অন্যায় কাজ করতো; তারা প্রহরীদের
উঁচু পাহারা-ঘর থেকে প্রাচীরবেষ্টিত নগর পর্যন্ত
তাদের সকল নগরে নিজেদের জন্য উচ্চস্থলী
প্রস্তুত করেছিল। ১০ আর তারা প্রত্যেক উঁচু
পাহাড়ের উপরে ও প্রত্যেক সবুজ গাছের তলে
স্তম্ভ ও আশেরা-মূর্তি স্থাপন করেছিল। ১১ আর
মাবুদ তাদের সম্মুখ থেকে যে জাতিদের নির্বাসিত
করেছিলেন, তারা তাদের মত সেখানকার সকল
উচ্চস্থলীতে ধূপ জ্বালাতো এবং দুষ্কর্ম করে
মাবুদকে অসন্তুষ্ট করতো। ১২ আর তারা
মূর্তিগুলোর সেবা করতো, যার বিষয় মাবুদ
বলেছিলেন, তোমরা এমন কাজ করবে না।
১৩ তবুও মাবুদ সমস্ত নবীর ও দর্শকের দ্বারা
ইসরাইল ও এহুদার কাছে সাক্ষ্য দিতেন,
বলতেন, তোমরা তোমাদের কুপথ থেকে ফিরে
এসো এবং আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে
সমস্ত ব্যবস্থা দিয়েছি ও আমার গোলাম নবীদের
মাধ্যমে তোমাদের কাছে যা পাঠিয়েছি সেই
অনুসারে আমার হুকুম ও সমস্ত বিধি পালন
কর। ১৪ কিন্তু তারা কথা শোনল না, তাদের যে
পূর্বপুরুষেরা তাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের উপর
বিশ্বাস করতো না, তাদের ঘাড়ের মত স্ব স্ব ঘাড়
শক্ত করতো। ১৫ আর তাঁর বিধিগুলো ও তাদের
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কৃত তাঁর নিয়ম ও তাদের
কাছে দেওয়া তাঁর সাক্ষ্যাদি অগ্রাহ্য করেছিল;
আর অসার বস্তুর অনুগামী হয়ে তারাও অসার
হয়েছিল। এছাড়া, মাবুদ যাদের মত কাজ
করতে নিষেধ করেছিলেন, চারপাশের সেই
জাতিদের অনুগামী হয়েছিল। ১৬ তারা তাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের সমস্ত হুকুম ত্যাগ করে
নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালা বাছুরটির দু'টি মূর্তি
তৈরি করেছিল, আশেরা-মূর্তিও তৈরি করেছিল
এবং আসমানের সমস্ত বাহিনীর কাছে সেজ্‌দা
করতো ও বালদেবের সেবা করতো। ১৭ আর
তারা নিজ নিজ পুত্রকন্যাদেরকে আগুনের মধ্য

[১৭:৮] হিজ ৩৪:১৫; লেবীয় ১৮:৩; দ্বি:বি ৯:৪। [১৭:৯] ২বাদশা ১৮:৮। [১৭:১০] হিজ ৩৪:১৩; ইশা ১৭:৮; মীখা ৫:১৪। [১৭:১২] হিজ ২০:৪। [১৭:১৩] ইয়ার ৪:১; ১৮:১১; ২৩:২২; ২৫:৫; ৩৫:১৫; ৩৬:৩; জাকা ১:৪। [১৭:১৩] মথি ২৩:৩৪। [১৭:১৪] হিজ ৩২:৯; প্রেরিত ৭:৫১। [১৭:১৫] ইয়ার ২:৫। [১৭:১৬] পয়দা ২:১; ইশা ৪০:২৬;

১৩; মিকাহ্‌ ৬:৪)।

অন্য দেবতাদেরকে ভয় করতো। মাবুদের সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক লঙ্ঘনের সবচেয়ে প্রধান কারণ (আয়াত ৩৫; দ্বি.বি. ৫:৭; ৬:১৪; ইউসা ২৪:১৪-১৬,২০; ইয়ার ১:১৬; ২:৫-৬; ২৫:৬; ৩৫:১৫)।

১৭:৮ যে জাতিদেরকে ... তাদেরই বিধি। দ্বি.বি. ১৮:৯; কাজী ২:১২-১৩।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের হুকুম করা বিধি। যেমন ১০:৩১ (যেহূ); ১২:২৪ (দ্বিতীয় ইয়ারাবিম); ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৮-৩৩ (প্রথম ইয়ারাবিম); ১৬:২৫-২৬ (অম্রি); ১৬:৩০-৩৬ (আহাব)।

১৭:৯ সকল নগরে নিজেদের জন্য উচ্চস্থলী প্রস্তুত করেছিল। ১৪:৪; ১৫:৪,৩৫ আয়াত দেখুন; সেই সাথে ১৬:৪; ১ বাদশাহ্‌ ৩:২; ১৫:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:১০ স্তম্ভ। দেবতাদের উদ্দেশে পূজা দেওয়ার স্তম্ভ। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

আশেরা-মূর্তি। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। প্রত্যেক উঁচু পাহাড়ের উপরে ও প্রত্যেক সবুজ গাছের তলে। ১৬:৪; ১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৩; ইয়ার ২:২০; ৩:৬,১৩; ১৭:২ আয়াত দেখুন।

১৭:১১ দুষ্কর্ম। সম্ভবত এখানে পৌত্তলিক ধর্মকর্মের অন্তর্গত বেশ্যাবৃত্তি ও জেনার কথা বোঝানো হয়েছে (১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৪ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে হোসিয়া ৪:১৩-১৪ আয়াতও দেখুন)।

১৭:১২ মূর্তিগুলো। লেবীয় ২৬:৩০ আয়াতের নোট দেখুন। তোমরা এমন কাজ করবে না। এর সাথে হিজ ২৩:১৩; লেবীয় ২৬:১; দ্বি.বি. ৫:৬-১০ আয়াতও দেখুন।

১৭:১৩ সমস্ত নবীর ও দর্শকের দ্বারা ইসরাইল ও এহুদার কাছে সাক্ষ্য দিতেন। ইসরাইল জাতি শুধু যে সিনাই পর্বতে প্রদত্ত সমস্ত বিধি নিষেধ অমান্য করেছিল তা-ই নয়, সেই সাথে মাবুদ আল্লাহ্‌ লোকদের মন ফেরানোর জন্য আহ্বান জানাতে তাঁর যে নবীদেরকে প্রেরণ করেছিলেন, তাঁদেরকেও তারা অবজ্ঞা করেছিল (১ বাদশাহ্‌ ১৩:১-৩; ১৪:৬-১৬; কাজী ৬:৮-১০; ১ শামু ৩:১৯-২১ আয়াত দেখুন। এর পাশাপাশি নবী ইলিয়াস, আল-ইয়াসা, আমোস এবং হোসিয়ার পরিচর্যা কাজের বিবরণ দেখুন)।

দর্শক। ১ শামু ৯:৯ আাত দেখুন।

১৭:১৪ ঘাড় শক্ত করতো। একটি ষাঁড়কে যোয়ালির অধীনে রাখা হলেও সে যখন তার স্থান থেকে নড়তে চায় না, এমন একটি পরিস্থিতির কথাই রূপক অর্থে এখানে বলা হয়েছে (দ্বি.বি. ১০:১৬; ইয়ার ২:২০; ৭:২৬; ১৭:২৩; ১৯:১৫; হোসিয়া ৪:১৬)।

১৭:১৫ অসার বস্তুর অনুগামী হয়ে। দ্বি.বি. ৩২:২১; ইয়ার ২:৫; ৮:১৯; ১০:৮; ১৪:২২; ৫১:১৮ আয়াত দেখুন।

১৭:১৬ ছাঁচে ঢালা বাছুরটির দু'টি মূর্তি। বেথেল ও দানে সোনার তৈরি দুটি বাছুরের মূর্তি (১ বাদশাহ্‌ ১২:২৮-৩০)।

আশেরা-মূর্তি। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

আসমানের সমস্ত বাহিনী। ইসরাইল জাতিকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তারা তাদের প্রতিবেশী পৌত্তলিক জাতিগুলোর মত আসমানের উপাসনা ও পূজা না করে (দ্বি.বি. ৪:১৯; ১৭:৩)। যদিও এ ধরনের প্রতিমা পূজার কথা এর আগে ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামায় উল্লেখ করা হয় নি, তথাপি নবী আমোস আপাতদৃষ্টিতে বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় ইয়ারাবিমের আমলে ইসরাইলের উত্তর রাজ্যে এই ধরনের প্রতিমা পূজা প্রচলিত ছিল বলে তিনি আভাস দিয়েছেন (আমোস ৫:২৬ আয়াতের নোট দেখুন)। পরবর্তী সময়ে দক্ষিণের রাজ্যে বাদশাহ্‌ মানাশা এই প্রতিমা পূজা শুরু করেন (২১:৩,৫) এবং বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার সংস্কার কার্যক্রমের সময় সেগুলো ধ্বংস করা হয় (২৩:৪-৫,১২ দেখুন; আরও দেখুন ইহিস্কেল ৮:১৬)।

১৭:১৭ নিজ নিজ পুত্রকন্যাদেরকে আগুনের মধ্য দিয়ে গমন করাত। ১৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

মন্ত্র ও মায়াক্রিয়ার ব্যবহার করতো। এ ধরনের যাদুমন্ত্রের

দিয়ে গমন করাত এবং মন্ত্র ও মায়াক্রিয়ার
ব্যবহার করতো, আর মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ,
তা-ই করার জন্য নিজেদের বিক্রি করেছিল,
এভাবে তাঁকে অসন্তুষ্ট করলো। ১৮ এজন্য মাবুদ
ইসরাইলের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাদেরকে
তাঁর দৃষ্টিসীমা থেকে দূর করলেন; কেবল এহুদা
বংশ ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকলো না।
১৯ আর এহুদাও তার আল্লাহ্‌ মাবুদের হুকুম
পালন না করে ইসরাইলের হুকুম করা বিধি
অনুসারে চলতে লাগল। ২০ তাই মাবুদ
ইসরাইলের সমস্ত বংশকে অগ্রাহ্য করে দুঃখ
দিলেন এবং তাদেরকে লুণ্ঠনকারীদের হাতে তুলে
দিলেন, শেষে একেবারে তাঁর দৃষ্টিসীমা থেকে
দূরে ফেলে দিলেন।
২১ কেননা তিনি দাউদের কুল থেকে
ইসরাইলকে ছিঁড়ে নেবার পর তারা নবাটের পুত্র
ইয়ারাবিমকে বাদশাহ্‌ করেছিল; আর ইয়ারাবিম
মাবুদের পিছনে চলা থেকে ইসরাইলকে সরিয়ে
নিয়ে তাদেরকে মহাগুনাহ্‌ করিয়েছিলেন।
২২ ইয়ারাবিম যেসব গুনাহ্‌ করেছিলেন, বনি-
ইসরাইল তাঁর সেসব গুনাহ্‌ পথে চলতো, সেসব

ইয়ার ১৯:১৩।
[১৭:১৭] ১বাদশা ২১:২০; রোমীয় ৭:১৪।
[১৭:১৮] পয়দা ৪:১৪; হিজ ৩৩:১৫; ২বাদশা ১৩:২৩; ২থিষ ১:৯।
[১৭:১৯] ২বাদশা ১৬:৩; ইয়ার ৩:৬-১০; ইহি ২৩:১৩।
[১৭:২০] ইয়ার ৭:১৫; ১৫:১।
[১৭:২১] ১শামু ১৫:২৭; ১বাদশা ১১:১১।
[১৭:২৩] ইহি ৩৯:২৩-২৪।
[১৭:২৪] ইশা ৩৬:১৯; ৩৭:১৩; আমোস ৬:২।
[১৭:২৫] পয়দা ৩৭:২০; ইশা ৫:২৯; ১৫:৯; ইয়ার

থেকে ফিরল না। ২৩ শেষে মাবুদ তাঁর সমস্ত
গোলাম নবীদের দ্বারা যেরকম বলেছিলেন, সেই
অনুসারে ইসরাইলকে তাঁর দৃষ্টিসীমা থেকে দূর
করলেন। আর ইসরাইল তার দেশ থেকে
আসেরিয়া দেশ নীত হল; আজও তারা সেই
স্থানে আছে।

সামেরিয়ায় অন্যান্য লোকদের বাস

২৪ পরে আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ ব্যাবিলন, কূথা,
অব্বা, হমাৎ ও সর্ফর্বয়িম থেকে লোক আনিয়ে
বনি-ইসরাইলদের পরিবর্তে তাদেরকে
সামেরিয়ার নগরগুলোতে বসিয়ে দিলেন; তাতে
তারা সামেরিয়া অধিকার করে সেখানকার
নগরগুলোতে বাস করলো। ২৫ সেখানে তাদের
বাস করার প্রথম দিকে তারা মাবুদকে ভয়
করতো না, এজন্য মাবুদ তাদের মধ্যে সিংহ
পাঠালেন এবং সিংহেরা কোন কোন লোককে
হত্যা করলো। ২৬ অতএব লোকেরা আসেরিয়ার
বাদশাহ্‌কে বললো, আপনি যে জাতিদেরকে
নির্বাসিত করে সামেরিয়ায় সকল নগরে বসিয়ে
দিয়েছেন, তারা সেই দেশের আল্লাহ্‌র বিধান
জানে না; এজন্য তিনি তাদের মধ্যে সিংহ

ব্যবহার মূসার শরীয়ত অনুসারে নিষিদ্ধ ছিল (১৬:১৫ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে লেবীয় ১৯:২৬; দ্বি.বি. ১৮:৯,১০ আয়াত দেখুন)।

১৭:১৮ তাদেরকে নিজ দৃষ্টিসীমা থেকে দূর করলেন। উত্তরের রাজ্যের বন্দীদশা (আয়াত ৬; ২৩:২৭ দেখুন)। শুধুমাত্র এহুদা গোষ্ঠী অবশিষ্ট ছিল। দক্ষিণের রাজ্যে শিমিয়োন ও বিন্‌ইয়ামীন গোষ্ঠীর কিছু অংশও অবশিষ্ট ছিল বটে, কিন্তু উত্তরের রাজ্যে শুধুমাত্র এহুদা গোষ্ঠীই তাদের সম্পূর্ণতা ধরে রেখেছিল (১ বাদশাহ্‌ ১১:৩১-৩২; ২ বাদশাহ্‌ ১৯:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:২০ দুঃখ দিলেন এবং তাদেরকে লুণ্ঠনকারীদের হাতে তুলে দিলেন। ১০:৩২-৩৩; ১৩:৩,২০; ২৪:২; ২ খান্দান ২১:১৬; ২৮:১৮; আমোস ১:১৩।

১৭:২১ দাউদের কুল থেকে ইসরাইলকে ছিঁড়ে নেবার পর। ১ বাদশাহ্‌ ১১:১১,৩১; ১২:২৪ দেখুন। রাজ্য বিভক্ত হয়ে যাওয়াটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল, কিন্তু লোকদের গুনাহ্‌র শাস্তি হিসেবেই রাজ্য বিভক্ত হয়েছিল।

ইয়ারাবিম ... তাদেরকে মহা গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৬-৩২; ১৩:৩৩-৩৪ দেখুন; পয়দা ২০:৯ আয়াতের নোটও দেখুন।

১৭:২৩ তাঁর সমুদয় গোলাম নবীদের দ্বারা যেরকম বলেছিলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৫-১৬; হোসিয়া ১০:১-৭; ১১:৫; আমোস ৫:২৭। আশেরিয়া দেশে নীত হল; আজও তারা সেই স্থানে আছে।

১৭:২৪ আশেরিয়ার বাদশাহ্‌। প্রধানত দ্বিতীয় সার্গোন (৭২১-৭০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), যদিও পরবর্তীতে অন্যান্য আশেরীয় শাসকগণ, যেমন এসোরহদ্দন (৬৮১-৬৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং অশূরবানিপাল (৬৬৯-৬২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) আরও অন্যান্য ন-ইসরাইলীয়দেরকে সামেরিয়াতে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন (উযায়ের ৪:২, ৯-১০)।

ব্যাবিলন, কূথা। ব্যাবিলন ও কূথা (যার অবস্থান ছিল ব্যাবিলন থেকে আশি মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে) ৭০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ সার্গোনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

অব্বা। সম্ভবত ইব্বা ও অব্বা একই (১৮:৩৪; ১৯:১৩ দেখুন)। হমাত ও অর্ফাদের সাথে সংযুক্তি থাকায় ধরে নেওয়া যায় তা অরামের তথা সিরিয়ার কোন একটি স্থানে অবস্থিত।

হমাত। অরন্টো নদীর তীরে অবস্থিত একটি রাজ্য (১৪:২৫; ১৮:৩৪; এর সাথে উযায়ের ৪৭:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। ৭২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় সার্গোন হমাত রাজ্যকে আশেরীয় একটি প্রদেশে রূপ দেন।

সর্ফর্বয়িম। ইশা ৩৬:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

সামেরিয়া। এখানে সামেরিয়া নামটি দিয়ে পুরো উত্তরের রাজ্যকে বোঝানো হয়েছে (১ বাদশাহ্‌ ১৩:৩২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:২৫ তারা মাবুদকে ভয় করতো না। তারা তাদের নিজস্ব জাতীয় জাতিগত দেব দেবতার পূজা করত। মাবুদ তাদের মধ্যে সিংহ পাঠালেন। কেনান দেশে আগে থেকেই সিংহের উপস্থিতি ছিল (১ বাদশাহ্‌ ১৩:২৪; ২০:৩৬; কাজী ১৪:৫; ১ শামু ১৭:৩৪; আমোস ৩:১২)। আশেরীয়দের সাথে সংঘর্ষের কারণে জনজীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও মানুষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে যাওয়ার কারণে সিংহের সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল (হিজ ২৩:২৯ আয়াত দেখুন)। দেশটির লোকেরা এবং বাদশাহ্‌নামা কিতাবের লেখক এটিকে দেখেছিলেন মাবুদের শাস্তি হিসেবে (লেবীয় ২৬:২১-২২ দেখুন)।

১৭:২৬ আশেরিয়ার বাদশাহ্‌। দ্বিতীয় সার্গোন।

সেই দেশের আল্লাহ্‌র বিধান। তৎকালীন ধর্মীয় ধারণা অনুসারে প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট কিছু দেবতা ছিল যাদের জন্য বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা ও রীতি নীতি পালন করতে হত। যদি এই সমস্ত আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি কোনভাবে লঙ্ঘন করা হত তখন তা সেই দেশের বা অঞ্চলের উপরে দুর্যোগ বয়ে নিয়ে আসত।

পাঠিয়েছেন এবং দেখুন, সিংহেরা তাদেরকে
মেরে ফেলছে, কেননা তারা সেই দেশের
আল্লাহ্‌র বিধান জানে না। ২৭ পরে আসেরিয়ার
বাদশাহ্‌ এই হুকুম করলেন, তোমরা সেই স্থান
থেকে যে ইমামদের এনেছ, তাদের এক জনকে
সেই দেশে নিয়ে যাও; সে সেখানে গিয়ে বাস
করুক এবং সে লোকদেরকে সেই দেশের
আল্লাহ্‌র বিধান শিক্ষা দিক। ২৮ পরে তারা
সামেরিয়া থেকে যে ইমামদের নিয়ে গিয়েছিল,
তাদের এক জন এসে বেথেলে বাস করলো এবং
কিভাবে মাবুদকে ভয় করতে হয়, তা
লোকদেরকে শিখাতে লাগল।
২৯ তবুও তাদের প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ
দেবতা তৈরি করলো এবং সামেরীয়েরা
উচ্চস্থলীতে যেসব মন্দির নির্মাণ করেছিল,
তন্মধ্যে এক এক জাতি যার যার নিবাস-নগরে স্ব
স্ব দেবতাকে স্থাপন করলো। ৩০ এভাবে
ব্যাবিলনের লোকেরা সুক্কোৎ-বনোৎ নির্মাণ
করলো ও কূথের লোকেরা নের্গল নির্মাণ করলো
এবং হমাতের লোকেরা অশীমা নির্মাণ করলো,
৩১ আর অব্বীয়েরা নিভস ও তর্তক নির্মাণ করলো
ও সফর্বীয়েরা সফর্বয়িমের দেবতা অদ্রম্মেলক ও
অনম্মেলকের উদ্দেশে যার যার সন্তানদের আগুনে
পোড়াত। ৩২ তারা মাবুদকে ভয় করতো, আবার
নিজেদের জন্য নিজেদের মধ্য থেকে
উচ্চস্থলীগুলোর ইমামদেরকে নিযুক্ত করতো;
তারাই তাদের জন্য উচ্চস্থলীর মন্দিরে উৎসর্গ
করতো। ৩৩ তারা মাবুদকেও ভয় করতো এবং
যেসব জাতি থেকে আনা হয়েছিল, তাদের বিধান
অনুসারে নিজ নিজ দেবতারও সেবা করতো।
৩৪ তারা আজ পর্যন্ত আগের বিধান অনুসারে
কাজ করছে; তারা প্রকৃতপক্ষে মাবুদের এবাদত
করে না, স্ব স্ব বিধি ও অনুশাসন অনুসারে
আচরণ করে না এবং মাবুদ যাঁর নাম ইসরাইল
রেখেছিলেন, সেই ইয়াকুবের সন্তানদের দেওয়া
তাঁর ব্যবস্থা ও হুকুম অনুসারেও চলে না।
৩৫ বাস্তবিক মাবুদ তাদের সঙ্গে নিয়ম করে
এই হুকুম দিয়েছিলেন, তোমরা অন্য দেবতাদের
এবাদত করবে না, তাদের কাছে সেজ্‌দা করবে
না, তাদের সেবা করবে না, বা তাদের উদ্দেশে
কোরবানী করবে না; ৩৬ কিন্তু যিনি মহাপরাক্রম
ও বাড়িয়ে দেওয়া বাহু দ্বারা মিসর দেশ থেকে
তোমাদেরকে উঠিয়ে এনেছেন, তোমরা সেই
মাবুদকেই ভয় করবে, তাঁরই কাছে সেজ্‌দা
করবে ও তাঁরই উদ্দেশে কোরবানী করবে।
৩৭ আর তিনি তোমাদের জন্য যেসব বিধি ও
অনুশাসন এবং যে শরীয়ত ও হুকুম লিখে
দিয়েছেন, সব সময় সেসব যত্নপূর্বক পালন
করবে; অন্য দেবতাদের এবাদত করবে না;
৩৮ আর আমি তোমাদের সঙ্গে যে নিয়ম করেছি,
তা ভুলে যাবে না এবং অন্য দেবতাদের এবাদত
করবে না; ৩৯ কিন্তু তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদকেই
ভয় করবে; তাতে তিনিই তোমাদের সমস্ত
দুশমনের হাত থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার
করবেন। ৪০ তবুও তারা কথা শুনল না; তাদের
আগের বিধান অনুসারে চললো।

৫০:১৭।
[১৭:২৯] ইয়ার ২:২৮; ১১:১৩।
[১৭:৩১] ২বাদশা ১৯:৩৭।
[১৭:৩২] ১বাদশা ১২:৩১।
[১৭:৩৪] পয়দা ১৭:৫; ১বাদশা ১৮:৩১।
[১৭:৩৫] হিজ ২০:৩।
[১৭:৩৬] হিজ ৩:২০; জবুর ১৩৬:১২।
[১৭:৩৭] দ্বি:বি ৫:৩২।
[১৭:৩৮] দ্বি:বি ৬:১২।

১৭:২৭ যে ইমামদের এনেছ, তাদের এক জনকে। সম্ভবত উত্তরের রাজ্যে প্রথম ইয়ারাবিম যে পৌত্তলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার একজন ইমাম (১ বাদশাহ্‌ ১২:৩১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:২৮ এক জন এসে বেথেলে বাস করলো। উত্তরের রাজ্যে প্রথম ইয়ারাবিমের সময় ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র এবাদত বন্দেগী থেকে সরে আসার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছিল তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল বেথেল (১ বাদশাহ্‌ ১২:২৮-৩০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:২৯ সামেরীয়েরা। উত্তরের রাজ্যের পূর্ববর্তী ভূখণ্ডে বসবাসকারী মিশ্র জনগোষ্ঠী। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বংশ থেকে আগত এই সকল লোকেরা সামেরীয় নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী সময়ে সামেরীয়রা তাদের বহুত্ববাদের সংস্কৃতি থেকে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে এবং মূসার শিক্ষা অনুসরণ করতে শুরু করে, অর্থাৎ এক আল্লাহ্‌র এবাদত করতে শুরু করে। ইঞ্জিল শরীফে ঈসা মসীহ্‌ একজন সামেরীয় নারীর কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন (ইউ ৪:৪-২৬) এবং ফিলিপের পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে বহু সামেরীয় মন পরিবর্তন করেছিল ও মসীহের উপরে ঈমান এনেছিল (প্রেরিত ৮:৪-২৫)।

১৭:৩২ নিজেদের মধ্য থেকে উচ্চস্থলীগুলোর ইমামদেরকে নিযুক্ত করতো। ১ বাদশাহ্‌ ১২:৩১ আয়াত দেখুন।

১৭:৩৩ তারা মাবুদের এবাদত করত, কিন্তু একই সাথে তারা নিজেদের মন গড়া দেবতাদের উপাসনাও করত। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তৎকালীন মিশ্র ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৭:৩৪ আজ পর্যন্ত। ১ ও ২ বাদশাহ্‌নামা কিতাব রচনার সময়কাল পর্যন্ত।

মাবুদকে ভয় করতো। এখানে বিশ্বস্ততার ও ভক্তি সহকারে এবাদত করার কথা বোঝানো হয়েছে। ৩২-৩৩ আয়াতে মাবুদের এবাদতের পাশাপাশি পৌত্তলিক দেবতার সেবা করার কথা বারবার বোঝানো হয়েছে।

১৭:৩৫ তোমরা অন্য দেবতাদের এবাদত করবে না। মূসার শরীয়ত অনুসারে একান্তভাবে শুধুমাত্র মাবুদের এবাদত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে (হিজ ২০:৫; দ্বি.বি. ৫:৯)। এটি ছিল প্রথম ও সর্ব মহান হুকুম (মথি ২২:৩৮)। এই হুকুমের উদ্দেশ্য ছিল ইসরাইল জাতিকে অন্য সকল জাতিদের থেকে আলাদা করা।

১৭:৩৬ যিনি … মিসর দেশ থেকে তোমাদেরকে উঠিয়ে এনেছেন … সেই মাবুদকেই ভয় করবে। এখানেও ৭ আয়াতের মত (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) মিসর থেকে উদ্ধার লাভ করাকে আল্লাহ্‌র একটি দয়া ও করুণার কাজ হিসেবে দেখা হয়েছে, যে কারণে তিনি ইসরাইলের প্রশ্নাতীত আনুগত্যের দাবীদার।

১৭:৩৯ তিনিই তোমাদের সমুদয় দুশমনের হাত থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করবেন। হিজ ২৩:২২; দ্বি.বি. ২০:১-৪; ২৩:১৪।

৪১ এভাবে সেই জাতিরা মাবুদকেও ভয় করছে
এবং তাদের খোদাই-করা মূর্তির সেবাও করে
আসছে; তাদের পূর্বপুরুষেরা যেরকম করতো,
তাদের পুত্র পৌত্রেরাও আজ পর্যন্ত সেরকম
করছে।

এহুদার বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়

১৮ ১ এলার পুত্র ইসরাইলের বাদশাহ্‌
হোসিয়ার তৃতীয় বছরে এহুদার
বাদশাহ্‌ আহসের পুত্র হিষ্কিয় রাজত্ব করতে
আরম্ভ করেন। ২ তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজত্ব
করতে আরম্ভ করেন এবং উনত্রিশ বছর
জেরুশালেমে রাজত্ব করেন, তাঁর মায়ের নাম
অবী, তিনি জাকারিয়ার কন্যা। ৩ হিষ্কিয় তাঁর
পূর্বপুরুষ দাউদের মতই মাবুদের দৃষ্টিতে যা
ন্যায্য তা-ই করতেন। ৪ তিনি সমস্ত উচ্চস্থলী
উচ্ছিন্ন করলেন ও সমস্ত স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেললেন
এবং আশেরা-মূর্তি বিনষ্ট করলেন, আর মূসা যে
ব্রোঞ্জের সাপ তৈরি করেছিলেন তা ভেঙে
ফেললেন। কেননা সেই সময় পর্যন্ত বনি-
ইসরাইল তার উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত; তিনি তার
নাম নহুষ্টন (পিত্তলখণ্ড) রাখলেন। ৫ তিনি
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের উপর নির্ভর
করতেন; আর তাঁর পরে এহুদার বাদশাহ্‌দের
মধ্যে কেউ তাঁর তুল্য হন নি, তাঁর আগেও
ছিলেন না। ৬ বাস্তবিক মাবুদের প্রতি তিনি
আসক্ত ছিলেন, তাঁকে অনুসরণ করা থেকে
বিরত হলেন না, বরং মাবুদ মূসাকে যেসব হুকুম
দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত পালন করতেন। ৭ আর
মাবুদ তাঁর সহবর্তী ছিলেন; তিনি যে কোন স্থানে
যেতেন, বুদ্ধিপূর্বক চলতেন; আর তিনি
আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র অধীনতা অস্বীকার
করলেন, তাঁর গোলামী আর করলেন না।
৮ তিনি গাজা ও তার সীমা পর্যন্ত, প্রহরীদের উঁচু
পাহারা-ঘর থেকে প্রাচীরবেষ্টিত নগর পর্যন্ত,
ফিলিস্তিনীদের আক্রমণ করলেন।
৯ হিষ্কিয় বাদশাহ্‌র চতুর্থ বছরে, অর্থাৎ

[১৭:৪১] ১বাদশা ১৮:২১; উজা ৪:২; মথি ৬:২৪।
[১৮:১] ইশা ১:১; মীখা ১:১।
[১৮:২] ইশা ৩৮:৫।
[১৮:৩] ১বাদশা ১৪:৮।
[১৮:৪] ২খান্দান ৩১:১; ইশা ৩৬:৭।
[১৮:৫] ১শামু ৭:৩; ২বাদশা ১৯:১০; জবুর ২১:৭; ১২৫:১; মেসাল ৩:২৬।
[১৮:৬] দ্বি:বি ১০:২০; দ্বি:বি ৬:১৮।
[১৮:৭] ২বাদশা ২৪:১।
[১৮:৮] ২বাদশা ১৭:৯।

১৭:৪১ আজ পর্যন্ত সেরকম করছে। ৩৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:১ হোসিয়ার তৃতীয় বছরে ... হিষ্কিয় রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। ৭২৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (১৭:১ আয়াত দেখুন)। ৭২৯ থেকে ৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত হিষ্কিয় তার পিতা আহসের সাথে সহকারী শাসকের ভূমিকা পালন করেছিলেন (১৬:২; ইশা ৩৬:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

এহুদার বাদশাহ্‌ আহসের পুত্র হিষ্কিয়। ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মাটির তৈরি একটি রাজকীয় সীলমোহর আবিষ্কৃত হয়, যাতে লেখা ছিল "এহুদার বাদশাহ্‌ আহসের পুত্র হিষ্কিয়ের সম্পত্তি।" এহুদার মাত্র দুই জন বাদশাহ্‌র এ ধরনের রাজকীয় সীলমোহর আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে (১৪:২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:২ রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। এহুদার একচ্ছত্র বাদশাহ্‌ হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। উনত্রিশ বছর। ৭১৫-৬৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ২ খান্দান ২৯-৩২ অধ্যায় এবং ইশা ৩৬-৩৯ অধ্যায়ে তাঁর রাজত্বের বর্ণনা দেখুন, যেখানে তাঁর পরিচালিত সংস্কার কার্যক্রমের বেশ কিছু ঘটনার বিবরণ রয়েছে (২ খান্দান ২৯-৩১ অধ্যায়)। তাঁর প্রথম কাজগুলোর মধ্যে একটি ছিল বায়তুল মোকাদ্দস পুনরায় উন্মুক্ত করা, যা তাঁর পিতা আহস বন্ধ করে রেখেছিলেন (১৬:১৯ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে ২ খান্দান ২৯:৩ আয়াতও দেখুন)।

১৮:৩ তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদের মতই ... যা ন্যায্য তা-ই করতেন। হিষ্কিয় ছিলেন বৃহত্তর ইসরাইল রাজ্যের সেই সমস্ত হাতে গোণা বাদশাহ্‌দের মধ্যে একজন, যাঁকে আল্লাহ্‌ভক্তির দিক থেকে দাউদের সাথে তুলনা করা যায়। অন্যরা হলেন আসা (১ বাদশাহ্‌ ১৫:১১), যিহোশাফট (১ বাদশাহ্‌ ২২:৪৩) এবং ইউসিয়া (২ বাদশাহ্‌ ২২:২)। তবে আসা ও যিহোশাফটের একটি বিশেষ দিকের উল্লেখ আমরা পাই। তারা উচ্চস্থলীগুলো উচ্ছিন্ন করেন নি (১ বাদশাহ্‌ ১৫:১৪; ২২। ৪৩)।

১৮:৪ উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন করলেন। হিষ্কিয়ই প্রথম বাদশাহ্‌ নন যিনি উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন করেছেন (১ বাদশাহ্‌ ৩:২; ১৫:১৪ আয়াতের নোট দেখুন), তবে তিনিই সর্বপ্রথম মাবুদের জন্য উৎসর্গীকৃত এবাদতের উচ্চস্থলী ধ্বংস করেন (১২:৩; ১৪:৪; ১৫:৪,৩৫; ১৭:৯; ১ বাদশাহ্‌ ২২:৪৩ আয়াত দেখুন)। এমনকি আশেরীয় বাদশাহ্‌ সনহেরীবও এই সংবাদটি জেনেছিলেন (আয়াত ২২ দেখুন)।

সমস্ত স্তম্ভ। ৩:২; ১০:২৬-২৭; ১৭:১০ দেখুন; সেই সাথে ১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

আশেরা-মূর্তি। ১৩:৬; ১৭:১০,১৬; ১ বাদশাহ্‌ ১৬:২৩ দেখুন; এর সাথে ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৫ আয়াতের নোটও দেখুন।

বনি-ইসরাইল তার উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত। সম্ভবত ব্রোঞ্জের সাপ ইসরাইল জাতির জীবনের পুরোটা সময় জুড়ে একটি প্রতিমা বা দেবতা হিসেবে উপাসনার বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছিল। সম্ভবত হিষ্কিয়ের পিতার আহসের আমলে এই বস্তুটিকে প্রতিমা হিসেবে গণ্য করা শুরু হয় (১৬ অধ্যায় দেখুন)। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে বিভিন্ন ধরনের সাপ দেখা যেত। শুমারী ২১:৮-৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:৫ কেউ তাঁর তুল্য হন নি, তাঁর আগেও ছিলেন না। ২৩:২৫ আয়াত লক্ষ্য করলে আমরা দেখি বক্তব্যের মধ্যে গুরুত্ব আরোপের ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। মাবুদের প্রতি আস্থা স্থাপনের দিক থেকে হিষ্কিয় ছিলেন অনুপম, অপরদিকে মূসার শরীয়ত কঠোরভাবে পালন করার দিক থেকে ইউসিয়া ছিলেন অদ্বিতীয়।

১৮:৭ আশেরিয়ার বাদশাহ্‌র অধীনতা অস্বীকার করলেন না। বাদশাহ্‌ আহসের শাসনামলে এহুদা রাজ্য আশেরিয়ার অধীনস্থ ছিল (১৬:৭ আয়াত দেখুন) – যার জন্য আশেরিয়ার দেবতাদের প্রতি অন্তত সামান্য আনুষ্ঠানিকতামূলক আনুগত্য প্রদর্শন করতে হত। হিষ্কিয় তাঁর পিতা আহসের নীতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করেছিলেন এবং তিনি আশেরিয়ার অধীনতা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত ৭০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের সামান্য পরে যখন দ্বিতীয় সার্গোন সনহেরীবকে উৎখাত করে আশেরিয়ার সিংহাসনে বসেন, তখন হিষ্কিয় আশেরীয়দেরকে বাৎসরিক কর দিতে অস্বীকার করেন।

১৮:৮ ফিলিস্তিনীদের আক্রমণ করলেন। আহসের সময়কার বিপরীত পরিস্থিতি এখানে আমরা দেখতে পাই। কারণ বাদশাহ্‌ আহসের আমলে ফিলিস্তিনীরা পার্বত্য অঞ্চলে ও নেগেভে

এই নবীগণ কারা ছিলেন?

কোন্‌ নবী?	কখন? (খ্রী: পূ:)	কোন বাদশাহ্‌গণের রাজত্বকালে সেবা করেছিলেন?	মূল বার্তা	গুরুত্ব
অহসিয়	৯৩৪-৯০৯	ইসরাইলের বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিম ১ (১বাদশা ১১:২৯-৩৯)	ইসরাইল দুই ভাগে বিভক্ত হবে, এবং আল্লাহ্‌ ইয়ারাবিমকে বাছাই করেছিলেন ১০ বংশকে পরিচালনা করার জন্য। আল্লাহ্‌র প্রতি বাধ্য থাকার জন্য সাবধান করেছিলেন।	আল্লাহ্‌-প্রদত্ত দায়িত্ব আমাদের হাল্কাভাবে নেওয়া উচিত নয়। ইয়ারাবিম তা করেছিলেন এবং রাজ্য হারিয়েছিলেন।
ইলিয়াস	৮৭৫-৮৪৮	ইসরাইলের বাদশাহ্‌ আহাব (১বাদশা ১৭:১-২বাদশা ২:১১)	উত্তেজিত ভাবে দুষ্ট আহাবকে আহ্বান করেছিলেন আল্লাহ্‌র দিকে ফেরার জন্য। কর্মিল পর্বতে প্রমাণ করেছিলেন যে, কে সত্যিকারের আল্লাহ্‌ (১বাদশা ১৮)।	এমনকি যারা ঈমানে বীর তারা গুনাহ্‌গারদের জোর করতে পারেন না পরিবর্তনের জন্য। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ত থাকে তাদের প্রতি মহা অনুগ্রহ বর্ষিত হয়।
মিকাহ্‌	৮৬৫-৮৫৩	ইসরাইলের আহাব এহুদার যিহোশাফট (১বাদশা ২২:৮; ২খান্দান ১৮:২৮)	আহাব অরামীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করবেন না।	আল্লাহ্‌র কালামের সাথে বিরোধী কোন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া বোকামী।
যেহূ	৮৫৩	এহুদার যিহোশাফট (২খান্দান ১৯:১-৩)	দুষ্ট আহাবের সাথে যিহোশাফটের বন্ধুত্ব যেন কখনও না হয়।	অনৈতিক লোকেদের সাথে অংশীদারিত্ব আমাদেরকে সমস্যায় ফেলতে পারে।
ওবদিয়া	৮৫৫-৮৪০ (?)	এহুদার যিহোরাম (ওবদিয়ার কিতাব)	আল্লাহ্‌র লোকেদের সুবিধা নেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ ইদোমীয়দের বিচার করবেন।	গর্ব হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ গুনাহ্‌গুলোর মধ্যে একটি কারণ এটি আমাদের অন্যের সুবিধা নিতে সাহায্য করে।
আল-ইয়াসা	৮৪৮-৭৯৭	যিহোরাম, যেহূ, যিহোয়াহস এবং যোয়াশ সবাই ইসরাইয়েলের (২বাদশা ২:১-৯:১; ১৩:১০-২১)	সাধারণ অভাবী মানুষদের সাহায্য করার গুরুত্ব তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল।	আল্লাহ্‌ তাঁর লোকেদের প্রতিদিনের প্রয়োজনের বিষয়ে অবগত।
যোয়েল	৮৩৫-৭৯৬ (?)	এহুদার যোয়াস (যোয়েলের কিতাব)	যেহেতু জাতিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য পঙ্গপালের মহামারি এসেছিল, এটি আরও বড় ধরনের দণ্ড আসার আগে লোকেদের আল্লাহ্‌র প্রতি ফিরার জন্য চেতনা দিয়েছিল।	যখন আল্লাহ্‌ সব লোকেদেরে তাদের গুনাহের জন্য বিচার করেন, তিনি শুধুমাত্র তাদেরকে চিরন্তন উদ্ধার দান করেন যারা তাঁর দিকে ফিরেছে।
ইউনুস	৭৯৩-৭৫৩	ইসরাইলের ইয়ারাবিম ২ (২বাদশা ১৪:২৫; ইউনুসের কিতাব)	আসিরিয়ার রাজধানী নিনেভেকে তার গুনাহের জন্য সাবধান করেছিলেন।	আল্লাহ্‌ চান সব জাতি তাঁর দিকে ফিরুক। তাঁর ভালবাসা সব মানুষের কাছে পৌঁছায়।
আমোস	৭৬০-৭৫০	ইসরাইলের ইয়ারাবিম ২ (আমোসের কিতাব)	যারা অভাবীদের শোষণ করেছিলেন এবং অবহেলা করেছিলেন। (আমোসের সময়ে ইসরাইল ছিল একটি সমৃদ্ধশালী এবং বস্তুবাদী সমাজ।)	আল্লাহ্‌তে ঈমান আনা ব্যক্তিগত বিষয়ের চেয়েও অনেক কিছু। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করা এবং অভাগীদের সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্‌ সকল ঈমানদারদের আহবান করেন।
হোসিয়া	৭৫৩-৭১৫	ইসরাইলের শেষ সাত বাদশাহ্‌; অসরিয় (উষিয়), যোথাম, আহস, এবং এহুদার হিষ্কিয় (হোসিয়ার কিতাব)	যেভাবে একজন জেনাকারী স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করে, সেভাবে গুনাহ্‌ করার জন্য ইসরাইলের লোকেদের দোষারোপ করেছিলেন।	যখন আমরা গুনাহ্‌ করি আমরা তখন আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করি, তাঁর প্রতি আমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করি। যেখানে সবাইকেই তাদের গুনাহের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে জবাব দিতে হবে, যারা আল্লাহ্‌ ক্ষমা অন্বেষণ করে তাদেরকে চিরন্তন বিচার থেকে রেহাই দেওয়া হয়।

"তবুও মাবুদ সমস্ত নবীর ও দর্শকের দ্বারা ইসরাইল ও এহুদার কাছে সাক্ষ্য দিতেন, বলতেন, তোমরা তোমাদের কুপথ থেকে ফিরে এসো এবং আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে সমস্ত ব্যবস্থা দিয়েছি ও আমার গোলাম নবীদের মাধ্যমে তোমাদের কাছে যা পাঠিয়েছি সেই অনুসারে আমার হুকুম ও সমস্ত বিধি পালন কর" (২বাদশা ১৭:১৩)। এই নবীরা কারা ছিলেন? এখানে তাদের মধ্যে কয়েকজনের বিষয়ে বলা হয়েছে যারা লোকেদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি ফেরানোর চেষ্টা করেছিলেন। ভবিষ্যতের বিষয়ে আল্লাহ্‌ প্রকাশ করেছিলেন যেটি ছিল নবীদের কাজের একটি অংশ।

এই নবীগণ কারা ছিলেন?

কোন্ নবী?	কখন? (খ্রী: পূ:)	কোন বাদশাহ্‌গণের রাজত্বকালে সেবা করেছিলেন?	মূল বার্তা	গুরুত্ব
মিকাহ্	৭৪২-৬৮৭	যোথাম, আহস, এবং এহুদার হিষ্কিয় (মিকাহ্ কিতাব)	উত্তর এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলোর পতনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আল্লাহ্‌র শাসন দেখায় যে তাদেরকে তিনি কত যত্ন করেছিলেন।	আল্লাহ্‌বিহীন জীবন-যাপন বাছাই করা হচ্ছে গুনাহের প্রতি অঙ্গীকার করা। গুনাহ্ বিচার এবং মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই চিরন্তন শান্তির পথ দেখান।
ইশাইয়া	৭৪০-৬৮১	অরসিয়, যোথাম, আহস, হিষ্কিয় এবং এহুদার মানাশা (ইশাইয়া কিতাব)	আল্লাহ্‌র সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য লোকদেরকে আহবান জানানো হয়েছে।	মাঝে মাঝে আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের পুনরায় মিলিত হওয়ার আগে বিচার এবং শাসন ভোগ করা আবশ্যিক।
নাহুম	৬৬৩-৬৫৪	এহুদার মানশা (নাহুম কিতাব)	আসিরিয়ার শক্তিশালী সাম্রাজ্য যা আল্লাহ্‌র লোকেদের নিপিড়ন করেছে তা দ্রুত হোঁচট খাবে।	যারা দুষ্ট কাজ করে এবং অন্যদের নিপিড়ন করে তারা একদিন তেতো সমাপ্তির মুখোমুখি হবে।
সফনিয়	৬৪০-৬২১	এহুদার যোশিয়া (সফনিয় কিতাব)	একটি দিন আসবে যখন বিচারকর্তা হিসেবে সকল জাতিকে কঠিন শাস্তি দান করবেন, কিন্তু পরে তিনি তার লোকেদের দয়া দেখাবেন।	আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের অবাধ্যতার জন্য আমরা সকলই বিচারিত হব কিন্তু আমরা যদি তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, তিনি আমাদের দয়া দেখাবেন।
ইয়ারমিয়া	৬২৭-৫৮৬	যোশিয়া, যিহোয়াহস, যিহোয়াকিম, যিহোয়াখিন, এহুদার সিদিকিয় (ইয়ারমিয়ার কিতাব)	ব্যাবিলনের হাতে এহুদার বিচার অনুতাপের মধ্য দিয়ে স্থগিত হবে।	অনুতাপ হচ্ছে এই অনৈতিক বিশ্বের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।
হাবাকক্কুক	৬১২-৫৮৯	যোশিয়, যিহোয়াহস, যিহোয়াকিম, যিহোয়াখিন, এহুদার সিদিকিয়া (হাবাক্কুকের কিতাব)	বুঝতে পারেন নি যে, কেন সমাজের দুষ্টতার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ কিছু করছেন না। এরপর তিনি বুঝতে পারেন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ঈমানই একদিন এর উত্তর দিবে।	আল্লাহ্‌র পথের বিষয়ে প্রশ্ন না করে আমাদের বোঝা উচিত যে, তিনি সম্পূর্ণই সঠিক এবং আমাদের ঈমান থাকা উচিত যে তিনি নিয়ন্ত্রনে আছেন এবং একদিন মন্দ একদিনই ধ্বংস হয়ে যাবে।
দানিয়াল	৬০৫-৫৩৬	বখতে-নাসার, মাদীয় দারিয়াস এবং পারস্যের সাইরাসের রাজত্বের সময় ব্যাবিলনে বন্দি হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (দানিয়ালের কিতাব)	কাছের এবং দূরের ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছেন। এর মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ সার্বভৌম এবং বিজয়ী।	কখন ঘটনাগুলো ঘটবে তার দিকে কম সময় দিয়ে আমাদের শিখতে হবে যে এখন কিভাবে জীবন-যাপন করলে ঐসব ঘটনার শিকার হব না।
ইহিস্কেল	৫৯৩-৫৭১	বখতে-নাসারের রাজত্বের সময় ব্যবিলনে বন্দি হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (ইহিস্কেলের কিতাব)	লোকেদের আহবান জানিয়ে জেরুশালেমে বার্তা পাঠিয়েছিলেন যাতে তাঁর সাথে তাদের সকলকে বন্দিত্বে পাঠানোর আগে তারা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরতে পারে। জেরুশালেমের পতনের পর, তিনি তাঁর সহ বন্দিদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ফেরার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন যাতে তারা চূড়ান্তভাবে তাদের দেশে ফিরতে পারে।	আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য তাদেরকে শাসন করেন।

তাঁর প্রধান কাজ হচ্ছে লোকেদের কাছে আল্লাহ্‌র কালাম তবলিগ করা– তাদের যেভাবে বাঁচা উচিত তার জন্য তাদের সাবধান করা, নির্দেশনা এবং উৎসাহ দেওয়া। (হগয়, জাকারিয়া এবং মালাখি হচ্ছেন এহুদার লোকেদের নবীগণ যখন তারা বন্দিদশা থেকে ফিরে এসেছিল।

ইসরাইলের বাদশাহ্ এলার পুত্র হোসিয়ার সপ্তম
বছরে আসেরিয়ার বাদশাহ্ শালমানেসার
সামেরিয়ার বিরুদ্ধে তা অবরোধ করলেন।
১০ আর তিন বছর পরে আসেরিয়েরা তা অধিকার
করলো; হিষ্কিয় বাদশাহ্‌র ষষ্ঠ বছরে ও
ইসরাইলের বাদশাহ্ হোসিয়ার নবম বছরে
সামেরিয়া অন্যের অধিকারে চলে গেল। ১১ পরে
আসেরিয়ার বাদশাহ্ ইসরাইলকে আসেরিয়া
দেশে নিয়ে গিয়ে হলহে, হাবোরে, গোষণের
নদীতীরে এবং মাদীয়দের নানা নগরে স্থাপন
করলেন। ১২ এর কারণ এই, তারা তাদের
আল্লাহ্ মাবুদের মান্য করতো না; বরং তাঁর
নিয়ম অর্থাৎ মাবুদের গোলাম মূসার সমস্ত হুকুম
লঙ্ঘন করতো, তা শুনত না, পালনও করতো
না।

বাদশাহ্ সন্‌হেরীবের এহুদা আক্রমণ

১৩ পরে হিষ্কিয় বাদশাহ্‌র চতুর্দশ বছরে
আসেরিয়ার বাদশাহ্ সনহেরীব এহুদার প্রাচীর-
বেষ্টিত সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে এসে সেই সকল
অধিকার করতে লাগলেন। ১৪ তাতে এহুদার
বাদশাহ্ হিষ্কিয় লাখীশে আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র
কাছে এই কথা বলে পাঠালেন, আমি অন্যায়
করেছি, আমার কাছ থেকে ফিরে যান; আপনি
আমাকে যে ভার দেবেন, তা আমি বহন
করবো। তাতে আসেরিয়া দেশের বাদশাহ্
এহুদার বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের তিন শত তালন্ত রূপা
ও ত্রিশ তালন্ত সোনা দণ্ড নির্ধারণ করলেন।
১৫ তখন হিষ্কিয় মাবুদের গৃহে ও রাজপ্রাসাদের
ভাণ্ডারগুলোতে পাওয়া সমস্ত রূপা তাকে
দিলেন। ১৬ এহুদার বাদশাহ্ হিষ্কিয় মাবুদের
বায়তুল-মোকাদ্দসের যে যে কবাট ও যে যে
বাজু সোনা দিয়ে মুড়িয়েছিলেন, হিষ্কিয় সেই
সময়ে তা থেকে সোনা কেটে আসেরিয়ার
বাদশাহ্‌কে দিলেন। ১৭ পরে আসেরিয়ার
বাদশাহ্ লাখীশ থেকে তর্তনকে, রব্‌সারীসকে ও
রব্‌শাকিকে বড় সৈন্যদলের সঙ্গে জেরুশালেমে
হিষ্কিয় বাদশাহ্‌র কাছে প্রেরণ করলেন এবং
তাঁরা যাত্রা করে জেরুশালেমে উপস্থিত হলেন।
তাঁরা এসে উচ্চতর পুষ্করিণীর প্রণালীর কাছে
ধোপার-ভূমির রাজপথে অবস্থান গ্রহণ করলেন।
১৮ পরে তাঁরা বাদশাহ্‌কে আহ্বান করলে
হিষ্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম নামে রাজপ্রাসাদের
নেতা, শিব্‌ন লেখক ও আসফের পুত্র যোয়াহ
নামক ইতিহাস-রচয়িতা বের হয়ে তাঁদের কাছে
গেলেন।
১৯ রব্‌শাকি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা

[১৮:৯] ইশা ১:১; ৩৬:১।
[১৮:১১] ইশা ৩৭:১২।
[১৮:১২] ২বাদশা ২১:৮; দানি ৯:৬, ১০।
[১৮:১৩] ইশা ১:৭; মীখা ১:৯।
[১৮:১৪] ইশা ২৪:৫; ৩৩:৮।
[১৮:১৫] ১বাদশা ১৫:১৮; ইশা ৩৯:২।
[১৮:১৬] ২খান্দান ২৯:৩।
[১৮:১৭] ২বাদশা ২০:২০; ২খান্দান ৩২:৪,৩০; নহি ২:১৪; ইশা ২২:৯।
[১৮:১৮] ২বাদশা ১৯:২; ইশা ২২:২০; ৩৬:৩, ১১, ২২; ৩৭:২।
[১৮:১৯] আইউব ৪:৬।

এহুদার নগরীগুলোকে আক্রমণ করে দখল করেছিল (২ খান্দান ২৮:১৮)। কিন্তু হিষ্কিয় ফিলিস্তিনীদের দখল থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। সম্ভবত হিষ্কিয় ফিলিস্তিনীদেরকে আশেরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মিত্র বাহিনী গড়ে তুলতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সনহেরীব তার একটি লিপিতে উল্লেখ করেছেন যে, ফিলিস্তিনী শহর ইক্রোণের বাদশাহ্ পাদিকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য তিনি বাদশাহ্ হিষ্কিয়কে চাপ দিয়েছিলেন, যাকে জেরুশালেমে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সনহেরীবের সামরিক অভিযানের সাথে এর সংযোগ রয়েছে।

১৮:৯ হিষ্কিয় বাদশাহ্‌র চতুর্থ বছরে। ৭২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, আহসের সাথে সহযোগী শাসক হিসেবে হিষ্কিয়ের চতুর্থ বছর (আয়াত ১; ১৭:১ এর নোট দেখুন)।

শালমানেসার। ১৭:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:১০ তিন বছর। ১৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

হোসিয়ার নবম বছরে। ১৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:১১ আশেরিয়ার বাদশাহ্ ইসরাইলকে আশেরিয়া দেশে নিয়ে গিয়ে ... স্থাপন করলেন। ১৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:১২ মূসার সমস্ত হুকুম লঙ্ঘন করতো। ১৭:৭-২৩ দেখুন।

১৮:১৩ চতুর্দশ বছরে। বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের একক শাসনামলের চতুর্দশ বছর, ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (২ আয়াতের নোট দেখুন)।

সনহেরীব ... অধিকার করতে লাগলেন। ১৩-১৬ আয়াতের বর্ণনা এবং ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ফিনিশিয়া, এহুদা ও মিসরের বিরুদ্ধে সনহেরীবের অভিযান সম্পর্কে তার নিজের বর্ণনার সাথে অনেক মিল পাওয়া যায়।

অধিকার করতে লাগলেন। বাদশাহ্ সনহেরীব তার কর্মবৃত্তান্তে এই দাবী করেছেন যে, তিনি হিষ্কিয়ের ৪৬টি দুর্গ নগরী দখল করেছিলেন, অসংখ্য গ্রাম অধিকার করেছিলেন এবং প্রায় ২,০০,১৫০ জন মানুষকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি হিষ্কিয়কে "জেরুশালেমে তাঁর রাজকীয় প্রাসাদে বন্দী করে রেখেছিলেন, যেভাবে পাখিকে খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়," কিন্তু তিনি বলেন নি যে, তিনি জেরুশালেম দখল করেছিলেন (১৯:৩৬-৩৬ আয়াত দেখুন)।

১৮:১৪ লাখীশ। ১৪:১৯; ইশা ৩৬:২ আয়াতের নোট দেখুন।

তিন শত তালন্ত রূপা ও ত্রিশ তালন্ত সোনা। আশেরীয় লিপি এবং কিতাবুল মোকাদ্দসের বর্ণনা অনুসারে হিষ্কিয় সনহেরীবকে ৩০ তালন্ত সোনা দিয়েছিলেন, কিন্তু সনহেরীব কিতাবুল মোকাদ্দসে উল্লিখিত ৩০০ তালন্ত রূপা ছাড়াও আরও ৮০০ তালন্ত রূপা পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

১৮:১৫ মাবুদের গৃহে ও রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারগুলোতে পাওয়া সমস্ত রূপা। ১২:১০,১৮; ১৪:১৪; ১৬:৮; ১ বাদশাহ্ ৭:৫১; ১৪:২৬; ১৫:১৮ দেখুন।

১৮:১৭ প্রণালীর কাছে ... রাজপথে। ইশা ৭:৩ আয়াতের নোট দেখুন। এটি বেশ চমকপ্রদ একটি বিষয় যে, আশেরীয় সেনাপতিরা এহুদা রাজ্যকে ঠিক সেই স্থানেই আত্মসমর্পণ করতে বলেছিল যেখানে নবী ইশাইয়া বাদশাহ্ আহসকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন যেন তিনি মাবুদের উপরে আস্থা রাখেন এবং কোনভাবেই যেন অরাম ও ইসরাইলের উত্তরের রাজ্যের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য আশেরীয় বাহিনীর সাথে মিত্রতা স্থাপন না করেন (১৬:৫-১০; ইশা ৭:১-১৭ আয়াত দেখুন)।

১৮:১৮ রাজপ্রাসাদের নেতা। ১ বাদশাহ্ ৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

লেখক। ২ শামু ৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

ইতিহাস-রচয়িতা। ২ শামু ৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:১৯ বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্। আশেরীয় শাসকদের উপাধি

হিষ্কিয়কে এই কথা বল, বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্‌
আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ এই কথা বলেন, তুমি যে
সাহস করছো, সে কেমন সাহস? ২০ তুমি বলছো,
যুদ্ধের বুদ্ধি ও পরাক্রম আমার আছে, কিন্তু সেটা
কেবল মুখের কথামাত্র; বল দেখি, তুমি কার
উপরে নির্ভর করে আমার বিদ্রোহী হলে? ২১ এখন
দেখ, তুমি ঐ থেঁৎলা নলরূপ লাঠিতে, অর্থাৎ
মিসরের উপরে নির্ভর করছো; কিন্তু কেউ যদি
তার উপরে নির্ভর করে, সে তার হাতে ফুটে তা
বিদ্ধ করে, যত লোক মিসরের বাদশাহ্‌
ফেরাউনের উপরে নির্ভর করে, সেই সবের পক্ষে
সে তেমনই। ২২ আর যদি তোমরা আমাকে বল,
আমরা আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের উপর বিশ্বাস
করি, তবে তিনি কি সেই জন নন, যাঁর উচ্চস্থলী
ও সমস্ত কোরবানগাহ্‌ হিষ্কিয় দূর করেছে এবং
এহুদা ও জেরুশালেমের লোকদের বলেছে,
তোমরা জেরুশালেমে এই কোরবানগাহ্‌র কাছে
সেজ্‌দা করবে? ২৩ তুমি একবার আমার মালিক
আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র কাছে পণ কর, আমি
তোমাকে দুই হাজার ঘোড়া দেব, যদি তুমি
ঘোড়সওয়ার দিতে পার। ২৪ তবে কেমন করে
আমার প্রভুর ক্ষুদ্রতম গোলামদের মধ্যে এক জন
সেনাপতিকে হটিয়ে দেবে এবং রথ ও
ঘোড়সওয়ারদের জন্য মিসরের উপরে নির্ভর
করবে? ২৫ বল দেখি, আমি কি মাবুদের সম্মতি
ছাড়া এই স্থান ধ্বংস করতে এসেছি? মাবুদই
আমাকে বলেছেন, তুমি ঐ দেশে গিয়ে সেটি
ধ্বংস কর।
২৬ তখন হিষ্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকিম, শিব্‌ন ও
যোয়াহ রব্‌শাকিকে বললেন, আরজ করি,
আপনার গোলামদেরকে অরামীয় ভাষায় বলুন,
কেননা আমরা তা বুঝতে পারি; প্রাচীরের
উপরিস্থ লোকদের শুনিয়ে আমাদের সঙ্গে
এহুদার ভাষায় কথা বলবেন না। ২৭ কিন্তু
রব্‌শাকি তাদেরকে বললেন, আমার মালিক কি
শুধু তোমার মালিকের কাছে এবং তোমারই
কাছে এই কথা বলতে আমাকে পাঠিয়েছেন? ঐ
যে লোকেরা তোমাদের সঙ্গে নিজ নিজ বিষ্ঠা
খেতে ও মূত্র পান করতে প্রাচীরের উপরে বসে
আছে, ওদেরই কাছে কি তিনি পাঠান নি?
২৮ পরে রব্‌শাকি দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে ইহুদী
ভাষায় বলতে লাগলেন, তোমরা বাদশাহ্‌দের
বাদশাহ্‌ আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র কথা শোন।
২৯ বাদশাহ্‌ এই কথা বলছেন, হিষ্কিয় তোমাদের
যেন না ভুলায়; কেননা তাঁর হাত থেকে
তোমাদেরকে রক্ষা করতে তার সাধ্য নেই।
৩০ আর হিষ্কিয় এই কথা বলে মাবুদের উপর
তোমাদের বিশ্বাস না জন্মায় যে, মাবুদ
আমাদেরকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করবেন, এই নগর
কখনও আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র অধিকারে যাবে
না। ৩১ তোমরা হিষ্কিয়ের কথা শুনবে না; কেননা
আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ এই কথা বলেন, তোমরা

[১৮:২১] ২বাদশা ২৪:৭; ইশা ২০:৬; ৩০:৫, ৭; ইয়ার ২৫:১৯; ৩৭:৭; ৪৬:২।

[১৮:২৪] ইশা ১০:৮।

[১৮:২৫] ২বাদশা ১৯:৬, ২২; ২৪:৩; ২খান্দান ৩৫:২১।

[১৮:২৬] উজা ৪:৭।

[১৮:২৯] ২বাদশা ১৯:১০।

[১৮:৩১] শুমারী ১৩:২৩; ১বাদশা ৪:২৫।

হিসেবে এই সম্বোধনটি প্রায়ই ব্যবহৃত হত। কোন কোন সময় তা মাবুদের উদ্দেশে ব্যবহৃত হত (জবুর ৪৭:২; ৪৮:২; ৯৫:৩; মালাখি ১:১৪; মথি ৫:৩৫)।

এই কথা বলেন। এই ধরনের কথা মনস্তাত্ত্বিক লড়াই হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হত, কারণ এতে করে প্রতিপক্ষের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া হত। বস্তুত জেরুশালেমের লোকদের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেওয়ার জন্য এ কথাটি বলা হয়েছিল (আয়াত ২৬-২৭ দেখুন; ইউসা ৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:২১ মিসরের উপরে নির্ভর করছো। ১৯:৯; ইশা ৩০:১-৫; ৩১:১-৩ আয়াত দেখুন।

১৮:২২ তিনি কি সেই জন নন, যাঁর উচ্চস্থলী ও সমস্ত কোরবানগাহ্‌ হিষ্কিয় দূর করেছে ... ?। আশেরীয়রা সুকৌশলে বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় ও তার জনগণের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে চেয়েছে। হিষ্কিয়ের প্রতি ইতোমধ্যে যারা বিরক্ত তাদের মধ্যে যেন বিদ্রোহের ভাব জেগে ওঠে এবং তারা নিজেরাই যেন অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বাদশাহ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করে এমন পরিকল্পনাই ছিল আশেরীয়দের। কারণ বাদশাহ্‌ উচ্চস্থলী ধ্বংস করার কারণে ও সংস্কার কার্যক্রম শুরু করার কারণে অনেকেই তাঁর উপরে বিরক্ত ছিল (৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:২৩ যদি তুমি ঘোড়সওয়ার দিতে পার। এই পরিহাস সূচক উক্তির মধ্য দিয়ে আশেরীয়রা এই অপ্রিয় সত্যটিকে উপস্থাপন করল যে, এহুদা রাজ্যের সামরিক শক্তি ছিল খুবই দুর্বল এবং এই যুদ্ধে জয় লাভ করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব কাজ ছিল। আশেরীয়দের সাথে তুলনা করলে সেই সময়ে এহুদার পদাতিক সৈন্য বাহিনী সে সময় সর্ববৃহৎ ছিল। ঘেরাও করে রাখা নগরটিতে হাতে গোণা মাত্র কয়েকটি রথ ছিল এবং ইসরাইলীয় সৈন্য বাহিনীতে কখনো ঘোড়সওয়ার সৈন্য ছিল কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

১৮:২৬ অরামীয়। তৎকালীন মধ্য প্রাচ্যে অরামীয় ভাষা ছিল আন্তর্জাতিক ভাষা এবং সকল প্রকার কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে এই ভাষা ব্যবহৃত হত। এটি বেশ অবাক হওয়ার মত ঘটনা যে, আশেরীয় কর্মকর্তারা এহুদার সাধারণ জনগণের মত করে হিব্রু ভাষাতেও কথা বলতে পারতেন (২ খান্দান ৩২:১৮ দেখুন)।

১৮:২৭ যে লোকেরা ... প্রাচীরের উপরে বসে আছে। আশেরীয়রা সাধারণ জনগণের সামনে পুরো আলোচনাটি সংঘটিত করার মধ্য দিয়ে জনগণকে বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে চেয়েছিল।

নিজ নিজ বিষ্ঠা খেতে ও মূত্র পান করতে। দীর্ঘকালব্যাপী বন্দীত্ব বরণ ও কষ্টভোগের একটি রূপক চিত্র।

১৮:২৯ বাদশাহ্‌ এই কথা বলছেন। আশেরীয় সেনাপতিরা এখন বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় বা তাঁর কর্মকর্তাদের সাথে কথা না বলে সরাসরি এহুদার জনগণের সাথে কথা বলছেন, যা আমরা ১৯-২৭ আয়াতেও দেখতে পাই।

হিষ্কিয় তোমাদের যেন না ভুলায়। এই আয়াতে এবং ৩০-৩১ আয়াতে মোট তিন বার লোকদেরকে বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের বিরুদ্ধে উস্‌কে দেওয়া হয়েছে।

১৮:৩০ এই নগর কখনও আশেরিয়ার বাদশাহ্‌র অধিকারে যাবে না। আল্লাহ্‌ হিষ্কিয়কে যে ওয়াদা করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই কথা দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে

আমার সঙ্গে সন্ধি কর, বের হয়ে আমার কাছে
এসো; তোমরা প্রত্যেক জন যার যার আঙ্গুর ফল
ও ডুমুরফল ভোজন কর এবং নিজ নিজ কূপের
পানি পান কর; ৩২ পরে আমি এসে তোমাদের
নিজের দেশের মত একটি দেশে, শস্য ও আঙ্গুর-
রসের দেশে, রুটি ও আঙ্গুর-ক্ষেতের দেশে এবং
তৈলদায়ক জলপাই গাছ ও মধুর দেশে
তোমাদেরকে নিয়ে যাব; তাতে তোমরা বাঁচবে,
মরবে না; কিন্তু হিষ্কিয়ের কথা শুনবে না; কেননা
সে তোমাদেরকে ভুলায়, বলে, মাবুদ
আমাদেরকে উদ্ধার করবেন। ৩৩ জাতিদের
দেবতারা কি কেউ কখনও আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র
হাত থেকে নিজ নিজ দেশ রক্ষা করেছে?
৩৪ হমাত ও অর্পদের দেবতারা কোথায়?
সফর্বয়িমের, হেনার ও ইব্বার দেবতারা কোথায়?
ওরা কি আমার হাত থেকে সামেরিয়াকে রক্ষা
করেছে? ৩৫ ভিন্ন ভিন্ন দেশের সমস্ত দেবতার
মধ্যে কোন্‌ দেবতারা আমার হাত থেকে তাদের
দেশ উদ্ধার করেছে? তবে মাবুদ আমার হাত
থেকে জেরুশালেমকে উদ্ধার করবেন, এ কি
সম্ভব?
৩৬ কিন্তু লোকেরা নীরব হয়ে থাকলো, তাঁর
একটা কথারও জবাবে কিছু বললো না, কারণ
বাদশাহ্‌র এই হুকুম ছিল যে, তাকে কোন জবাব
দিও না। ৩৭ পরে হিষ্কিয়ের পুত্র রাজপ্রাসাদের
নেতা ইলিয়াকীম, শিব্‌ন লেখক ও আসফের পুত্র
ইতিহাস-রচয়িতা যোয়াহ যার যার কাপড় ছিঁড়ে
হিষ্কিয়ের কাছে এসে রব্‌শাকির সমস্ত কথা
তাঁকে জানালেন।

[১৮:৩২] দ্বি:বি ৩০:১৯। [১৮:৩৩] ২বাদশা ১৯:১২। [১৮:৩৪] ২বাদশা ১৭:২৪; ইয়ার ৪৯:২৩। [১৮:৩৫] জবুর ২:১-২। [১৮:৩৭] ইশা ৩৩:৭; ৩৬:৩, ২২। [১৯:১] পয়দা ৩৭:৩৪; শুমারী ১৪:৬। [১৯:২] ইশা ১:১। [১৯:৩] হোশেয় ১৩:১৩। [১৯:৪] পয়দা ৪৫:৭; ইয়ার ৩৭:৩।

জেরুশালেমের রক্ষার ভবিষ্যদ্বাণী

১৯ ১ এসব শুনে বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় তাঁর
কাপড় ছিঁড়ে চট পরে মাবুদের গৃহে
গমন করলেন। ২ আর রাজপ্রাসাদের নেতা
ইলীয়াকীমকে ও শিব্‌ন লেখককে এবং
ইমামদের প্রধান ব্যক্তিবর্গকে চট পরিয়ে
আমোজের পুত্র ইশাইয়া নবীর কাছে পাঠিয়ে
দিলেন। ৩ তাঁরা তাঁকে বললেন, হিষ্কিয় এই কথা
বলেন, আজকের দিন সঙ্কটের, অনুযোগের ও
অপমানের দিন, কেননা সন্তানেরা প্রসব-দ্বারে
উপস্থিত, কিন্তু প্রসব করার শক্তি নেই। ৪ জীবন্ত
আল্লাহ্‌কে টিট্‌কারি দেবার জন্য তাঁর প্রভু
আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র প্রেরিত রব্‌শাকি যেসব
কথা বলেছে, হয় তো আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদ
সেই সমস্ত শুনবেন এবং তাকে সেই সমস্ত কথার

পারছেন (২০:৬ দেখুন; সেই সাথে ইশা ৩৮:৬ আয়াতের নোটও দেখুন)।

১৮:৩১ যার যার আঙ্গুর ফল ও ডুমুরফল ভোজন কর এবং নিজ নিজ কূপের পানি পান কর। শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সময়ে কথা বোঝানো হচ্ছে (১ বাদশাহ্‌ ৪:২৫; মিকাহ্‌ ৪:৪; জাকা ৩।১০)।

১৮:৩২ আমি এসে তোমাদের নিজের দেশের মত একটি দেশে ... নিয়ে যাব। এখানে বন্দীদশায় নীত হওয়ার কথাই বোঝানো হয়েছে, কিন্তু বাদশাহ্‌ সনহেরীব বিষয়টিকে অন্যভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা খুবই আকাঙ্ক্ষণীয়।

তাতে তোমরা বাঁচবে, মরবে না। যে বিকল্প পন্থাগুলো লোকদের সামনে রাখা হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে। (১) মাবুদ ও হিষ্কিয়ের উপরে নির্ভর কর ও মর, কিংবা (২) আশেরীয়দের উপরে বিশ্বাস রাখ এবং সমৃদ্ধশালী জীবন যাপন কর। মূসা ইসরাইলকে যে বিকল্পগুলো দিয়েছিলেন সেগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত এই কথাটি, দ্বি.বি. ৩০:১৫-২০।

১৮:৩৩-৩৫ জাতিদের দেবতারা কি কেউ কখনও ... করেছে? ... তবে মাবুদ আমার হাত থেকে ... এ কি সম্ভব? আশেরীয় বাহিনীর এই যুক্তিতর্কের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল এই যে, তারা একমাত্র জীবন্ত মাবুদ আল্লাহ্‌র সাথে পৌত্তলিক অন্যান্য জাতিদের অস্তিত্বহীন দেবতার তুলনা করে সমান হিসেবে দেখাতে চেয়েছিল (দ্বি.বি. ৩২:২১), যাদেরকে আশেরীয় বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত করেছিল (১৯:৪,৬; ২ খান্দান ৩২:১৩-১৯; ইশা ১০:৯-১১ দেখুন)।

১৮:৩৪ হমাত। ১৪:২৫; ১৭:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

অর্পদ। হমাতের নিকটবর্তী একটি নগর, যা আশেরীয়রা ৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দখল করে নিয়েছিল (১৯:১৩; ইশা ১০:৯; ইয়ার ৪৯:২৩ আয়াত দেখুন)।

ইব্বা। ১৭:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:৩৬ কারণ বাদশাহ্‌র এই হুকুম ছিল, যে, তাকে কোন জবাব দিও না। আশেরীয়রা হিষ্কিয়ের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জনগণকে খেপিয়ে তুলতে চেয়েছিল, যা বাদশাহ্‌ আগেই বুঝতে পেরে দমন করতে চেয়েছিলেন।

১৮:৩৭ কাপড় ছিঁড়ে। মহা দুঃখ ও অপমানের অনুভূতি প্রকাশের একটি প্রচলিত রীতি (৬:৩০; ১ বাদশাহ্‌ ২১:২৭ দেখুন)। সম্ভবত এক্ষেত্রে প্রকৃত একমাত্র আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কুফরী করার কারণে তারা আরও বেশি করে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন (১৯:৪,৬; মথি ২৬:৬৫; মার্ক ১৪:৬৩-৬৪)।

১৯:১ চট পরে। ৬:৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:২ রাজপ্রাসাদের নেতা। ১ বাদশাহ্‌ ৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

লেখক। ২ শামু ৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। ইমামদের প্রধান ব্যক্তিবর্গ। সম্ভবত বিভিন্ন ইমাম পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ (ইয়ার ১৯:১ দেখুন)। এই সঙ্কটে কেবলমাত্র জেরুশালেম নগরী নয়, বায়তুল মোকাদ্দসও আক্রান্ত হয়েছিল।

ইশাইয়া নবী। বাদশাহ্‌নামা কিতাবে নবী ইশাইয়ার নামের প্রথম উল্লেখ, যদিও উষিয়, যোথম ও আহসের সময়কালে তিনি পরিচর্যা কাজ করেছেন (ইশা ১:১ দেখুন)।

১৯:৩ কেননা সন্তানেরা প্রসব-দ্বারে উপস্থিত, কিন্তু প্রসব করার শক্তি নেই। নগরীটি যে হুমকির মুখে পড়েছিল তা রূপক অর্থে প্রকাশ করতে গিয়ে এই উক্তি করা হয়েছে।

১৯:৪ জীবন্ত আল্লাহ্‌। অস্তিত্বহীন দেবতাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে, ১৮:৩৩-৩৫। ১ শামু ১৭:২৬,৩৬,৪৫ আয়াতে দেখুন কীভাবে জীবন্ত ও একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌কে বারবার অস্তিত্বহীন দেবতাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

হিষ্কিয়

হিষ্কিয় নামের অর্থ, ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ যাকে শক্তিশালী করেছেন। তিনি আহসের পুত্র, এহুদার বাদশাহ্‌। তিনি ২৯ বছর শাসন করেন (২ বাদশাহ্‌ ১৮:২০; ইশা ৩৬-৩৯; ২ খান্দান ২৯-৩২)। তাঁকে একজন মহান ও উত্তম বাদশাহ্‌ বলা হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তাঁর পিতামহের পিতা হোসিয়াকে অনুসরণ করতেন। তিনি তাঁর রাজ্য থেকে দেব-দেবীর পূজা দূর করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন; তিনি "ব্রোঞ্জের সাপ" ধ্বংস করেন, যা জেরুশালেমে এনে দেব-দেবীর পূজার জন্য ব্যবহার করা হত (শুমারী ২১:৯)। তাঁর শাসনামলে এহুদা রাজ্যে একটি বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয় (২ বাদশাহ্‌ ১৮:৪; ২ খান্দান ২৯:৩-৩৬)। সার্গনের মৃত্যুর পর যখন তাঁর পুত্র বাদশাহ্‌ সন্‌হেরীব আশেরিয়ার ক্ষমতায় আসেন, তখন বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় তাঁকে কর দিতে অস্বীকার করেন এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করার বদলে বিদ্রোহ করেন ও মিসরের সাথে জোট বাঁধেন (ইশা ৩০-৩১ অধ্যায়, ৩৬:৬-৯ আয়াত)। এ কারণে বাদশাহ্‌ সন্‌হেরীব এহুদা আক্রমণে নেতৃত্ব দেন (২ বাদশাহ্‌ ১৮:১৩-১৬); তিনি ৪০টি শহর দখল করেন এবং জেরুশালেমের দুর্গ অবরোধ করেন। বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় আশেরিয়ার বাদশাহ্‌র দাবী মেনে নেন এবং তাঁকে ৩০০ তালন্ত রূপা এবং ৩০ তালন্ত সোনা দিতে রাজি হন (২ বাদশাহ্‌ ১৮:১৪)। কিন্তু বাদশাহ্‌ সন্‌হেরীব বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে ২ বছরের মধ্যেই দ্বিতীয়বার তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন (ইশা ৩৩:১; ২ বাদশাহ্‌ ১৮:১৭; ২ খান্দান ৩২:৯; ইশা ৩৬:১); এই আক্রমণের পরেই বাদশাহ্‌ সন্‌হেরীবের সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় মাবুদের কাছে মুনাজাত করেন এবং সেই রাতে মাবুদের ফেরেশতা বের হয়ে আশেরীয়দের ছাউনির ১,৮৫,০০০ লোককে হত্যা করেন। বাদশাহ্‌ সন্‌হেরীব তাঁর ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে নিনেভেতে পালিয়ে যান (২ বাদশাহ্‌ ১৯:৩৭)। বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের অসুস্থতা ও আশ্চর্যজনক সুস্থতার বর্ণনা পাওয়া যায় (২ বাদশাহ্‌ ২০:১; ২ খান্দান ৩২:২৪; ইশা ৩৮:১)। বিভিন্ন দেশ থেকে রাষ্ট্রদূতগণ তাঁর সুস্থতার জন্য অভিনন্দন জানাতে আসেন, তাদের মধ্যে ব্যাবিলনের শাসক বরোদক্‌বলদন্‌ ছিলেন (২ খান্দান ৩২:২৩; ২ বাদশাহ্‌ ২০:১২)। তিনি শান্তি ও সমৃদ্ধির সাথে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র মানাশা বাদশাহ্‌ হন (২ খান্দান ৩২:২৭-৩৩)। তাঁর পরে এহুদায় এমন বাদশাহ্‌ আর কেউ হয়নি এবং তাঁর আগেও আর কেউ ছিল না (২ বাদশাহ্‌ ১৮:৫)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তিনি এহুদার এমন একজন বাদশাহ্‌ ছিলেন যিনি সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্করণ নিয়ে এসেছিলেন।
- আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল ও তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল।
- তিনি একটি মুনাজাতশীল জীবন গড়ে তুলেছিলেন।
- তিনি মেসাল কিতাবের একটি বড় অংশের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- তিনি ভবিষতের বিষয়ে খুব কমই জ্ঞানপূর্ণ পরিকল্পনা করেছেন অন্যদের রূহানিক জীবনের নিরাপত্তার জন্য।
- ব্যাবিলন দেশ থেকে যে দূতগণ এসেছিল তাদের তিনি কোন চিন্তা না করেই সব ধন-সম্পদ দেখিয়েছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- দেশব্যাপী সংস্কার খুব অল্প সময় ধরেই টিকে থাকে যখন তা টিকে থাকবার জন্য খুব কম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
- আল্লাহ্‌র প্রতি অতীতের বাধ্যতা ভবিষ্যতের অবাধ্যতাকে কোনভাবেই কমিয়ে দেয় না।
- আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণ বাধ্যতা খুব ভাল ফল বয়ে নিয়ে আসে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেম
- **কাজ:** এহুদার ১৩তম বাদশাহ্‌
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: আহস, মাতা; অবিয়, পুত্র: মানাশা
- **সমসাময়িক:** ইশাইয়া, হোশেয়, মিকাহ্‌, সনহেরীব

মূল আয়াত: "তিনি ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের উপর নির্ভর করতেন; আর তাঁর পরে এহুদার বাদশাহ্‌দের মধ্যে কেউ তাঁর তূল্য হন নি, তাঁর আগেও ছিলেন না। বাস্তবিক মাবুদের প্রতি তিনি আসক্ত ছিলেন, তাঁকে অনুসরণ করা থেকে বিরত হলেন না, বরং মাবুদ মূসাকে যেসব হুকুম দিয়েছিলেন, সে সমস্ত পালন করতেন" (২ বাদশাহ্‌ ১৮:৫, ৬)।

হিষ্কিয়ের কাহিনী ২ বাদশাহ্‌ ১৬:২০ - ২০:২১ আয়াত; ২ খান্দান ২৮:২৭ - ৩২:৩৩ আয়াত; ইশাইয়া ৩৬:১-৩৯:৮; আয়াতে বর্ণিত আছে। এছাড়া মেসাল ২৫:১, ইশাইয়া ১;১; ইয়ার ১৫:৪; ২৬:১৮, ১৯; হেশেয় ১:১ আয়াতেও তাঁর কথা উল্লেখ আছে।

জন্য তিরস্কার করবেন, যা আপনার আল্লাহ্‌ মাবুদ
শুনেছেন, অতএব যে অবশিষ্টাংশ এখনও আছে,
আপনি তার জন্য মুনাজাত করুন। ৫ তখন
বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের গোলামেরা ইশাইয়ার কাছে
উপস্থিত হলেন। ৬ ইশাইয়া তাঁদের বললেন,
তোমাদের মালিককে এই কথা বল, মাবুদ এই
কথা বলেন, তুমি যা শুনেছ ও যা বলে
আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র গোলামেরা আমার নিন্দা
করেছে, সেই সমস্ত কথায় ভয় পেয়ো না।
৭ দেখ, আমি তার মধ্যে একটি রূহ্‌ দেব এবং
সে কোন সংবাদ শুনবে, শুনে তাঁর দেশে ফিরে
যাবে, পরে আমি তারই দেশে তাকে তলোয়ার
দ্বারা নিপাত করবো।

বাদশাহ্‌ সন্‌হেরীবের ভয় দেখানো

৮ পরে রব্‌শাকি ফিরে গেলেন, গিয়ে দেখতে
পেলেন যে, আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ লিব্‌নার বিপক্ষে
যুদ্ধ করছেন; বস্তুত তিনি লাখীশ থেকে প্রস্থান
করেছেন, এই কথা রব্‌শাকি শুনেছিলেন। ৯ পরে
তিনি ইথিওপিয়ার বাদশাহ্‌ তির্হকঃ-এর বিষয়ে
এই সংবাদ শুনলেন, দেখুন, তিনি আপনার
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়ে এসেছেন।
তখন তিনি পুনর্বার হিষ্কিয়ের কাছে দূত পাঠিয়ে
বললেন, ১০ তোমরা এহুদার বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়কে
এই কথা বলবে, তোমার বিশ্বাস-ভূমি আল্লাহ্‌
এই কথা বলে তোমার ভ্রান্তি যেন না জন্মান যে,
জেরুশালেম আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র হাতে তুলে
দেওয়া হবে না। ১১ দেখ, সমুদয় দেশ নিঃশেষে
বিনষ্ট করে আসেরিয়ার বাদশাহ্‌রা সমস্ত দেশের

[১৯:৬] দ্বি:বি ৩:২; ইউসা ১:৯।
[১৯:৭] হিজ ১৪:২৪; ইয়ার ৫১:৪৬।
[১৯:৮] শুমারী ৩৩:২০; ২বাদশা ৮:২২।
[১৯:১০] ২বাদশা ১৮:৫।
[১৯:১২] ২বাদশা ১৮:৩৩; ২খান্দান ৩২:১৭।
[১৯:১৩] ইশা ১০:৯-১১; ইয়ার ৪৯:২৩।
[১৯:১৪] ২বাদশা ৫:৭।
[১৯:১৫] পয়দা ৩:২৪; হিজ ২৫:২২।
[১৯:১৬] জবুর ৩১:২; ৭১:২; ৮৮:২; ১০২:২।
[১৯:১৮] দ্বি:বি ৪:২৮; জবুর ১১৫:৪; প্রেরিত ১৭:২৯।
[১৯:১৯] ১শামু ১২:১০; আইউ ৬:২৩; জবুর ৩:৭; ৭১:৪।

প্রতি যা যা করেছেন, তা তুমি শুনেছ; তবে তুমি
কি উদ্ধার পাবে? ১২ আমার পূর্বপুরুষেরা যেসব
জাতিকে বিনষ্ট করেছেন– গোষণ, হারণ,
রেৎসফ এবং তলঃসর-নিবাসী আদন-সন্তানেরা–
তাদের দেবতারা কি তাদেরকে উদ্ধার করেছে?
১৩ হমাতের বাদশাহ্‌, অর্পদের বাদশাহ্‌ এবং
সফর্বয়িম নগরের, হেনার ও ইব্বার বাদশাহ্‌
কোথায়?

বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের মুনাজাত

১৪ হিষ্কিয় দূতদের হাত থেকে পত্রখানি নিয়ে
পাঠ করলেন; পরে হিষ্কিয় মাবুদের গৃহে গেলেন
এবং মাবুদের সম্মুখে তা মেলে ধরলেন। ১৫ আর
হিষ্কিয় মাবুদের সম্মুখে মুনাজাত করে বললেন,
হে মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, কারুবীদ্বয়ে
আসীন, তুমি, কেবলমাত্র তুমিই দুনিয়ার সমস্ত
রাজ্যের আল্লাহ্‌; তুমিই আসমান ও দুনিয়া নির্মাণ
করেছ। ১৬ হে মাবুদ, কান দাও, শোন; হে
মাবুদ, চোখ খুলে করে দেখ; জীবন্ত আল্লাহ্‌কে
টিট্‌কারি দেবার জন্য সন্‌হেরীব যেসব কথা বলে
পাঠিয়েছে, তা শুন। ১৭ সত্যি বটে, হে মাবুদ,
আসেরিয়া বাদশাহ্‌রা জাতিদেরকে ও তাদের
দেশগুলো বিনষ্ট করেছে, ১৮ এবং তাদের
দেবতাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে, কারণ
তারা আল্লাহ্‌ নয়, কিন্তু মানুষের হাতের কাজ,
কাঠ ও পাথর; এজন্য ওরা তাদেরকে বিনষ্ট
করেছে। ১৯ অতএব এখন, হে মাবুদ, আমাদের
আল্লাহ্‌, ফরিয়াদ করি, তুমি তার হাত থেকে
আমাদেরকে নিস্তার কর; তাতে দুনিয়ার সমস্ত

মুনাজাত করুন। মধ্যস্থতামূলক মুনাজাত ছিল নবীদের পরিচর্যা কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক (যেমন মূসা ও শামুয়েলের মধ্যস্থতামূলক পরিচর্যা। হিজ ৩২:৩১-৩২; ৩৩:১২-১৭; শুমারী ১৪:১৩-১৯; ১ শামু ৭:৮-৯; ১২:১৯,২৩; জবুর ৯৯:৬; ইয়ার ১৫:১)।

অবশিষ্টাংশ। সনহেরীব বহু নগরী আক্রমণ করে অসংখ্য পরিমাণ মানুষকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার পর যারা এহুদায় অবশিষ্ট হিসেবে থেকে গিয়েছিল (১৮:১৩ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ১০:২৮-৩২)। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, অনেক ইসরাইলীয় আশেরীয় বাহিনীর আক্রমণের সময় উত্তরের রাজ্য থেকে পালিয়ে এসে এহুদায় বসতি স্থাপন করে, যাতে করে এহুদা রাজ্য বৃহত্তর ইসরাইল জাতির অবশিষ্টাংশে পরিণত হয়।

১৯:৭ সংবাদ। অনেক ব্যাখ্যাকারী মনে করেন এই সংবাদটি ছিল মিসরের ফেরাউন তির্হকঃ এর কাছ থেকে সনহেরীবের প্রতি যুদ্ধের আহ্বান (আয়াত ৯)। অন্যরা মনে করেন এটি ছিল সনহেরীবের মাতৃভূমির বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতির সংবাদ।

শুনে তাঁর দেশে ফিরে যাবে। নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্ক অনুভব করার কারণে।

তারই দেশে তাকে তলোয়ার দ্বারা নিপাত করবো। আয়াত ৩৭ দেখুন। এখানে সনহেরীবের মৃত্যুর কারণ হিসেবে জীবন্ত ও একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি কুফরী করার অপরাধকে নির্দেশ করা হয়েছে।

১৯:৮ লিব্‌না। ৮:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:৯ তির্হকঃ। ইশা ৩৭:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:১২ গোষণ। ১৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

হারণ। পয়দা ১১:৩১ আয়াতের নোট দেখুন। তবে এটি জানা যায় না যে, ঠিক কবে আশেরীয়রা গোষণ দখল করেছিল।

রেৎসফ। ফেরাত নদীর দক্ষিণে ও হমাতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি নগরী।

আদম। হারণের দক্ষিণে ফোরাত নদীর কূলবর্তী একটি প্রদেশ (উযায়ের ২৭:২৩; আমোস ১:৫ দেখুন)। তবে এটি পরমদেশের আদন উদ্যান নয়। ৮৫৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তৃতীয় শালমানেসার এই প্রদেশটিকে আশেরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

১৯:১৩ হমাত ... ইব্বা। ১৭:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:১৪ পত্র। ২ খান্দান ৩২:১৭ আয়াত দেখুন।

১৯:১৫ কারুবীদ্বয়ে আসীন। হিজ ২৫:১৮; ১ শামু ৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

কেবলমাত্র তুমিই দুনিয়ার সমস্ত রাজ্যের আল্লাহ্‌। আয়াত ১৯; দ্বি.বি. ৪:৩৫,৩৯ দেখুন; এর সাথে ২ বাদশাহ্‌ ১৮:৩৩-৩৫; ইশা ৪৩:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:১৮ মানুষের হাতের কাজ। প্রতিমা পূজাকারীদের মূর্খতা ও অকর্মণ্যতা বোঝাতে বলা হয়েছে; জবুর ১১৫:৩-৮; ১৩৫:১৫-১৮; ইশা ২:২০; ৪০:১৯-২০; ৪১:৭; ৪৪:৯-২০ আয়াত দেখুন।

রাজ্য জানতে পারবে যে, হে মাবুদ, তুমি, কেবল
তুমিই আল্লাহ্‌।
20 পরে আমোজের পুত্র ইশাইয়া হিষ্কিয়ের
কাছে এই কথা বলে পাঠালেন; ইসরাইলের
আল্লাহ্‌ মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি আসেরিয়ার
বাদশাহ্‌ সন্‌হেরীবের বিষয়ে আমার কাছে
মুনাজাত করেছে, তা আমি শুনলাম। 21 মাবুদ
তার বিষয়ে যে কথা বলেছেন, তাহল− অনূঢ়া
সিয়োন-কন্যা তোমাকে তুচ্ছ ও পরিহাস করছে;
জেরুশালেম-কন্যা তোমার দিকে মাথা নাড়ছে।
22 তুমি কাকে টিট্‌কারি দিয়েছ? কার নিন্দা
করেছ? কার বিরুদ্ধে উচ্চশব্দ করেছ ও
ঊর্ধ্বদিকে চোখ তুলেছ? ইসরাইলের
পবিত্রতমেরই বিরুদ্ধে। 23 তুমি তোমার দূতদের
দ্বারা প্রভুকে টিট্‌কারি দিয়ে বলেছ, ‘আমি আমার
অনেক রথ নিয়ে পর্বতমালার উঁচু মাথায়,
লেবাননের নিভৃত স্থানে আরোহণ করেছি; আমি
তার দীর্ঘকায় এরস গাছ ও উৎকৃষ্ট সমস্ত
দেবদারু কেটে ফেলব; তার প্রান্তভাগস্থ
বাসস্থানে, উর্বর ক্ষেতের কাননে প্রবেশ করবো।
24 আমি তা খনন করে অসাধারণ পানি পান
করেছি, আমি আমার পা দিয়ে মিসরের সমস্ত
খাল শুকিয়ে ফেলবো। 25 তুমি কি শুন নি যে,
আমি অনেক আগেই তা ঠিক করে রেখেছিলাম,
অনেক কাল আগেই এই বিষয় স্থির করেছিলাম?
আমি এখন এটা কার্যকর করলাম, তোমার দ্বারা
দৃঢ় সমস্ত নগর বিনাশ করে ঢিবি করলাম;
26 আর সেই স্থানের বাসিন্দারা শক্তিহীন, ক্ষুব্ধ ও
লজ্জিত হল; তারা ক্ষেতের শাক ও নবীন ঘাস,
ছাদের উপরিস্থ ঘাসের মত হল যা বেড়ে উঠবার
আগেই শুকিয়ে যায়। 27 কিন্তু তোমার বসে
থাকা, বাইরে যাওয়া, ভিতরে আসা এবং আমার
বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধ-প্রকাশ, এসব আমি
জানি। 28 আমার বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধের
নিমিত্ত এবং তোমার যে অহংকারের কথা আমার
কর্ণগোচর হয়েছে, তার জন্য আমি তোমার
নাসিকায় আমার আঁকড়া, তোমার ওষ্ঠাধরে
আমার বল্‌গা দেব এবং তুমি যে পথ দিয়ে
এসেছো, সেই পথ দিয়ে তোমাকে ফিরে যেতে
বাধ্য করবো।
29 আর হে হিষ্কিয়, তোমার জন্য চিহ্ন হবে
এই: তোমারা এই বছর স্বতঃ উৎপন্ন শস্য ও
দ্বিতীয় বছর তার মূল থেকে উৎপন্ন শস্য ভোজন
করবে, পরে তোমরা তৃতীয় বছরে বীজ বপন
করে শস্য কাটবে এবং আঙ্গুরক্ষেত করে তার
ফল ভোগ করবে। 30 আর এহুদা-কুলের রক্ষা

[১৯:২০] ১বাদশা ৯:৩।
[১৯:২১] ইশা ৪৭:১; ইয়ার ১৪:১৭।
[১৯:২১] আইউ ১৬:৪; জবুর ৪৪:১৪; ইয়ার ১৮:১৬।
[১৯:২২] লেবীয় ১৯:২; ১শামু ২:২; আইউ ৬:১০।
[১৯:২৩] ইশা ১০:১৮; ইয়ার ২১:১৪; ইহি ২০:৪৭।
[১৯:২৫] ইশা ৪০:২১, ২৮।
[১৯:২৬] জবুর ৬:১০; ইশা ৪১:২৩; ইয়ার ৮:৯।
[১৯:২৭] জবুর ১৩৯:১-৪।
[১৯:২৮] ২খান্দান ৩৩:১১।
[১৯:২৯] হিজ ৭:৯; দ্বি:বি ১৩:২; লূক

১৯:১৯ তাতে দুনিয়ার সমস্ত রাজ্য জানতে পারবে। হিষ্কিয় এ কথা স্বীকার করেছিলেন যে, মাবুদের নিয়মে আবদ্ধ জাতির লোকদের মঙ্গল সাধনের জন্য মাবুদের সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে বসেছে (১ শামু ১২:২২ দেখুন; সেই সাথে ইউসা ৭:৯; ২ শামু ৭:২৩; জবুর ২৩:৩; ইহি ৫:১৩; ৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:২০ তা আমি শুনলাম। এক্ষেত্রে হিষ্কিয়ের প্রতি নবী ইশাইয়া যে বার্তা দিয়েছিলেন তা বাদশাহ্‌ উপেক্ষা করেছেন (২ আয়াতের সাথে তুলনা করুন)।

১৯:২১-২৮ আশেরীয়দের ঔদ্ধত্য ও ইসরাইল জাতির প্রতি তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের কারণে আল্লাহ্‌ কর্তৃক তাদের উপরে নেমে আসা বেহেশতী বিচার (তুলনা করুন জবুর ২ অধ্যায়) এবং আশেরিয়ার দর্প চূর্ণ (ইশা ১০:৫-৩৪ আয়াত দেখুন)।

১৯:২১ অনূঢ়া সিয়োন-কন্যা ... জেরুশালেম-কন্যা। হিব্রু সাহিত্যে কোন রাজকীয় শহর, বা জাতি বা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর কথা বলতে গেলে তাদেরকে নারী হিসেবে উপস্থাপন করা হত। অনেক ক্ষেত্রে নবীদের রচনাবলীতে এবং বিশেষ করে মাতম কিতাবের বেশ কিছু অংশে বারবার এই ধরনের অংশ দেখা যায়।

১৯:২২ ইসরাইলের পবিত্রতম। ইশাইয়া কর্তৃক ইসরাইলের আল্লাহ্‌র প্রতি মর্যাদাসূচক সম্বোধন (লেবীয় ১১:৪৪; ইশা ১:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:২৩ লেবাননের ... দীর্ঘকায় এরস গাছ। ১ বাদশাহ্‌ ৫:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:২৪ মিসরের সমস্ত খাল শুকিয়ে ফেলবো। যে ব্যক্তি কখনো একবারের জন্যও মিসর দেশ জয় করে নি, তার পক্ষে এ ধরনের কথা বলা ঔদ্ধত্যেরই লক্ষণ।

১৯:২৫ আমি অনেক আগেই আমি তা ঠিক করে রেখেছিলাম ... আমি এখন এটা কার্যকর করলাম। ইসরাইলের আল্লাহ্‌ সমস্ত জাতিগণের ও ইতিহাসের শাসনকর্তা। আশেরীয়রা তাদের নিজ সামরিক শক্তি ও ক্ষমতাকে তাদের বিজয় লাভের আসল কারণ বলে মনে করে। কিন্তু ইশাইয়া তাদেরকে বলছেন যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ তাদের এই বিজয় দান করতে পারেন (ইশা ১০:৫-১৯; তুলনা করুন ইহি ৩০:২৪-২৬)।

১৯:২৮ তোমার নাসিকায় আমার আঁকড়া। আশেরীয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত একটি স্তম্ভে একজন আশেরীয় বাদশাহ্‌র প্রতিকৃতি রয়েছে (সম্ভবত তিনি এসোরহদ্দন, ৬৮১-৬৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। প্রতিকৃতিতে তিনি তাঁর চার জন শত্রুর নাকে গাঁথা আঁকড়া বা আংটার মধ্যে পরানো দড়ি ধরে টানছেন। এখানে ইশাইয়া ঠিক সেই একই চিত্র সনহেরীবের ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন (ইশা ৩৭:২৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন উযায়ের ৩৮:৪; আমোস ৪:২)।

১৯:২৯ তোমার এই বছর স্বতঃ উৎপন্ন শস্য ... ভোজন করবে। সম্ভবত সনহেরীব বিগত মৌসুমে বপনকৃত সমস্ত শস্য ধ্বংস করে দিয়েছিলেন বা লুট করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ কারণে লোকেরা সে বছর কোন শস্য পায় নি। কিন্তু বিগত বছরের শস্যের পড়ে থাকা বীজ থেকে পরবর্তী মৌসুমে শস্য উৎপন্ন হয়েছিল (লেবীয় ২৫:৫ দেখুন)। এতে করে বোঝা যায় যে, সনহেরীব এহুদায় এসেছিলেন মার্চ বা এপ্রিল মাসে, শস্য উত্তোলনের সময়ে।

দ্বিতীয় বছর তার মূল থেকে উৎপন্ন শস্য ভোজন করবে। সনহেরীব এহুদা ত্যাগ করার সময় আসতে আসতে আগামী বছরের জন্য শস্য রোপণের সময় পার হয়ে যাবে। ইসরাইল ও এহুদা রাজ্যে সাধারণত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে শস্য রোপণ করা হত।

তোমরা তৃতীয় বছরে বীজ বপন করে শস্য কাটবে। পরবর্তী বছরে নিয়ম অনুসারে বীজ বপন ও শস্য কর্তন করা যাবে। তৃতীয় বছর বলতে আশেরীয়দের আক্রমণের কারণে শস্যের

পাওয়া যেসব লোক অবশিষ্ট আছে, তারা আবার
নিচে মূল বাঁধবে ও উপরে ফল দেবে। ৩১ কেননা
জেরুশালেম থেকে অবশিষ্ট ব্যক্তিরা, সিয়োন
পর্বত থেকে রক্ষা পাওয়া লোকেরা বের হবে;
বাহিনীগণের মাবুদের গভীর আগ্রহই তা সাধন
করবে।
৩২ অতএব আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র বিষয়ে মাবুদ
এই কথা বলেন, সে এই নগরে আসবে না,
এখানে তীর নিক্ষেপ করবে না, ঢাল নিয়ে এর
সম্মুখে আসবে না, এর বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধবে
না। ৩৩ সে যে পথ দিয়ে এসেছে, সেই পথ
দিয়েই ফিরে যাবে, এই নগরে আসবে না, মাবুদ
এই কথা বলেন। ৩৪ কারণ আমি আমার জন্য ও
আমার গোলাম দাউদের জন্য এই নগরের
রক্ষার্থে এর ঢালস্বরূপ হবো।

বাদশাহ্‌ সন্‌হেরীবের পরাজয় ও মৃত্যু

৩৫ পরে সেই রাত্রে মাবুদের ফেরেশতা গিয়ে
আসেরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার
লোক হত্যা করলেন। লোকেরা প্রত্যুষে উঠে
দেখলো সমস্ত দেহই মৃত। ৩৬ অতএব
আসেরিয়ার বাদশাহ্‌ সন্‌হেরীব প্রস্থান করলেন
এবং নিনেভেতে ফিরে গিয়ে বাস করলেন।
৩৭ পরে তিনি যখন তাঁর দেবতা নিষ্রোকের
মন্দিরে সেজ্‌দা করছিলেন, তখন অদ্রম্মেলক ও

২:১২।
[১৯:৩০] ইশা ৫:২৪; ১১:১; ২৭:৬; ইহি ১৭:২২; আমোস ২:৯।
[১৯:৩১] ইশা ৬৬:১৯; সফ ২:৯; জাকা ১৪:১৬।
[১৯:৩৪] ২বাদশা ২০:৬।
[১৯:৩৫] আইউ ২৪:২৪; ইশা ১৭:১৪; ৪১:১২; নহূম ৩:৩।
[১৯:৩৬] পয়দা ১০:১১।
[১৯:৩৭] পয়দা ৮:৪।
[২০:৩] পয়দা ৮:১; নহি ১:৮; ৫:১৯; ১৩:১৪।
[২০:৫] জবুর ৬:৬, ৮; ৩৯:১২; ৫৬:৮।

শরেৎসর নামক তাঁর দুই পুত্র তলোয়ার দ্বারা
তাঁকে আঘাত করলো; পরে তারা অরারট দেশে
পালিয়ে গেল। আর এসর-হদ্দোন নামক তাঁর
পুত্র তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন।

বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের অসুস্থতা

২০ ১ সেই সময় হিষ্কিয় সাংঘাতিক অসুস্থ
হয়েছিল। আর আমোজের পুত্র নবী
ইশাইয়া তাঁর কাছে এসে বললেন, মাবুদ এই
কথা বলেন, তুমি তোমার বাড়ির ব্যবস্থা করে
রাখ, কেননা তোমার মৃত্যু হবে, তুমি বাঁচবে
না। ২ তখন তিনি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে
মাবুদের কাছে মুনাজাত করে বললেন, ৩ হে
মাবুদ, আরজ করি, তুমি এখন স্মরণ কর, আমি
তোমার সাক্ষাতে বিশ্বস্ততায় ও একাগ্রচিত্তে
চলেছি এবং তোমার দৃষ্টিতে যা ভাল, তা-ই
করেছি। আর হিষ্কিয় ভীষণভাবে কান্নাকাটি
করতে লাগলেন। ৪ ইশাইয়া বের হয়ে নগরের
মধ্য স্থান পর্যন্ত যান নি, এমন সময়ে তাঁর কাছে
মাবুদের এই কালাম নাজেল হল, ৫ তুমি ফিরে
গিয়ে আমার লোকদের নেতা হিষ্কিয়কে বল,
তোমার পূর্বপুরুষ দাউদের আল্লাহ্‌ মাবুদ এই
কথা বলেন, আমি তোমার মুনাজাত শুনলাম,
আমি তোমার নেত্রজল দেখলাম; দেখ, আমি
তোমাকে সুস্থ করবো; তৃতীয় দিনে তুমি মাবুদের

চাষাবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার তৃতীয় বছর বোঝানো হয়েছে।

১৯:৩০-৩১ অবশিষ্ট ব্যক্তিরা। ৪ আয়াতের নোট দেখুন। "অবশিষ্ট" শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে সেই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে যারা ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌র নাজাত দানকারী কাজের উন্মোচন ঘটাবে, ইশা ১১:১১,১৬; ২৮:৫; মিকাহ্‌ ৪:৭; রোমীয় ১১:৫ দেখুন।

১৯:৩২ সে এই নগরে আসবে না। সনহেরীব সে সময় লিব্‌নায় ছিলেন (৮ আয়াত দেখুন; সেই সাথে ৮:২২ আয়াতের নোট দেখুন)। জেরুশালেমের বিপক্ষে এই অভিযান চালানোর মত সামর্থ্য তার সে সময় ছিল না (১৮:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:৩৪ আমার গোলাম দাউদের জন্য। ১ বাদশাহ্‌ ১১:১৩ আয়াত দেখুন।

১৯:৩৫ মাবুদের ফেরেশতা। পয়দা ১৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

এক লক্ষ পঁচাশি হাজার লোক। ইশা ৩৭:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:৩৬ নিনেভে। আশেরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী।

১৯:৩৭ অদ্রম্মেলক ও শরেৎসর নামক তাঁর দুই পুত্র। সনহেরীবের রাজত্বের ২৩তম বছরে তাঁরই একজন পুত্রের হাতে মৃত্যুর কথা একটি প্রাচীন লিপিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে পুত্রের নামটি উল্লেখ করা হয় নি।

অরারট। পয়দা ৮:৪ আয়াতের নোট দেখুন। এসর-হদ্দোন নামক তাঁর পুত্র তাঁর পদে বাদশাহ্‌ হলেন। তিনি ৬৮১-৬৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। আশেরীয় কয়েকটি লিপিফলকে সনহেরীবের পুত্রদের মধ্যে আশেরিয়ার সিংহাসন নিয়ে টানাপোড়েনের কথা পাওয়া যায়। তবে সনহেরীব তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে এসর-হদ্দোনকেই মনোনীত করেছিলেন, যদিও তিনি তাঁর ভাইদের তুলনায় বেশ কম বয়স্ক ছিলেন। তবে তিনিই হয়তো তাঁর ভাই অদ্রম্মেলক ও শরেৎসরকে দিয়ে তাঁর পিতা সনহেরীবকে হত্যা করানোর জন্য উসকানি দিয়েছিলেন।

২০:১ সেই সময়। হিষ্কিয়ের অসুস্থতা (আয়াত ১-১১), সেই সাথে ব্যাবিলন থেকে দূতের আগমন (আয়াত ১২-১৯) সম্ভবত ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরীয়দের আক্রমণের আগেই ঘটেছিল (আয়াত ৬ দেখুন; সেই সাথে ১২-১৩ আয়াতের নোটও দেখুন)। ব্যাবিলনীয় ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মর্দোক বলদোন (আয়াত ১২) ৭০৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর এলমে মারা যান। তুমি তোমার বাড়ির ব্যবস্থা করে রাখ। মৃত্যুর আগে সাক্ষী সহকারে কিছু কাজ করে যাওয়া প্রয়োজন ছিল, বিশেষ করে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা।

তোমার মৃত্যু হবে। ৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হিষ্কিয় যখন তাঁর একক রাজত্ব শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর (১৮:২ আয়াত দেখুন) এবং তাঁর মৃত্যুর আনুমানিক ১৫ বছর আগে এই অসুস্থতা দেখা দেয় (৬ আয়াতের নোট দেখুন)। সুতরাং বলা যায় যে, অসুস্থতার সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৭ বা ৩৮ বছর।

২০:৩ তোমার সাক্ষাতে বিশ্বস্ততায় ও একাগ্রচিত্তে চলেছি ... তোমার দৃষ্টিতে যা ভাল, তা-ই করেছি। হিষ্কিয় তাঁর ভাল কাজের জন্য বেহেশতী অনুগ্রহ চেয়ে মুনাজাত করছেন না, বরং তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, মাবুদের সেবা ও পরিচর্যা করতে গিয়ে তিনি যে মহা অনুগ্রহ লাভ করেছেন তা তিনি মনে প্রাণে অনুধাবন করতে পেরেছেন (২ শামু ২২:২১ আয়াতের

গৃহে উঠে যাবে। ৬ আর আমি তোমার আয়ু
পনের বছর বৃদ্ধি করবো এবং আসেরিয়া
বাদশাহ্‌র হাত থেকে তোমাকে ও এই নগরকে
উদ্ধার করবো; আর আমি আমার জন্য ও আমার
গোলাম দাউদের জন্য এই নগরের ঢালস্বরূপ
হবো। ৭ পরে ইশাইয়া বললেন, ডুমুরফলের
একটা চাক আন; আর লোকেরা তা নিয়ে
স্ফোটকের উপরে দিলে তিনি বাঁচলেন।
৮ আর হিষ্কিয় ইশাইয়াকে বললেন, মাবুদ যে
আমাকে সুস্থ করবেন এবং আমি যে তৃতীয় দিনে
মাবুদের গৃহে উঠে যাব, এর চিহ্ন কি? ৯ ইশাইয়া
বললেন, মাবুদ যে কথা বলেছেন তা যে সফল
করবেন তার এই চিহ্ন মাবুদ থেকে আপনাকে
দেওয়া যাবে; ছায়াটা কি দশ ধাপ অগ্রসর হবে,
না দশ ধাপ পিছিয়ে যাবে? ১০ হিষ্কিয় বললেন,
ছায়াটা যে দশ ধাপ আগে সরে যায়, এটা ক্ষুদ্র
বিষয়; ছায়াটা বরং দশ ধাপ পিছিয়ে পড়ুক।
১১ তখন নবী ইশাইয়া মাবুদকে ডাকলেন, তাতে
আহসের সিঁড়িতে ছায়াটা যত ধাপ নেমে

[২০:৬] ২বাদশা ১৯:৩৪; ১খান্দান ১৭:১৯।
[২০:৭] হিজ ৯:৯।
[২০:৯] দ্বি:বি ১৩:২; ইয়ার ৪৪:২৯।
[২০:১০] ২বাদশা ৩:১৮।
[২০:১১] ইউসা ১০:১৩; ২খান্দান ৩২:৩১।

গিয়েছিল, তিনি তার দশ ধাপ পিছনে
ফেরালেন।

ব্যাবিলনের দূত

১২ ঐ সময়ে বলদনের পুত্র ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌ বরোদক্‌বলদন্‌ হিষ্কিয়ের কাছে পত্র ও
উপঢৌকন দ্রব্য পাঠালেন, কারণ তিনি
শুনেছিলেন যে, হিষ্কিয় অসুস্থ হয়েছেন।
১৩ তাতে হিষ্কিয় দূতদের কথা শুনলেন এবং তাঁর
সমস্ত ধন-ভাণ্ডার, রূপা, সোনা, সুগন্ধি দ্রব্য ও
বহুমূল্য তেল এবং অস্ত্রাগার ও ধনাগারগুলোর
সমস্ত বস্তু তাদেরকে দেখালেন; হিষ্কিয়
তাদেরকে না দেখালেন, এমন কোন সামগ্রী তাঁর
বাড়িতে বা তাঁর সমস্ত রাজ্যে ছিল না। ১৪ পরে
নবী ইশাইয়া হিষ্কিয় বাদশাহ্‌র কাছে এসে তাঁকে
জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ লোকেরা কি বললো? আর
ওরা কোথা থেকে আপনার কাছে এল? হিষ্কিয়
বললেন, ওরা দূর দেশ থেকে, ব্যাবিলন থেকে
এসেছে। ১৫ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা
আপনার বাড়িতে কি কি দেখেছে? হিষ্কিয়

নোট দেখুন)।

২০:৫ আমি তোমাকে সুস্থ করবো। একমাত্র আল্লাহ্‌ই পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করেন (জবুর ১৩৯:১৪; ইফি ১:১১)। হিষ্কিয়ের আবেদন এবং তার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র প্রতিক্রিয়া আমাদেরকে দেখায় যে, (১) আল্লাহ্‌র বেহেশতী কুদরতের কাছে কোন মুনাজাতই অগ্রাহ্য হয় না, বরং তিনি সমস্ত মুনাজাতকেই তিনি ন্যায্যতা অনুসারে উত্তর দান করেন, এবং (২) মুনাজাত ও মুনাজাতের প্রতি বেহেশতী প্রতিক্রিয়া দুটোই আল্লাহ্‌র সার্বভৌম পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ (১ বাদশাহ্‌ ২১:২৯; ইহি ৩৩:১৩-১৬)।

২০:৬ আমি তোমার আয়ু পনের বছর বৃদ্ধি করবো। হিষ্কিয় ৬৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মারা যান। এ কারণে তাঁর এই বর্ধিত জীবনের সূচনাকাল কোনমতেই ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরে নয়।

আমার জন্য ও আমার গোলাম দাউদের জন্য। ১৯:৩৪ দেখুন; এর সাথে ১ বাদশাহ্‌ ১১:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:৭ ডুমুরফলের একটা চাপ। মাবুদ হিষ্কিয়কে সুস্থ করেছিলেন বটে (আয়াত ৫), কিন্তু বেহেশতী সুস্থতা লাভ আমাদেরকে প্রাকৃতিক এই সকল চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে বিমুখ হওয়ার শিক্ষা দেয় না।

২০:৯ ধাপ। ১১ আয়াত দেখুন (ইশা ৩৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

২০:১০ আগে সরে যায়, এটা ক্ষুদ্র বিষয়। কারণ এটিই ছিল ছায়ার স্বাভাবিক গতিপথের ধারা। কিন্তু হিষ্কিয় মাবুদের কাছ থেকে আরও জোরদার ও বিশ্বাসযোগ্য কোন চিহ্ন দেখার জন্য আরও কঠিন কোন বিষয় দেখতে চেয়েছিলেন।

২০:১১ আহসের সোপান। সম্ভবত এটি আহসের বাসগৃহে প্রবেশ করার সিঁড়ি বা সময় গণনা করার কোন যন্ত্র।

২০:১২ বরোদক্‌বলদন্‌। এই নামের অর্থ "দেবতা বরোদক্‌ আমাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন।" তিনি ৭২২-৭১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ব্যাবিলন শাসন করেন এবং এর পরে তাকে জোরপূর্বক আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় সার্গোনের অধীনে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়। ৭০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সার্গোনের মৃত্যুর পর বরোদক্‌বলদন্‌ কিছুকালের জন্য আবারও ব্যাবিলনের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৭০৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্‌ সনহেরীব তাকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করার আগ পর্যন্ত তিনি ব্যাবিলন শাসন করেন (১ আয়াতের নোট দেখুন)।

হিষ্কিয়ের কাছে পত্র ও উপঢৌকন দ্রব্য পাঠালেন। সম্ভবত বরোদক্‌বলদন্‌ হিষ্কিয়ের সাথে মিত্রতা সাধন করে আশেরিয়ার বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ বাহিনী গঠন কতে চেয়েছিলেন। যদিও হিষ্কিয় তাঁর পিতা আহসের আশেরীয়দের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ নীতি বাতিল করে দিয়েছিলেন (১৬:৭ দেখুন) এবং আশেরিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন (১৮:৭ দেখুন), তথাপি তিনি ব্যাবিলন ও মিসরের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে ইসরাইলের শক্তি করার চেষ্টা করে ভুল করেছিলেন (২ খান্দান ৩২:৩১; ইশা ৩০-৩১ অধ্যায় দেখুন; সেই সাথে ১ শামু ১৭:১১; ১ বাদশাহ্‌ ১৫:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

২০:১৩ দূতদের কথা শুনলেন এবং ... সমস্ত বস্তু তাদেরকে দেখালেন। ব্যাবিলন থেকে আসা দূতদের প্রতি হিষ্কিয় স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আতিথেয়তা প্রদর্শন করেছিলেন। সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে তিনি ব্যাবিলনীয়দেরকে তাঁর সম্পদ ও ক্ষমতা প্রদর্শন করে এহুদাকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন, যেন আশেরীয়দের বিরুদ্ধে এহুদার সাথে ব্যাবিলনের একটি মিত্রতা গড়ে ওঠার পথ সুগম হয়। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে ইসরাইলের স্থাপিত নিয়ম অনুসারে বাদশাহী পদের গ্রহণযোগ্যতা লজ্জিত হয়েছিল (২ শামু ২৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

রূপা ... বহুমূল্য তেল। জেরুশালেমে এই সমস্ত সম্পদের উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে, ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সনহেরীবকে কর প্রদান করার আগে এই ঘটনা ঘটেছিল (১৮:১৫-১৬ দেখুন)।

২০:১৪ ঐ লোকেরা কি বললো ... ? ব্যাবিলনীয় লোকদের আগমনের পেছনে যে কূটনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল সে সম্পর্কে কিছুই বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় নবী ইশাইয়ার প্রশ্নের জবাবে বললেন

বললেন, আমার বাড়িতে যা যা আছে, সবই
দেখেছে; তাদেরকে না দেখিয়েছি, আমার
ধনাগারগুলোর মধ্যে এমন কোন দ্রব্য নেই।
১৬ ইশাইয়া হিষ্কিয়কে বললেন, মাবুদের কালাম
শুনুন। ১৭ দেখ, এমন সময় আসছে, যখন
তোমার বাড়িতে যা কিছু আছে এবং তোমার
পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত যা যা আজ পর্যন্ত রয়েছে,
সকলই ব্যাবিলনে নীত হবে; কিছুই অবশিষ্ট
থাকবে না, মাবুদ এই কথা বলেন। ১৮ আর যারা
তোমা থেকে উৎপন্ন হবে, তোমার সেই
সন্তানদের মধ্যে কয়েকজন নীত হবে; এবং তারা
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র প্রাসাদে নপুংসক হবে।
১৯ তখন হিষ্কিয় ইশাইয়াকে বললেন, আপনি
মাবুদের যে কালাম বললেন, তা উত্তম। তিনি
আরও বললেন, যদি আমার সময়ে শান্তি ও
নিরাপদ হয়, তবে তা কি উত্তম নয়?

বাদশাহ্‌ হিষ্কিয়ের মৃত্যু

২০ হিষ্কিয়ের অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত ও সমস্ত
বিক্রম এবং কিভাবে পুষ্করিণী ও প্রণালী করে
তিনি নগরে পানি এনেছিলেন, এসব কি এহুদা-
বাদশাহ্‌দের ইতিহাস পুস্তকে লেখা নেই?
২১ পরে হিষ্কিয় তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত
হলেন এবং তাঁর পুত্র মানশা তাঁর পদে বাদশাহ্‌
হলেন।

এহুদার বাদশাহ্‌ মানশা

২১ ১ মানশা বারো বছর বয়সে রাজত্ব
করতে আরম্ভ করেন এবং পঞ্চান্ন
বছরকাল জেরুশালেমে রাজত্ব করেন; তাঁর
মায়ের নাম হিফ্‌সীবা। ২ মাবুদের দৃষ্টিতে যা
মন্দ, তা-ই তিনি করতেন; মাবুদ বনি-
ইসরাইলদের সম্মুখ থেকে যে জাতিদেরকে
অধিকারচ্যুত করেছিলেন, তিনি তাদের ঘৃণিত
কাজ অনুসারেই করতেন। ৩ বাস্তবিক তাঁর পিতা
হিষ্কিয় যেসব উচ্চস্থলী বিনষ্ট করেছিলেন, তিনি
সেগুলো পুনর্বার নির্মাণ করলেন এবং
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ আহাব যেমন করেছিলেন,
তেমনি তিনি বালের জন্য কোরবানগাহ্‌ প্রস্তুত
করলেন এবং আশেরা-মূর্তি নির্মাণ করলেন,
আর আসমানের সমস্ত বাহিনীর কাছে সেজ্‌দা ও
তাদের সেবা করতেন। ৪ আর মাবুদ যে গৃহের

[২০:১৭] ২বাদশা ২৪:১৩; ২খান্দান ৩৬:১০; ইয়ার ২০:৫; ২৭:২২; ৫২:১৭-২৩।
[২০:১৮] মীখা ৪:১০।
[২০:২০] ২বাদশা ১৮:১৭।
[২১:১] ইশা ৬২:৪।
[২১:২] দ্বি:বি ৯:৪; ১৮:৯; ১বাদশা ১৪:২৪; ২বাদশা ১৬:৩।
[২১:৩] পয়দা ২:১; দ্বি:বি ১৭:৩; ইয়ার ১৯:১৩।
[২১:৪] ইশা ৬৬:৪।

না।

২০:১৭ সকলই ব্যাবিলনে নীত হবে। ব্যাবিলনীয়দেরকে হিষ্কিয় সাদরে অভ্যর্থনা জানানোর কারণে তিনি যা প্রত্যাশা করেছেন ও আকাঙ্ক্ষা করেছেন তার ঠিক বিপরীতটি ঘটবে। ব্যাবিলনের বন্দীদশার অন্তত ১১৫ বছর আগেই ইশাইয়া এর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এটি অত্যন্ত চমকপ্রদ একটি বিষয়, কারণ যখন তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন তখন ব্যাবিলনীয়রা নয়, বরং আশেরীয়রাই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র, যাকে ভয় করার পেছনে এহুদার যথেষ্ট কারণ ছিল।

২০:১৮ তোমার সেই সন্তানদের মধ্যে কয়েকজন নীত হবে। হিষ্কিয়ের নিজ পুত্র মানাশাকে আশেরীয়রা বন্দী করেছিল এবং তাকে ব্যাবিলনে কিছু দিনের জন্য বন্দী হিসেবে রাখা হয়েছিল (২ খান্দান ৩৩:১১ দেখুন); পরবর্তীতে বাদশাহ্‌ দাউদের বংশ থেকে আরও অনেককে বন্দী করা হয় (২৪:১৫; ২৫:৭; দানিয়াল ১:৩)।

২০:১৯ আপনি মাবুদের যে কালাম বললেন, তা উত্তম। যদিও এটি মনে হতে পারে যে, হিষ্কিয় নিজে এই অভিজ্ঞতা লাভ করবেন না বলে স্বার্থপরের মত উক্তিটি করেছেন, তথাপি বিষয়টি এভাবে দেখলে ভাল যে, তিনি নম্রতার সাথে মাবুদের এই বিচার মেনে নিচ্ছেন (২ খান্দান ৩২:২৬ দেখুন) এবং এর মধ্যবর্তী সময়ে মাবুদ তাঁর লোকদেরকে যে শান্তি ও সমৃদ্ধির সময় দান করবেন তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

২০:২০ পুষ্করিণী ও প্রণালী। ইউ ৯:৭ আয়াতের নোট দেখুন। বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় গীহোন ঝর্ণা থেকে একটি প্রণালী খনন করেছিলেন (১ বাদশাহ্‌ ১:৩৩,৩৮) যা নগরের প্রাচীরের অভ্যন্তরে একটি পুষ্করিণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (২ খান্দান ৩২:৩০)। এর ফলে সব সময় জেরুশালেম নগরীতে পানির সরবরাহ থাকায় অবরুদ্ধ থাকলেও নগরীর ভেতরে অবস্থানরত লোকদের টিকে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রণালীটির দক্ষিণ দিকে মুখের নিকটবর্তী পাথরের দেয়াল থেকে আবিষ্কৃত একটি লিপিফলক থেকে (শীলোম এর খোদাইকৃত লিপিফলক) জানা যায় যে, কীভাবে এই পুরো প্রণালীটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল। প্রণালীটি নিরেট পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছিল এবং এর দৈর্ঘ্য ছিল ১,৭৫০ ফুট। এর উচ্চতা স্থানভেদে ৪ থেকে ১২ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং গড়ে এর প্রশস্ততা ছিল ২ ফুট।

এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:২১ তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:১ বারো বছর বয়সে। এর থেকে বোঝা যায় মানশা ৭০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পঞ্চান্ন বছরকাল। ৬৯৭-৬৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, এর মধ্যে দশ বছর (৬৯৭-৬৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) তিনি তাঁর পিতা হিষ্কিয়ের সাথে সহযোগী হিসেবে রাজত্ব করেছেন। এটি ইসরাইলের বা এহুদার ইতিহাসে যে কোন বাদশাহ্‌র সবচেয়ে দীর্ঘ রাজত্বকাল। তবে সম্ভবত মানশাই ছিলেন সকল বাদশাহ্‌দের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ বাদশাহ্‌। সেই সময়কার একটি সীলমোহরে মানশা নামটি পাওয়া যায়, যেখানে লেখা রয়েছে “বাদশাহ্‌জাদা মানশার সম্পত্তি”। এই ব্যক্তিই যদি বাদশাহ্‌ মানশা হন, তাহলে সীলমোহরটি সম্ভবত তাঁর পিতার সাথে সহযোগী হিসেবে রাজত্ব করার সময়কার।

২১:২ তাদের ঘৃণিত কাজ অনুসারেই করতেন। মানশা তাঁর পিতা হিষ্কিয়ের ধর্মীয় সমস্ত নীতি পাল্টে ফেলেছিলেন (১৮:৩-৫) এবং আহসের মত করে আবারও সমস্ত অধর্মাচারণ শুরু করেছিলেন (১৬:৩ দেখুন)।

২১:৩ হিষ্কিয় যেসব উচ্চস্থলী বিনষ্ট করেছিলেন। ১৮:৪ আয়াতের নোট দেখুন; ২ খান্দান ৩১:১ আয়াতও দেখুন।

আশেরামূর্তি। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৫,২৩; ১৫:১৩; ১৬:৩৩ দেখুন। বাদশাহ্‌ আহাব যেমন করেছিলেন। মানশা ছিলেন এহুদা রাজ্যের আহাব (১ বাদশাহ্‌ ১৬:৩০-৩৩ দেখুন)।

আসমানের সমস্ত বাহিনীর কাছে সেজ্‌দা ও তাদের সেবা

উদ্দেশে বলেছিলেন, আমি জেরুশালেমে আমার
নাম স্থাপন করবো, মাবুদের সেই গৃহে তিনি
কতকগুলো কোরবানগাহ্ তৈরি করলেন। [৫] আর
তিনি মাবুদের গৃহের দুই প্রাঙ্গণে আসমানের
সমস্ত বাহিনীর জন্য কোরবানগাহ্ তৈরি করলেন।
[৬] আর তিনি তাঁর পুত্রকে আগুনের মধ্য দিয়ে
গমন করালেন ও গণকতা ও মোহকের ব্যবহার
করতেন এবং ভূতড়িয়াদের ও গুনিনদেরকে
রাখতেন। তিনি মাবুদের দৃষ্টিতে ভীষণ কদাচরণ
করে তাঁকে অসন্তুষ্ট করলেন। [৭] আর তিনি
আশেরার যে খোদাই-করা মূর্তি তৈরি
করেছিলেন, তা সেই গৃহে স্থাপন করলেন, যার
বিষয়ে মাবুদ দাউদ ও তাঁর পুত্র সোলায়মানকে
এই কথা বলেছিলেন, আমি এই গৃহে এবং
ইসরাইলের সমস্ত বংশের মধ্যে আমার মনোনীত
এই জেরুশালেমে আমার নাম চিরকালের জন্য
স্থাপন করবো; [৮] আর আমি তাদের পূর্ব-
পুরুষদেরকে যে দেশ দিয়েছি, সেই দেশ থেকে
ইসরাইলকে আর ঘুরে বেড়াতে দেব না; যদি
কেবল তারা আমি তাদেরকে যেসব হুকুম দিয়েছি
এবং আমার গোলাম মূসা তাদেরকে যে সমস্ত
ব্যবস্থা দিয়েছে সেই অনুসারে যত্নপূর্বক চলে।
[৯] কিন্তু তারা শুনল না, আর মাবুদ বনি-
ইসরাইলদের সম্মুখ থেকে যে জাতিদেরকে বিনষ্ট
করেছিলেন, তাদের চেয়ে বেশি কদাচরণ করতে
মানশা তাদেরকে কুপ্রবৃত্তি দিতেন।

[২১:৫] ১বাদশা ৭:১২।
[২১:৬] লেবীয় ১৮:২১।
[২১:৭] দ্বি:বি ১৬:২১; ২বাদশা ২৩:৪।
[২১:৭] হিজ ২০:২৪; ২শামু ৭:১৩।
[২১:৮] ২শামু ৭:১০।
[২১:৯] ১বাদশা ১৪:৯; ইহি ৫:৭।
[২১:১১] পয়দা ১৫:১৬।
[২১:১২] ইয়ার ১৫:৪; ইহি ৭:৫।
[২১:১৩] ইশা ২৮:১৭; ৩৪:১১; মাতম ২:৮; আমোস ৭:৭-৯।
[২১:১৪] জবুর ৭৮:৫৮-৬০।
[২১:১৫] হিজ ৩২:২২।
[২১:১৬] ২বাদশা ২৪:৪; আইউ ২২:১৪; জবুর ১০:১১; ৯৪:৭; ১০৬:৩৮; ইশা

[১০] আর মাবুদ তাঁর গোলাম নবীদের দ্বারা এই
কথা বললেন, [১১] এহুদার বাদশাহ্ মানশা এসব
ঘৃণিত কাজ করেছে; তার আগে যে ইমোরীয়েরা
ছিল, তাদের কৃত সমস্ত কাজ থেকেও সে বেশি
দুষ্কর্ম করেছে এবং তার পুত্তলিদের দ্বারা
এহুদাকেও গুনাহ্ করিয়েছে। [১২] অতএব
ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ,
আমি জেরুশালেম ও এহুদার উপরে এমন
অমঙ্গল আনবো যে, তা যে কেউ শুনবে, তার
কর্ণযুগল শিহরিত হয়ে উঠবে। [১৩] আর আমি
জেরুশালেমের উপরে সামেরিয়ার সুতা ও
আহাব-কুলের ওলন বিস্তার করবো; যেমন কেউ
থালা মুছে ফেলে এবং মোছার পর তা উল্টিয়ে
উবুড় করে, তেমনি আমি জেরুশালেমকে মুছে
ফেলবো। [১৪] আর আমি আমার অধিকারের
অবশিষ্টাংশ ত্যাগ করবো ও তাদের দুশমনদের
হাতে তাদেরকে তুলে দেব; তারা তাদের সমস্ত
দুশমনের শিকারের ও লুটের বস্তুস্বরূপ হবে।
[১৫] এর কারণ হল আমার দৃষ্টিতে যা মন্দ তারা
তা-ই করেছে এবং যেদিন তাদের পূর্বপুরুষেরা
মিসর থেকে বের হয়ে এসেছিল, সেদিন থেকে
আজ পর্যন্ত আমাকে অসন্তুষ্ট করে এসেছে।
[১৬] মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা করে মানশা
এহুদাকে গুনাহ্ করিয়েছিলেন, তাঁর এই গুনাহ্
ছাড়াও তিনি আবার অনেক নির্দোষের রক্তপাতও
করেছিলেন, এমন কি, জেরুশালেমের এক সীমা

করতেন। ১৭:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:৪ আমি জেরুশালেমে আমার নাম স্থাপন করবো। ১ বাদশাহ্ ৮:১৬; ৯:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:৬ তাঁর পুত্রকে আগুনের মধ্য দিয়ে গমন করালেন। ১৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন ১৭:১৭; তুলনা করুন ৩:২৭ আয়াতের নোট।

গণকতা ও মোহকের ব্যবহার করতেন। ১৬:১৫; ১৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

ভূতড়িয়াদের ও গুনিনদেরকে রাখতেন। লেবীয় ১৯:৩১; দ্বি.বি. ১৮:১১; ১ শামু ২৮:৩,৭-৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:৭ আশেরার যে খোদাই-করা মূর্তি তৈরি করেছিলেন। ১ বাদশাহ্ ১৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

দাউদ। ২ শামু ৭:১৩ দেখুন।

সোলায়মান। ১ বাদশাহ্ ৯:৩ দেখুন।

ইসরাইলের সমস্ত বংশের মধ্যে আমার মনোনীত। ১ বাদশাহ্ ১১:১৩,৩২,৩৬ দেখুন।

২১:৯ মাবুদ ... যে জাতিদেরকে বিনষ্ট করেছিলেন। ১ বাদশাহ্ ১৪:২৪; দ্বি.বি. ১২:২৯-৩১; ৩১:৩।

২১:১০ তাঁর গোলাম নবীদের দ্বারা। ২ খান্দান ৩৩:১০,১৮।

২১:১১ যে ইমোরীয়েরা ছিল ... বেশি দুষ্কর্ম করেছে। ১ বাদশাহ্ ২১:২৬ আয়াতের নোট দেখুন।

পুত্তলি। লেবীয় ২৬:৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:১২ জেরুশালেম ও এহুদার উপরে এমন অমঙ্গল আনবো। ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয়দের আক্রমণে এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণভাবে পরিণতি পায় (২৫ অধ্যায় দেখুন)।

যে কেউ শুনবে, তার কর্ণযুগল শিহরিত হয়ে উঠবে। ইয়ার ১৯:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:১৩ সামেরিয়ার সুতা ও আহাব-কুলের ওলন। সাধারণত নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত এমন যন্ত্রপাতি, যা এখানে ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে (ইশা ৩৪:১১; আমোস ৭:৭-৯,১৭)।

২১:১৪ ত্যাগ করবো। এখানে ইসরাইলকে বিচারে পতিত করার কথা বোঝানো হয়েছে (ইয়ার ১২:৭ আয়াত দেখুন), মাবুদের স্থাপিত নিয়ম ভঙ্গ করার কথা বোঝানো হয় নি (১ শামু ১২:২২; ইশা ৪৩:১-৭ দেখুন)।

আমার অধিকারের অবশিষ্টাংশ। উত্তরের রাজ্যের ধ্বংস সাধনের পর এহুদা হয়ে পড়েছিল মাবুদের উত্তরাধিকারীদের অবশিষ্টাংশ (১ বাদশাহ্ ৮:৫১; দ্বি.বি. ৪:২০; ১ শামু ১০:১; জবুর ২৮:৯ দেখুন; ২ বাদশাহ্ ১৯:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

২১:১৫ ইসরাইলের ইতিহাস হচ্ছে ক্রমাগতভাবে মাবুদের স্থাপিত নিয়ম ভঙ্গের ইতিহাস। বাদশাহ্ মানশার রাজত্বের সময় আল্লাহ্‌র ক্রোধের পেয়ালা উপচে পড়েছিল এবং ইসরাইলের উপরে বন্দীত্বের শাস্তি নেমে এসেছিল (১৭:৭-২৩ আয়াতের নোট দেখুন) যা এক কথায় অনিবার্য ছিল (২৪:১-৪ দেখুন)।

২১:১৬ অনেক নির্দোষের রক্তপাত। আল্লাহ্‌ভক্ত লোকদের কথা এখানে বলা হচ্ছে, যাদেরকে মানশার মন্দ কাজের বিরোধিতা করার কারণে হত্যা করা হয়েছিল (আয়াত ১০-১১ দেখুন)। ইহুদীদের প্রথা অনুসারে (ইশাইয়ার বেহেশতারোহণ – যা অন্য কোন উৎস থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় না) মানশার শাসনকালেই নবী ইশাইয়াকে করাত দিয়ে কেটে দুই টুকরো করে ফেলা

থেকে অন্য সীমা পর্যন্ত রক্তে পরিপূর্ণ করেছিলেন।
১৭ মানশার অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত, সমস্ত কাজের বিবরণ ও তাঁর কৃত গুনাহ্ কি এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে লেখা নেই? ১৮ পরে মানশা তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন এবং তাঁর বাড়ির বাগানে, উষের বাগানে তাঁকে দাফন করা হল; আর তাঁর পুত্র আমোন তাঁর পদে বাদশাহ্ হলেন।

এহুদার বাদশাহ্ আমোন

১৯ আমোন বাইশ বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন এবং জেরুশালেমে দু'বছর কাল রাজত্ব করেন; তাঁর মায়ের নাম মশুল্লেমৎ, তিনি যট্‌বাস্থ হারুষের কন্যা। ২০ তাঁর পিতা মানশা যেমন করেছিলেন, তিনিও তেমনি মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই করতেন। ২১ তাঁর পিতা যে পথে চলেছিলেন, তিনিও সেসব পথে চলতেন এবং তাঁর পিতা যেসব মূর্তির সেবা করেছিলেন, তিনিও সেই সবের সেবা ও তাদের কাছে সেজ্‌দা করতেন; ২২ তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ মাবুদকে ত্যাগ করেছিলেন; মাবুদের পথে চলতেন না।
২৩ পরে আমোনের গোলামেরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলো, আর তারা বাদশাহ্‌কে তাঁর বাড়িতে হত্যা করলো। ২৪ কিন্তু দেশের লোকেরা আমোন বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী সকলকে হত্যা করলো; পরে দেশের লোকেরা তাঁর পুত্র ইউসিয়াকে তাঁর পদে বাদশাহ্ করলো। ২৫ আমোনের কৃত অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে কি লেখা নেই? ২৬ উষের বাগানে অবস্থিত তাঁর নিজের কবরে তাঁকে দাফন করা হল এবং তাঁর পুত্র ইউসিয়া তাঁর পদে বাদশাহ্ হলেন।

এহুদার বাদশাহ্ ইউসিয়া

২২ ১ ইউসিয়া আট বছর বয়সে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন এবং একত্রিশ বছর জেরুশালেমে রাজত্ব করেন; তাঁর মায়ের নাম যিদীদা, তিনি বস্কতীয় আদায়ার কন্যা। ২ ইউসিয়া মাবুদের সাক্ষাতে যা ন্যায্য তা-ই করতেন ও তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদের সমস্ত পথে চলতেন, তার ডানে বা বামে ফিরতেন না।

শরীয়ত-কিতাব খুঁজে পাওয়া

৩ পরে বাদশাহ্ ইউসিয়ার অষ্টাদশ বছরে মশুল্লমের পৌত্র অৎসলিয়ের পুত্র শাফন লেখককে বাদশাহ্ এই কথা বলে মাবুদের গৃহে পাঠিয়ে দিলেন; ৪ তুমি হিল্কিয় মহা-ইমামের কাছে গিয়ে মাবুদের গৃহে যে অর্থ আনা হয়েছে, দ্বারপালেরা লোকদের কাছ থেকে যা সংগ্রহ

২৯:১৫; ৪৭:১০; ৫৯:৩, ৭; ইয়ার ২:৩৪; ৭:৬; ১৯:৪; ২২:১৭; মাতম ৪:১৩; ইহি ৭:২৩; ৮:১২; ৯:৯; ২২:৩-৪; হোশেয় ৪:২; সফ ১:১২।
[২১:১৮] ইষ্টের ১:৫; ৭:৭।
[২১:২০] ১বাদশা ১৫:২৬।
[২১:২২] ১বাদশা ১১:৩৩।
[২১:২৩] ২বাদশা ১২:২০।
[২১:২৪] ২খান্দান ৩৩:২১; সফ ১:১।
[২২:১] ইয়ার ১:২; ২৫:৩।
[২২:২] দ্বি:বি ১৭:১৯; ১বাদশা ১৪:৮।
[২২:৩] ২খান্দান ৩৪:২০; ইয়ার ৩৯:১৪।
[২২:৪] উজা ৭:১।

হয়েছিল (ইশাইয়া নবী কিতাবের ভূমিকা। লেখক দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইব ১১:৩৭ আয়াতের নোট)।
২১:১৭ মানশার অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত। ২ খান্দান ৩৩:১২-১৯ দেখুন।
এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্ ১৪:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।
২১:১৮ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১ বাদশাহ্ ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।
উষ। সম্ভবত উষিয়া নামটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ (২ খান্দান ২৬:১ আয়াতের নোট দেখুন)।
২১:১৯ দু'বছর কাল। ৬৪২-৬৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।
যট্‌বা। অনেকে মনে করেন এটি শুমারী ৩৩:৩৩-৩৪ ও দ্বি.বি. ১০:৭ আয়াতের যট্‌বাথা, যাইৎসিয়োন-গেবরের কাছে অবস্থিত ছিল। অন্য অনেকে, এমন কি মণ্ডলীর আদিপিতা যেরোম স্বয়ং মনে করেন এর অবস্থান ছিল এহুদা প্রদেশের অভ্যন্তরে।
২১:২০ যা মন্দ, তা-ই করতেন। মানাশা যেভাবে তাঁর জীবনের শেষ দিকে মন পরিবর্তন করেছিলেন, আমোনের ক্ষেত্রে তা ঘটে নি (২ খান্দান ৩৩:১২-১৯ দেখুন)। মানাশা যে সমস্ত পৌত্তলিকতার আচার অনুষ্ঠান বাতিল করেছিলেন নিশ্চয়ই আমোন সেগুলোকে আবারও শুরু করেছিলেন, কারণ ইউসিয়ার সময়ে সেগুলোর প্রচলন ছিল (২৩:৫-৭,১২ দেখুন)।
২১:২৩ তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলো। এই প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ঠিক কী ধরনের মদদে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা জানা যায় না।
২১:২৪ দেশের লোকেরা। সাধারণ অর্থে সমগ্র ইসরাইল জাতির লোকদের বোঝানো হয়েছে (১১:১৪,১৮; ১৪:২১; ২৩:৩০ দেখুন)।
২১:২৫ এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্ ১৪:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।
২১:২৬ উষ। ১৮ আয়াতের নোট দেখুন।
২২:১ একত্রিশ বছর। ৬৪০-৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (২১:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।
বস্কত। এহুদার অন্তর্গত লাখীশের নিকটবর্তী একটি নগর (ইউসা ১৫:৩৯ দেখুন)।
২২:২ তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদের সমস্ত পথে চলতেন। ১৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন। ইউসিয়া ছিলেন বন্দীদশার আগে দাউদের বংশের সবচেয়ে আল্লাহ্‌ভক্ত বাদশাহ্। নবী ইয়ারমিয়া বাদশাহ্ ইউসিয়ার আমলে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান ও পরিচর্যা কাজ করেছিলেন (ইয়ার ১:২)। তিনি ইউসিয়া সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন (ইয়ার ২২:১৫-১৬)। সফনিয় তাঁর রাজত্বের শুরুর দিকে পরিচর্যা কাজ করেছিলেন (সফ ১:১)।
২২:৩ অষ্টাদশ বছর। ৬২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। সে সময় ইউসিয়ার বয়স ছিল ২৬ বছর (১ আয়াত দেখুন)। তিনি ১৬ বছর বয়স থেকেই বিশ্বস্ততার সাথে মাবুদের সেবা করতে শুরু করেন (তাঁর রাজত্বের ৮ম বছরে, ২ খান্দান ৩৪:৩)। তাঁর যখন ২০ বছর হয় (তাঁর রাজত্বের ১২তম বছরে, ২ খান্দান ৩৪:৩), সে সময় তিনি দেশ থেকে সমস্ত মূর্তিপূজা ও এ সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান অপসারণ করতে শুরু করেন।
শাফন লেখক। ২ শামু ৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। ২ খান্দান ৩৪:৮ আয়াত অনুসারে আরও দুই জন ব্যক্তি শাফনের সাথে সহকারী হিসেবে ছিলেন।
২২:৪ হিল্কিয়। অসরিয়ের পিতা এবং মহা ইমাম সেরিয়ের পিতামহ, যিনি জেরুশালেম নগরী ধ্বংস হওয়ার সময় ব্যাবিলনীয়দের হাতে নিহত হয়েছিলেন (২৫:১৮-২১ আয়াত

করেছে, তা প্রস্তুত রাখতে বল। ৫ আর তারা
মাবুদের গৃহের তত্ত্বাবধায়ক কার্যকারীদের হাতে
তা দিক এবং তারা গৃহের ভাঙ্গা স্থান সারবার
জন্য মাবুদের গৃহে যারা কাজ করে তাদের হাতে
তা দিক; ৬ অর্থাৎ, ছুতার মিস্ত্রি, গাঁথক ও
রাজমিস্ত্রিদেরকে এবং গৃহ সারাবার জন্য কাঠ ও
খোদাই-করা পাথর ক্রয় করার জন্য তা দিক।
৭ কিন্তু তাদের হাতে যে টাকা দেওয়া হল, সেই
বিষয়ে তাদের কাছ থেকে হিসাব নেওয়া হল না,
কেননা তারা বিশ্বস্তভাবে কাজ করলো।
৮ তখন হিল্কিয় মহা-ইমাম শাফন লেখককে
বললেন, আমি মাবুদের গৃহে শরীয়ত কিতাবখানি
পেয়েছি। পরে হিল্কিয় শাফনকে সেই কিতাব
দিলে তিনি তা পাঠ করলেন। ৯ আর শাফন
লেখক বাদশাহ্‌র কাছে গিয়ে তাঁকে এই সংবাদ
দিলেন, আপনার গোলামেরা সেই বাড়িতে
পাওয়া সমস্ত টাকা একত্র করে মাবুদের গৃহের
তত্ত্বাবধায়কদের হাতে দিয়েছে। ১০ পরে শাফন
লেখক বাদশাহ্‌কে বললেন, হিল্কিয় ইমাম
আমাকে একখানি কিতাব দিয়েছেন। আর শাফন
বাদশাহ্‌র সাক্ষাতে তা পাঠ করতে লাগলেন।
১১ তখন বাদশাহ্‌ সেই শরীয়ত-কিতাবের
সকল কালাম শুনে তাঁর কাপড় ছিঁড়লেন। ১২ আর
বাদশাহ্‌ হিল্কিয় ইমামকে, শাফনের পুত্র
অহীকামকে, মীখায়ের পুত্র অক্‌বোরকে, শাফন
লেখককে ও রাজভৃত্য অসায়কে এই হুকুম
করলেন, ১৩ তোমরা যাও, এই যে কিতাবখানি
পাওয়া গেছে, এই কিতাবের কালামগুলোর
বিষয়ে আমার ও লোকদের এবং সমস্ত এহুদার
জন্য মাবুদকে জিজ্ঞাসা কর; কেননা আমাদের
পালন করার জন্য লেখা সকল কথানুযায়ী কাজ

[২২:৫] ২বাদশা ১২:৫, ১১-১৪।
[২২:৬] ২বাদশা ১২:১১-১২।
[২২:৭] ২বাদশা ১২:১৫।
[২২:৮] দ্বি:বি ২৮:৬১; ৩১:২৪; গালা ৩:১০।
[২২:১০] ইয়ার ৩৬:২১।
[২২:১২] ২বাদশা :২২; ইয়ার ২৬:২৪; ৩৯:১৪।
[২২:১৩] দ্বি:বি ২৯:২৪-২৮; ৩১:১৭; ইশা ৫:২৫; ৪২:২৫; আমোস ২:৪।
[২২:১৪] হিজ ১৫:২০।
[২২:১৬] দ্বি:বি ৩১:২৯; ইউসা ২৩:১৫; ইয়ার ৬:১৯; ১১:১১; ১৮:১১; ৩৫:১৭।
[২২:১৭] ১বাদশা ৯:৯।
[২২:১৮] ইয়ার ২১:২; ৩৭:৩, ৭।
[২২:১৯] হিজ ১০:৩; ইশা ৫৭:১৫; ৬১:১; মীখা ৬:৮।

করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই কিতাবের
কথায় কান দেন নি, এজন্য আমাদের বিরুদ্ধে
মাবুদের অতিশয় ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়েছে।
১৪ তখন হিল্কিয় ইমাম, অহিকাম, অক্‌বোর,
শাফন ও অসায়, এঁরা বস্ত্রাগারের নেতা হর্হসের
পৌত্র তিক্‌বের পুত্র শল্লুমের স্ত্রী হুলদা মহিলা-
নবীর কাছে গেলেন; তিনি জেরুশালেমের দ্বিতীয়
বিভাগে বাস করছিলেন। পরে তাঁরা তাঁর সঙ্গে
কথাবার্তা বললেন। ১৫ তিনি তাঁদের বললেন,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ এই কথা বলেন, যে
ব্যক্তি তোমাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়েছে,
তাকে বল, মাবুদ এই কথা বলেন, ১৬ দেখ,
আমি এই স্থান ও এখানকার অধিবাসীদের
উপরে অমঙ্গল আনবো, এহুদার বাদশাহ্‌ যে
কিতাব পাঠ করেছে, তাতে লেখা সমস্ত বিপদ
নিয়ে আসব। ১৭ কারণ তারা আমাকে ত্যাগ
করেছে এবং অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ
জ্বালিয়েছে, এভাবে নিজ নিজ হাতের কাজ দ্বারা
আমাকে অসন্তুষ্ট করেছে, সেজন্য এই স্থানের
বিরুদ্ধে আমার গজবের আগুন জ্বলতেই থাকবে,
তা নিভানো যাবে না। ১৮ কিন্তু এহুদার বাদশাহ্‌,
যিনি মাবুদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে
তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন, তাঁকে এই কথা বল,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ এই কথা বলেন,
১৯ তুমি যেসব কালাম শুনেছ, এই স্থান ও এই
জায়গার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে আমি যেসব
কালাম বলেছি, অর্থাৎ তারা যে বিস্ময়ের ও
বদদোয়ার পাত্র হবে, তা শোনামাত্র তোমার
অন্তঃকরণ কোমল হয়েছে, তুমি মাবুদের
সাক্ষাতে নিজেকে অবনত করেছ এবং নিজের
কাপড় ছিঁড়ে আমার সম্মুখে কান্নাকাটি করেছ,

দেখুন)। এটি বেশ অবাক হওয়ার মত বিষয় যে, এই হিল্কিয় ইয়ারমিয়ার পিতাও ছিলেন (ইয়ার ১:১ দেখুন)।

অর্থ ... দ্বারপালেরা লোকদের কাছ থেকে যা সংগ্রহ করেছে। ইউসিয়া বায়তুল মোকাদ্দসের সংস্কার কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে বাদশাহ্‌ যোয়াশের পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন (১২:১-১৬; ২ খান্দান ৩৪:৯ দেখুন)।

২২:৫ তত্ত্বাবধায়ক কার্যকারী। ২ খান্দান ৩৪:১২-১৩ দেখুন।

২২:৮ শরীয়ত কিতাব। অনেক ব্যাখ্যাকারী বলেন যে, এখানে সমগ্র পঞ্চকিতাবের কথা বলা হয়েছে, যেখানে অন্যান্যরা মনে করেন শুধুমাত্র দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবটির কথা বলা হয়েছে (দ্বি.বি. ৩১:২৪,২৬; ২ খান্দান ৩৪:১৪)।

২২:১১ তাঁর কাপড় ছিঁড়লেন। ১৮:৩৭; ইউসা ৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন; ইয়ারমিয়ার লেখা কিতাবের কালাম শুনে বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার যা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার সাথে বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীমের প্রতিক্রিয়ার তুলনা করুন (ইয়ার ৩৬:২৪ আয়াত দেখুন)। সম্ভবত লেবীয় ২৬ অধ্যায় এবং/অথবা দ্বি.বি. ২৮ অধ্যায়ের শরীয়তী বদদোয়া ইসরাইল জাতির বন্দীদশার আশঙ্কাকে আরও ঘনীভূত করেছিল, আর এই কালামগুলোই বিশেষভাবে বাদশাহ্‌ ইউসিয়াকে বিচলিত করে তুলেছিল।

২২:১২ শাফনের পুত্র অহীকাম। বাদশাহ্‌ ইয়ারমিয়ার সময়কার একটি সীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে এই কর্মকর্তার নাম খোদাই করা পাওয়া গেছে। অহীকাম ছিলেন গদলিয়ের পিতা, যিনি পরবর্তীতে বখতে-নাসার কর্তৃক এহুদা রাজ্যের শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন (২৫:২২; ইয়ার ৩৯:১৪)। বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীমের রাজত্বের সময়ে তিনি নবী ইয়ারমিয়ার জীবন রক্ষাও করেছিলেন (ইয়ার ২৬:২৪ দেখুন)।

অক্‌বোর। তার পুত্র এলনাথনের নাম ২৪:৮; ইয়ার ২৬:২২; ৩৬:১২ আয়াতে পাওয়া যায়।

শাফন লেখক। ৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:১৪ হুলদা মহিলা-নবী। হিজ ১৫:২০; কাজী ৪:৪ আয়াতে অন্যান্য মহিলা নবীদের সম্পর্কে নোট দেখুন।

বস্ত্রাগারের নেতা ... শল্লুম। সম্ভবত তিনিই ইয়ারমিয়ার চাচা শল্লুম (ইয়ার ৩২:৭ দেখুন)।

জেরুশালেমের দ্বিতীয় বিভাগ। নগরীর একটি অংশ যা সম্ভবত জেরুশালেমের উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রথম ও দ্বিতীয় দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশের নবনির্মিত বর্ধিতাংশে অবস্থিত ছিল (২ খান্দান ৩৩:১৪; ৩৪:২২; নহিমিয়া ১১:৯; সফ ১:১০ দেখুন)।

২২:১৬ এই স্থান। জেরুশালেম।

২২:১৯ তোমার অন্তঃকরণ কোমল হয়েছে। আয়াত ১১ দেখুন।

এজন্য মাবুদ বলেন, আমিও তোমার কথা
শুনলাম। ২০ অতএব দেখ, আমি তোমার
পূর্বপুরুষদের কাছে তোমাকে সংগ্রহ করবো; তুমি
শান্তিতে কবর পাবে এবং আমি এই স্থানের
উপরে যেসব অমঙ্গল আনবো, তোমার চোখ
সেই সমস্ত দেখবে না। পরে তাঁরা আবার
বাদশাহ্‌কে এই কথার সংবাদ দিলেন।

শরীয়ত পালনের ওয়াদা

২৩ ১ পরে বাদশাহ্‌ লোক পাঠালে তারা
এহুদা ও জেরুশালেমের সমস্ত প্রধান
ব্যক্তিবর্গকে তাঁর কাছে একত্র করলো। ২ বাদশাহ্‌
মাবুদের গৃহে গেলেন এবং এহুদার সমস্ত লোক,
সমস্ত জেরুশালেম-নিবাসী, ইমাম ও নবীদের
এবং ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত লোক তাঁর সঙ্গে গমন
করলো, পরে তিনি মাবুদের গৃহে পাওয়া নিয়ম-
কিতাবের সমস্ত কথা তাদের শুনিয়ে পাঠ
করলেন। ৩ পরে বাদশাহ্‌ মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে
মাবুদের অনুগামী হবার এবং সমস্ত অন্তঃকরণ ও
সমস্ত প্রাণের সঙ্গে তাঁর হুকুম, নির্দেশ ও বিধি
পালন করার জন্য, এই কিতাবে লেখা এই
নিয়মের সমস্ত কালাম অটল রাখার জন্য
মাবুদের সাক্ষাতে নিয়ম স্থির করলেন এবং সমস্ত
লোক সেই নিয়মে সায় দিল।
৪ আর বাদশাহ্‌ বাল ও আশেরার জন্য এবং
আসমানের সমস্ত বাহিনীর জন্য তৈরি সমস্ত
সামগ্রী মাবুদের বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে বের
করতে হিল্কিয় মহা-ইমাম, দ্বিতীয় শ্রেণীর
ইমামদের ও দ্বারপালদের হুকুম করলেন; পরে
তিনি জেরুশালেমের বাইরে কিদ্রোণের ক্ষেতে
সেই সকল পুড়িয়ে তাদের ভস্ম বেথেলে নিয়ে
গেলেন। ৫ আর এহুদার বাদশাহ্‌দের কর্তৃক
নিযুক্ত যে ইমামেরা এহুদা দেশের নগরে নগরে
উচ্চস্থলীতে ও জেরুশালেমের চারদিকে নানা
স্থানে ধূপ জ্বালাত এবং যারা বালের, সূর্যের ও
চন্দ্রের এবং গ্রহগুলোর ও আসমানের সমস্ত
বাহিনীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত তাদেরকে তিনি
নিবৃত্ত করলেন। ৬ আর তিনি মাবুদের গৃহ থেকে
আশেরা-মূর্তি বের করে জেরুশালেমের বাইরে
কিদ্রোণ স্রোতের কাছে এনে স্রোতের ধারে
পুড়িয়ে দিলেন এবং তা পিষে গুঁড়া করে তার

[২২:২০] ইশা ৪৭:১১; ৫৭:১; ইয়ার ১৮:১১।
[২৩:২] দ্বি:বি ৩১:১১।
[২৩:৩] ১বাদশা ৭:১৫।
[২৩:৪] ২বাদশা :১৮; ইয়ার ৩৫:৪।
[২৩:৫] ইয়ার ৮:২; ৪৩:১৩।
[২৩:৬] ইয়ার ৩১:৪০।

২২:২০ তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে তোমাকে সংগ্রহ করবো। ১ বাদশাহ্‌ ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

তুমি শান্তিতে তোমার কবরে গৃহীত হবে। বখতে-নাসারের মধ্য দিয়ে মাবুদ জেরুশালেমের উপরে যে বিচার নিয়ে আসবেন তা ঘটার আগেই ইউসিয়ার মৃত্যুর বিষয়ে এখানে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সে কারণে মিসরের ফেরাউন-নখোর সাথে যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হওয়ার বিষয়টি এখানে বিতর্কিত নয় (২৩:২৯-৩০ দেখুন)। ইউসিয়া এই নিশ্চয়তা লাভ করেছিলেন যে, এহুদা ও জেরুশালেমের উপরে মাবুদের চূড়ান্ত বিচার তাঁর জীবদ্দশায় আসবে না।

২৩:১ প্রধান ব্যক্তিবর্গ। ১০:১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:২ নিয়ম-কিতাব। যদিও হিজরত ২৪:৭ আয়াতে এই নামটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেখানে হিজ ২০–২৩ অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি এখানে বিশেষ করে হয় পুরো দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবের কথা বোঝানো হয়েছে, নতুবা সমগ্র মূসার শরীয়তের কথা বোঝানো হয়েছে। গুটানো কিতাবে আরও যা-ই থাকুক না কেন সেখানে লেবীয় ২৬ অধ্যায় এবং দ্বি.বি. ২৮ অধ্যায়ের মূসার শরীয়তের বদদোয়ার কথা খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (আয়াত ২১; ২২:৮,১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:৩ মঞ্চ। ১১:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

মাবুদের সাক্ষাতে নিয়ম স্থির করলেন। বাদশাহ্‌ ইউসিয়া নিয়মের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেলেন; এর সাথে তুলনা করুন মূসা (হিজ ২৪:৩-৮; দ্বিতীয় বিবরণ), ইউসা (ইউসা ২৪ অধ্যায়), শামুয়েল (১ শামু ১১:১৪–১২:২৫) এবং যিহোয়াদা (২ বাদশাহ্‌ ১১:১৭)।

মাবুদের অনুগামী। ১ শামু ১২:১৪,২০ আয়াতের নোট দেখুন। সমস্ত লোক সেই নিয়মে সায় দিল। সম্ভবত কোন ধরনের শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন সেখানে করা হয়েছিল, যেখানে সমস্ত লোকেরা অংশগ্রহণ করেছিল ও শরীয়তের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশের জন্য শপথ বাক্য পাঠ করেছিল। তবে এই কাজটি প্রতীকী অর্থে সম্পন্ন করা হয়েছিল (ইয়ার ৩৪:১৮) নাকি আক্ষরিক অর্থে করা হয়েছিল (দ্বি.বি. ২৭:১১-২৬) সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়।

২৩:৪ দ্বারপাল। ১২:৯ আয়াত দেখুন।

বাল ও আশেরা। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

আসমানের সমস্ত বাহিনী। ১৭:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

কিদ্রোণের ক্ষেত। ইশা ২২:৭ আয়াতের নোট ও মানচিত্র দেখুন; এর সাথে ১ বাদশাহ্‌ ১৫:১৩ আয়াতের নোটও দেখুন।

তাদের ভস্ম বেথেলে নিয়ে গেলেন। ১৫-১৬ আয়াত দেখুন। বেথেলের অবস্থান ছিল এহুদা রাজ্যের সীমান্ত এবং উত্তরের রাজ্যের সীমান্তের মধ্যবর্তী স্থানে, যা সে সময় আশেরীয়দের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আশেরীয়দের আনুগত্যকে অস্বীকার করে বাদশাহ্‌ ইউসিয়া উত্তরে নিজ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। সম্ভবত তিনি এই ভস্ম নাপাক করে তোলার জন্য বেথেলে নিয়ে গিয়েছিলেন (১ আয়াতের নোট দেখুন), যেখানে সোনার তৈরি বাছুর উক্ত ভূখণ্ডকে নাপাক করে তুলেছিল (১ বাদশাহ্‌ ১২:২৮-৩০ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:৫ যে ইমামেরা ... ধূপ জ্বালাত। হোসিয়া ১০:৫; সফ ১:৪ দেখুন।

এহুদার বাদশাহ্‌। এখানে মানাশা ও আমোনের কথা বোঝানো হয়েছে, এবং সম্ভবত তাদের আগে আহসের কথাও বলা হয়েছে।

উচ্চস্থলী। ১৮:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:৬ আশেরা-মূর্তি। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। বাদশাহ্‌ হিল্কিয় যে আশেরা মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করেছিলেন (১৮:৪) সেগুলোকে বাদশাহ্‌ মানাশা পুনরায় স্থাপন করেছিলেন (২১:৭)। যখন মানাশা মাবুদের দিকে ফিরলেন, তখন তিনিও এই আশেরা মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করলেন (২ খান্দান ৩৩:১৫) এবং পরবর্তীতে আমোন আবারও এই মূর্তিগুলো স্থাপন করেন (২ বাদশাহ্‌ ২১:২১; ২ খান্দান ৩৩:২২)।

ধূলি সাধারণ লোকদের কবরের উপরে ফেলে
দিলেন। ৭ আর তিনি মাবুদের গৃহে স্থাপিত
পুংগামীদের সেসব কুঠরী ভেঙ্গে ফেললেন,
যেখানে স্ত্রীলোকেরা আশেরার জন্য কাপড়
বুনত। ৮ আর তিনি এহুদার সমস্ত নগর থেকে
সমস্ত ইমামকে আনলেন এবং সেবা থেকে বের্-
শেবা পর্যন্ত যেসব উচ্চস্থলীতে ইমামেরা ধূপ
জ্বালাত, সেসব নাপাক করলেন; আর নগর-
দ্বারের যেসব উচ্চস্থলী নগরাধ্যক্ষ ইউসা-ফটকের
প্রবেশদ্বারের কাছে ছিল এবং নগর-দ্বারে
প্রবেশকারীর বামদিকে থাকতো সেসব ভেঙ্গে
ফেললেন। ৯ কিন্তু উচ্চস্থলীর ইমামেরা মাবুদের
জেরুশালেমের কোরবানগাহে কোরবানী করতে
গেল না, তারা কেবল তাদের ভাইদের মধ্যে
থেকে খামিহীন রুটি ভোজন করতো। ১০ আর
কেউ যেন মোলকের উদ্দেশে তার পুত্র কিংবা
কন্যাকে আগুনের মধ্য দিয়ে গমন না করায়,
এজন্য তিনি হিন্নোম সন্তানদের উপত্যকাস্থিত
তোফৎ নাপাক করলেন। ১১ আর এহুদার
বাদশাহ্‌রা যে ঘোড়াগুলোকে সূর্যের উদ্দেশে দিয়ে
মাবুদের গৃহের প্রবেশ-স্থানের কাছে, উপপুরীতে
অবস্থিত, নথন-মেলক নামক নপুংসকের কুঠরীর
কাছে রাখতেন, সেগুলোকে তিনি দূর করলেন
এবং সূর্যের রথগুলো আগুনে পুড়িয়ে দিলেন।
১২ আর এহুদার বাদশাহ্‌রা আহসের উপরিস্থ
কুঠরীর ছাদে যেসব কোরবানগাহ্‌ তৈরি
করেছিলেন এবং মানশা মাবুদের গৃহের দুই
প্রাঙ্গণে যে যে কোরবানগাহ্‌ করেছিলেন,
বাদশাহ্‌ সেসব কোরবানগাহ্‌ ভেঙ্গে ফেললেন,
সেই স্থান থেকে শীঘ্র চলে গেলেন এবং তাদের
ধূলি কিদ্রোণ স্রোতে নিক্ষেপ করলেন। ১৩ আর
বিনাশ-পর্বতের দক্ষিণে জেরুশালেমের সম্মুখে
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ সোলায়মান সীদোনীয়দের
ঘৃণ্য দেবী অষ্টোরতের জন্য এবং মোয়াবের ঘৃণ্য
দেবতা কমোশের জন্য এবং অম্মোনের ঘৃণ্য
দেবতা মিল্কমের জন্য যেসব উচ্চস্থলী
করেছিলেন, সেসব বাদশাহ্‌ নাপাক করলেন।
১৪ আর তিনি সমস্ত স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেললেন ও
সমস্ত আশেরা-মূর্তি কেটে ফেলে তাদের স্থান
মানুষের অস্থিতে পরিপূর্ণ করলেন।
১৫ এছাড়া, বেথেলে যে কোরবানগাহ্‌ ছিল
এবং নবাটের পুত্র ইয়ারাবিম, যিনি ইসরাইলকে
গুনাহ্‌ করিয়েছিলেন, তিনি যে উচ্চস্থলী নির্মাণ
করেন, ইউসিয়া সেই কোরবানগাহ্‌ ও সেই
উচ্চস্থলীও ভেঙ্গে ফেললেন, আর সেই উচ্চস্থলী
আগুনে পুড়িয়ে দিলেন ও পিষে গুঁড়া করলেন
এবং আশেরা পুড়িয়ে দিলেন। ১৬ আর ইউসিয়া
মুখ ফিরিয়ে সেখানকার পর্বতস্থ সমস্ত কবর
দেখলেন এবং লোক পাঠিয়ে সেসব কবর থেকে
অস্থি আনালেন এবং আল্লাহ্‌র যে লোক আগে
এসব ঘটনার কথা ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর
বলা মাবুদের কালাম অনুসারে সেই

[২৩:৭] পয়দা ৩৮:২১; ১কর ১৪:২৪; ইহি ১৬:১৬।
[২৩:৮] ইউসা ১৮:২৪; ১বাদশা ১৫:২২।
[২৩:৯] ইহি ৪৪:১০-১৪।
[২৩:১০] ইশা ৩০:৩৩; ইয়ার ৭:৩১, ৩২; ১৯:৬।
[২৩:১১] নহি ৯:৩৪; ইয়ার ৪৪:৯।
[২৩:১২] ইয়ার ১৯:১৩; সফ ১:৫।
[২৩:১৩] দ্বি:বি ২৭:১৫।
[২৩:১৪] শুমারী ১৯:১৬; জবুর ৫৩:৫।
[২৩:১৫] ইউসা ৭:২; ১বাদশা ১৩:১-৩।
[২৩:১৬] ১বাদশা ১৩:২।

তার ধূলি সাধারণ লোকদের কবরের উপরে ফেলে দিলেন। এখানে উক্ত দেবতাকে নাপাক করে তোলার বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে, সাধারণ লোকদের কবরের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় নি (ইয়ার ২৬:৩৩ দেখুন)।

২৩:৭ পুংগামী। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:৮ যেসব উচ্চস্থলীতে ইমামেরা ধূপ জ্বালাত, সেসব নাপাক করলেন। ১৮:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

সেবা থেকে বের্-শেবা পর্যন্ত। সেবা বা গেবার অবস্থান ছিল দক্ষিণের রাজ্যের উত্তর সীমান্তে (১ বাদশাহ্‌ ১৫:২২ দেখুন) এবং বের-শেবার অবস্থান ছিল দক্ষিণ সীমান্তে (১ শামু ৩:২০ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:৯ তাদের ভাইদের মধ্যে থেকে খামিহীন রুটি ভোজন করতো। যদিও এই ইমামেরা এবাদতখানার কোরবানগাহে পরিচর্যা কাজ করার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত ছিল না, তথাপি তারা এবাদতখানায় কর্মরত ইমামদের কাছ থেকে খাবার নিয়ে খেতে পারত (লেবীয় ২:১০; ৬:১৬-১৮ আয়াত দেখুন)। তারা ছিল শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন ইমামদের সম পর্যায়ের (লেবীয় ২১:১৬-২৩ দেখুন)।

২৩:১০ মোলক ... তোফৎ। ১ বাদশাহ্‌ ১১:৫ আয়াতের নোট দেখুন। তোফৎ ছিল হিন্নোম উপত্যকার একটি স্থান, যেখানে শিশু কোরবানী দেওয়ার জন্য কোরবানগাহ তৈরি করা হয়েছিল (ইশা ৩০:৩৩; ইয়ার ৭:৩১; ১৯:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন)। কিতাবে পুত্র কিংবা কন্যাকে আগুনের মধ্য দিয়ে গমন না করানোর আদেশ রয়েছে। ১৭:১৭; ২১:৬ দেখুন; সেই সাথে ১৬:৩ আয়াতের নোটও দেখুন)।

২৩:১১ যে ঘোড়াগুলোকে সূর্যের উদ্দেশে দিয়ে। এখানে জীবন্ত ঘোড়া বোঝানো হয়ে থাকলে সেগুলো পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠানের সময় সূর্যের দেবতার প্রতীক সম্বলিত রথ টানার কাজে ব্যবহৃত হত। সম্প্রতি জেরুশালেমের প্রাচীন দেয়ালের ঠিক বাইরের অংশে খনন করে একটি পৌত্তলিক উপাসনালয়ের মধ্যে কিছু ঘোড়ার প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে।

নথন-মেলক। সম্ভবত রথগুলোর দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা।

২৩:১২ উপরিস্থ কুঠরীর ছাদে ... তৈরি করেছিলেন। আসমানের সমস্ত বাহিনীর পূজা করার জন্য এই কোরবানগাহ্‌গুলো তৈরি করা হয়েছিল (ইয়ার ১৯:১৩; সফ ১:৫ আয়াত দেখুন); যা তৈরি করেছিলেন আহস (২ বাদশাহ্‌ ১৬:৩-৪,১০-১৬), মানাশা (২১:৩) এবং আমোন (২১:২১-২২)।

২৩:১৩ বাদশাহ্‌ সোলায়মান ... যেসব উচ্চস্থলী করেছিলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১১:৫ আয়াত দেখুন।

২৩:১৪ তাদের স্থান মানুষের অস্থিতে পরিপূর্ণ করলেন। মানুষের অস্থি স্থানটিকে নাপাক করে তুলবে এবং ভবিষ্যতে আর কোন পৌত্তলিক পূজা অর্চণার জন্য স্থানটি সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে (শুমারী ১৯:১৬ দেখুন)।

২৩:১৫ বেথেলে যে কোরবানগাহ্‌ ছিল। ১ বাদশাহ্‌ ১২:৩২-৩৩ দেখুন। সোনার বাছুর সম্পর্কে কোন কিছুই বলা হয় নি, যদিও নিঃসন্দেহে উত্তরের রাজ্যের বন্দীদশা শুরু হওয়ার সময় সেটি আশেরিয়ার বাদশাহ্‌র জন্য নিয়ে যাওয়া হয় (হোসিয়া ১০:৫-৬)।

২৩:১৬ সমস্ত কবর। বেথেলের কোরবানাগাহের ইমামদের কবর (১ বাদশাহ্‌ ১৩:২ দেখুন)। কোরবানগাহ্‌র উপরে সেসব

কোরবানগাহ্‌র উপরে সেসব অস্থি পুড়িয়ে কোরবানগাহ্‌ নাপাক করলেন। ১৭ পরে তিনি বললেন, আমি ওটা কোন স্তম্ভ দেখছি? নগরের লোকেরা তাঁকে বললো, আল্লাহ্‌র যে লোক এহুদা থেকে এসে বৈথেলস্থ কোরবানগাহ্‌র বিরুদ্ধে তার করা এসব কাজের কথা ঘোষণা করেছিলেন ওটা তাঁরই কবর। ১৮ বাদশাহ্‌ বললেন, তাঁকে থাকতে দাও; তাঁর অস্থি কেউ স্থানান্তর না করুক; অতএব তারা তাঁর অস্থি এবং সামেরিয়া থেকে আগত নবীর অস্থি রক্ষা করলো। ১৯ আর ইসরাইলের বাদশাহ্‌রা সামেরিয়ার নানা নগরে যেসব উচ্চস্থলীতে মন্দির নির্মাণ করে মাবুদকে অসন্তুষ্ট করেছিলেন, সেসব ইউসিয়া দূর করলেন এবং বেথেলে যে সমস্ত কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে সেই সবের প্রতিও করলেন। ২০ আর সেখানকার উচ্চস্থলীগুলোর সমস্ত ইমামকে কোরবানগাহে জবেহ্‌ করলেন এবং তার উপরে মানুষের অস্থি পুড়িয়ে দিলেন, পরে জেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

ঈদুল ফেসাখ পালন

২১ পরে বাদশাহ্‌ সমস্ত লোককে এই হুকুম করলেন, এই নিয়ম-কিতাবে যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে তোমরা তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে ঈদুল ফেসাখ পালন কর। ২২ বাস্তবিক ইসরাইলের বিচারকারী বিচারকর্তাদের সময় থেকে ইসরাইলের বাদশাহ্‌ ও এহুদা-বাদশাহ্‌দের আমলে এরকম ঈদুল ফেসাখ পালন করা হয় নি; ২৩ কিন্তু ইউসিয়া বাদশাহ্‌র অষ্টাদশ বছরে জেরুশালেমে মাবুদের উদ্দেশে এই ঈদুল ফেসাখ পালন করা হল।

২৪ আর ইউসিয়া যেন মাবুদের গৃহে হিল্কিয় ইমামের পাওয়া কিতাবে লেখা শরীয়তের সমস্ত কালাম অটল রাখতে পারেন, সেজন্য তিনি এহুদা দেশে ও জেরুশালেমে যেসব ভূতড়িয়া, গুনিন, ঠাকুর, মূর্তি ও ঘৃণার বস্তু দেখতে পেলেন, সেসব দূর করলেন। ২৫ তাঁর মত সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দ্বারা মূসার সমস্ত শরীয়ত অনুসারে মাবুদের প্রতি ফিরলেন, এমন কোন বাদশাহ্‌ তাঁর আগে ছিলেন না এবং তাঁর পরেও তাঁর মত কেউ নেই।

২৬ তবুও মানশা যেসব অসন্তোষজনক কাজ দ্বারা মাবুদকে অসন্তুষ্ট করেছিলেন, তার দরুন এহুদার বিরুদ্ধে মাবুদের যে প্রচণ্ড ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়েছিল, সেই ক্রোধ থেকে তিনি ফিরলেন না। ২৭ আর মাবুদ বললেন, আমি যেমন ইসরাইলকে দূর করেছি, তেমনি আমার সম্মুখ থেকে এহুদাকেও দূর করবো এবং এই যে জেরুশালেম নগর মনোনীত করেছি; এবং 'এই স্থানে আমার নাম থাকবে;' এই কথা যে গৃহের বিষয়ে বলেছি; তাও অগ্রাহ্য করবো।

[২৩:১৮] ১বাদশা ১৩:৩১।

[২৩:২০] হিজ ২২:২০; ২বাদশা ১১:১৮।

[২৩:২১] হিজ ১২:১১; দ্বি:বি ১৬:১-৮।

[২৩:২৩] হিজ ১২:১১; শুমারী ২৮:১৬।

[২৩:২৪] লেবীয় ১৯:৩১; দ্বি:বি ১৮:১১।

[২৩:২৪] দ্বি:বি ৭:২৬; ২বাদশা ১৬:৩।

[২৩:২৫] ১শামু ৭:৩।

[২৩:২৬] ২বাদশা ২১:৬; ইয়ার ২৩:২০; ৩০:২৪।

[২৩:২৭] ২বাদশা ২১:১৩।

অস্থি পুড়িয়ে কোরবানগাহ্‌ নাপাক করলেন। ৬,১৪ আয়াতের নোট দেখুন। আল্লাহ্‌র যে লোক আগে এসব ঘটনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১৩:১-২,৩২ আয়াত দেখুন।

২৩:১৭ আল্লাহ্‌র যে লোক এহুদা থেকে এসে ... ঘোষণা করেছিলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১৩:৩১-৩২ দেখুন। এখানে অনেকে সামেরিয়া নগরীর কথা বুঝে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা সামগ্রিক অর্থে এহুদাকে বুঝিয়ে থাকে, কারণ সেই নবী বেথেল থেকেই এসেছিলেন (১ বাদশা্‌ ১৩:১১ দেখুন)। বস্তুত পূর্বতন উত্তরের রাজ্যের পুরো ভূখণ্ডকে এক সাথে সামেরিয়া বলা হত (১৭:২৪,২৯; ১ বাদশাহ্‌ ১৩:৩২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:২০ উচ্চস্থলীগুলোর সমস্ত ইমামকে কোরবানগাহে জবাই করলেন। এরা ছিল লেবীয় বংশ বহির্ভূত ইমাম যারা পূর্বতন উত্তর রাজ্যের এলাকায় পৌত্তলিক পূজা-অর্চণা করত (১৭:২৭-২৯, ৩৩-৩৪ আয়াতের নোট দেখুন)। তাদের সাথে এহুদার পৌত্তলিক ইমামদের মত আচরণ করা হয়েছিল (আয়াত ৫), এর সাথে তুলনা করুন এহুদার উচ্চস্থলীর ইমামদের সাথে ইউসিয়ার আচরণ (আয়াত ৮-৯ দেখুন)। এই বিষয়ের প্রেক্ষিতে ইউসিয়ার আচরণ দ্বি.বি, ১৩ অধ্যায়; ১৭:২-৭ আয়াতের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

২৩:২১ ঈদুল ফেসাখ পালন কর। ২ খান্দান ৩৫:১-১৯ আয়াতে এই ঈদ পালন করার ব্যাপারে আরও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

এই নিয়ম-কিতাবে যেমন লেখা আছে। ২ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে দ্বি.বি. ১৬:১-৮ আয়াতের কথা লেখা হয়েছে, যেখানে কোন একটি সংরক্ষিত স্থানে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে অবস্থানকালে ঈদুল ফেসাখ পালনের বিবরণ রয়েছে (হিজ ২৩:১৫-১৭; ৩৪:২৩-২৪; লেবীয় ২৩:৪-১৪ দেখুন), পরিবারের সাথে বসে ঈদ পালন করা নয়, যার উল্লেখ হিজ ১২:১-১৪, ৪৩-৪৯ আয়াতে পাওয়া যায়।

২৩:২২ ইউসিয়ার আয়োজন করা এই ঈদুল ফেসাখের সবচেয়ে অনন্য বিষয়টি হল এই যে, এই ঈদের সমস্ত মেষশাবক জবেহ্‌ করেছিলেন শুধুমাত্র লেবীয় ইমামেরা (২ খান্দান ৩৫:১-১৯ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ২ খান্দান ৩০:২-৩, ১৭-২০ আয়াত, যেখানে হিষ্কিয়ের সময়কার ঈদুল ফেসাখ পালনের বিবরণ রয়েছে)।

২৩:২৩ অষ্টাদশ বছর। ২২:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:২৪ ঠাকুর। পয়দা ৩১:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

মূর্তি। লেবীয় ২৬:৩০ দেখুন।

শরীয়তের সমস্ত কালাম অটল রাখতে পারেন। আয়াত ২; ২২:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:২৫ এমন কোন বাদশাহ্‌ তাঁর আগে ছিলেন ন। ১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

তাঁর মত সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দ্বারা। দ্বি.বি. ৬:৫ দেখুন।

২৩:২৬ তবুও ... সেই ক্রোধ থেকে তিনি ফিরলেন না। ইউসিয়ার ধার্মিকতার বিভিন্ন কাজের কারণে এহুদা ও জেরুশালেমের উপরে আসন্ন বিচার কিছু সময়ের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল, কিন্তু পুরোপুরিভাবে তুলে নেওয়া হয় নি (২১:১৫; ২২:২০ দেখুন)।

২৩:২৭ আমি যেমন ইসরাইলকে দূর করেছি। ১৭:১৮-২৩ দেখুন।

যে জেরুশালেম নগর মনোনীত করেছি। ২১:৪,৭,১৩ দেখুন।

ইউসিয়া

ইউসিয়া নামের অর্থ, ইয়াহ্‌ওয়েহ্ তার সহায়, অথবা ইয়াহ্‌ওয়েহ্ তার উদ্ধারকর্তা। আমোনের পুত্র এবং এহুদার রাজ্যের উত্তরাধিকারী (২ বাদশাহ্ ২২:১; ২ খান্দান ৩৪:১)। তিনি বাদশাহ্ দাউদের বংশের বাদশাহ্‌দের মধ্যে ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র শরীয়ত পালনের লক্ষ্যে অগ্রগামী ছিলেন (২ বাদশাহ্ ২৩:২৫)। তিনি আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে যা ন্যায্য তাই করতেন ও তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদের সমস্ত পথে চলতেন। বাদশাহ্ ইউসিয়া ৮ বছর বয়সে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং আরও ৮ বছর পর তিনি পূর্বপুরুষ বাদশাহ্ দাউদের আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। ৭০ বছর যাবত যে মূর্তিপূজা রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে পালিত হয়ে আসছিল, তা ধ্বংস করার যুদ্ধে নেমে তিনি নিজেকে সাফল্যমণ্ডিত করেন (২ খান্দান ৩৪:৩; ইয়ার ২৫:৩,১১,২৯)। তাঁর রাজত্বের ১৮ বছরের সময় তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসের মেরামত এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজ শুরু করেন, যা শোচনীয়ভাবে ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছিল (২ বাদশাহ্ ২২:৩,৫,৬; ২৩:২৩; ২ খান্দান ৩৪:১১)। এই কাজ চলাকালীন প্রধান ইমাম হিল্কিয় একটি গুটানো বই আবিষ্কার করেন, যা ছিল শরীয়তের মূল প্রতিলিপি; হযরত মূসার লেখা কিতাবুল মোকাদ্দসের তৌরাত শরীফের পাঁচটি খণ্ড। এই কিতাব পড়ার পর বাদশাহ্ সর্তক হন এবং নবী হুল্‌দার কাছে পরামর্শ চান। তিনি উৎসাহমূলক কথা বলেন ও তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, সেই ভয়ঙ্কর বিচারের আগে তিনি তাঁর পিতৃপুরুষের সাথে শান্তিতে নিদ্রাগত হবেন। বাদশাহ্ ইউসিয়া তৎক্ষণাৎ লোক জড়ো করে আল্লাহ্‌র সাথে জাতির পুরাতন চুক্তির নবায়ন করণার্থে তাদের নিয়োগ করেন। এরপর হিল্কিয় মিসরীয়দের গোলামী হতে মুক্তি উপলক্ষে আগের সেই চমৎকার দিনের মতো অসাধারণ জাঁকজমকের সাথে ঈদুল ফেসাখ পালন করেন। তবুও এহুদার বিরুদ্ধে মাবুদের যে প্রচণ্ড ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়েছিল সেই ক্রোধ থেকে তিনি ফিরলেন না (২ বাদশাহ্ ২২:৩-২০; ২৩:২১-২৭; ২ খান্দান ৩৫:১-১৯)। এরপর পরই মিসরের বাদশাহ্ দ্বিতীয় ফেরাউন-নখো অসরিয়ের বিরুদ্ধে এক অভিযানে কার্কেমীশের অধিকার লাভ করার প্রেক্ষিতে এহুদার অঞ্চলের মধ্য দিয়ে তাঁর সৈন্যদের নিয়ে যাত্রা করার জন্য সম্মতি চেয়ে পাঠান। কিন্তু বাদশাহ্ ইউসিয়া তাতে রাজি হন নি। সম্ভবত তিনি বাদশাহ্ অসরিয়ের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তার কথা রাখতে গিয়ে তিনি নখোর আবেদন গ্রাহ্য করেন নি। এহুদার সৈন্যরা মগিদ্দোতে যিষ্রিয়েল উপত্যকায় মিসরীয়দের বাধা দেয়। বাদশাহ্ ইউসিয়া সেখানে ছদ্মবেশে যান এবং শত্রুদের তীরে মারাত্মকভাবে আহত হন। তাঁর সহচরগণ তাঁকে নিয়ে জেরুশালেমে রওনা হয়, কিন্তু মগিদ্দো থেকে মাত্র কয়েক মাইল দক্ষিণে হদদ্-রিম্মোণের বেশি তিনি যেতে পারেন নি। ৩১ বছর রাজত্বের পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- এহুদার একজন ভাল বাদশাহ্ ছিলেন।
- আল্লাহ্‌কে খুঁজেছিলেন এবং তিনি তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন।
- তাঁর পূর্বপুরুষ বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের মত একজন সংস্কারক ছিলেন।
- বায়তুল মোকাদ্দস পরিস্কার করেছিলেন ও শরীয়তের প্রতি বাধ্য ছিলেন।

দুর্বলতা ও ভুলসমূহ:

- তিনি এমন সামরিক শক্তির সাথে জোট বেঁধেছিলেন যার সঙ্গে যেতে তাঁকে সাবধান করা হয়েছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- যারা অনুতাপ করে ও নম্র হৃদয় ধারণ করে আল্লাহ তাদের মুনাজাতের উত্তর দেন।
- দ্রুত যে সংস্কার সাধান করা হয় তা বেশী দিন স্থায়ী হয় না যদি না লোকেরা তাদের জীবন পরিবর্তন করে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেমে
- **কাজ:** এহুদার ১৬তম বাদশাহ্
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: আমোন, মা: যিদিদা, পুত্র: যিহোয়াহস

মূল আয়াত: "তাঁর মত সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দ্বারা মূসার সমস্ত শরীয়ত অনুসারে মাবুদের প্রতি ফিরলেন, এমন কোন বাদশাহ্ তাঁর আগে ছিলেন না এবং তাঁর পরেও তাঁর মত কেউ নেই" (২ বাদশাহ্ ২৩:২৫)।

ইউসিয়ার কাহিনী ২ বাদশাহ্ ২১:২৪-২৩:৩০; ২ খান্দান ৩৩:২৫-৩৫:২৬ আয়াতে বলা হয়েছে। এছাড়া, তাঁর কথা ইয়ারমিয়া ১:১-৩;২২:১১; ১৮ আয়াতেও বলা হয়েছে।

যুদ্ধে বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার মৃত্যু

২৮ ইউসিয়ার অবশিষ্ট কাজের বৃত্তান্ত ও সমস্ত
কাজের বিবরণ এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-
পুস্তকে কি লেখা নেই? ২৯ তাঁর সময়ে মিসরের
বাদশাহ্‌ ফেরাউন-নখো আসেরিয়ার বাদশাহ্‌র
বিরুদ্ধে ফোরাত নদীর দিকে যাত্রা করলেন, আর
ইউসিয়া বাদশাহ্‌ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন,
তাতে ফেরাউন-নখো তাঁর দেখা পাওয়ামাত্র
মগিদ্দোতে তাঁকে হত্যা করলেন। ৩০ পরে
ইউসিয়ার গোলামেরা তাঁর লাশ রথে করে
মগিদ্দো থেকে জেরুশালেমে এনে তাঁর নিজের
কবরে দাফন করলো; পরে দেশের লোকেরা
ইউসিয়ার পুত্র যিহোয়াহসকে নিয়ে অভিষেক
করে পিতার পদে বাদশাহ্‌ করলো।

এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোয়াহস

৩১ যিহোয়াহস তেইশ বছর বয়সে রাজত্ব
করতে আরম্ভ করেন এবং জেরুশালেমে তিন
মাস রাজত্ব করেন; তাঁর মায়ের নাম হমূটল,
তিনি লিব্‌না-নিবাসী ইয়ারমিয়ার কন্যা। ৩২ এই
বাদশাহ্‌ তাঁর পূর্বপুরুষদের মতই মাবুদের
দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই করতেন। ৩৩ আর
ফেরাউন-নখো জেরুশালেমে তাঁর রাজত্ব-প্রাপ্তির
পরে হমাৎ দেশস্থ রিব্‌লাতে তাঁকে বন্দী করলেন
এবং দেশের এক শত তালন্ত রূপা ও এক
তালন্ত সোনা দণ্ড স্থির করলেন। ৩৪ পরে
ফেরাউন-নখো ইউসিয়ার পুত্র ইলিয়াকীমকে
তাঁর পিতা ইউসিয়ার পদে বাদশাহ্‌ করে তাঁর
নাম পরিবর্তন-পূর্বক যিহোয়াকীম রাখলেন, কিন্তু
যিহোয়াহসকে নিয়ে গেলেন, তাতে তিনি মিসর
দেশে গিয়ে সেই স্থানে ইন্তেকাল করলেন।
৩৫ পরে যিহোয়াকীম ফেরাউনকে সেসব রূপা ও
সোনা দিলেন, কিন্তু ফেরাউনের হুকুম অনুসারে
সেই রূপা দেবার জন্য তিনি দেশে কর নির্ধারণ
করলেন; ফেরাউন-নখোকে দেবার জন্য তিনি
প্রত্যেক জনের উপর কর ধার্য করে সেই
অনুসারে দেশের লোকদের কাছ থেকে ঐ রূপা
ও সোনা আদায় করলেন।

[২৩:২৯] ইয়ার ৪৬:২।
[২৩:৩০] ২বাদশা ৯:২৮।
[২৩:৩১] ১খান্দান ৩:১৫; ইয়ার ২২:১১।
[২৩:৩২] ১বাদশা ১৫:২৬।
[২৩:৩৩] শুমারী ৩৪:১১।
[২৩:৩৪] ২বাদশা ২৪:৬; ১খান্দান ৩:১৫; ২খান্দান ৩৬:৫-৮; ইয়ার ১:৩।
[২৩:৩৫] ইয়ার ২:১৬।

‘এই স্থানে আমার নাম থাকবে;’ এই কথা যে গৃহের বিষয়ে বলেছি। ১ বাদশাহ্‌ ৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:২৮ এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:২৯ মিসরের বাদশাহ্‌ ফেরাউন-নখো। তিনি ৬১০-৫৯৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। তিনি আশেরিয়ার বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। বস্তুত ফেরাউন নখো শেষ আশেরীয় বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় আশূর উবালিতকে সাহায্য করতে যাচ্ছিলেন, যিনি নবোপলেষরের অধীনস্থ ক্রমে শক্তিশালী হয়ে ওঠা ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেই ব্যাবিলনীয় ও মিদীয়দের হাতে আশেরিয়ার রাজধানী নিনেভে পরাজিত হয় (নহূম কিতাব দেখুন)। অবশিষ্ট আশেরীয় বাহিনী হারানে পুনরায় একত্রিত হয়, কিন্তু ৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তারা ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সম্ভবত এই সময়েই নেখোর অধীনে মিসরীয়রা আশেরীয়দের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। বাদশাহ্‌ ইউসিয়া যুদ্ধে তাঁর মুখোমুখি হওয়ার জন্য বের হয়ে আসেন। সম্ভবত মেগিদ্দো উপত্যকায় ইউসিয়া নেখোর বাহিনীর পথ আটকে রেখেছিলেন (২ খান্দান ৩৫:২০-২৪ দেখুন) কারণ তিনি এই ভয় পেয়েছিলেন যে, মিসরীয় বা আশেরীয়দের শক্তি বৃদ্ধি পেলে এহুদা তার স্বাধীনতা হারাবে।

মগিদ্দো। কাজী ৫:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:৩০ তাঁর নিজের কবরে দাফন করলো। ২ খান্দান ৩৫:২৪-২৫ দেখুন।

দেশের লোকেরা। যিহোয়াহসের প্রকৃত নাম ছিল শল্লুম (১ খান্দান ৩:১৫; ইয়ার ২২:১১ দেখুন), সম্ভবত সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁর নাম পরিবর্তন করা হয়। সম্ভবত জনগণই যিহোয়াকীমের বদলে যিহোয়াহসকে বাদশাহ্‌ হিসেবে মনোনীত করে, কারণ যিহোয়াকীমের নীতি ছিল মিসরীয়দের স্বার্থ রক্ষার জন্য অনুকূল, অপরদিকে ইউসিয়া ও যিহোয়াহসের নীতি ছিল মিসরীয় স্বার্থ পরিপন্থী।

অভিষেক করে। ১ শামু ৯:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:৩১ তিন মাস। ৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

ইয়ারমিয়া। নবী ইয়ারমিয়া নন (ইয়ার ১৫:১৭; ১৬:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

লিব্‌না। ৮:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:৩২ তাঁর পূর্বপুরুষদের মতই ... যা মন্দ, তা-ই করতেন। ১৬:৩; ২১:২,২১; উযায়ের ১৯:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:৩৩ রিব্‌লাতে তাঁকে বন্দী করলেন। হয় প্রতারণা করে নতুবা জোরপূর্বক বল প্রয়োগ করে মিসরীয়রা যিহোয়াহসকে বন্দী করেছিল এবং এহুদা রাজ্যের উপরে কর আরোপ করেছিল (২ খান্দান ৩৬:৩ দেখুন)। যিহোয়াহসকে ফেরাউন নেখোর প্রধান সামরিক শিবিরে বন্দী করে রাখা হয়, যার অবস্থান ছিল ওরন্টোস নদীর তীরে রিব্‌লাতে। পরবর্তীতে বাদশাহ্‌ বখতে নাসার প্রায় একই স্থানে তাঁর সামরিক শিবির স্থাপন করেন (২৫:৬,২০ দেখুন)।

২৩:৩৪ ইউসিয়ার পুত্র ইলিয়াকীম। ইলিয়াকীম ছিলেন যিহোয়াহসের বড় ভাই (১ খান্দান ৩:১৫ আয়াত দেখুন)। সম্ভবত তিনি মিসরীয় প্রভাব প্রযুক্ত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে তাঁর বড় ভাইকে টপকে ইউসিয়ার উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে অবতীর্ণ হন। তাঁর নাম পরিবর্তন-পূর্বক যিহোয়াকীম রাখলেন। এই দুটি নামের অর্থ প্রায় একই (ইলিয়াকীম, অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ প্রতিষ্ঠা করেছেন;” যিহোয়াকীম নামের অর্থ “ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ প্রতিষ্ঠা করেছেন”)। সম্ভবত নেখো এই নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই কাজ এহুদার আল্লাহ্‌ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ থেকে হয়েছে (১৮:২৫; ২ খান্দান ৩৫:২১ দেখুন)। যে কোন ক্ষেত্রে এই নাম পরিবর্তনের ঘটনাটি বোঝায় যে, যিহোয়াকীম নেখোর অধীনে থেকেই চলছিলেন।

যিহোয়াহসকে নিয়ে গেলেন। ২ খান্দান ৩৬:৪; ইয়ার ২২:১০-১২ দেখুন।

২৩:৩৫ দেশের লোকদের কাছ থেকে। যিহোয়াসকে যারা বাদশাহ্‌ হিসেবে সমর্থন দিয়েছিল সেই জনগণের উপরে বর্ধিত কর আরোপ করেই নেখোর জন্য এই সম্পদ সংগ্রহ করা হয়েছিল (আয়াত ৩০; ২১:২৪ আয়াতের নোট দেখুন)। কর

এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোয়াকীম

৩৬ যিহোয়াকীম পঁচিশ বছর বয়সে রাজত্ব
করতে আরম্ভ করেন এবং জেরুশালেমে এগার
বছর রাজত্ব করেন, তাঁর মায়ের নাম সবীদা,
তিনি রূমা-নিবাসী পদায়ের কন্যা।
৩৭ যিহোয়াকীম তাঁর পূর্বপুরুষদের সমস্ত
কর্মানুসারে মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই
করতেন।

২৪ ১ তাঁর সময়ে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌
বখতে-নাসার আসলেন; যিহোয়াকীম
তিন বছর যাবৎ তাঁর গোলাম ছিলেন। কিন্তু পরে
তিনি ফিরলেন ও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলেন।
২ তখন মাবুদ তাঁর বিরুদ্ধে কল্‌দীয়, অরামীয়,
মোয়াবীয় ও অম্মোনীয়দের অনেক লুণ্ঠনকারী
সৈন্যদল প্রেরণ করলেন; মাবুদ তাঁর গোলাম
নবীদের দ্বারা যে কালাম বলেছিলেন, সেই
অনুসারে এহুদাকে বিনষ্ট করার জন্য তার বিরুদ্ধে
তাদেরকে পাঠালেন। ৩ বাস্তবিক মাবুদেরই হুকুম
অনুসারে এহুদার প্রতি এরকম ঘটলো, যেন
তারা তাঁর সম্মুখ থেকে দূরীভূত হয়; এর কারণ
মানশার সমস্ত গুনাহ্‌, ৪ তাঁর কৃত সমস্ত কাজ
এবং তাঁর কৃত নির্দোষদের রক্তপাত; কারণ তিনি
নির্দোষদের রক্তে জেরুশালেমকে পরিপূর্ণ
করেছিলেন, আর মাবুদ সেই সকল গুনাহ্‌ মাফ
করতে চাইলেন না। ৫ যিহোয়াকীমের অবশিষ্ট
কর্মের-বৃত্তান্ত ও সমস্ত কাজের বিবরণ এহুদা-
বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তকে কি লেখা নেই?
৬ পরে যিহোয়াকীম তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
নিদ্রাগত হলেন এবং তাঁর পুত্র যিহোয়াখীন তাঁর
পদে বাদশাহ্‌ হলেন। ৭ তারপর মিসরের
বাদশাহ্‌ তাঁর দেশের বাইরে আর আসলেন না,
কেননা মিসরের নদী থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত
মিসরের বাদশাহ্‌র যত অধিকার ছিল, সেই সবই
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ হরণ করেছিলেন।

[২৩:৩৬] ইয়ার ২৬:১।
[২৩:৩৭] ১বাদশা ১৫:২৬।
[২৪:১] উজা ৫:১২।
[২৪:১] ২বাদশা ১৮:৭।
[২৪:২] ইয়ার ৫:১৫; হবক ১:৬।
[২৪:২] ইয়ার ১২:৭-৯।
[২৪:৩] ১বাদশা ১৪:৯।
[২৪:৪] হিজ ২৩:২১।
[২৪:৫] ইয়ার ২২:১৮-১৯।
[২৪:৬] ১খান্দান ৩:১৬।
[২৪:৭] পয়দা ১৫:১৮; ২বাদশা

আদায়ের জন্য উত্তরের রাজ্যের বাদশাহ্‌ মনাহেম ঠিক এ ধরনের একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন (১৫:২০ আয়াত দেখুন)।

২৩:৩৬ এগার বছর। ৬০৯-৫৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

২৩:৩৭ মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই করতেন। কিরিয়ৎ ইয়ারিম থেকে আসা নবী উরিয়কে যিহোয়াকীম হত্যা করেছিলেন (ইয়ার ২৬:২০-২৪)। তাঁর শাসনকাল ছিল অসততা, অত্যাচার ও অন্যায্যতায় জর্জরিত (ইয়ার ২২:১৩-১৯)। তিনি আবারও বায়তুল মোকাদ্দসে পরজাতীয় দেবতাদের পূজা করতে শুরু করেন (ইহি ৮:৫-১৭) এবং ইয়ারমিয়া তাঁর কাছে মাবুদের কালাম প্রকাশ করতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন (ইয়ার ৩৬ অধ্যায় দেখুন)।

তাঁর পূর্বপুরুষ। মানাশা (২১:১-১৮) এবং আমোন (২১:১৯-২৬)।

২৪:১ বখতে-নাসার। এই নামের অর্থ "হে নবু (একজন দেবতা), আমার সন্তান/রাজ্য সুরক্ষিত রাখ!" তিনি ছিলেন বাদশাহ্‌ নবোপলেষরের পুত্র (২৩:২৯ আয়াতের নোট দেখুন) এবং নব্য ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী বাদশাহ্‌ (৬১২-৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), যিনি ৬০৫-৫৬২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন (দানি ১-৪ অধ্যায় দেখুন)।

আসলেন। অর্থাৎ তিনি এহুদা আক্রমণ করলেন। ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ও সৈন্য বাহিনীর অধিপতি বখতে-নাসার ফেরাউন নেখোকে এবং মিসরীয় সৈন্য বাহিনীকে কার্খেমিশের যুদ্ধে এবং আবারও হমাতের যুদ্ধে পরাজিত করেন (২৩:২৯; ইয়ার ৪৬:২ দেখুন)। এই বিজয় লাভের কারণে প্রাচ্যের ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্বের ভৌগলিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রপীঠ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। বখতে-নাসার সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য বিজয় করার অভিলাষে যুদ্ধ অভিযান শুরু করেন, যার আওতায় ব্যাবিলনীয় ইতিহাসবেত্তাদের রচনা অনুসারে "এহুদা নগরীও" ছিল। দানিয়ালকে এই সময়েই বন্দী হিসেবে এহুদা থেকে নিয়ে আসা হয় (দানি ১:১ দেখুন)। সম্ভবত ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখে বখতে নাসার তাঁর পিতার মৃত্যুর পর পরই সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তিন বছর। সম্ভবত ৬০৪-৬০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ৬০৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দে বখতে-নাসার আবার পশ্চিমে ফিরে যান এবং তাঁর অধিকৃত সমস্ত রাজ্যগুলোর বাদশাহ্‌দের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতে থাকেন।

তিনি ফিরলেন ও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করলেন। ৬০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বখতে নাসার আবারও মিসরের বিরুদ্ধে পশ্চিম দিকে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং শক্তিশালী মিসরীয় সেনাবাহিনীর কাছে বাধাপ্রাপ্ত হন। এর ফলে যিহোয়াকীম বিদ্রোহ করার সাহস পান, যদিও ইয়ারমিয়া সে সময় তাঁকে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেছিলেন (ইয়ার ২৭:৯-১১ দেখুন)।

২৪:২ তাঁর বিরুদ্ধে কল্‌দীয়, অরামীয়, মোয়াবীয় ও অম্মোনীয়দের অনেক লুণ্ঠনকারী সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। যিহোয়াকীমের এই বিদ্রোহের বিপরীতে বখতে-নাসারের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত ত্বরিৎ। ব্যাবিলনীয় সৈন্যরা সম্ভভত অরামে শিবির স্থাপন করেছিল। তারা স্থানীয় অন্যান্য রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর সাথে মিত্রতা স্থাপন করে এহুদার বিদ্রোহ দমন করতে এসেছিল।

২৪:৩ মানশার সমস্ত গুনাহ্‌। ২১:১১-১২; ২৩:২৬-২৭; ইয়ার ১৫:৩-৪ আয়াত দেখুন।

২৪:৪ নির্দোষদের রক্তপাত। ২১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। মাবুদ সেই সকল গুনাহ্‌ মাফ করতে চাইলেন না। ২২:১৭ আয়াত দেখুন।

২৪:৫ এহুদা-বাদশাহ্‌দের ইতিহাস-পুস্তক। ১ বাদশাহ্‌ ১৪:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:৬ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রাগত হলেন। ১ বাদশাহ্‌ ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন। জেরুশালেম নগরী ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মাত্র কিছু দিন আগে যিহোয়াকীম মৃত্যুবরণ করেন (আয়াত ৮-১২ দেখুন)। তবে তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে হয়েছিল না কি তা রাজনৈতিক হত্যা ছিল সে ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি।

২৪:৭ মিসরের বাদশাহ্‌ তাঁর দেশের বাইরে আর আসলেন না। ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কার্খেমিশের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার কারণে মিসরের বাদশাহ্‌ এই পদক্ষেপ নেন (ইয়ার ৪৬:২ আয়াত দেখুন)। এর থেকে বোঝা যায় ব্যাবিলনীয়দের বিরুদ্ধে

এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীন

৮ যিহোয়াখীন আঠার বছর বয়সে রাজত্ব
করতে আরম্ভ করেন এবং জেরুশালেমে তিন
মাস রাজত্ব করেন; তাঁর মায়ের নাম নহুষ্টা, তিনি
জেরুশালেম-নিবাসী ইল্‌নাথনের কন্যা।
৯ যিহোয়াখীন তাঁর পিতার সমস্ত কাজ অনুসারে
মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই করতেন।
১০ ঐ সময়ে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-
নাসারের গোলামেরা জেরুশালেমে এসে নগর
অবরুদ্ধ করলো। ১১ যখন তাঁর গোলামেরা নগর
অবরোধ করছিল তখন ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌
বখতে-নাসার নগরের কাছে আসলেন। ১২ পরে
এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীন, তাঁর মা,
গোলামেরা, কর্মচারীরা ও কর্মকর্তারা ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌র কাছে বাইরে গেলেন; আর ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌ তাঁর রাজত্বের অষ্টম বছরে তাঁকে বন্দী
করলেন।

জেরুশালেম দখল করে নেওয়া

১৩ আর মাবুদ যেমন বলেছিলেন, তেমনি তিনি
সেই স্থান থেকে মাবুদের গৃহের সমস্ত ধন ও
রাজপ্রাসাদের সমস্ত ধন নিয়ে গেলেন এবং
ইসরাইলের বাদশাহ্‌ সোলায়মান মাবুদের
বায়তুল মোকাদ্দসে যেসব সোনার পাত্র তৈরি
করেছিলেন সেগুলোও বিনষ্ট করলেন। ১৪ আর
তিনি জেরুশালেমের সমস্ত লোক, সমস্ত কর্মকর্তা
ও সমস্ত বলবান বীর, অর্থাৎ দশ হাজার বন্দী
এবং সমস্ত শিল্পকার ও কর্মকারকে নিয়ে গেলেন;
দেশের দীন দরিদ্র লোক ছাড়া আর কেউ
অবশিষ্ট থাকলো না। ১৫ তিনি যিহোয়াখীনকে
ব্যাবিলনে নিয়ে গেলেন; এবং বাদশাহ্‌র মা,
বাদশাহ্‌র স্ত্রীদের, তাঁর কর্মকর্তাদের ও দেশের
পরাক্রমী লোকদেরকে জেরুশালেম থেকে
ব্যাবিলনে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। ১৬ আর
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ সমস্ত পরাক্রমশালী
লোককে অর্থাৎ সাত হাজার লোককে এবং
শিল্পকার ও কর্মকার এক হাজার লোককে বন্দী
করে ব্যাবিলনে নিয়ে গেলেন; তারা সকলে
শক্তিশালী ও যোদ্ধা ছিল। ১৭ পরে ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীনের চাচা মত্তনিয়কে তাঁর
পদে বাদশাহ্‌ করলেন ও তাঁর নাম পরিবর্তন
করে সিদিকিয় রাখলেন।

এহুদার বাদশাহ্‌ সিদিকিয়

১৮ সিদিকিয় একুশ বছর বয়সে রাজত্ব করতে
আরম্ভ করেন এবং এগার বছর জেরুশালেমে
রাজত্ব করেন; তাঁর মায়ের নাম হমূটল, তিনি
লিব্‌না-নিবাসী ইয়ারমিয়ার কন্যা।
১৯ যিহোয়াকীমের সকল কাজ অনুসারে
সিদিকিয়ও মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই
করতেন। ২০ কারণ মাবুদের ক্রোধের দরুন
তিনি তাদেরকে তাঁর সম্মুখ থেকে দূরে ফেলে
দিলেন, সমগ্র জেরুশালেম ও এহুদায় এরকম
ঘটনা ঘটল। আর সিদিকিয় ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌র বিদ্রোহী হলেন।

১৮:২১; ইয়ার ৪৬:২৫।
[২৪:৮] ইয়ার ২২:২৪; ৩৭:১।
[২৪:৯] ১বাদশা ১৫:২৬।
[২৪:১২] ইয়ার ১৩:১৮।
[২৪:১৩] উজা ১:৭।
[২৪:১৪] দ্বিঃবি ২৮:৩৬; ২খান্দান ৩৬:২০; মথি ১:১১।
[২৪:১৪] দ্বিঃবি ১৫:১১; আইউ ৫:১৬; জবুর ৯:১৮; ইয়ার ৪০:৭; ৫২:১৬।
[২৪:১৫] ইষ্টের ২:৬; ইশা ৩৯:৭।
[২৪:১৬] উজা ২:১; ইয়ার ২৪:১।
[২৪:১৭] ১খান্দান ৩:১৫; ২খান্দান ৩৬:১১।
[২৪:১৮] ১খান্দান ৩:১৬; ইয়ার ৩৯:১।
[২৪:১৯] ১বাদশা ১৫:২৬।
[২৪:২০] হিজ ৩৩:১৫; ২বাদশা ১৩:২৩।

বিদ্রোহের সময় যিহোয়াকীম কেন মিসরীয়দের কাছ থেকে কোন সাহায্য পান নি।

মিসরের নদী। ১ বাদশাহ্‌ ৮:৬৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:৮ তিন মাস। ব্যাবিলনীয়দের লিপি অনুসারে ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ১৬ই মার্চ তারিখে বখতে নাসার জেরুশালেম নগরী ঘেরাও করেন। এর অর্থ হল, যিহোয়াখীনের তিন মাস দশ দিনের রাজত্ব (২ খান্দান ৩৬:৯-১০ আয়াত দেখুন) শুরু হয় ৫৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ডিসেম্বর মাসে।

২৪:৯ তাঁর পিতার সমস্ত কাজ অনুসারে। ২৩:৩৭; ইয়ার ২২:২০-৩০ আয়াত দেখুন।

২৪:১২ অষ্টম বছরে। ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের এপ্রিল মাসে (২ খান্দান ৩৬:১০ দেখুন; সেই সাথে ইয়ার ৫২:২৮ আয়াতের নোট দেখুন, যেখানে একটি ভিন্ন ধরনের দিনপঞ্জি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়)।

২৪:১৩ মাবুদ যেমন বলেছিলেন। ২০:১৩,১৭ আয়াত দেখুন।

২৪:১৪ দশ হাজার। এই সংখ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৬ আয়াতে উল্লিখিত সাত হাজার যোদ্ধা এবং এক হাজার শিল্পকার (ইয়ার ৫২:২৮ আয়াতের নোট দেখুন, যেখানে বন্দীদের ভিন্ন আরেকটি পরিমাণ সম্পর্কে জানা যায়)।

২৪:১৫ যিহোয়াখীনকে ব্যাবিলনে নিয়ে গেলেন। যিহোয়াখীনের বন্দীত্বের মধ্য দিয়ে নবী ইয়ারমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ হল (ইয়ার ২২:২৪-২৭; ২ বাদশাহ্‌ ২৫:২৭-৩০ আয়াত দেখুন)।

২৪:১৭ যিহোয়াখীনের চাচা মত্তনিয়। মত্তনিয় ছিলেন ইউসিয়ার একজন পুত্র (১ খান্দান ৩:১৫; ইয়ার ১:৩ আয়াত দেখুন) এবং যিহোয়াখীনের পিতা যিহোয়াকীমের ভাই। তাঁর নাম পরিবর্তন করে সিদিকিয় রাখলেন। মত্তনিয় নামের অর্থ "ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ প্রদত্ত উপহার," এবং সিদিকিয় নামের অর্থ "ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র ধার্মিকতা।" সম্ভবত বখতে নাসার এর মধ্য দিয়ে এহুদার জনগণকে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, জেরুশালেম ও যিহোয়াখীনের বিরুদ্ধে তাঁর পদক্ষেপ ন্যায্য। তবে যে উদ্দেশ্যেই নাম পরিবর্তন করা হোক না কেন, এর মধ্য দিয়ে বখতে নাসারের প্রতি সিদিকিয়ের অধীনস্থতা প্রকাশ পেয়েছে (২৩:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৪:১৮ এগার বছর। ৫৯৭-৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

ইয়ারমিয়া। ২৩:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

লিব্‌না। ৮:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:১৯ যিহোয়াকীমের সকল কাজ অনুসারে ... যা মন্দ, তা-ই করতেন। ২৩:৩৭ আয়াতের নোট দেখুন। সিদিকিয়ের রাজত্বের সময়ে জেরুশালেমে মূর্তিপূজা অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল (২ খান্দান ৩৬:১৪; ইহি ৮-১১ অধ্যায় দেখুন)। তিনি একজন দুর্বল এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকা শাসক (ইয়ার ৩৮:৫, ১৯ দেখুন), কারণ তিনি নবী ইয়ারমিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র কালামে কর্ণপাত করেন নি (২ খান্দান ৩৬:১২)।

২৪:২০ সিদিকিয় ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র বিদ্রোহী হলেন। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী ৫৮৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিসরের সিংহাসনে উচ্চাভিলাষী ফেরাউন হোফরার আরোহণের সাথে সিদিকিয়ের এই বিদ্রোহকে সংযুক্ত করে থাকেন (ইয়ার ৪৪:৩০ আয়াতের

এহুদার বাদশাহ্‌ সিদিকিয়ের বিদ্রোহ

২৫ ১ পরে তাঁর রাজত্বের নবম বছরে, দশম
মাসের দশম দিনে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌
বখতে-নাসার ও তাঁর সমস্ত সৈন্য এসে
জেরুশালেমের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করলেন ও
তাঁর বিরুদ্ধে চারদিকে ঢিবি তৈরি করলেন।
২ সিদিকিয়ের একাদশ বছর পর্যন্ত নগর অবরুদ্ধ
থাকলো। ৩ পরে (চতুর্থ) মাসের নবম দিনে
নগরে মহাদুর্ভিক্ষ হল, দেশের লোকদের জন্য
খাদ্যদ্রব্য কিছুই রইলো না। ৪ পরে নগরের
প্রাচীর একটি জায়গা ভেঙ্গে গেল, আর সমস্ত
যোদ্ধা রাত্রে বাদশাহ্‌র বাগানের নিকটস্থ দুই
প্রাচীরের মধ্যবর্তী দ্বারের পথ দিয়ে পালিয়ে গেল;
তখন কল্‌দীয়েরা নগরের বিরুদ্ধে চারদিকে ছিল।
আর বাদশাহ্‌ অরাবা সমভূমির পথে গেলেন।
৫ কিন্তু কল্‌দীয়দের সৈন্য বাদশাহ্‌র পিছনে
দৌড়ে গিয়ে জেরিকোর সমভূমিতে তাঁকে ধরে
ফেললো, তাতে তাঁর সকল সৈন্য তাঁর কাছ
থেকে ছিন্নভিন্ন হল। ৬ তখন তারা বাদশাহ্‌কে
ধরে রিব্‌লাতে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র কাছে নিয়ে
গেল, পরে তাঁর প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হল। ৭ তারা
সিদিকিয়ের সাক্ষাতেই তাঁর পুত্রদেরকে হত্যা
করলো এবং সিদিকিয়ের চোখ উৎপাটন করলো
ও তাঁকে শিকল দিয়ে বেঁধে ব্যাবিলনে নিয়ে
গেল।

[২৫:১] ইশা ২৩:১৩; ২৯:৩। [২৫:৩] লেবীয় ২৬:২৬। [২৫:৪] আইউ ৩০:১৪; জবুর ১৪৪:১৪। [২৫:৫] লেবীয় ২৬:৩৬। [২৫:৬] ইশা ২২:৩; ইয়ার ৩৮:২৩। [২৫:৭] দ্বি:বি ২৮:৩৬। [২৫:৯] দ্বি:বি ১৩:১৬। [২৫:১০] নহি ১:৩; ইয়ার ৫০:১৫। [২৫:১১] লেবীয় ২৬:৪৪। [২৫:১২] ২বাদশা ২৪:১৪। [২৫:১৩] ১বাদশা ৭:৫০। [২৫:১৪] ২বাদশা ২৪:১৩; উজা ১:৭। [২৫:১৫] ২বাদশা ২৪:১৩; ইয়ার ১৫:১৩; ২০:৫; ২৭:১৬-২২।

৮ পরে পঞ্চম মাসের সপ্তম দিনে, ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌ বখতে-নাসারের উনবিংশ বছরে,
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র গোলাম নবূষরদন নামক
রক্ষক-সেনাপতি জেরুশালেমে আসলেন, ৯ তিনি
মাবুদের গৃহ ও রাজপ্রাসাদ পুড়িয়ে দিলেন,
জেরুশালেমের সকল বাড়ি, বড় বড় অট্টালিকাও
আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন, ১০ আর সেই
রক্ষক-সেনাপতির অনুগামী কল্‌দীয় সমস্ত সৈন্য
জেরুশালেমের চারদিকে প্রাচীর ভেঙে ফেললো।
১১ আর রক্ষক-সেনাপতি নবূষরদন নগরের
অবশিষ্ট লোকদেরকে ও যারা বিপক্ষে গিয়েছিল,
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র পক্ষ হয়েছিল, তাদেরকে
এবং অবশিষ্ট সাধারণ লোকদেরকে বন্দী করে
নিয়ে গেলেন। ১২ কেবল আঙ্গুরক্ষেত পালন ও
ভূমি চাষবাস করবার জন্য রক্ষক-সেনাপতি
কতগুলো দীন দরিদ্র লোককে দেশে রাখলেন।
১৩ আর মাবুদের গৃহের ব্রোঞ্জের দুই স্তম্ভ ও
মাবুদের গৃহের সমস্ত পীঠ ও ব্রোঞ্জের সমুদ্রপাত্র
কল্‌দীয়েরা খণ্ড-বিখণ্ড করে, সেই সকল ব্রোঞ্জ
ব্যাবিলনে নিয়ে গেল; ১৪ আর পাত্র, হাতা কর্তরী
ও চামচ, আর সমস্ত পরিচর্যা কাজের ব্রোঞ্জের
পাত্র নিয়ে গেল। ১৫ আর ধূপদানি ও সমস্ত বাটি,
সোনার পাত্রের সোনা ও রূপার পাত্রের রূপা,
রক্ষক-সেনাপতি নিয়ে গেলেন। ১৬ যে দু'টি স্তম্ভ,
একটি সমুদ্র-পাত্র ও সমস্ত পীঠ সোলায়মান

নোট দেখুন)। বখতে-নাসারের প্রতি সিদিকিয়ের প্রবল আনুগত্য ছিল (ইহি ১৭:১৩), তিনি নিয়মিত ব্যাবিলনে উপঢৌকন প্রেরণ করতেন (ইয়ার ২৯:৩ দেখুন) এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে বাদশাহ বখতে-নাসারের সাথে দেখা করতে যেতেন (ইয়ার ৫১:৫৯ দেখুন)। কিন্তু সম্ভবত তিনি জেরুশালেমে ব্যাবিলন বিরোধী ও মিসরীয় মদদপুষ্ট শক্তির উত্থানের কারণে প্রলোভিত হয়ে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত করেন (ইয়ার ৩৭:৫; ইহি ১৭:১৫-১৬) এবং এর ফলে ব্যাবিলনের কাছ থেকে স্বাধীনতা আদায়ের তাঁর এই প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

২৫:১ নবম বছর ... দশম মাস ... দশম দিন। ৫৮৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ১৫ই জানুয়ারি (ইয়ার ৩৯:১; ৫২:৪; ইহি ২৪:১-২ আয়াত দেখুন)।

বখতে-নাসার ... জেরুশালেমের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করলেন। এর আগে বখতে-নাসার লাখীশ এবং অস্কা বাদে আর সমস্ত দুর্গ নগরী দখল করে নিয়েছিলেন (ইয়ার ৩৪:৭ দেখুন)। ১৯৩৫ ও ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লাখীশে কিছু স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয়। এই লিপিগুলো লাখীশ ওস্ট্রাকা বা লাখীশের পত্র নামে পরিচিত, যেখানে ব্যাবিলনের আক্রমণের সময়ে লাখীশ ও অস্কার নগরীর পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

২৫:২-৩ একাদশ বছর ... চতুর্থ মাস ... নবম দিন। ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ১৮ই জুলাই (৩ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে ইয়ার ৩৯:২; ৫২:৫-৭ আয়াত দেখুন)। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি ভিন্ন ধরনের দিনপঞ্জি অনুসরণ করে জেরুশালেমের পতনের সময়কাল নির্ধারণ করেছেন ৫৮৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দের বসন্তকাল।

২৫:৩ নগরে মহাদুর্ভিক্ষ হল। ইয়ার ৩৮:২-৯ আয়াত দেখুন।

২৫:৬ রিব্‌লাতে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র কাছে। ২৩:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইয়ার ৩৯:৫; ৫২:৯ আয়াত দেখুন।

২৫:৭ সিদিকিয়ের সাক্ষাতেই তাঁর পুত্রদেরকে হত্যা করলো ... চোখ উৎপাটন করলো ... শিকল দিয়ে বেঁধে ব্যাবিলনে নিয়ে গেল। ইয়ার ৩২:৪-৫; ৩৪:২-৩; ৩৮:১৮; ৩৯:৬-৭; ৫২:১০-১১ আয়াত দেখুন। ইহিস্কেল নবী (১২:১৩) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, সিদিকিয়কে ব্যাবিলনে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে কিন্তু তিনি তা দেখতে পাবেন না। সিদিকিয় যদি নবী ইয়ারমিয়ার কথা শুনতেন তাহলে তিনি নিজের জীবন রক্ষা করতে পারতেন এবং জেরুশালেমের বিনাশও রোধ করতে পারতেন (ইয়ার ৩৮:১৪-২৮ আয়াত দেখুন)।

২৫:৮ পঞ্চম মাস ... সপ্তম দিন ... উনবিংশ বছর। ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ১৪ই আগষ্ট (ইয়ার ৫২:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৫:৯ মাবুদের গৃহ ... আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন। ২ খান্দান ৩৬:১৯; ইয়ার ৩৯:৮; ৫২:১৩ আয়াত দেখুন।

২৫:১৩ ব্রোঞ্জের দুই স্তম্ভ। ১ বাদশাহ্‌ ৭:১৫-২২ দেখুন।

মাবুদের গৃহের সমস্ত পীঠ। ১ বাদশাহ্‌ ৭:২৭-৩৯ আয়াত দেখুন।

ব্রোঞ্জের সমুদ্রপাত্র। ১ বাদশাহ্‌ ৭:২৩-২৬ আয়াত দেখুন।

২৫:১৪ সমস্ত পরিচর্যা কাজের ব্রোঞ্জের পাত্র। ১ বাদশাহ্‌ ৭:৪০,৪৫ আয়াত দেখুন।

মাবুদের গৃহের জন্য নির্মাণ করেছিলেন, সেই
সকল পাত্রের ব্রোঞ্জ অপরিমিত ছিল। ১৭ তার
একটি স্তম্ভ আঠার হাত উঁচু ও তার উপরে
ব্রোঞ্জের একটি মাথলা ছিল, আর সেই মাথলা
তিন হাত উঁচু এবং মাথলার উপরে চারদিকে
জালকার্য ও ডালিমের আকৃতি সকলই ব্রোঞ্জের
ছিল; এবং জালকার্যসুদ্ধ দ্বিতীয় স্তম্ভও এর মত
ছিল।
১৮ পরে রক্ষক-সেনাপতি প্রধান ইমাম সরায়,
দ্বিতীয় ইমাম সফনিয় ও তিন জন দ্বারপালকে
বন্দী করলেন। ১৯ আর তিনি নগর থেকে
যোদ্ধাদের উপরে নিযুক্ত এক জন কর্মচারী এবং
যাঁরা বাদশাহ্‌র মুখদর্শন করতেন, তাঁদের মধ্যে
নগরে পাওয়া পাঁচ জন, আর লেখক, দেশের
লোক সংগ্রহকারী সেনাপতি এবং নগরে পাওয়া
দেশীয় ষাটজনকে বন্দী করলেন। ২০ নবূষরদন
রক্ষক-সেনাপতি তাঁদেরকে বন্দী করে রিব্‌লাতে
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র কাছে নিয়ে গেলেন।
২১ আর ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ হমাৎ দেশস্ত
রিব্‌লাতে তাঁদেরকে হত্যা করলেন। এভাবে
এহুদার লোকদের নিজের দেশ থেকে বন্দী করে
দূরে নিয়ে যাওয়া হল।

[২৫:১৭] ১বাদশা ৭:১৫-২২।
[২৫:১৮] ১খান্দান ৬:১৪; উজা ৭:১; নহি ১১:১১।
[২৫:২১] শুমারী ৩৪:১১।
[২৫:২১] পয়দা ১২:৭; ইউসা ২৩:১৩।
[২৫:২২] ইয়ার ৩৯:১৪; ৪০:৫, ৭; ৪১:১৮।
[২৫:২৫] জাকা ৭:৫।
[২৫:২৬] ইশা ৩০:২; ইয়ার ৪৩:৭।

গদলিয়কে এহুদার শাসনকর্তা নিযুক্ত

২২ এহুদা দেশে যে সমস্ত লোক অবশিষ্ট
রইলো, যাদেরকে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ বখতে-
নাসার রেখে গিয়েছিলেন, তাদের উপরে তিনি
শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়কে
শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। ২৩ পরে ব্যাবিলনের
বাদশাহ্‌ গদলিয়কে শাসনকর্তা করেছেন, এই
কথা শুনে সেনাপতিরা ও তাঁদের লোকেরা,
অর্থাৎ নথনিয়ের পুত্র ইসমাইল, কারেয়ের পুত্র
যোহানন, নটোফাতীয় তন্‌হূমতের পুত্র সরায় ও
মাখাথীয়ের পুত্র যাসনিয় এবং তাঁদের লোকেরা
মিস্পাতে গদলিয়ের কাছে আসলেন। ২৪ আর
গদলিয় তাঁদের কাছে ও তাঁদের লোকদের কাছে
কসম খেয়ে বললেন, তোমরা কল্‌দীয়
কর্মকর্তাদের ভয় পেয়ো না; দেশে বাস করে
ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র গোলামী স্বীকার কর,
তোমাদের মঙ্গল হবে। ২৫ কিন্তু সপ্তম মাসে
রাজবংশজাত ইলীশামার পৌত্র নথনিয়ের পুত্র
ইসমাইল ও তাঁর সঙ্গী দশ জন আসলেন, আর
গদলিয়কে এবং যে ইহুদীরা ও কলদীয়েরা তাঁর
সঙ্গে মিস্পাতে ছিল তাদেরকে হত্যা করলেন।
২৬ পরে ছোট বড় সমস্ত লোক ও সেনাপতিরা
কল্‌দীয়দের ভয়ে মিসরে গেলেন।

২৫:১৭ ব্রোঞ্জের একটি মাথলা ... সেই মাথলা তিন হাত উঁচু। ১ বাদশাহ্‌ ৭:১৬ ও ইয়ার ৫২:২২ আয়াতে এই ব্রোঞ্জের তৈরি মাথলার উচ্চতা উল্লেখ করা হয়েছে সাড়ে সাত ফুট বা পাঁচ হাত। সম্ভবত অনুলিপিকারের ভুলের কারণে এই দুই হাত পরিমাণ পার্থক্য তৈরি হয়েছে।

২৫:১৮ প্রধান ইমাম সরায়। সরায় ছিলেন হিষ্কিয়ের পৌত্র (২২:৪ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন ২২:৮; ১ খান্দান ৬:১৩-১৪)। তাঁর পুত্র যিহোষাদককে ব্যাবিলনে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। উযায়ের ছিলেন এই যিহোষাদকের একজন বংশধর (উযা ৭:১ আয়াত দেখুন)।

২৫:১৯ দেশের লোক। ২১:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৫:২০ তাঁদেরকে বন্দী করে রিব্‌লাতে ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র কাছে নিয়ে গেলেন। ৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৫:২১ এহুদার লোকদের নিজের দেশ থেকে বন্দী করে দূরে নিয়ে যাওয়া হল। এ প্রসঙ্গে মানচিত্র দেখুন। কেনান দেশ থেকে এহুদার নির্বাসন ও বন্দীত্বের মধ্য দিয়ে বাদশাহ্‌ মানশার রাজত্বের সময়ে কৃত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেল (২৩:২৭ আয়াত দেখুন)। বন্দীত্ব ছিল শরীয়তের সমস্ত বদদোয়ার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর (লেবীয় ২৬:৩৩; দ্বি.বি. ২৮:৩৬ দেখুন; সেই সাথে ইয়ার ২৫:৮-১১ আয়াত দেখুন)।

২৫:২২ গদলিয়। ২২:১২ আয়াতের নোট দেখুন। নবী ইয়ারমিয়ার মত গদলিয়ও বিনা বাধায় ব্যাবিলনীয়দের কাছে গৃহীত হয়েছিলেন (আয়াত ২৪) এবং তিনি তাদের কাছে এহুদার শাসক হওয়ার জন্য বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পেরেছিলেন (ইয়ার ৪১:১০ আয়াত দেখুন)।

২৫:২৩ মিস্পা। ইসরাইলের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার ঠিক আগে এই নগরটি রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে (১ শামু ৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। সেখানেই ইয়ারমিয়া গদলিয়কে খুঁজে পান (ইয়ার ৪০:১-৬ আয়াত দেখুন)।

নথনিয়ের পুত্র ইসমাইল। ২৫ আয়াতে আরও বিস্তারিত বংশ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। ইসমাইলের পিতামহ ইলীশামা ছিলেন যিহোয়াকীমের অধীনস্থ রাজ সচিব (ইয়ার ৩৬:১২)।

যাসনিয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তেল এন-নাসবাহ্‌ (তৎকালীন মিস্পা) থেকে যাসনিয়ের নাম লেখা (সম্ভবত তিনি এই আয়াতে উল্লিখিত যাসনিয়) একটি সীলমোহর আবিষ্কার করা হয়, যেখানে এই কথা লেখা ছিল। "বাদশাহ্‌র গোলাম যাসনিয়ের সম্পত্তি।"

২৫:২৪। গদলিয় আল্লাহ্‌র বিচার হিসেবে ব্যাবিলনীয়দের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য সকলকে আহ্বান করেন। তিনি বোঝান পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার জন্য উভয় পক্ষের আপোষের মধ্য দিয়ে তারা আবারও তাদের নিজ দেশে ফিরে আসতে পারবেন (ইয়ার ২৭ অধ্যায় দেখুন)। ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে বন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়া লোকদের প্রতি নবী ইয়ারমিয়া ঠিক এক ধরনেরই বক্তব্য রেখেছিলেন (ইয়ার ২৯:৪-৭ আয়াত দেখুন)।

২৫:২৫ সপ্তম মাস। ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের অক্টোবর মাস।

গদলিয়কে ... হত্যা করলেন। গদলিয়ের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় ইয়ার ৪০:১৩-৪১:১৫ আয়াতে। সম্ভবত ইসমাইলের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে সিংহাসনে আরোহণের অভিলাষ ছিল, যে কারণে তিনি ব্যাবিলনীয়দের প্রতি আত্মসমর্পণের জন্য গদলিয়ের আহ্বান মেনে নিতে পারেন নি। তিনি ব্যাবিলনের অধীনে থাকা অম্মোনীয় জাতির লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন (ইয়ার ৪০:১৪; ৪১:১০,১৫ দেখুন)।

২৫:২৬ ভয়ে মিসরে গেলেন। সে সময় ফেরাউন হোফরা ছিলেন মিসরের শাসনকর্তা (২৪:২০ আয়াতের নোট দেখুন)।

বন্দীদশা থেকে যিহোয়াখীনের মুক্তি

২৭ পরে এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীনের
বন্দীত্বের সাঁইত্রিশ বছরে, বারো মাসের সাতাশ
দিনে, ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ ইবিল-মারডক যে
বছরে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন, সেই বছরে
তিনি এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীনকে কারাগার
থেকে মুক্তি দিলেন। ২৮ আর তিনি তাঁর সঙ্গে
ভালভাবে কথা বলে, তাঁর সঙ্গে ব্যাবিলনে যত
বাদশাহ্‌ ছিলেন, সকলের আসন থেকে তাঁর
আসন উচ্চে স্থাপন করলেন। ২৯ আর ইনি তাঁর
কারাবাসের পোশাক পরিবর্তন করলেন এবং
সারা জীবন প্রতিনিয়ত তাঁর সম্মুখে ভোজন পান
করতে লাগলেন। ৩০ তাঁর দিনপাতের জন্য
বাদশাহ্‌র হুকুমে তাঁকে নিয়মিতভাবে বৃত্তি
দেওয়া হত, তাঁর সমস্ত জীবন প্রতিদিন তাঁকে
দিনের উপযুক্ত দ্রব্য দেওয়া হত।

[২৫:২৭] ২বাদশা ২৪:১২। [২৫:২৮] উজা ৫:৫; নহি ২:১; দানি ২:৪৮। [২৫:২৯] ২শামু ৯:৭। [২৫:৩০] পয়দা ৪৩:৩৪; ইষ্টের ২:৯; ৯:২২; ইয়ার ২৮:৪।

২৫:২৭ সাঁইত্রিশ বছর ... বারো মাস ... সাতাশ দিন। ৫৬১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ২২ মার্চ।

ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌ ইবিল-মারডক যে বছরে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। ৫৬১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন ইবিল-মারডক ৫৬২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের অক্টোবর মাসে সিংহাসনে আরোহণ করেন; এ প্রসঙ্গে ২৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)। তাঁর নামের অর্থ “(দেবতা) মারডকের লোক।”

এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীনকে কারাগার থেকে মুক্তি দিলেন। ব্যাবিলনে বন্দীকৃত এহুদার লোকদের জন্য সরবরাহকৃত তেল ও যবের হিসাব রাখা প্রশাসনিক লিপি ফলকে এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীন এবং তাঁর পাঁচ জন পুত্রের নাম পাওয়া যায় (২৪:১৫ আয়াত দেখুন)। যিহোয়াখীনের এই মুক্তি দানের কোন বিশেষ কারণ উল্লেখ করা হয় নি। সম্ভবত ইবিল-মারডক তাঁর রাজত্বের শুরুতে কিছু বন্দীকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন।

২৫:২৮ তিনি তাঁর সঙ্গে ভালভাবে কথা বলে ... তাঁর আসন উচ্চে স্থাপন করলেন। বাদশাহ্‌নামা কিতাবটি একটি আশাব্যঞ্জক ঘটনার বিবরণের মধ্য দিয়ে শেষ হল। বন্দীদশার শাস্তির মধ্য দিয়ে ইসরাইল জাতির লোকেরা সমূলে বিনষ্ট হল না বা বাদশাহ্‌ দাউদের বংশ চিরতরে হারিয়ে গেল না। দাউদের কুল সম্পর্কে আল্লাহ্‌ যে ওয়াদা করেছিলেন তা বলবৎ রইল (২ শামু ৭:১৪-১৬ আয়াত দেখুন)।